মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আশ্বমেধিকপর্ব্ব

৪২

দর্শনাচার্য্য-
শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-
সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন
শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-
বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

'মহাভারতম্' মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্যালব্ধ অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি ছিলেন 'মহাভারতম্'-এর তপস্যায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর তপস্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর 'মহাভারতম্'—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। 'মহাভারতম্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। সুধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ✽ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা প্রয়ান্তং বার্ষ্ণেয়ং দ্বারকাং ভরতর্ষভাঃ।
পরিষ্বজ্য ন্যবর্ত্তন্ত সানুযাত্রাঃ পরন্তপাঃ ॥১॥
পুনঃ পুনশ্চ বার্ষ্ণেয়ং পর্য্যষ্বজত ফাল্গুনঃ।
আচক্ষুর্বিষয়াচ্চৈনং স দদর্শ পুনঃ পুনঃ ॥২॥
কৃচ্ছ্রেণৈব তু তাং পার্থো গোবিন্দে বিনিবেশিতাম্
সংজহার ততো দৃষ্টিং কৃষ্ণশ্চাপ্যপরাজিতঃ ॥৩॥
তস্য প্রয়াণে যান্যাসন্নিমিত্তানি মহাত্মনঃ।
বহূন্যদ্ভুতরূপাণি তানি মে গদতঃ শৃণু ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। বার্ষ্ণেয়ং কৃষ্ণম্, ভরতর্ষভাঃ পাণ্ডবাঃ। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য ॥১॥
পুনরিতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ। আচক্ষুর্বিষয়াৎ দৃষ্টিপাতপর্য্যন্তম্ যাবৎ ॥২॥
কৃচ্ছ্রেণেতি। পার্থোঽর্জ্জুনঃ। কৃষ্ণশ্চাপি কৃচ্ছ্রেণৈব তাং দৃষ্টিং সংজহারেতি সম্বন্ধঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তথা প্রয়ান্তং বার্ষ্ণেয়মিত্যাদিগ্রন্থঃ পূর্ব্বোক্তাহুপনিষৎসু বিদ্যাফলং বিশ্বরূপদর্শনং বিদ্যা-সাধনং গুরোরারাধনং চেতি দ্বয়মিহোক্তং বিবরীতুম্ উত্তঙ্কোপাখ্যানব্যাজেন প্রবর্ত্ততে ; তত্র

তাহার পর প্রতাপশালী ও শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া—ইন্দ্র যেমন শত্রুসংহার করিয়া স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ দ্বারকা-নগরীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ সেইভাবে দ্বারকায় গমন করিতে লাগিলে, শত্রুসন্তাপকারী ভরতশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অনুচরগণের সহিত নিবৃত্তি পাইলেন ॥১॥

কিন্তু অর্জ্জুন বার বার কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দৃষ্টিপথপর্য্যন্ত বার বার তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥২॥

ক্রমে অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপরে সংস্থাপিত দৃষ্টিকে অতিকষ্টে তাঁহা হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং অপরাজিত কৃষ্ণও অর্জ্জুন হইতে সেইরূপ কষ্টেই দৃষ্টি নিবর্ত্তিত করিলেন ॥৩॥

বায়ুর্ব্বেগেন মহতা রথস্য পুরতো ববৌ।
কুর্ব্বন্নিঃশর্করং মার্গং বিরজস্কমকণ্টকম্ ॥৫॥
ববর্ষ বাসবশ্চৈব তোয়ং শুচি সুগন্ধি চ।
দিব্যানি চৈব পুষ্পাণি পুরতঃ শাঙ্গ'ধন্বনঃ ॥৬॥
স প্রয়াতো মহাবাহুঃ সমেষু মরুধন্বসু।
দদর্শাথ মুনিশ্রেষ্ঠমুত্তঙ্কমমিতৌজসম্ ॥৭॥
স তং সংপূজ্য তেজস্বী মুনিং পৃথুললোচনঃ।
পূজিতস্তেন চ তদা পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৮॥
স পৃষ্টঃ কুশলং তেন সংপূজ্য মধুসূদনম্।
উত্তঙ্কো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্ততঃ পপ্রচ্ছ মাধবম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য কৃষ্ণস্য, নিমিত্তানি লক্ষণানি ॥৪॥
বায়ুরিতি। নিঃশর্করং কঙ্কররহিতম্, বিরজস্কং ধূলিশূন্যম্ ॥৫॥
ববর্ষেতি। বাসব ইন্দ্রস্তৎপ্রেরিতো মেঘ ইত্যর্থঃ। শাঙ্গ'ধন্বনঃ কৃষ্ণস্য ॥৬॥
স ইতি। সমেষু সমতলেষু, মরুধন্বসু মরুভূমিষু ॥৭॥
স ইতি। পৃথুললোচনো বিশালনেত্রঃ। অনাময়ং নিরুপদ্রবতাম্ ॥৮॥
স ইতি। তেন উত্তঙ্কেন, মধুসূদনং সম্পূজ্য স কুশলং পৃষ্টঃ ॥৯॥

মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণের গমনের সময়ে যে বহুতর অদ্ভুত লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥৪॥

রথের গুরুতর বেগে বায়ু আবির্ভূত হইয়া পথটাকে কঙ্কর, ধূলি ও কণ্টক-শূন্য করিতে থাকিয়া সম্মুখে বহিত হইতে থাকিল ॥৫॥

ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘ, কৃষ্ণের সম্মুখে পবিত্র ও সুগন্ধি জল এবং দিব্য পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥৬॥

মহাবাহু কৃষ্ণ সমতল মরুভূমিতে গমন করিতে থাকিয়া অমিততেজা মুনি-শ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ককে দর্শন করিলেন ॥৭॥

তেজস্বী ও বিশালনয়ন কৃষ্ণ সেই উত্তঙ্কমুনিকে সম্মান করিলে, উত্তঙ্কমুনিও কৃষ্ণের সম্মান করিলেন। তখন কৃষ্ণ উত্তঙ্কের তপস্যার নির্ব্বিঘ্নতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক কৃষ্ণের সম্মান করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—॥৯॥

---

(৭) উদঙ্কমমিতৌজসম্—নি। এবং সর্ব্বত্র।

কচ্চিচ্ছৌরে! ত্বয়া গত্বা কুরুপাণ্ডবসদ্ম তৎ।
কৃতং সৌভ্রাত্রমচলং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥১০॥
অপি সন্ধায় তান্ বীরানুপাবৃত্তোঽসি কেশব!।
সম্বন্ধিনঃ স্বদয়িতান্ সততং বৃষ্ণিপুঙ্গব! ॥১১॥
কচ্চিৎ পাণ্ডুসুতাঃ পঞ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য চাত্মজাঃ।
লোকেষু বিহরিষ্যন্তি ত্বয়া সহ পরন্তপ! ॥১২॥
স্বরাষ্ট্রে তে চ রাজানঃ কচ্চিৎ প্রাপ্স্যন্তি বৈ সুখম্।
কৌরবেষু প্রশান্তেষু ত্বয়া নাথেন কেশব! ॥১৩॥
যা মে সম্ভাবনা তাত! ত্বয়ি নিত্যমবর্ত্তত।
অপি সা সফলা তাত! কৃতা তে ভরতান্ প্রতি ॥১৪॥
শ্রীভগবানুবাচ।
কৃতো যত্নো ময়া পূর্ব্বং সৌশাম্যে কৌরবান্ প্রতি।
নাশক্যন্ত যদা সাম্যে তে স্থাপয়িতুমঞ্জসা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কচ্চিদিতি। হে শৌরে! কৃষ্ণ! সৌভ্রাত্রং ভ্রাতৃসৌহার্দ্দম্ ॥১০॥
অপীতি। সন্ধায় সন্ধিযুক্তান্ কৃত্বা, উপাবৃত্তঃ প্রত্যাবৃত্তঃ। স্বস্য দয়িতান্ প্রিয়ান্ ॥১১॥
কচ্চিদিতি। বিহরিষ্যন্তি সৌহার্দ্দাৎ ॥১২॥
স্বেতি। কৌরবেষু দুর্য্যোধনাদিষু, প্রশান্তেষু সন্ধিনা শান্তিং প্রাপ্তেষু, নাথেন প্রভুণা ॥১৩॥
যেতি। সম্ভাবনা সন্ধিনিরূপণম্। তে ত্বয়া ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

উপবিষ্টাদশ্বমেধব্যাজেন কর্ম্মণামপ্যারাদুপকারকত্বং বিদ্যায়ামুচ্যত ইতি সঙ্গতিঃ ॥১—১৪॥

"কৃষ্ণ! আপনি সেই কুরুপাণ্ডবভবনে যাইয়া স্থায়ী ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ করিয়াছেন ত? তাহা আমার নিকট বলিতে পারেন ত? ॥১০॥

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! নিজের প্রিয়তম ও সম্বন্ধী সেই বীরগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন ত? ॥১১॥

শত্রুসন্তাপক কৃষ্ণ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও পঞ্চপাণ্ডব আপনার সহিত জগতে আনন্দ সহকারে বিচরণ করিবেন ত ॥১২॥

কেশব! আপনার নেতৃত্বনিবন্ধন কৌরবেরা সম্পূর্ণ শান্ত হইলে তাঁহারা উভয় পক্ষই রাজা হইয়া আপন আপন রাজ্যে সুখ পাইবেন ত? ॥১৩॥

বৎস কৃষ্ণ! চিরদিন আপনার উপরে আমার যে সম্ভাবনা ছিল, আপনি ভরতবংশীয়গণের প্রতি আমার সেই সম্ভাবনা সফল করিয়াছেন ত?' ॥১৪॥

ততস্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে সসুতবান্ধবাঃ।
ন দিষ্টমপ্যতিক্রান্তুং শক্যং বুদ্ধ্যা বলেন বা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
মহর্ষে! বিদিতং ভূয়ঃ সর্ব্বমেতত্তবানঘ!।
তেঽত্যক্রামন্মতিং মহ্যং ভীষ্মস্য বিদুরস্য চ ॥১৭॥
ততো যমক্ষয়ং জগ্মুঃ সমাসাদ্যেতরেতরম্।
পঞ্চৈব পাণ্ডবাঃ শিষ্টা হতমিত্রা হতাত্মজাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ নিহতাঃ সর্বে সসুতবান্ধবাঃ ॥১৮॥
ইত্যুক্তবচনে কৃষ্ণে ভৃশং ক্রোধসমন্বিতঃ।
উত্তঙ্ক ইত্যুবাচৈনং রোষাদুৎফুল্ললোচনঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি। সৌশাম্যে শান্তিস্থাপনে। তে কৌরবাঃ, অঞ্জসা তত্ত্বেন ন্যায্যরূপেণেত্যর্থঃ। "তত্ত্বে ত্বদ্ধাঞ্জসাদ্বয়ম্' ইত্যমরঃ। দিষ্টং দৈবম্ ॥১৫—১৬॥

মহর্ষ ইতি। ভূয়ো বহুলম্। তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ, মতিং সন্ধিস্থাপনেচ্ছাম্, মহ্যং মম ॥১৭॥

তত ইতি। যমক্ষয়ং যমালয়ম্, ইতরেতরং পরস্পরং সমাসাদ্য যুদ্ধে প্রাপ্য। শিষ্টা অবশিষ্টাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

ইতীতি। ইতি ইত্থম্ উক্তং বচনং যেন তস্মিন্। এনং কৃষ্ণম্ ॥১৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'আমি পূর্ব্বে কৌরবগণের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শান্তির পক্ষে স্থাপন করিতে পারিলাম না, তখন তাঁহারা সকলে পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। কারণ, মানুষ বুদ্ধি বা বলদ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥১৫—১৬॥

নিষ্পাপ মহর্ষি! এই সমস্ত বিষয় আপনার বিস্তৃতভাবে জানা আছে যে, সেই দুর্য্যোধনপ্রভৃতি আমার, ভীষ্মের ও বিদুরের সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ॥১৭॥

তাহার পর তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন; কিন্তু কেবল পঞ্চপাণ্ডবই অবশিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহাদেরও মিত্র-গণ এবং পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সকলেই পুত্র ও বন্ধু-বর্গের সহিত নিহত হইয়াছেন' ॥১৮॥

কৃষ্ণ এই সকল কথা বলিলে, উত্তঙ্ক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্রোধে বিস্ফারিতনেত্র হইয়া কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥১৯॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

যস্মাচ্ছক্তেন তে কৃষ্ণ। ন ত্রাতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ।
সম্বন্ধিনঃ প্রিয়াস্তস্মাচ্ছপ্স্যেঽহং ত্বামসংশয়ম্ ॥২০॥
ন চ তে প্রসভং যস্মাত্তে নিগৃহ্য নিবারিতাঃ।
তস্মান্মন্যুপরীতস্ত্বাং শপ্স্যামি মধুসূদন! ॥২১॥
ত্বয়া শক্তেন হি সতা মিথ্যাচারেণ মাধব!।
তে পরীতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠা নশ্যন্তঃ স্ম হ্যুপেক্ষিতাঃ ॥২২॥

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু মে বিস্তরেণেদং যদ্বক্ষ্যে ভৃগুনন্দন!।
গৃহাণানুনয়ং চাপি তপস্বী হ্যসি ভার্গব! ॥২৩॥
শ্রুত্বা চ মে তদধ্যাত্মং মুঞ্চেথাঃ শাপমদ্য বৈ।
ন চ মাং তপসাল্পেন শক্তোঽভিভবিতুং পুমান্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি। শক্তেন জগদীশ্বরত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমতা, তে ত্বয়া ॥২০॥

নেতি। তে ত্বয়া, প্রসভং বলেন, তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ। মন্যুপরীতঃ ক্রোধব্যাপ্তঃ ॥২১॥

ত্বয়েতি। মিথ্যা আচারো মানবব্যবহারো যস্য তেন সতা। পরীতা যুদ্ধে সমন্তাৎ পরস্পরং প্রাপ্তাঃ ॥২২॥

শৃণ্বিতি। তপস্বী হ্যসি অভিসম্পাতে তত্তপঃক্ষয়সম্ভব ইতি ভাবঃ ॥২৩॥

শ্রুত্বেতি। আত্মানং স্বসংঘাতমধিকৃত্য স্থিতমিত্যধ্যাত্মং মদধ্যাত্মবিষয়ম্ ॥২৪॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'কৃষ্ণ! আপনি যখন সমর্থ হইয়াও সম্বন্ধী ও প্রীতির পাত্র কৌরবশ্রেষ্ঠগণকে রক্ষা করেন নাই, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনাকে অভিসম্পাত করিব ॥২০॥

মধুসূদন! আপনি যখন বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে দমন করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করেন নাই, তখন আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে অভিসম্পাত করিব ॥২১॥

মাধব! আপনি শক্তিশালী হইয়াও মিথ্যা মানুষব্যবহার অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে সম্মিলিত সেই কৌরবশ্রেষ্ঠগণ ধ্বংস পাইতেছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন' ॥২২॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'ভৃগুনন্দন! আমি যাহা বলিতেছি, আপনি আমার সেই বাক্য বিস্তরক্রমে শ্রবণ করুন। ভার্গব! আপনি তপস্বী। অতএব আমার এই অনুনয়বাক্য গ্রহণ করুন ॥২৩॥

ন চ তে তপসো নাশমিচ্ছামি তপতাংবর ! ।
তপস্তে সুমহদ্দীপ্তং গুরুবশ্চাপি তোষিতাঃ ॥২৫॥
কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যং তে জানামি দ্বিজসত্তম ! ! ।
দুঃখার্জ্জিতস্য তপসস্তস্মান্নেচ্ছামি তে ব্যয়ম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণোত্তঙ্কসমাগমে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নেতি। তপতাং তপস্যাং কুর্ব্বতাম্। দীপ্তমুজ্জ্বলম্ তেজস্করমিত্যর্থঃ ॥২৫॥
কৌমারমিতি। কৌমারং কুমারকালমারভ্য কৃতম্। ব্যয়ং নাশম্ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

সৌশাম্যে সৌরস্যে ॥১৫—২১॥ মিথ্যাচারেণ কপটপূর্ব্বকমবিরোধচ্ছলেন বিরোধং প্রচরতা, পরীতাঃ পরিতঃ প্রাপ্তাঃ ॥২২॥ অনুনয়ং শিক্ষাম্ ॥২৩॥ মে মত্তঃ ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮॥

আপনি আমার সেই মনোবৃত্তি শ্রবণ করিয়া আজ শাপ দিবেন। তারপর মানুষ অল্প তপস্যার বলে আমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না ॥২৪॥

তপস্বিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার তপস্যার ক্ষয় ইচ্ছা করি না। আপনার তপস্যা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আপনি পরিচর্য্যাদ্বারা গুরুগণকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন ॥২৫॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার ব্রহ্মচর্য্য যে কুমারকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমি জানি; অতএব আপনার দুঃখার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় আমি ইচ্ছা করি না' ॥২৬॥

---

* '...ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

উত্তঙ্ক উবাচ।

ব্রূহি কেশব! তত্ত্বেন ত্বমধ্যাত্মমনিন্দিতম্।
শ্রুত্বা শ্রেয়োঽভিধাস্যামি শাপং বা তে জনার্দ্দন! ॥১॥

বাসুদেব উবাচ।

তমো রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ বিদ্ধি ভাবান্মদাশ্রয়ান্।
তথা রুদ্রান্ বসূন্ বাপি বিদ্ধি মৎপ্রভবান্ দ্বিজ! ॥২॥
ময়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাপ্যহম্।
স্থিত ইত্যভিজানীহি মা তেঽভূদত্র সংশয়ঃ ॥৩॥
তথা দৈত্যগণান্ সর্বান্ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসান্।
নাগানপ্সরসশ্চৈব বিদ্ধি মৎপ্রভবান্ দ্বিজ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্রূহীতি। অধ্যাত্মম্ আধ্যাত্মিকং বিষয়ম্। শ্রেয়ো মঙ্গলম্, শাপং বা অভিধাস্যামি। নির্দ্দোষত্বে শ্রেয়ঃ, সদোষত্বে চ শাপ ইত্যাশয়ঃ ॥১॥

তম ইতি। ভাবান্ গুণান্ আত্মনঃ সগুণত্বে প্রকৃতিরূপত্বাৎ। প্রভবন্ত্যস্মাদিতি প্রভবঃ কারণম্, অহমেব প্রভবো যেষাং তান্ ॥২॥

ময়ীতি। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" ইতি শ্রুতেঃ। অহঞ্চাপি সর্ব্বভূতেষু জীবরূপেণ স্থিতঃ ॥৩॥

তথেতি। অত্রাপি মৎপ্রভবাদিতি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানম্ ॥৪॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—কেশব! আপনি অনিন্দিত আধ্যাত্মিক বিষয় যথাযথ-রূপে বলুন। জনার্দ্দন! তাহার পর আমি আপনার মঙ্গলের কথা বলিব কিংবা অভিসম্পাত করিব' ॥১॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটী গুণ আমাতে রহিয়াছে বলিয়া অবগত হউন এবং রুদ্রগণ ও বসুগণ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া মনে করুন ॥২॥

সমস্ত ভূত আমাতে রহিয়াছে, আমিও সমস্ত ভূতে রহিয়াছি, ইহা অবগত হউন; এবিষয়ে যেন আপনার সন্দেহ হয় না ॥৩॥

সদসচ্চৈব যৎপ্রাহুরব্যক্তং ব্যক্তমেব চ।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরশ্চৈব সর্বমেতন্মদাত্মকম্ ॥৫॥
যে চাশ্রমেষু বৈ ধর্ম্মাশ্চতুর্ধা বিদিতা মুনে!।
বৈদিকানি চ সর্বাণি বিদ্ধি সর্বং মদাত্মকম্ ॥৬॥
অসচ্চ সদসচ্চৈব যদ্বিশ্বং সদসৎপরম্।
মত্তঃ পরতরং নাস্তি দেবদেবাৎ সনাতনাৎ ॥৭॥
ওঙ্কারপ্রমুখান্ বেদান্ বিদ্ধি মাং ত্বং ভৃগূদ্বহ!।
যূপং সোমং চরুং হোমং ত্রিদশাপ্যায়নং মখে ॥৮॥
হোতারমপি হব্যঞ্চ বিদ্ধি মাং ভৃগুনন্দন!।
অধ্বর্য্যুঃ কল্পকশ্চাপি হবিঃপরমসংস্কৃতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সদিতি। সৎ বিদ্যমানম্, অসৎ ভবিষ্যৎ, অব্যক্তং প্রকৃতিম্, ব্যক্তং মহদাদিকম্। অক্ষরং পুরুষম্, ক্ষরং স্থূলভূতাদিকম্ ॥৫॥

য ইতি। আশ্রমেষু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু। বৈদিকানি অশ্বমেধাদীনি ॥৬॥

অসদিতি। অসৎ অবিদ্যমানং ঘটাদি, সদসৎ মায়ারূপং বস্তু, সৎকারণরূপম্, অসৎ কার্য্যরূপম্ ॥৭॥

ওঙ্কারেতি। সোমং সোমরসম্, ত্রিদশাপ্যায়নং দেবতাপ্রীতিকরম্ ॥৮॥

হোতারমিতি। অধ্বর্য্যুঃ যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্, কল্পকঃ কল্পশাস্ত্রকর্ত্তা, পরমসংস্কৃতং হবিরিত্যভিধানাৎ হব্যমিত্যসংস্কৃতং বোধ্যম্ ॥৯॥

ব্রাহ্মণ! দৈত্যগণ, সমস্ত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ ও অপ্সরা আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও অবগত হউন ॥৪॥

মুনিরা যে যে পদার্থকে সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অক্ষর ও ক্ষর বলেন, এই সমস্তই আমার স্বরূপ ॥৫॥

মুনি! চারিটী আশ্রমে যে সকল ধর্ম্ম বিহিত আছে এবং বেদে যে সকল কর্ম্ম উক্ত রহিয়াছে, সে সমস্তই আমার স্বরূপ বলিয়া জানুন ॥৬॥

যাহা অসৎ, যাহা সৎও বটে, অসৎও বটে এবং যাহা সৎ ও যাহা অসৎ, তাহার কোন পদার্থই সনাতন দেবদেব আমা হইতে উৎকৃষ্ট নহে ॥৭॥

ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! ওঙ্কারপ্রভৃতি বেদ এবং যজ্ঞে দেবগণের সন্তোষজনক যূপ, সোমরস, চরু ও হোমকে আমার স্বরূপ বলিয়াই মনে করুন ॥৮॥

---

(৬) চতুর্ব্বিহিতা মুনে!—নি।

উদ্‌গাতা চাপি মাং স্তৌতি গীতঘোষৈর্মহাধ্বরে।
প্রায়শ্চিত্তেষু মাং ব্রহ্মন্! শান্তিমঙ্গলবাচকাঃ ॥১০॥
স্তুবন্তি বিশ্বকর্ম্মাণং সততং দ্বিজসত্তমাঃ।
মম বিদ্ধি সুতং ধর্ম্মমগ্রজং দ্বিজসত্তম! ॥১১॥
মানসং দয়িতং বিপ্র! সর্বভূতদয়াত্মকম্।
তত্রাহং বর্তমানৈশ্চ নিবৃত্তৈশ্চৈব মানবৈঃ ॥১২॥
বহ্বীঃ সংসরমাণো বৈ যোনীর্বর্ত্তামি সত্তম!।
লোকসংরক্ষণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব!।
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রোঽথ প্রভবাপ্যয়ঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

উদ্গাতেতি। উদ্গাতা সামবেদীয় ঋত্বিক্। শান্তিমঙ্গলবাচকাঃ পুরোহিতা মাং স্তুবন্তি ॥১০॥

স্তুবন্তীতি। বিশ্বকর্ম্মাণং দেবশিল্পিরূপম্। অগ্রজং জ্যেষ্ঠম্ ॥১১॥

মানসমিতি। হে সত্তম বিপ্র! সর্ব্বভূতদয়াত্মকং তং ধর্ম্মং, মম দয়িতং মানসং পুত্রম্ বিদ্ধি ইত্যনুবৃত্তিঃ। তত্র চাহং বর্ত্তমানৈঃ নিবৃত্তৈরতীতৈশ্চ মানবৈঃ স্তূয়মান ইতি শেষঃ। বহ্বীর্যোনীঃ সংসরমাণঃ পরিভ্রমন্ লোকসংরক্ষণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ, বর্ত্তামি বর্ত্তে ॥১২-১৩॥

তৈরিতি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিকারণম্, অপীয়তে লীয়তে অনেনেতি অপ্যয়ো লয়কারণঞ্চ ॥১৪॥

ভৃগুনন্দন! হোতা ও হব্যকে আমার স্বরূপ বলিয়াই অবগত হউন এবং যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্, কল্পশাস্ত্রকর্ত্তা ও বিশেষ সংস্কৃতহবিও আমার স্বরূপ ॥৯॥

ব্রাহ্মণ! সামবেদীয় ঋত্বিক্ও মহাযজ্ঞে গীতধ্বনিদ্বারা আমার স্তব করেন এবং প্রায়শ্চিত্তে শান্তিপাঠক ও মঙ্গলবাচক ব্রাহ্মণেরা আমারই স্তব করিয়া থাকেন ॥১০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সকল ব্রাহ্মণই সর্ব্বদা আমাকে বিশ্বকর্ম্মারূপে স্তব করেন এবং ধর্ম্মকে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অবগত হউন ॥১১॥

ব্রাহ্মণ! সর্ব্বভূতে দয়ালু সেই ধর্ম্মকে আমার প্রিয় মানসপুত্র বলিয়া জানুন। তারপর, আমি বর্ত্তমান ও অতীত মনুষ্যগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বহু যোনিতে ভ্রমণ করিয়া লোকরক্ষা এবং ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত অবস্থান করি ॥১২—১৩॥

(১১) সততং দ্বিজসত্তম!—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।
(১৩) ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায়—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ভূতগ্রামস্য সর্বস্য স্রষ্টা সংহার এব চ।
অধর্ম্মে বর্ত্তমানানাং সর্বেষামহমচ্যুতঃ।১৫॥
ধর্ম্মস্য সেতুং বধ্নামি চলিতে চলিতে যুগে।
তাস্তা যোনীঃ প্রবিশ্যাহং প্রজানাং হিতকাম্যয়া॥১৬॥
যদা ত্বহং দেবযোনৌ বর্ত্তামি ভৃগুনন্দন!।
তদাহং দেববৎ সর্ব্বমাচরামি ন সংশয়ঃ॥১৭॥
যদা গন্ধর্বযোনৌ তু বর্ত্তামি ভৃগুনন্দন!।
তদা গন্ধর্ব্ববৎ সর্বমাচরামি ন সংশয়ঃ॥১৮॥
নাগযোনৌ যদা চৈব তদা বর্ত্তামি নাগবৎ।
যক্ষরাক্ষসযোন্যোস্তু যথাবদ্বিচরাম্যহম্॥১৯॥
মানুষ্যে বর্ত্তমানে তু কৃপণং যাচিতা ময়া।
ন চ তে জাতসম্মোহা বচোঽগৃহ্নন্ত মোহিতাঃ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভূতেতি। সংহ্রিয়তে অনেনেতি সংহারঃ। স্বধর্ম্মাৎ ন চ্যুত ইত্যচ্যুতঃ॥১৫॥
ধর্ম্মস্যেতি। সেতুং সংক্রমণকারণম্॥১৬॥
যদেতি। বর্ত্তামি বর্ত্তে। সর্ব্বং কার্য্যম্॥১৭॥
যদেতি। আচরামি বিদধামি॥১৮॥
নাগেতি। যথাবৎ যক্ষবৎ রাক্ষসবচ্চ॥১৯॥

ভৃগুনন্দন! আমি ত্রিভুবনে সেই সেই বেষে ও সেই সেই রূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এবং উৎপত্তি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকি॥১৪॥

আমি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা এবং আমি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত সকলেরই মধ্যে অচ্যুতরূপী হইয়া থাকি॥১৫॥

আমি সেই সেই যোনিতে প্রবেশ করিয়া লোকের হিতকামনায় বিভিন্ন যুগে ধর্ম্মের সেতুবন্ধন করিয়া থাকি॥১৬॥

ভৃগুনন্দন! আমি যখন দেবযোনিতে থাকি, তখন আমি সমস্ত কার্য্যই দেবতার ন্যায় করি, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই॥১৭॥

ভৃগুনন্দন! আমি যখন গন্ধর্ব্বযোনিতে থাকি, তখন সমস্ত কার্য্যই গন্ধর্ব্বের ন্যায় করি, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই॥১৮॥

আমি যখন নাগযোনিতে থাকি, তখন আমি নাগের ন্যায় চলি এবং যক্ষযোনি বা রাক্ষসযোনিতে থাকিলে, তাহাদের ন্যায়ই কার্য্য করিয়া থাকি॥১৯॥

ভয়ঞ্চ মহদুদ্দিশ্য ত্রাসিতাঃ কুরবো ময়া।
ক্রুদ্ধেন ভূত্বা তু পুনর্যথাবদনুদর্শিতাঃ ॥২১॥
তেঽধর্ম্মেণেহ সংযুক্তাঃ পরীতাঃ কালধর্ম্মণা।
ধর্ম্মেণ নিহতা যুদ্ধে গতাঃ স্বর্গং ন সংশয়ঃ ॥২২॥
লোকেষু পাণ্ডবাশ্চৈব গতাঃ খ্যাতিং দ্বিজোত্তম ! ।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণোত্তঙ্কসমাগমে উনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

মানুষ্য ইতি। মানুষ্যে মম মনুষ্যত্বে বর্ত্তমানে ময়া মানুষেণ কৃপণং দীনং যথা স্যাত্তথা যাচিতা সন্ধিকরণায় ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রার্থিতাঃ ॥২০॥

ভয়মিতি। উদ্দিশ্য উল্লিখ্য। অনুদর্শিতা ভয়মিতি শেষঃ ॥২১॥

ত ইতি। অধর্ম্মেণ পাপেন, পরীতা আক্রান্তাঃ ॥২২॥

লোকেম্বিতি। খ্যাতিং প্রশংসাম্, গতা ধর্ম্মপথানুসরণাৎ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে উনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রূহীতি ॥১—৬॥ অসচ্ছশশৃঙ্গাদি, সদসৎ ঘটাদি, সদসৎপরমব্যক্তম্, এতত্ত্রয়মপি তত্ত্বতঃ মত্তঃ পরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥৭—২১॥ অধর্ম্মেণেতি চ্ছেদঃ ॥২২—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯॥

এখন আমার মনুষ্যরূপ রহিয়াছে; সুতরাং আমি মনুষ্যের ন্যায় কৌরব-গণের নিকটে দীনভাবে সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা মোহিত হইয়া আমার সে বাক্য গ্রহণ করেন নাই ॥২০॥

তারপর আমি গুরুতর ভয়ের কথা বলিয়া কৌরবগণকে ভীত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় দেখাইয়াছিলাম ॥২১॥

কিন্তু তাঁহারা পাপী বলিয়া কালধর্ম্মে আক্রান্ত ও ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

আর পাণ্ডবেরা জগতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি সে সমস্তই আপনার নিকট বলিলাম' ॥২৩॥

* '...চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

উত্তঙ্ক উবাচ।

অভিজানামি জগতঃ কর্ত্তারং ত্বাং জনার্দ্দন!।
নূনং ভবৎপ্রসাদোঽয়মিতি মে নাস্তি সংশয়ঃ॥১॥
চিত্তঞ্চ সুপ্রসন্নং মে ত্বদ্‌ভাবগতমচ্যুত!।
বিনিবৃত্তঞ্চ মে শাপাদিতি বিদ্ধি পরন্তপ!॥২॥
যদি ত্বনুগ্রহং কঞ্চিত্ত্বত্তোঽর্হামি জনার্দ্দন!।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং বৈষ্ণবং তন্নিদর্শয়॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স তস্মৈ প্রীতাত্মা দর্শয়ামাস তদ্বপুঃ।
শাশ্বতং বৈষ্ণবং ধীমান্ দদৃশে যদ্ধনঞ্জয়ঃ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। অয়মাত্মনঃ স্বরূপবাদঃ, ভবতঃ প্রসাদোঽনুগ্রহঃ॥১॥
চিত্তমিতি। ত্বদ্‌ভাবগতং ভবৎস্বরূপস্থিতম্॥২॥
যদীতি। ত্বত্তস্তব সকাশাৎ, অর্হামি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ॥৩॥
তত ইতি। শাশ্বতং নিত্যম্, দদৃশে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধপূর্ব্বকালে দদর্শ॥৪॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'জনার্দ্দন! আমি আপনাকে সর্বপ্রকারে জগতের কর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছি, নিশ্চয়ই এই স্বরূপপ্রকাশ আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।১॥

পরন্তপ অচ্যুত! আমার মন আপনার স্বরূপে অভিনিবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং শাপদান হইতে নিবৃত্তি পাইয়াছে, ইহা আপনি অবগত হউন॥২॥

জনার্দ্দন! আমি যদি আপনা হইতে কোন অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য হই, তাহা হইলে আমি আপনার বৈষ্ণবরূপ দেখিতে ইচ্ছা, করি, তাহা আপনি আমাকে দেখান'॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে

(৩) ঐশ্বরং তন্নিদর্শয়—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

স দদর্শ মহাত্মানং বিশ্বরূপং মহাভুজম্।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং দীপ্তিমৎপাবকোপমম্।
সর্ব্বমাকাশমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ॥৫॥
তদ্‌দৃষ্ট্বা পরমং রূপং বিষ্ণোর্বৈষ্ণবমদ্ভুতম্।
বিস্ময়ঞ্চ যযৌ বিপ্রস্তং দৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্ ॥৬॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

নমো নমস্তে সর্বাত্মন্! নারায়ণ! পরাত্মক!।
পরমাত্মন্! পদ্মনাভ! পুণ্ডরীকাক্ষ! মাধব! ॥৭॥
হিরণ্যগর্ভরূপায় সংসারোত্তারণায় চ।
পুরুষায় পুরাণায় শান্তশ্যামায় তে নমঃ ॥৮॥
অবিদ্যাতিমিরাদিত্যং ভবব্যাধিমহৌষধিম্।
সংসারার্ণবসারং ত্বাং প্রণমামি গতির্ভব ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। দীপ্তিমৎপাবকোপমং প্রজ্বলিতাগ্নিতুল্যম্। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু মুখানি যস্য তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

তদিতি। বৈষ্ণবং যথার্থমেব বিষ্ণুসম্বন্ধি। বিপ্র উত্তঙ্কঃ ॥৬॥

নম ইতি। পরঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ সম্বোধনম্ ॥৭॥

হিরণ্যেতি। হিরণ্যগর্ভরূপায় চতুরাননমূর্ত্তয়ে ॥৮॥

অর্জ্জুন যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া উত্তঙ্ককে সেই শাশ্বত বৈষ্ণবরূপ দর্শন করাইলেন ॥৪॥

উত্তঙ্ক দেখিলেন—মহাত্মা ও মহাবাহু কৃষ্ণ, সহস্র সূর্য্যের তুল্য ও প্রজ্বলিত অগ্নির সমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ও সকল দিকে মুখ রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥৫॥

উত্তঙ্ক সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ দেখিয়া এবং বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত পরম বৈষ্ণবরূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৬॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'সর্বাত্মন্! নারায়ণ! পরমাত্মন্! পদ্মনাভ!' পুণ্ডরীকাক্ষ! মাধব! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

ভগবন্! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, সংসার হইতে উদ্ধারকারী, পুরাণপুরুষ, শান্ত- ও শ্যামবর্ণ—আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

---

(১) ইতঃপ্রভৃতি পঞ্চ শ্লোকাঃ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ ন সন্তি।

সর্ব্ববেদৈকবেদ্যায় সর্ববেদময়ায় চ।
বাসুদেবায় নিত্যায় নমো ভক্তপ্রিয়ায় তে ॥১০॥
দয়য়া দুঃখমোহান্মাং সমুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি।
কর্ম্মভির্বহুভিঃ পাপৈর্বদ্ধং পাহি জনার্দ্দন ! ॥১১॥
বিশ্বকর্ম্মন্ ! নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ ! বিশ্বসম্ভব ! ।
পদ্ভ্যাং তে পৃথিবী ব্যাপ্তা শিরসা চাবৃতং নভঃ ॥১২॥
দ্যাবাপৃথিব্যোর্যন্মধ্যং জঠরেণ তবাবৃতম্ ।
ভুজাভ্যামাবৃতাশ্চাশাস্ত্বমিদং সর্ব্বমচ্যুত ! ॥১৩॥
সংহরস্ব পুনর্দেব ! রূপমক্ষয্যমুত্তমম্ ।
পুনস্ত্বাং স্বেন রূপেণ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শাশ্বতম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অবিদ্যেতি। অবিদ্যৈব তিমিরমন্ধকারস্তত্রাদিত্যস্তম্, গতিরুপায়ঃ ॥৯॥
সর্ব্বেতি। সর্ব্বৈর্বেদৈঃ একমদ্বিতীয়ং যথা স্যাত্তথা, বেদ্যায় জ্ঞেয়ায় ॥১০॥
দয়য়েতি। পাপৈঃ পাপজনকৈঃ ॥১১॥
বিশ্বেতি। বিশ্বং সম্ভবত্যস্মিন্নিতি তৎসম্বোধনম্ ॥১২॥
দ্যাবেতি। যন্মধ্যং তদ্‌জঠরেণাবৃতমিতি সম্বন্ধঃ। আশা দিশঃ ॥১৩॥
সংহরস্বেতি। অক্ষয্যং ক্ষপয়িতুমশক্যম্ ॥১৪॥

আপনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সূর্য্য, ভবরোগের মহৌষধি এবং সংসার-সমুদ্রের সার, আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার গতি হউন ॥৯॥

আপনি সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য, সর্ব্ববেদময়, বাসুদেব, নিত্য এবং ভক্তের প্রিয় ; আপনাকে নমস্কার ॥১০॥

জনার্দ্দন ! আপনি দয়া করিয়া আমাকে দুঃখ ও মোহ হইতে উদ্ধার করুন। আমি বহুতর পাপজনক কর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন ॥১১॥

বিশ্বকর্ম্মন্ ! বিশ্বাত্মন্ ! বিশ্বসম্ভব ! আপনাকে নমস্কার। আপনার চরণ-যুগলদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মস্তকদ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥১২॥

আকাশ ও পৃথিবীর যে মধ্যস্থান, তাহা আপনার উদরদ্বারা ব্যাপ্ত আছে এবং ভুজযুগলদ্বারা সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব অচ্যুত ! আপনিই এই সমগ্র জগৎ ॥১৩॥

দেব ! এই নিত্য, উত্তম ও অক্ষয় রূপ পুনরায় উপসংহার করুন। আমি আপনাকে পুনরায় স্বকীয় রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি' ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ প্রসন্নাত্মা গোবিন্দো জনমেজয়!।
বরং বৃণীষ্বেতি তদা তমুত্তঙ্কোঽব্রবীদিদম্ ॥১৫॥
পর্য্যাপ্ত এষ এবাদ্য বরস্ত্বত্তো মহাদ্যুতে!।
যত্তে রূপমিদং কৃষ্ণ! পশ্যামি প্রভবাপ্যয়ম্ ॥১৬॥
তমব্রবীৎ পুনঃ কৃষ্ণো মা ত্বমত্র বিচারয়।
অবশ্যমেতৎ কর্ত্তব্যমমোঘং দর্শনং মম ॥১৭॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ যদ্যেতন্মন্যসে বিভো!।
তোয়মিচ্ছামি যত্রেষ্টং মরুষ্বেতদ্ধি দুর্ল্লভম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। প্রসন্নাত্মা শাপাভিপ্রায়নিবৃত্তিশ্রবণাদক্ষুব্ধচিত্তঃ ॥১৫॥

পর্য্যাপ্ত ইতি। পর্য্যাপ্তঃ সর্ব্বতোভাবেন লব্ধঃ। প্রভবাপ্যয়ং পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানাৎ উৎপত্তিলয়কারণীভূতম্ ॥১৬॥

তমিতি। অত্র বরগ্রহণে। অমোঘমব্যর্থম্ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যদ্ভগবতা স্বস্য বিশ্বরূপত্বমুক্তং তদেব দ্রষ্টুমিচ্ছন্নুত্তঙ্ক উবাচ—অভিজানামীত্যাদিনা ॥১—১৩॥ এষ্টব্যে জলেঽপেক্ষিতে সতি ॥১৪—১৫॥ মাতঙ্গং চাণ্ডালবিশেষম্ ॥১৬॥ অধঃ পাদদেশে স্রোতসো দৃতের্ব্বারীতি সম্বন্ধঃ। তস্য সমীপে, অধঃস্রোতসো ভোগবত্যা ইতি বা ॥১৭—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তখন কৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন—'আপনি বরগ্রহণ করুন।' তৎকালে উত্তঙ্ক কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

'মহাদ্যুতি! কৃষ্ণ! আমি যে আপনার এই উৎপত্তি ও লয়ের কারণস্বরূপ রূপ দেখিতে পাইয়াছি, ইহাই আজ আপনা হইতে যথেষ্ট বরলাভ করিয়াছি' ॥১৬॥

তখন কৃষ্ণ পুনরায় উত্তঙ্ককে বলিলেন—'আপনি এবিষয়ে কোন বিচার করিবেন না। এই বরগ্রহণ আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, আমার দর্শন ব্যর্থ হয় না' ॥১৭॥

---

(১৬) পশ্যামি পুরুষোত্তম!—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ততঃ সংহৃত্য তত্তেজঃ প্রোবাচোত্তঙ্কমীশ্বরঃ।
এষ্টব্যে সতি চিন্ত্যোঽহমিত্যুক্ত্বা দ্বারকাং যযৌ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণস্য দ্বারকাপ্রস্থানে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কদাচিদ্‌ভগবানুত্তঙ্কস্তোয়কাঙ্ক্ষয়া।
তৃষিতঃ পরিচক্রাম মরৌ সস্মার চাচ্যুতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অবশ্যমিতি। যত্র মরুভূমিষু তোয়ং জলং সর্ব্বৈরিষ্টম্, তত্র তোয়মিচ্ছামি। মরুষু মরুভূমিষু ॥১৮॥

তত ইতি। কস্মিন্নপি বস্তুনি ত্বয়া এষ্টব্যে সতি অহং চিন্ত্যঃ স্মরণীয়ঃ, ভবচ্চিন্তামাত্রেণৈব তদহং দাস্যামীত্যাশয়ঃ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। মরৌ মরুভূমৌ, অচ্যুতং কৃষ্ণম্ ॥১॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—‘প্রভু! এই বরগ্রহণ যদি আপনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমি এই বরপ্রার্থনা করি যে, যে স্থানে সকলেই জলের অভিলাষ করে, সেই স্থানে জল হউক। কারণ, মরুভূমিতে জল দুর্ল্লভ’ ॥১৮॥

তাহার পর কৃষ্ণ সেই তেজের উপসংহার করিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন—‘আপনার যখন যে কোন বস্তুর ইচ্ছা হইবে, তখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন’ এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকার দিকে প্রস্থান করিলেন ॥১৯॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন সময়ে ভগবান্ উত্তঙ্ক পিপাসার্ত্ত

অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ততো দিগ্‌বাসসং ধীমান্ মাতঙ্গং মলপঙ্কিলম্।
অপশ্যত মরৌ তস্মিন্ শ্বযূথপরিবারিতম্।
ভীষণং বদ্ধনিস্ত্রিংশং বাণকার্ম্মুকধারিণম্ ॥২॥
তস্যাধঃ স্রোতসোঽপশ্যদ্বারি ভূরি দ্বিজোত্তমঃ।
স্মরন্নেব চ তং প্রাহ মাতঙ্গঃ প্রহসন্নিব ॥৩॥
এহ্যুত্তঙ্ক! প্রতীচ্ছস্ব মত্তো বারি ভৃগূদ্বহ!।
কৃপা হি মে সুমহতী ত্বাং দৃষ্ট্বা তৃট্‌সমাশ্রিতম্ ॥৪॥
ইত্যুক্তস্তেন স মুনিস্তত্তোয়ং নাভ্যনন্দত।
চিক্ষেপ চ স তং ধীমান্ বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরচ্যুতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দিগ্‌বাসসং প্রায়েণ নগ্নম, ধীমান্ উত্তঙ্কঃ, মাতঙ্গং কঞ্চিৎ চাণ্ডালম্, মলপঙ্কিলং ধূলিব্যাপ্তদেহম্। শ্বযূথেন কুক্কুরসমূহেন পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্। বদ্ধনিস্ত্রিংশং ধৃততরবারম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥

তস্যেতি। দ্বিজোত্তম উত্তঙ্কঃ স্মরন্ কৃষ্ণং চিন্তয়ন্নেব, তস্য তীরবর্ত্তিনো মাতঙ্গস্য অধঃ স্রোতস্রো নদীপ্রবাহস্য ভূরি বারি অপশ্যৎ। তদা চ মাতঙ্গঃ, প্রহসন্নিব তম্ উত্তঙ্কং প্রাহ ॥৩॥

এহীতি। প্রতীচ্ছস্ব গৃহাণ। তৃট্‌সমাশ্রিতং তৃষ্ণাসমাযুক্তম্ ॥৪॥

ইতীতি। চিক্ষেপ নিনিন্দ, অচ্যুতং জলদানোদ্যমাদভ্রষ্টম্, তং মাতঙ্গম্ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

চিক্ষেপ নিন্দিতবান্ অচ্যুতং বরপ্রদং কৃষ্ণম্ ॥১—৩॥ প্রলব্ধং বঞ্চিতম্ ॥৪—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১॥

হইয়া জলকামনায় মরুভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন ॥১॥

তৎপরে ধীমান্ উত্তঙ্ক দেখিলেন—প্রায় নগ্নদেহ ও ধূলিধূসরশরীর এক চাণ্ডাল সেই মরুভূমিতে কুক্কুরযূথপরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার আকৃতি ভীষণ, কটিদেশে তরবারি এবং হস্তে ধনু ও বাণ ছিল ॥২॥

ক্রমে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক কৃষ্ণকে স্মরণ করিবামাত্রই দেখিলেন—তীরবর্ত্তী মাতঙ্গের নীচে স্রোতের প্রচুর জল রহিয়াছে। তখন মাতঙ্গ হাস্য করিয়াই যেন উত্তঙ্ককে বলিলেন—॥৩॥

'ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক! আসুন, আমার নিকট হইতে জলগ্রহণ করুন। কারণ, আপনাকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া আমার গুরুতর দয়া জন্মিয়াছে' ॥৪॥

পুনঃ পুনশ্চ মাতঙ্গঃ পিবস্বেতি তমব্রবীৎ।
ন চাপিবৎ স সক্রোধঃ ক্ষুভিতেনান্তরাত্মনা ॥৬॥
স তথা নিশ্চয়াত্তেন প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা।
শ্বভিঃ সহ মহারাজ! তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৭॥
উত্তঙ্কস্তং তথা দৃষ্ট্বা ততো ব্রীড়িতমানসঃ।
মেনে প্রলব্ধমাত্মানং কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥৮॥
অথ তেনৈব মার্গেণ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
আজগাম মহাবুদ্ধিরুত্তঙ্কশ্চৈনমব্রবীৎ ॥৯॥
ন যুক্তং তাদৃশং দাতুং ত্বয়া পুরুষসত্তম!।
সলিলং বিপ্রমুখ্যেভ্যো মাতঙ্গস্রোতসা বিভো! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি। ন চাপিবৎ চাণ্ডালস্পৃষ্টোদকপাননিষেধাৎ। তথা চ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতা স্মৃতিঃ—"যস্তু চাণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ। স তু সন্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ" ॥৬॥

স ইতি। তথা নিশ্চয়াৎ চাণ্ডালতয়া নির্ণয়াৎ। শ্বভিঃ কুক্কুরৈঃ ॥৭॥

উত্তঙ্ক ইতি। ব্রীড়িতমানসো লজ্জিতচিত্তঃ। প্রলব্ধং প্রতারিতম্ ॥৮॥

অথেতি। শঙ্খচক্রগদাধরঃ কৃষ্ণঃ। তেনৈব মার্গেণ প্রকারেণ অকস্মাদিত্যর্থঃ ॥৯॥

নেতি। মাতঙ্গস্রোতসা চণ্ডালরূপেণ ॥১০॥

মাতঙ্গ এই কথা বলিলে বুদ্ধিমান্ উত্তঙ্কমুনি তাহার জলের আদর করিলেন না; বরং উগ্রবাক্যে জলদানের উদ্যম হইতে অভ্রষ্ট মাতঙ্গকে নিন্দা করিলেন ॥৫॥

এদিকে মাতঙ্গও 'পান করুন' এই কথা বার বার উত্তঙ্ককে বলিল; কিন্তু উত্তঙ্কমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে সেই জল পান করিলেন না ॥৬॥

মহারাজ! মহাত্মা উত্তঙ্কমুনি চণ্ডাল নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে, মাতঙ্গ কুকুরগুলির সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল ॥৭॥

তাহার পর উত্তঙ্ক চণ্ডালকে অন্তর্হিত দেখিয়া লজ্জিত হইয়া শত্রুহন্তা কৃষ্ণ-কর্তৃক আপনাকে বঞ্চিত মনে করিলেন ॥৮॥

তৎপরে মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ সেই প্রকারেই সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন উত্তঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন—॥৯॥

'প্রভু পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার চণ্ডালরূপে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সেইভাবে জল-দানের চেষ্টা করা উচিত হয় নাই' ॥১০॥

ইত্যুক্তবচনং তং তু মহাবুদ্ধির্জনার্দ্দনঃ।
উতঙ্কং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥১১॥
যাদৃশেনেহ রূপেণ যোগ্যং দাতুং ধৃতেন বৈ।
তাদৃশং খলু তে দত্তং যচ্চ ত্বং নাববুধ্যথাঃ ॥১২॥
ময়া ত্বদর্থমুক্তো বৈ বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ।
উতঙ্কায়ামৃতং দেহি তোয়রূপমিতি প্রভুঃ ॥১৩॥
স মামুবাচ দেবেন্দ্রো ন মর্ত্ত্যোঽমর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ।
অন্যমস্মৈ বরং দেহীত্যসকৃদ্‌ভৃগুনন্দন! ॥১৪॥
অমৃতং দেয়মিত্যেব ময়েবোক্তঃ শচীপতিঃ।
স মাং প্রসাদ্য দেবেন্দ্রঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া, সান্ত্বয়ন্ সন্তোষয়ন্ ॥১১॥

যাদৃশেনেতি। তাদৃশং রূপং ধৃত্বেতি শেষঃ ॥১২॥

ময়েতি। অমৃতং সুধাম্, প্রভুর্মায়য়া প্রভাবশালী ॥১৩॥

স ইতি। মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা মানুষঃ, অমর্ত্ত্যতাম্ অমরত্বম্। অমৃতদানে তৎপানাদেব অমরত্বং ভবেদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

অমৃতমিতি। শচীপতিরিন্দ্রঃ। প্রসাদ্য কোমলবাক্যেন ॥১৫॥

উতঙ্ক এই কথা বলিলে, মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ কোমলবাক্যে উতঙ্ককে সন্তুষ্ট করিতে থাকিয়া এইরূপ বলিলেন—॥১১॥

'ভৃগুনন্দন! যাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া জল দেওয়া উচিত ছিল, তাদৃশ রূপ ধারণ করিয়াই আমি আপনাকে জল দিয়াছিলাম, যাহা আপনি বুঝিতে পারেন নাই ॥১২॥

আমি আপনার জন্যই প্রভাবশালী ইন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—'আপনি উতঙ্ককে জলরূপে অমৃত দান করুন' ॥১৩॥

তখন ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন—'মর্ত্ত্য যেন অমর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ মানুষ অমৃত পান করিয়া যেন অমর না হইতে পারে; অতএব আপনি উহাকে অন্য বর দান করুন'। ভৃগুনন্দন! ইন্দ্র আমাকে বার বার এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১৪॥

তখন আমি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—'উতঙ্ককে অমৃত দিতেই হইবে'। পরে ইন্দ্র আমাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় এই কথা বলিয়াছিলেন—॥১৫॥

যদি দেয়মবশ্যং বৈ মাতঙ্গোঽহয়ং মহামতে ! ।
ভূত্বামৃতং প্রদাস্যামি ভার্গবায় মহাত্মনে ॥১৬॥
যদ্যেবং প্রতিগৃহ্লাতি ভার্গবোঽমৃতমদ্য বৈ ।
প্রদাতুমেষ গচ্ছামি ভার্গবস্যামৃতং বিভো ! ।
প্রত্যাখ্যাতস্ত্বহং তেন দাস্যামি ন কথঞ্চন ॥১৭॥
স তথা সময়ং কৃত্বা তেন রূপেণ বাসবঃ ।
উপস্থিতস্ত্বয়া চাপি প্রত্যাখ্যাতোঽমৃতং দদৎ ।
চাণ্ডালরূপী ভগবান্ সুমহাংস্তে ব্যতিক্রমঃ ॥১৮॥
যত্তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং ভূয় এব তবেপ্সিতম্ ।
তোয়েপ্সাং তব দুর্দ্ধর্ষাং করিষ্যে সফলামহম্ ॥১৯॥
যেষহঃসু চ তে ব্রহ্মন্ ! সলিলেপ্সা ভবিষ্যতি ।
তদা মরৌ ভবিষ্যন্তি জলপূর্ণাঃ পয়োধরাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । মাতঙ্গশ্চণ্ডালঃ । এতেন জলবুদ্ধ্যা চাণ্ডালাদমৃতং ন গৃহ্নীয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ সূচিতঃ ॥১৬॥

যদীতি । ভার্গব উত্তঙ্কঃ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোক ॥১৭॥

স ইতি । সময়ং নিয়মম্, তেন চাণ্ডালসম্বন্ধিনা । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥

যদিতি । তোয়েপ্সাং জললিপ্সাম্, দুর্দ্ধর্ষাং মরুস্থানত্বাদ্দুষ্করাম্ ॥১৯॥

যেম্বিতি । মরৌ অস্যাং মরুভূমৌ, পয়োধরা মেঘাঃ ॥২০॥

'মহামতি ! যদি উত্তঙ্ককে অবশ্যই অমৃত দিতে হয়, তবে আমি চাণ্ডাল হইয়া মহাত্মা উত্তঙ্ককে অমৃত দান করিব ॥১৬॥

প্রভু ! এইরূপ করিলেও যদি আজ উত্তঙ্ক অমৃত গ্রহণ করেন, তবে আমি উত্তঙ্ককে অমৃত দিবার জন্য এই গমন করিতেছি। তিনি যদি আমাকে প্রত্যাখান করেন, তবে আমি কোন প্রকারেই উহা দান করিব না' ॥১৭॥

ইন্দ্র সেইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অমৃত দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি সেই চণ্ডালরূপী ভগবান্ ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ; অতএব আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যলঙ্ঘন হইয়াছে ॥১৮॥

আমি পুনরায় আপনার যে অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারিব, তাহা বলিতেছি—আপনার দুষ্কর জললিপ্সা সফল করিব ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ ! যে সকল দিনে আপনার জললিপ্সা হইবে, সেই সকল দিনেই এই মরুভূমিতে মেঘ সকল জলপূর্ণ হইবে ॥২০॥

রসবচ্চ প্রদাস্যন্তি তোয়ং তে ভৃগুনন্দন ! ।
উত্তঙ্কমেঘা ইত্যুক্তাঃ খ্যাতিং যাস্যন্তি চাপি তে ॥২১॥
ইত্যুক্তঃ প্রীতিমান্ বিপ্রঃ কৃষ্ণেন স বভূব হ ।
অদ্যাপ্যুত্তঙ্কমেঘাশ্চ মরৌ বর্ষন্তি ভারত ! ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তঙ্কোপাখ্যানে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।
উত্তঙ্কঃ কেন তপসা সংযুক্তো বৈ মহামনাঃ ।
যঃ শাপং দাতুকামোঽভূদ্বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

রসবদিতি। রসবৎ সুস্বাদু, প্রদাস্যন্তি তে পয়োধরাঃ ॥২১॥

ইতীতি। বিপ্র উত্তঙ্কঃ। উত্তঙ্কমেঘা তদাখ্যয়া বিখ্যাতা মেঘাঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

উত্তঙ্ক ইতি। কেন কীদৃশেন। প্রভবিষ্ণবে প্রভাবশালিনে। "জি ভুবোঃ স্নুক্' ইতি ভুবঃ স্নুক্ প্রত্যয়ঃ। তাদৃশায় বিষ্ণবে শাপদানং মহতস্তপস এব সম্ভবপরমিতি ভাবঃ ॥১॥

ভৃগুনন্দন! সেই সকল মেঘ আপনাকে সুস্বাদু জল দান করিবে এবং সেই মেঘগুলি 'উত্তঙ্কমেঘ। এই নামে বিখ্যাত হইবে' ॥২১॥

ভরতনন্দন! কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, উত্তঙ্ক সন্তুষ্ট হইলেন। অদ্যাপি সেই মরুভূমিতে উত্তঙ্কমেঘেরা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥২২॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—'মহামনা উত্তঙ্ক কীদৃশ তপস্যাযুক্ত ছিলেন, যিনি মহাপ্রভাবশালী কৃষ্ণকেও অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?' ॥১॥

---

* '...পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্তঙ্কো মহতা যুক্তস্তপসা জনমেজয়!।
গুরুভক্তঃ স তেজস্বী নান্যৎ কিঞ্চিদপূজয়ৎ ॥২॥
সর্ব্বেষামৃষিপুত্ত্রাণামেষ আসীন্মনোরথঃ।
ঔত্তঙ্কীং গুরুবৃত্তিং বৈ প্রাপ্নুয়ামেতি ভারত! ॥৩॥
গৌতমস্য তু শিষ্যাণাং বহূনাং জনমেজয়!।
উত্তঙ্কেঽভ্যধিকা প্রীতিঃ স্নেহশ্চৈবাভবত্তদা ॥৪॥
স তস্য দমশৌচাভ্যাং বিক্রান্তেন চ কর্ম্মণা।
সম্যক্ চৈবোপচারেণ গৌতমঃ প্রীতিমানভূৎ ॥৫॥
অথ শিষ্যসহস্রাণি সমনুজ্ঞাতবানৃষিঃ।
উত্তঙ্কং পরয়া প্রীত্যা নাভ্যনুজ্ঞাতুমৈচ্ছত ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

উত্তঙ্ক ইতি। অন্যদ্গুরুভিন্নম্ ॥২॥

সর্ব্বেষামিতি। মনোরথোঽভিলাষঃ। উত্তঙ্কস্যেয়মিতি ঔত্তঙ্কী তাম্, গুরৌ বৃত্তিং ব্যবহারম্ ॥৩॥

গৌতমস্যেতি। গৌতমস্য তদাখ্যস্য মহর্ষেঃ ॥৪॥

স ইতি। দম ইন্দ্রিয়দমনম্, বিক্রান্তেন সাহসসাধ্যেন। উপচারেণ পরিচর্য্যয়া ॥৫॥

অথেতি। সমনুজ্ঞাতবান্ সমিৎকুশাদিসংগ্রহায়, ঋষির্গৌতমঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! উত্তঙ্ক মহাতপস্যাযুক্ত ছিলেন এবং সেই তেজস্বী উত্তঙ্ক এমন গুরুভক্ত ছিলেন যে, অন্য কাহারও পূজা করিতেন না ॥২॥

ভরতনন্দন! সকল ঋষিপুত্ত্রেরই এইরূপ অভিলাষ ছিল যে, উত্তঙ্কের ন্যায় গুরুভক্তি যেন লাভ করিতে পারি ॥৩॥

আবার জনমেজয়! মহর্ষি গৌতমেরও বহুতর শিষ্যের মধ্যে উত্তঙ্কের উপরেই তখন অধিক প্রীতি ও স্নেহ ছিল ॥৪॥

উত্তঙ্কের ইন্দ্রিয়দমন, পবিত্রতা, সাহসের কার্য্য এবং সমীচীনভাবে পরিচর্য্যায় মহর্ষি গৌতমও তাঁহার উপরে বিশেষ প্রীতিযুক্ত ছিলেন ॥৫॥

ক্রমে মহর্ষি গৌতম, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য সহস্র সহস্র শিষ্যকে আদেশ করিতেন; কিন্তু পরম প্রীতিনিবন্ধন উত্তঙ্ককে আদেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন না ॥৬॥

তং ক্রমেণ জরা তাত! প্রতিপেদে মহামুনিম্।
ন চাম্ববুধ্যত তদা স মুনির্গুরুবৎসলঃ ॥৭॥
ততঃ কদাচিদ্রাজেন্দ্র! কাষ্ঠান্যানয়িতুং যযৌ।
উত্তঙ্কঃ কাষ্ঠভারঞ্চ মহান্তং সমুপানয়ৎ ॥৮॥
স তদ্ভারাভিভূতাত্মা কাষ্ঠভারমরিন্দম!।
নিচিক্ষেপ ক্ষিতৌ রাজন্! পরিশ্রান্তো বুভুক্ষিতঃ ॥৯॥
তস্য কাষ্ঠে বিলগ্নাভূজ্জটা রূপ্যসমপ্রভা।
ততঃ কাষ্ঠৈঃ সহ তদা পপাত ধরণীতলে ॥১০॥
ততঃ স ভারনিষ্পিষ্টঃ ক্ষুধাবিষ্টশ্চ ভারত!।
দৃষ্ট্বা তাং বয়সোঽবস্থাং রুরোদার্ত্তস্বরস্তদা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মহামুনিম্ উত্তঙ্কম্ প্রতিপেদে প্রাপ। স মুনিরুত্তঙ্কঃ ॥৭॥
তত ইতি। আনয়িতুম্ আনেতুম্। ঈড়াগম আর্ষঃ ॥৮॥
স ইতি। তদ্ভারেণ অভিভূতাত্মা ক্লান্তদেহঃ। বুভুক্ষিতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ ॥৯॥
তস্যেতি। বিলগ্না সংসক্তা, রূপ্যসমপ্রভা পক্কতয়া রূপ্যকতুল্যশুভ্রবর্ণা ॥১০॥
তত ইতি। ভারেণ নিষ্পিষ্টঃ ক্লান্তঃ। আর্ত্তস্বরঃ পীড়াব্যঞ্জককণ্ঠধ্বনিঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্তঙ্ক ইতি ॥১—৮॥ নিচিক্ষেপেত্যত্র নিষ্পিপেষেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥৯॥ নিষ্পিষ্টঃ

বৎস! ক্রমে জরা আসিয়া মহর্ষি উত্তঙ্ককে আক্রমণ করিল; কিন্তু তখনও গুরুভক্ত উত্তঙ্ক তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর কোন সময়ে উত্তঙ্ক কাষ্ঠ আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলেন এবং বিশাল কাষ্ঠরাশি লইয়া আসিলেন ॥৮॥

শত্রুদমনকারী রাজা! পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত উত্তঙ্ক সেই কাষ্ঠরাশির ভারে ক্লান্তদেহ হইয়াছিলেন বলিয়া তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

কিন্তু পক্ক হইয়াছিল বলিয়া রূপার ন্যায় শুভ্রবর্ণা উত্তঙ্কের একটী জটা সেই কাষ্ঠে জড়াইয়া গিয়াছিল; তাহাতেই উত্তঙ্ক তখন সেই কাষ্ঠের সহিতই ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিলেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! তাহার পর ভারক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত উত্তঙ্ক নিজের সেই বয়সের অবস্থা দেখিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

ততো গুরুসুতা তস্য পদ্মপত্রনিভাননা।
জগ্রাহাশ্রূণি সুশ্রোণী করেণ পৃথুলোচনা।
পিতুর্নিয়োগাদ্ধর্ম্মজ্ঞা শিরসাবনতা তদা ॥১২॥
তস্যা নিপেততুর্দগ্ধৌ করৌ তৈরশ্রুবিন্দুভিঃ।
ন হি তানশ্রুপাতাংস্তু শক্তা ধারয়িতুং মহী ॥১৩॥
গৌতমস্ত্বব্রবীদ্বিপ্রমুত্তঙ্কং প্রীতমানসঃ।
কস্মাত্তাত! তবাদ্যেহ শোকোত্তরমিদং মনঃ।
স স্বৈরং ব্রূহি বিপ্রর্ষে! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৪॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

ভবদ্গতেন মনসা ভবৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
ভবদ্ভক্তিগতেনেহ ভবদ্ভাবানুগেন চ ॥১৫॥
জরেয়ং নাববুদ্ধা মে নাভিজ্ঞাতং সুখঞ্চ মে।
শতবর্ষোষিতং মাং হি ন ত্বমভ্যনুজানিথাঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অশ্রূণি নয়নজলানি, সুশ্রোণী শোভননিতম্বা, পৃথুলোচনা বিশালনেত্রা। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

তস্যা ইতি। নিপেততুঃ অপস্থতবন্তৌ, দগ্ধৌ অশ্রুবিন্দূনামত্যুষ্ণত্বাৎ ॥১৩॥

গৌতম ইতি। শোক উত্তরঃ অধিকো যত্র তৎ। স্বৈরং যথেচ্ছম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

ভবদিতি। ভবতো ভাবানুগেন চেষ্টানুকারিণা। মে ময়া। অভ্যনুজানিথা গৃহগমনায়ানুজ্ঞাতবান্। "অড়ভাবো হ্রস্বত্বঞ্চার্ষম্" ইতি নীলকণ্ঠঃ ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর ধর্ম্মজ্ঞা, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালনয়না ও সুনিতম্বা উত্তঙ্কের গুরুপুত্রী পিতার আদেশক্রমে সত্বর আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া হস্তদ্বারা উত্তঙ্কের সেই অশ্রুজল গ্রহণ করিল ॥১২॥

সেই অশ্রুবিন্দুগুলির উত্তাপে সেই গুরুকন্যার হস্তযুগল দগ্ধপ্রায় হইয়া সরিয়া গেল। তখন ভূমিও সেই অশ্রুবিন্দুগুলি ধারণ করিতে সমর্থ হইল না ॥১৩॥

এই সময়ে গৌতম আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন—'বৎস! আজ তোমার মন এই ব্যাপারে কি জন্য গুরুতর শোকযুক্ত হইয়াছে, তাহা তুমি সুস্পষ্ট বল। ব্রহ্মর্ষি! আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥১৪॥

(১২) পিতুর্নিয়োগাদ্ভাবজ্ঞা—নি।

ভবতা ত্বভ্যনুজ্ঞাতাঃ শিষ্যাঃ প্রত্যবরাঃ মম।
উপপন্না দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৭॥

গৌতম উবাচ।

ত্বৎপ্রীতিযুক্তেন ময়া গুরুশুশ্রূষয়া তব।
ব্যতিক্রামন্মহাকালো নাববুদ্ধো দ্বিজর্ষভ! ॥১৮॥
কিন্ত্বদ্য যদি তে শ্রদ্ধা গমনং প্রতি ভার্গব!।
অনুজ্ঞাং প্রতিগৃহ্য ত্বং স্বগৃহান্ গচ্ছ মা চিরম্ ॥১৯॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

গুর্ব্বর্থং কং প্রযচ্ছামি ব্রূহি ত্বং দ্বিজসত্তম!।
তমুপাহৃত্য গচ্ছেয়মনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বিভো! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভবতেতি। প্রত্যবরাঃ কনিষ্ঠাঃ। উপপন্না গার্হস্থ্যধর্ম্মং প্রাপ্তাঃ ॥১৭॥

ত্বদিতি। মহাকালো দীর্ঘঃ সময়ঃ ॥১৮॥

কিন্ত্বিতি। শ্রদ্ধা ইচ্ছা। মা চিরম্ বিলম্বং ন কুরুষ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চূর্ণীভূত ইব ॥১০—১৫॥ অভ্যনুজানিথাঃ অভ্যনুজানীথা অভ্যনুজ্ঞাতবানসি, অড়ভাবো হ্রস্বত্বং চার্ষম্ ॥১৬—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'আমার মন সর্ব্বদাই আপনার উপরে থাকে, আমি সর্ব্বদাই আপনার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনার উপরে ভক্তি করিয়া থাকি, আর সর্ব্বদাই আপনার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি—এই সকল কারণে আমার যে জরা আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই, সুখও জানিতে সমর্থ হই নাই। তার পর, আমি আপনার নিকটে একশত বৎসর রহিয়াছি, আপনিও আমাকে গৃহগমনে অনুমতি করেন নাই ॥১৫—১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমা অপেক্ষা কনিষ্ঠ, শত শত ও সহস্র সহস্র শিষ্যকে আপনি গৃহগমনে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহারা গৃহস্থধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছেন' ॥১৭॥

গৌতম বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তোমার গুরুশুশ্রূষার গুণে আমি তোমার উপরে প্রীতিযুক্ত থাকায়, এই দীর্ঘকালাতিক্রম বুঝিতেই পারি নাই ॥১৮॥

কিন্তু ভৃগুনন্দন! এখন যদি তোমার গৃহগমনের প্রতি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার অনুমতি লইয়া নিজগৃহে গমন কর, বিলম্ব করিও না' ॥১৯॥

গৌতম উবাচ।

দক্ষিণা পরিতোষো বৈ গুরূণাং সদ্ভিরুচ্যতে।
তব হ্যাচরতো ধর্ম্মং তুষ্টোঽহং বৈ ন সংশয়ঃ।
ইত্থঞ্চ পরিতুষ্টং মাং বিজানীহি ভৃগূদ্বহ! ॥২১॥
যুবা ষোড়শবর্ষো হি যদ্যদ্য ভবিতা ভবান্।
দদানি পত্নীং কন্যাঞ্চ স্বাং তে দুহিতরং দ্বিজ!।
এতামৃতেঽঙ্গনা নান্যা ত্বত্তেজোঽর্হতি সেবিতুম্ ॥২২॥
ততস্তাং প্রতিজগ্রাহ যুবা ভূত্বা যশস্বিনীম্।
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতো গুরুপত্নীমথাব্রবীৎ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

গুর্ব্বিতি। গুর্ব্বর্থং গুরুদক্ষিণাম্। উপাহৃত্য দত্ত্বা ॥২০॥

দক্ষিণেতি। পরিতোষঃ পরিতোষসম্পাদনম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

যুবেতি। ভবিতা তপোবলেন ভবিষ্যতি। কন্যাং কুমারীরূপাম্। ঋতে বিনা, অঙ্গনা স্ত্রী, সেবিতুং ধারয়িতুম্। অস্যাস্তপস্বিজাতত্বাৎ ত্বত্তেজোধারণং সম্ভবপরমেবেতি ভাবঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। নন্বু "ব্রহ্মদাতুর্গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে" ইত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতস্মৃত্যা বেদাধ্যাপককন্যাপরিণয়নিষেধাৎ কথমত্র তৎপ্রস্তাব ইতি চেন্ন অস্যা অসবর্ণভার্য্যাজাতত্বাবধারণাৎ স্বামিত্যানেন চ ক্ষেত্রজাব্যাবর্ত্তনাৎ ॥২২॥

তত ইতি। অভ্যনুজ্ঞাতো দক্ষিণাদানাভিপ্রায়বোধনায় ॥২৩॥

উতঙ্ক বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দিব, তাহা বলুন। প্রভু! আমি তাহা দান করিয়া আপনার অনুমতি লইয়া গৃহে গমন করিব' ॥২০॥

গৌতম বলিলেন—'পণ্ডিতেরা বলেন—'গুরুর সন্তোষবিধানই গুরুদক্ষিণা; অতএব তুমি যে শুশ্রূষারূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেছিলে, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! এই কারণেই তুমি আমাকে পরিতুষ্ট বলিয়া অবগত হও ॥২১॥

ব্রাহ্মণ! তুমি যদি আজ ষোড়শবর্ষীয় যুবা হও, তাহা হইলে আমি আমার কুমারী তনয়াটীকে তোমার পত্নীরূপে দান করি। কারণ, আমার তনয়া ব্যতীত অন্য স্ত্রী তোমার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না' ॥২২॥

তাহার পর উতঙ্ক যুবক হইয়া গৌতমের সেই যশস্বিনী কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং গুরুর অনুমতিক্রমে গুরুপত্নীর নিকট যাইয়া বলিলেন— ॥২৩॥

---

(২১) তব হ্যাচরতো ব্রহ্মন্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

কিং ভবত্যৈ প্রযচ্ছামি গুর্ব্বর্থং বিনিযুঙ্ক্ষ্ব মাম্।
প্রিয়ং হিতঞ্চ কাঙ্ক্ষামি প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥২৪॥
যদ্দুর্ল্লভং হি লোকেঽস্মিন্ রত্নমত্যদ্ভুতং মহৎ।
তদানয়েয়ং তপসা ন হি মেঽত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥২৫॥

অহল্যোবাচ।

পরিতুষ্টাস্মি তে বিপ্র! নিত্যং ভক্ত্যা তবানঘ!।
পর্য্যাপ্তমেতদ্ভদ্রং তে গচ্ছ তাত! যথেপ্সিতম্ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্তঙ্কস্তু মহারাজ! পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ।
আজ্ঞাপয়স্ব মাং মাতঃ! কর্ত্তব্যঞ্চ তব প্রিয়ম্ ॥২৭॥

অহল্যোবাচ।

সৌদাসপত্ন্যা বিধৃতে দিব্যে যে মণিকুণ্ডলে।
তে সমানয় ভদ্রং তে গুর্ব্বর্থঃ সুকৃতো ভবেৎ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। গুর্ব্বর্থং গুরুদক্ষিণাদানার্থম্। প্রিয়ং হিতঞ্চ ভবত্যা ইতি শেষঃ ॥২৪॥

যদিতি। আনয়েয়ম্ অহমানেতুং শক্নুয়াম্ ॥২৫॥

পরীতি। এতৎ পরিতুষ্টত্বম্ পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং দক্ষিণাদানং জাতম্, তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু ॥২৬॥

উত্তঙ্ক ইতি। কর্ত্তব্যং ময়েতি শেষঃ ॥২৭॥

সৌদাসেতি। সৌদাসস্য তদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ পত্ন্যা, সুকৃতঃ সম্যগ্‌বিহিতঃ ॥২৮॥

'মা! আমি আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দান করিব, তাহা আমাকে আদেশ করুন! আমি প্রাণ এবং ধনদ্বারাও আপনার প্রিয় ও হিতকার্য্য করিতে ইচ্ছা করি ॥২৪॥

এই জগতে অত্যদ্ভুত যে মহারত্ন দুর্ল্লভ, তাহাও আমি তপোবলে আনয়ন করিতে পারিব, এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই' ॥২৫॥

অহল্যা বলিলেন—'নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! সর্ব্বদা তোমার ভক্তির গুণেই আমি সন্তুষ্ট আছি, ইহাই তোমার যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইচ্ছানুসারে যাইতে পার' ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! উত্তঙ্ক পুনরায় এই কথা কহিলেন—'মা! আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য অবশ্যই করিব' ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। ঞ্চ

স তথেতি প্রতিশ্রুত্য জগাম জনমেজয় !।
গুরুপত্নীপ্রিয়ার্থং বৈ তে সমানয়িতুং তদা ॥২৯॥
স জগাম ততঃ শীঘ্রমুত্তঙ্কো ব্রাহ্মণর্ষভঃ।
সৌদাসং পুরুষাদং বৈ ভিক্ষিতুং মণিকুণ্ডলে ॥৩০॥
গৌতমস্ত্বব্রবীৎ পত্নীমুত্তঙ্কো নাত্র দৃশ্যতে।
ইতি পৃষ্টা তমাচষ্ট কুণ্ডলার্থে গতঞ্চ সা ॥৩১॥
ততঃ প্রোবাচ পত্নীং স ন তে সম্যগিদং কৃতম্।
শপ্তঃ স পার্থিবো নূনং ব্রাহ্মণং তং বধিষ্যতি ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তে যে মণিকুণ্ডলে, সমানয়িতুং সমানেতুম্ ॥২৯॥

স ইতি। পুরুষং মানুষম্ অত্তি খাদতীতি পুরুষাদস্তম্। সৌদাসো নাম রাজা মুনি-শাপেন রাক্ষসত্বং প্রাপ্ত ইতি পূর্ব্বমুপাখ্যানং দ্রষ্টব্যম্ ॥৩০॥

গৌতম ইতি। পত্নীমহল্যাম্। আচষ্ট অব্রবীৎ ॥৩১॥

তত ইতি। স গৌতমঃ, তে ত্বয়া। তমুত্তঙ্কম্ ॥৩২॥

অহল্যা বলিলেন—'বৎস ! সৌদাসরাজার পত্নী যে দুইটী অলৌকিক মণি-কুণ্ডল ধারণ করেন, তুমি সেই দুইটী মণিকুণ্ডল আমার জন্য আনয়ন কর, তাহা হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণাদান সমীচীনভাবে সম্পাদিত হইবে, তোমার মঙ্গল হউক' ॥২৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! তখন উত্তঙ্ক 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া গুরুপত্নীর প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য সেই মণিকুণ্ডল দুইটী আনয়ন করিতে গমন করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই উত্তঙ্ক নরভক্ষক সৌদাসরাজার নিকটে মণি-কুণ্ডল ভিক্ষা করিবার জন্য সত্বর গমন করিলেন ॥৩০॥

এই সময়ে গৌতম অহল্যাকে বলিলেন—'এই আশ্রমে ত উত্তঙ্ককে দেখিতেছি না', গৌতম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, অহল্যা বলিলেন—'উত্তঙ্ক মণিকুণ্ডল আনয়ন করিবার জন্য সৌদাসরাজার নিকট গিয়াছে' ॥৩১॥

তদনন্তর গৌতম অহল্যাকে কহিলেন—'তুমি এই কার্য্য ভাল কর নাই। কারণ, মুনিশাপগ্রস্ত সেই সৌদাসরাজা নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণকে বধ করিবে' ॥৩২॥

ঞ্চ এষ পাঠঃ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ নাস্তি।

(৩১) উত্তঙ্কো নাত্র দৃশ্যতে—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

অহল্যোবাচ।

অজানন্ত্যা নিযুক্তঃ স ভগবন্! ব্রাহ্মণো ময়া।
ভবৎপ্রসাদান্ন ভয়ং কিঞ্চিত্তস্য ভবিষ্যতি ॥৩৩॥
ইত্যুক্তঃ প্রাহ তাং পত্নীমেবমস্ত্বিতি গৌতমঃ।
উত্তঙ্কোঽপি বনে শূন্যে রাজানং তং দদর্শ হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তঙ্কোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তং দৃষ্ট্বা তথাভূতং রাজানং ঘোরদর্শনম্।
দীর্ঘশ্মশ্রুধরং নৄণাং শোণিতেন সমুক্ষিতম্। ১॥
চকার ন ব্যথাং বিপ্রো রাজা ত্বেনমথাব্রবীৎ।
প্রত্যুত্থায় মহাতেজা ভয়কর্ত্তা যমোপমঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অজানন্ত্যেতি। ভবতঃ প্রসাদাদনুগ্রহাৎ ॥৩৩॥
ইতীতি। এবমস্তু উত্তঙ্কো নির্ভয়ো ভবতু ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অহল্যা বলিলেন—'ভগবন্! আমি ইহা না জানিয়া সেই ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছি, তবে আপনার অনুগ্রহে উত্তঙ্কের কোন ভয় হইবে না' ॥৩৩॥

অহল্যা এইরূপ বলিলে, গৌতম তাঁহাকে বলিলেন—'এইরূপই হউক'। ওদিকে উত্তঙ্কও নির্জ্জন বনমধ্যে যাইয়া সৌদাসরাজাকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৪॥

(৩৩) অজানন্ত্যা নিযুক্তঃ স—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।
* '···ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

দিষ্ট্যা ত্বমসি কল্যাণ! ষষ্ঠে কালে মমান্তিকম্।
ভক্ষ্যং মৃগয়মাণস্য সম্প্রাপ্তো দ্বিজসত্তম! ॥৩॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

রাজন্! গুর্ব্বর্থিনং বিদ্ধি চরন্তং মামিহাগতম্।
ন চ গুর্বর্থমুদ্যুক্তং হিংস্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥৪॥

রাজোবাচ।

ষষ্ঠে কালে মমাহারো বিহিতো দ্বিজসত্তম!!।
ন শক্যস্ত্বং সমুৎস্রষ্টুং ক্ষুধিতেন ময়াদ্য বৈ ॥৫॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ! সময়ঃ ক্রিয়তাং তু মে।
গুর্বর্থমভিনির্বর্ত্ত্য পুনরেষ্যামি তে বশম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। নৃণাং পূর্ব্বং ভক্ষিতানাং মানুষাণাম্ ব্যথাং ভয়নিবন্ধনাং পীড়াং, বিপ্র উত্তঙ্ক ॥১—২॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা মদ্ভাগ্যেন, ষষ্ঠে ষষ্ঠযামার্দ্ধে মদ্ভক্ষণায় নির্দ্দিষ্টে। মৃগয়মাণস্য অন্বিষ্যতঃ ॥৩॥

রাজন্নিতি। গুর্ব্বর্থিনং গুরুদক্ষিণাথিনম্। গুর্ব্বর্থং গুরুদক্ষিণাগ্রহণনিমিত্তম্ ॥৪॥

ষষ্ঠ ইতি। বিহিতঃ শাপদাত্রা। সমুৎস্রষ্টং পরিত্যক্তুম্ ॥৫॥

এবমিতি। সময়ো নিয়মঃ, মে ময়া। অভিনির্ব্বর্ত্ত্য সর্ব্বথা নিষ্পাদ্য ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দীর্ঘশ্মশ্রুধারী ও নররক্তে সিক্তদেহ, ঘোরদর্শন সেইরূপ সেই রাজাকে দেখিয়াও উত্তঙ্ক ভয় করিলেন না; কিন্তু যমের তুল্য ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও মহাতেজা রাজা গাত্রোত্থান করিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন—॥১—২॥

'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কল্যাণদর্শন! আমি এই দিনের ষষ্ঠযামার্দ্ধে খাদ্য অন্বেষণ করিতেছিলাম, এই সময়ে তুমি ভাগ্যবশতঃ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ' ॥৩॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'রাজা! আপনি ইহা অবগত হউন যে, আমি গুরুদক্ষিণা-প্রার্থী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়াছি। জ্ঞানীরা বলেন—গুরুদক্ষিণার্থ উদ্যত লোককে হিংসা করিবে না' ॥৪॥

রাজা বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! শাপদানকারী মুনি দিনের ষষ্ঠযামার্দ্ধে আমার আহার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; সুতরাং আমি আজ ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না' ॥৫॥

সংশ্রুতশ্চ ময়া যোঽর্থো গুরবে রাজসত্তম!।
ত্বদধীনঃ স রাজেন্দ্র! তং ত্বাং ভিক্ষে নরেশ্বর! ॥৭॥
দদাসি বিপ্রমুখ্যেভ্যস্ত্বং হি রত্নানি নিত্যদা।
দাতা চ ত্বং নরব্যাঘ্র! পাত্রভূতঃ ক্ষিতাবিহ।
পাত্রং প্রতিগ্রহে চাপি বিদ্ধি মাং নৃপসত্তম! ॥৮॥
উপাহৃত্য গুরোরর্থং ত্বদায়ত্তমরিন্দম!।
সময়েনেহ রাজেন্দ্র! পুনরেষ্যামি তে বশম্ ॥৯॥
সত্যং তে প্রতিজানামি নাত্র মিথ্যা কথঞ্চন।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে স্বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সংশ্রুত ইতি। সংশ্রুতঃ প্রতিজ্ঞাতঃ, অর্থঃ প্রয়োজনম্ ধনং বা। ভিক্ষে প্রার্থয়ামি ॥৭॥

দদাসীতি। পাত্রভূতোঽহম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

উপেতি। অর্থং ধনম্। সময়েন ময়ৈব কৃতেন নিয়মেন ॥৯॥

সত্যমিতি। অনৃতং মিথ্যা, স্বৈরেষ্বপি স্বচ্ছন্দালাপেষ্বপি। ইদানীম্ অন্যথা মিথ্যা কুতো ব্রবীমীতি শেষঃ ॥১০॥

উতঙ্ক বলিলেন—'মহারাজ! এইরূপই হউক; কিন্তু আমি একটী নিয়ম করিতেছি। আমি গুরুদক্ষিণা সম্পন্ন করিয়া আসিয়া পুনরায় আপনার বশীভূত হইব ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! আমি গুরুর নিকটে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রাজেন্দ্র! তাহা আপনার অধীন। অতএব নরেশ্বর! আমি আপনার নিকট তাহা প্রার্থনা করি ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান! আপনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমিও এই পৃথিবীতে দানের পাত্র। রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে প্রতিগ্রহের পাত্র বলিয়া অবগত হউন ॥৮॥

শত্রুদমন রাজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার অধীন গুরুদক্ষিণার ধন গুরুকে উপহার দিয়া উক্ত নিয়ম অনুসারে এখানেই আসিয়া পুনরায় আপনার অধীন হইব ॥৯॥

আমি আপনার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, এবিষয়ে আমার কথা

সৌদাস উবাচ।

যদি মত্তস্তবায়ত্তো গুর্ব্বর্থঃ কৃত এব সঃ।
যদি চাস্মি প্রতিগ্রাহ্যঃ সাম্প্রতং তদ্বদস্ব মে ॥১১॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

প্রতিগ্রাহ্যো মতো মে ত্বং সদৈব পুরুষর্ষভ !।
সোঽহং ত্বামনুসম্প্রাপ্তো ভিক্ষিতুং মণিকুণ্ডলে ॥১২॥

সৌদাস উবাচ।

পত্ন্যাস্তে মম বিপ্রর্ষে ! উচিতে মণিকুণ্ডলে।
বরয়ার্থং ত্বমন্যং বৈ তং তে দাস্যামি সুব্রত ! ॥১৩॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

অলং তে ব্যপদেশেন প্রমাণং যদি তে বয়ম্।
প্রযচ্ছ কুণ্ডলে মহ্যং সত্যবাগ্‌ভব পার্থিব ! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। তব গুর্ব্বর্থো গুরুদক্ষিণার্থং ধনম্, যদি মত্তো মম আয়ত্তঃ অধীনঃ, তদা স ময়া কৃত এব। প্রতিগ্রাহ্যস্ত্বয়া। নরভক্ষকত্বাদপ্রতিগ্রাহ্য এবাহমিতি ভাবঃ ॥১১॥

প্রতীতি। প্রতিগ্রাহ্যো মতঃ, নরভক্ষকত্বেঽপি অদ্যাপি পাতিত্যাভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥১২॥

পত্ন্যা ইতি। উচিতে মৎপ্রদানেনৈব স্ত্রীধনত্বাৎ তস্যা এব দানযোগ্যে। অন্যমর্থং ধনম্, বরয় প্রার্থয় ॥১৩॥

কোন প্রকারেই মিথ্যা হইবে না। কারণ, আমি পূর্ব্বে ইচ্ছানুরূপ আলাপের সময়েও মিথ্যাকথা বলি নাই, এখন কেন মিথ্যাকথা বলিব' ॥১০॥

সৌদাসরাজা বলিলেন—'ব্রাহ্মণ ! আপনার গুরুদক্ষিণার ধন যদি আমার অধীন হয় এবং আমার নিকটে প্রতিগ্রহ করা যদি আপনি সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রার্থিতবিষয় সম্পাদন করিয়াছি (ইহা মনে করুন)। এখন আপনি আমার নিকট সেই বিষয় বলুন' ॥১১॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি মনে করি, আপনি সর্ব্বদাই আমার প্রতিগ্রাহ্য অর্থাৎ আপনার নিকট আমার প্রতিগ্রহ করা সঙ্গত ; সুতরাং আমি দুইটী মণিকুণ্ডল প্রার্থনা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি' ॥১২॥

সৌদাসরাজা বলিলেন—'ব্রহ্মর্ষি ! আমার পত্নীই সেই দুইটী মণিকুণ্ডল দান করিবার যোগ্যা ; অতএব আপনি আমার নিকট অন্য ধন প্রার্থনা করুন, আমি সেই অর্থ আপনাকে দান করিব' ॥১৩॥

---

(১৪) প্রমাণা যদি তে বয়ম্—বঙ্গ বর্দ্ধ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তস্ত্বব্রবীদ্রাজা তমুত্তঙ্কং পুনর্বচঃ।
গচ্ছ মদ্বচনাদ্দেবীং ব্রূহি দেহীতি সত্তম ! ॥১৫॥
সৈবমুক্তা ত্বয়া নূনং মদ্বাক্যেন শুচিব্রতা।
প্রদাস্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কুণ্ডলে তে ন সংশয়ঃ ॥১৬॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

ক্ব পত্নী ভবতঃ শক্যা ময়া দ্রষ্টুং নরেশ্বর !।
স্বয়ং বাপি ভবান্ পত্নীং কিমর্থং নোপসর্পতি ॥১৭॥

সৌদাস উবাচ।

তাং দ্রক্ষ্যতি ভবানদ্য কস্মিংশ্চিদ্বননির্ঝরে।
ষষ্ঠে কালে ন হি ময়া সা শক্যা দ্রষ্টুমদ্য বৈ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অলমিতি। ব্যপদেশেন ছলেন, প্রমাণং পাত্রত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ। সত্যবাগ্ভব "কৃত এব স" ইতি প্রাগুক্তত্বাৎ ॥১৪॥

ইতীতি। দেবীং মৎপত্নীম্, দেহি মণিকুণ্ডলে ইতি শেষঃ ॥১৫॥

সেতি। নূনং নিশ্চিতম্, শুচিব্রতা পবিত্রনিয়মা ॥১৬॥

ক্বেতি। নোপসর্পতি কুণ্ডলদানার্থং নোপগচ্ছতি ॥১৭॥

তামিতি। বননির্ঝরে বনস্থিতপার্ব্বত্যজলপ্রপাতসমীপে। দ্রষ্টুং ন হি শক্যা তস্যা এব হস্তব্যস্তত্বসম্ভবাৎ ॥১৮॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'রাজা! আমি যদি আপনার দানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হই, তাহা হইলে আপনি ছল করিবেন না, সেই কুণ্ডল দুইটী আমাকে দান করুন এবং সত্যবাদী হউন' ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'উত্তঙ্ক এইরূপ কহিলে রাজা সৌদাস সেই উত্তঙ্ককে পুনরায় এই কথা কহিলেন—'সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার বাক্যানুসারে মহিষীর নিকট গমন করুন এবং বলুন যে, 'আমাকে মণিকুণ্ডল দুইটী দান করুন' ॥১৫॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার বাক্যানুসারে এইরূপ বলিলে সেই পবিত্র-নিয়মা মহিষী নিশ্চয়ই সেই কুণ্ডল দুইটী আপনাকে দান করিবেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১৬॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'নরনাথ! আমি কোথায় আপনার পত্নীকে দেখিতে পারিব? আপনি নিজেই বা কেন পত্নীর নিকটে গমন করেন না?' ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্তঙ্কস্তু তথোক্তঃ স জগাম ভরতর্ষভ ! ।
মদয়ন্তীঞ্চ দৃষ্ট্বা সোঽজ্ঞাপয়ৎ স্বপ্রয়োজনম্ ॥১৯॥
সৌদাসবচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পৃথুলোচনা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিমুত্তঙ্কং জনমেজয় ! ॥২০॥
এবমেতন্মহাব্রহ্মন্ ! নানৃতং বদসেঽনঘ ! ।
অভিজ্ঞানন্তু কিঞ্চিত্ত্বং সমানয়িতুমর্হসি ॥২১॥
ইমে হি দিব্যে মণিকুণ্ডলে মে দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ মহর্ষয়শ্চ।
তৈস্তৈরুপায়ৈরপহর্তুকামাশ্ছিদ্রেষু নিত্যং পরিতর্কয়ন্তি ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উত্তঙ্ক ইতি। মদয়ন্তীং তদাখ্যাং সৌদাসপত্নীম্ ॥১৯॥

সৌদাসেতি। পৃথুলোচনা বিশালনয়না। মহাবুদ্ধিত্বাদেব বক্ষ্যমাণাভিজ্ঞানশ্রবণেচ্ছেত্যাশয়ঃ ॥২০॥

এবমিতি। অনৃতং মিথ্যা। অভিজ্ঞায়তে অনেনেতি অভিজ্ঞানং মদ্বিশ্বাসজনকং তদ্বাক্যম্, সমানয়িতুং সমানেতুম্ ॥২১॥

ইমে ইতি। দিব্যে অলৌকিকে। তৈস্তৈর্গোপনগমনাদিভিঃ, ছিদ্রেষু অবসরেষু পরিতর্কয়ন্তি হরণসুবিধামন্বিষ্যন্তি ॥২২॥

সৌদাসরাজা বলিলেন—'আপনি এখন বনমধ্যস্থিত কোন পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের নিকটে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন; কিন্তু আমি এখন দিনের এই ষষ্ঠযামার্দ্ধ সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব না' ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজা সেইরূপ বলিলে, উত্তঙ্ক মহিষীর উদ্দেশে গমন করিলেন এবং তিনি যাইয়া সৌদাসমহিষী মদয়ন্তীকে দেখিয়া নিজের প্রয়োজন জানাইলেন ॥১৯॥

জনমেজয় ! তাহার পর বিশালনয়না ও মহাবুদ্ধি সৌদাসমহিষী উত্তঙ্কের মুখে সৌদাসের বাক্য শুনিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন—॥২০॥

'নিষ্পাপ প্রশস্ত ব্রাহ্মণ ! ইহা এইরূপই বটে, আপনি মিথ্যাকথা বলেন না, ইহা সত্য; কিন্তু আপনি রাজার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করিতে পারেন কি ?' ॥২১॥

দেবগণ, যক্ষগণ ও মহর্ষিগণ বিভিন্ন উপায়ে আমার এই দিব্য মণিকুণ্ডল

---

(২১) এবমেতদ্বদ ব্রহ্মন্ !—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

নিক্ষিপ্তমেতদ্ভুবি পন্নগাস্তু রত্নং সমাসাদ্য পরামৃশেয়ুঃ।
যক্ষাস্তথোচ্ছিষ্টধৃতং সুরাশ্চ নিদ্রাবশাদ্বা পরিধর্ষয়েয়ুঃ ॥২৩॥
ছিদ্রেষ্বেতেষ্বিমে নিত্যং হ্রিয়েতে দ্বিজসত্তমঃ!।
দেবরাক্ষসনাগানামপ্রমত্তেন ধার্য্যতে ॥২৪॥
স্যন্দতে হি দিবা রুক্মং রাত্রৌ চ দ্বিজসত্তম!।
নক্তং নক্ষত্রতারাণাং প্রভামাক্ষিপ্য বর্ত্ততে ॥২৫॥
এতে হ্যামুচ্য ভগবন্! ক্ষুৎপিপাসাভয়ং কুতঃ।
বিষাগ্নিশ্বাপদেভ্যশ্চ ভয়ং জাতু ন বিদ্যতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নিক্ষিপ্তমিতি। পন্নগা নাগাঃ, ভুবি নিক্ষিপ্তং কেনাপি কারণেন ভবতা স্থাপিতম্, এতদ্-রত্নম্, সমাসাদ্য প্রাপ্য, পরামৃশেয়ুর্গৃহ্ণীয়ুঃ। তথা যক্ষাঃ সুরাশ্চ, ভবতো নিদ্রাবশাদ্বা, উচ্ছিষ্টং ময়া দত্তঞ্চ তৎ, ভবতা ধৃতঞ্চেতি তাদৃশমেতদ্রত্নম্, পরিধর্ষয়েয়ুঃ বলেন অপহরেয়ুঃ ॥২৩॥

ছিদ্রেষ্বিতি। ইমে কুণ্ডলে। দেবরাক্ষসনাগানাং মধ্যে কেনাপি, অপ্রমত্তেন সাবধানেন জনেন ধার্য্যতে এতদ্রত্নম্ ॥২৪॥

স্যন্দত ইতি। স্যন্দতে নিঃসারয়তি, রুক্মং স্বর্ণম্। নক্তং রাত্রৌ, আক্ষিপ্য অভিভূয় ॥২৫॥

এতে ইতি। মণিকুণ্ডলে, আমুচ্য পরিধায়। জাতু কদাচিৎ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

স তমিতি ॥১—২৩॥ ছিদ্রেষ্বেতেষ্বিমে ইতি পূর্ব্বান্বয়ি; নাগানাং নাগৈঃ হ্রিয়েত ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৪—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩॥

দুইটী হরণ করিবার ইচ্ছা করেন এবং ছিদ্র পাইলেই তাঁহারা সর্ব্বদা উহা হরণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন ॥২২॥

আপনি কোন সময়ে এই রত্ন ভূতলে রাখিলে নাগগণ আসিয়া ইহা হরণ করিবে; অথবা আপনার নিদ্রার সময়ে দেবগণ কিংবা যক্ষগণ উপস্থিত হইয়া আমার দত্ত ও আপনার ধৃত এই রত্ন বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারেন ॥২৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই সকল অবসরে সর্বদাই দেবগণ, রাক্ষসগণ ও নাগগণের মধ্যে কেহ ইহা হরণ করিতে পারেন। অতএব সাবধান হইয়া এই রত্ন ধারণ করিতে হয় ॥২৪॥

ব্রাহ্মণপ্রধান! এই রত্ন দিনে ও রাত্রিতে আপন অঙ্গ হইতে সুবর্ণ নিঃস্যন্দ করে এবং রাত্রিতে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভা অভিভূত করিয়া থাকে ॥২৫॥

(২৫) এতে দিবাপি ভাসেতে—নি।

হ্রস্বেন চৈতে আমুক্তে ভবতো হ্রস্বকে তদা।
অনুরূপেণ চামুক্তে জায়েতে তৎপ্রমাণকে ॥২৭॥
এবংবিধে মমৈতে বৈ কুণ্ডলে পরমার্চ্চিতে।
ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞাতে তদভিজ্ঞানমানয় ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তঙ্কোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স মিত্রসহমাসাদ্য অভিজ্ঞানমযাচত।
তস্মৈ দদাবভিজ্ঞানং স চেক্ষ্বাকুবরস্তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

হ্রস্বেনেতি। হ্রস্বেন খর্ব্বেণ, আমুক্তে পরিহিতে, হ্রস্বকে খর্ব্বে ॥২৭॥

এবমিতি। পরমার্চ্চিতে বিশেষাদৃতে। অভিজ্ঞানং প্রাগুক্তচিহ্নম্ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

স ইতি। স উত্তঙ্কঃ, মিত্রং সূর্য্যং তদানীং বনচরত্বাৎ সহত ইতি মিত্রসহস্তম্ সৌদাসম্ ॥১॥

ভগবন্! এই মণিকুণ্ডল দুইটী ধারণ করিলে ক্ষুধা ও পিপাসার ভয় থাকে না এবং বিষ, অগ্নি ও হিংস্রজন্তু হইতে কখনও ভয় হয় না ॥২৬॥

খর্ব্ব মানুষ এই কুণ্ডল দুইটী ধারণ করিলে তখন ইহারা খর্ব্ব হইয়া যায় এবং যে প্রকার মানুষ ইহাদিগকে ধারণ করে, ইহারা তৎপ্রমাণ হইয়া থাকে ॥২৭॥

আমার এই কুণ্ডল দুইটী এই প্রকার পরম আদৃত এবং ত্রিভুবনবিদিত; অতএব আপনি রাজার নিকট হইতে অভিজ্ঞান আনয়ন করুন' ॥২৮॥

---

* '...সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

সৌদাস উবাচ।

ন চৈবৈষা গতিঃ ক্ষেম্যা ন চান্যা বিদ্যতে গতিঃ।
এতন্মে মতমাজ্ঞায় প্রযচ্ছ মণিকুণ্ডলে ॥২॥
ইত্যুক্তস্তামুত্তঙ্কস্তু ভর্ত্তুর্বাক্যমথাব্রবীৎ।
শ্রুত্বা চ সা তদা প্রাদাত্ততস্তে মণিকুণ্ডলে ॥৩॥
অবাপ্য কুণ্ডলে তে তু রাজানং পুনরব্রবীৎ।
কিমেতদ্‌গুহ্যবচনং শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিব ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বাক্যরূপমভিজ্ঞানমাহ নেতি। এষা, গম্যত ইতি গতিঃ রাক্ষসাবস্থা, ন চ নৈব ক্ষেম্যা মঙ্গলজনিকা, অন্যা গতিরবস্থা চ ন বিদ্যতে অভিশপ্তত্বাৎ। এতন্মে মতম্ অভিজ্ঞান-রূপম্ আজ্ঞায়, উত্তঙ্কায় মণিকুণ্ডলে প্রযচ্ছ দেহি ॥২॥

ইতীতি। তাং মহিষীং মদয়ন্তীম্ ॥৩॥

অবাপ্যেতি। রাজানং সৌদাসম্। গুহ্যবচনং গোপনীয়ার্থকবাক্যম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সমিত্রেতি। মিত্রসহঃ সৌদাসঃ, অভিজ্ঞানং শ্লোকরূপং জ্ঞাপকম্ ॥১॥ তদেবাহ—ন চেতি। এষা রক্ষোযোনিরূপা, অন্যা ইতো মুক্তিরূপা, অতো মম ইতো গতের্মুক্ত্যর্থে প্রযচ্ছ দেহি মণিময়ে কুণ্ডলে ॥২—১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পরে উত্তঙ্ক সূর্য্যতাপ-সহকারী সৌদাসরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকুবংশশ্রেষ্ঠ সৌদাস রাজা উত্তঙ্ককে একটী বাক্যরূপ অভিজ্ঞান দান করিলেন ॥১॥

সৌদাস বলিলেন—‘এই অবস্থা মঙ্গলজনক নহে, এখানে অন্য অবস্থাও হইতে পারে না। মহিষি! তুমি আমার এই মত জানিয়া ব্রাহ্মণকে মণি-কুণ্ডল দুইটী দান কর’ ॥২॥

রাজা এই কথা বলিলে, উত্তঙ্ক যাইয়া মহিষীর নিকট তাঁহার স্বামীর কথা বলিলেন। তখন মহিষী স্বামীর সেই উক্তি শুনিয়া উত্তঙ্ককে সেই মণিকুণ্ডল দুইটী দান করিলেন ॥৩॥

উত্তঙ্ক সেই কুণ্ডল দুইটী লাভ করিয়া রাজার নিকট যাইয়া পুনরায় বলিলেন—‘রাজা! আপনার এই গুপ্ত বাক্যের অর্থ কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥৪॥

সৌদাস উবাচ।

প্রজানিসর্গাদ্বিপ্রান্ বৈ ক্ষত্রিয়াঃ পূজয়ন্তি হি।
বিপ্রেভ্যশ্চাপি বহবো দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি বৈ ॥৫॥
সোঽহং দ্বিজেভ্যঃ প্রণতো বিপ্রাদ্দোষমবাপ্তবান্।
গতিমন্যাং ন পশ্যামি মদয়ন্তীসহায়বান্ ॥৬॥
ন চান্যামপি পশ্যামি গতিং গতিমতাংবর!।
স্বর্গদ্বারস্য গমনে স্থানে চেহ দ্বিজোত্তম! ॥৭॥
ন হি রাজ্ঞা বিশেষেণ বিরুদ্ধেন দ্বিজাতিভিঃ।
শক্যং হি লোকে স্থাতুং বৈ প্রেত্য বা সুখমেধিতুম্ ॥৮॥
তদিষ্টে তে ময়া দত্তে এতে স্বে মণিকুণ্ডলে।
যঃ কৃতস্তেঽদ্য সময়ঃ সফলং তং কুরুষ্ব মে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রজেতি। প্রজানাং লোকানাং নিসর্গাৎ সৃষ্টিতঃ। দোষা দুরবস্থাঃ ॥৫॥
স ইতি। দোষং নরভক্ষকত্বরূপাং দুর্গতিম্ ॥৬॥
নেতি। অন্যাং ব্রাহ্মণপূজাভিন্নাম্, গতিমতাম্ উত্তমগতিশালিনাম্ ॥৭॥
নহীতি। প্রেত্য পরলোকে, সুখং যথা স্যাত্তথা, এধিতুং বর্দ্ধিতুম্ ॥৮॥
তদিতি। ইষ্টে ভবতাভিলষিতে। তে ত্বয়া, সময়ো নিয়মঃ ॥৯॥

সৌদাস বলিলেন—'ক্ষত্রিয়েরা সেই লোকসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া থাকেন, তথাপি সেই ব্রাহ্মণগণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের বহুতর দুর্গতি উপস্থিত হয় ॥৫॥

আমি চিরদিনই ব্রাহ্মণগণের নিকটে অবনত ছিলাম; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ হইতেই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন মহিষীর সহিত মিলিত হইয়া অন্য উপায় দেখিতেছি না ॥৬॥

উত্তমগতিশালিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপ্রধান! স্বর্গগমনে বা এই স্থানে ব্রাহ্মণপূজা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাই না ॥৭॥

রাজা ব্রাহ্মণগণের সহিত বিশেষভাবে বিরোধ করিয়া এই জগতে থাকিতে পারেন না, কিংবা পরলোকে যাইয়াও সুখে বাস করিতে সমর্থ হন না ॥৮॥

অতএব আপনার অভীষ্ট এই সেই স্বকীয় মণিকুণ্ডল দুইটী আপনাকে দান করিলাম। আপনি আমার সম্বন্ধে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা এখন সফল করুন' ॥৯॥

(৫) প্রজাবিসর্গাদ্বিপ্রান্ বৈ—পি নি।

উত্তঙ্ক উবাচ।

রাজন্! তথেহ কর্ত্তাস্মি পুনরেষ্যামি তে বশম্।
প্রশ্নঞ্চ কঞ্চিৎ প্রষ্টুং ত্বাং নিবৃত্তোঽস্মি পরন্তপ! ॥১০॥

সৌদাস উবাচ।

ব্রূহি বিপ্র! যথাকামং প্রতিবক্তাস্মি তে বচঃ।
ছেত্তাস্মি সংশয়ং তেঽদ্য ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥১১॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

প্রাহুর্বাক্সংযতং মিত্রং ধর্ম্মনৈপুণ্যদর্শিনঃ।
মিত্রেষু যশ্চ বিষম স্তেন ইত্যেব তং বিদুঃ ॥১২॥
স ভবান্ মিত্রতামদ্য সম্প্রাপ্তো মম পার্থিব!।
স মে বুদ্ধিং প্রযচ্ছস্ব সম্মতাং পুরুষর্ষভ! ॥১৩॥
অবাপ্তার্থোঽহমদ্যেহ ভবাংশ্চ পুরুষাদকঃ।
ভবৎসকাশমাগন্তুং ক্ষমং মম ন বেত্তি বৈ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

রাজন্নিতি। তথা তন্নিয়মানুরূপং কার্য্যম্, কর্ত্তাস্মি করিষ্যামি ॥১০॥
ব্রূহীতি। ছেত্তাস্মি ছেৎস্যামি ॥১১॥
প্রাহুরিতি। বাক্সংযতং মিতভাষকম্। বিষমো মিথ্যাত্বধিকভাষী, স্তেনশ্চৌরঃ ॥১২॥
স ইতি। সম্মতাম্ ঔচিত্যেন ভবদভিপ্রেতাম্ ॥১৩॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'রাজা! এখন আমি তাহাই করিব, পুনরায় আপনার বশে আসিব; কিন্তু শত্রুসন্তাপক রাজা! আপনার নিকট কোন প্রশ্ন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি' ॥১০॥

সৌদাস বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আপনি ইচ্ছানুসারে বলিতে পারেন, আমি আপনার বাক্যের উত্তর দান করিব এবং আজ আপনার সংশয়চ্ছেদনও করিব, এবিষয়ে আমার কোন বিচার নাই' ॥১১॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা বলেন—সত্যবাদী মানুষই মিত্র; সুতরাং যিনি সেই মিত্রের মধ্যে মিথ্যাবাদী, তাঁহাকে তাঁহারা চৌর বলিয়াই জানেন ॥১২॥

রাজা! আজ আপনি আমার মিত্র হইয়াছেন; অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে আপনার অভিপ্রেত বুদ্ধি দান করুন ॥১৩॥

---

(১২) প্রাহুর্বাক্সংযতং বিপ্রম্—নি।

সৌদাস উবাচ।

ক্ষমং চেদিহ বক্তব্যং তব দ্বিজবরোত্তম ! ।
মৎসমীপং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! নাগন্তব্যং কথঞ্চন ॥১৫॥
এবং তব প্রপশ্যামি শ্রেয়ো ভৃগুকুলোদ্বহ ! ।
আগচ্ছতো হি তে বিপ্র ! ভবেন্মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তঙ্কোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবেতি। অবাপ্তো লব্ধঃ অর্থো মণিকুণ্ডলদ্বয়ং যেন সঃ, পুরুষাদকো নরভক্ষকঃ। ক্ষমমুচিতম্। সত্যরক্ষার্থং ময়া ভবদন্তিকমাগন্তব্যম্ অথবা জীবনরক্ষার্থং নাগন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

ক্ষমমিতি। ক্ষমং মৎসমীপাগমনমুচিতম্, ইতি চেন্ময়া বক্তব্যং সত্যরক্ষার্থং তথাপি জীবনরক্ষার্থং মৎসমীপং তব নাগন্তব্যম্ ॥১৫॥

এবমিতি। শ্রেয়ো মঙ্গলম্। মৃত্যুর্ভবেৎ ময়ৈব হন্তব্যত্বাৎ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজা ! আমি আজ আমার অভীষ্ট অর্থ লাভ করিয়াছি। এদিকে আপনি নরভক্ষক ; এই অবস্থায় আপনার নিকটে আমার আগমন করা উচিত, কিংবা আগমন না করা উচিত ?' ॥১৪॥

সৌদাস বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনার আগমন করা উচিত—ইহা যদিও আমার বক্তব্য হয়, তথাপি কোন প্রকারেই আমার নিকটে আপনার আগমন করা উচিত নহে ॥১৫॥

ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ হইলেই আপনার মঙ্গল দেখিতেছি। কারণ, ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার নিকটে আগমন করিলে, আপনার মৃত্যু হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ॥১৬॥

---

* অত্র অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ✽ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তদা রাজা ক্ষমং বুদ্ধিমতা হিতম্।
অনুজ্ঞাপ্য স রাজানমহল্যাং প্রতি জগ্মিবান্ ॥১॥
গৃহীত্বা কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপত্ন্যাঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
জবেন মহতা প্রায়াদ্গৌতমস্যাশ্রয়ং প্রতি ॥২॥
যথা তয়ো রক্ষণঞ্চ মদয়ন্ত্যাভিভাষিতম্।
তথা তে কুণ্ডলে বদ্ধা তদা কৃষ্ণাজিনেঽনয়ৎ ॥৩॥
স কস্মিংশ্চিৎ ক্ষুধাবিষ্টঃ ফলভারসমন্বিতম্।
বিল্বং দদর্শ বিপ্রর্ষিরারুরোহ চ তং ততঃ ॥৪॥
শাখামাসজ্য তস্যৈব কৃষ্ণাজিনমরিন্দম!।
পাতয়ামাস বিল্বানি তদা স দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। ক্ষমমুচিতম্। রাজানং সৌদাসম্ ॥১॥
গৃহীত্বেতি। প্রিয়ঙ্কর উত্তঙ্কঃ। জবেন বেগেন ॥২॥
যথেতি। যথা যেন প্রকারেণ, তয়োর্মণিকুণ্ডলয়োঃ ॥৩॥
স ইতি। কস্মিংশ্চিৎ স্থানে। বিল্বং তদাখ্যং বৃক্ষম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বুদ্ধিমান্ সৌদাসরাজা এই প্রকার উচিত এবং হিতজনক বাক্য বলিলে, উত্তঙ্ক সৌদাসরাজার অনুমতি লইয়া অহল্যাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥

গুরুপত্নীর প্রিয়কার্য্যকারী উত্তঙ্ক অলৌকিক কুণ্ডল দুইটী লইয়া মহাবেগে গৌতমের আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥২॥

যেভাবে সেই কুণ্ডল দুইটীকে রক্ষা করিবার কথা মদয়ন্তী বলিয়াছিলেন, সেইভাবে সেই কুণ্ডল দুইটীকে কৃষ্ণাজিনে বন্ধন করিয়া উত্তঙ্ক লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥৩॥

ক্রমে ব্রহ্মর্ষি উত্তঙ্ক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন স্থানে পক্ক ফলসমূহযুক্ত একটী বিল্ব-বৃক্ষ দেখিলেন। তাহার পর তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥৪॥

অথ পাতয়মানস্য বিল্বাপহৃতচক্ষুষঃ।
ন্যপতংস্তানি বিল্বানি তস্মিন্নেবাজিনে বিভো! ॥৬॥
যস্মিংস্তে কুণ্ডলে বদ্ধে তদা দ্বিজবরেণ বৈ।
বিল্বপ্রহারৈস্তস্যাথ ব্যশীর্য্যদ্বন্ধনং ততঃ ॥৭॥
সকুণ্ডলং তদর্জিনং পপাত সহসা তরোঃ।
বিশীর্ণবন্ধনে তস্মিন্ গতে কৃষ্ণাজিনে মহীম্ ॥৮॥
অপশ্যদ্‌ভুজগঃ কশ্চিত্তে তত্র মণিকুণ্ডলে।
ঐরাবতকুলোদ্‌ভূতঃ শীঘ্রো ভূত্বা তদা হি সঃ ॥৯॥
বিদশ্যাস্যেন বল্মীকং বিবেশাথ স কুণ্ডলঃ।
হ্রিয়মাণে তু দৃষ্ট্বা স কুণ্ডলে ভুজগেন হ ॥১০॥
পপাত বৃক্ষাৎ সোদ্বেগো দুঃখাৎ পরমকোপনঃ।
স দণ্ডকাষ্ঠমাদায় বল্মীকমখনত্তদা ॥১১॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

শাখামিতি। শাখাং শাখায়াম্, আসজ্য লম্বয়িত্বা। বিল্বানি ফলানি ॥৫॥

অথেতি। বিল্বৈর্বৃক্ষস্থৈরপরৈর্বিল্বফলৈঃ অপহৃতে চক্ষুষী যস্য তস্য উত্তঙ্কস্য। তানি প্রাক্‌পাতিতানি ॥৬॥

যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ অজিনে। ব্যশীর্য্যৎ স্খলিতমভবৎ ॥৭॥

সেতি। তরোস্তস্মাদ্‌বিল্ববৃক্ষাৎ। তে মণিকুণ্ডলে আস্যেন মুখেন বিদশ্য গৃহীত্বা বল্মীকং নিবেশেতি সম্বন্ধঃ। বল্মীকম্ উয়ীকামৃত্তিকাস্তূপম্। স উত্তঙ্কঃ ॥৮—১১॥

শত্রুদমন রাজা! পরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক সেই বিল্ববৃক্ষেরই শাখায় সেই কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম ঝুলাইয়া রাখিয়া তখন বেল পাড়িতে লাগিলেন ॥৫॥

রাজা! তৎকালে উত্তঙ্কের নয়নযুগল বৃক্ষস্থিত অন্যান্য বিল্বফলে সংসক্ত ছিল—সেই অবস্থায় তিনি সন্নিহিত ফল পাড়িতেছিলেন; সুতরাং সেই ফলগুলি সেই কৃষ্ণাজিনের উপরেই যাইয়া পড়িতেছিল ॥৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক যে কৃষ্ণাজিনে সেই মণিকুণ্ডল দুইটী বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, বিল্বফলের আঘাতে সেই কৃষ্ণাজিনের বন্ধন খুলিয়া গিয়াছিল ॥৭॥

তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলযুক্ত সেই মৃগচর্ম্ম বিল্ববৃক্ষ হইতে পতিত হইল। স্খলিতবন্ধন সেই মৃগচর্ম্ম ভূতলে পতিত হইলে ঐরাবতকুলজাত কোন সর্প তখন সেই মণিকুণ্ডল দুইটী দেখিতে পাইল। ক্রমে সেই সর্প ত্বরান্বিত হইয়া মুখদ্বারা সেই কুণ্ডল দুইটী কামড়াইয়া ধরিয়া সেই কুণ্ডলের সহিতই উয়ীর মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। সর্প কুণ্ডল দুইটী হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে দেখিয়া উত্তঙ্ক

অহানি ত্রিংশদব্যগ্রঃ পঞ্চ চান্যানি ভারত ! ।
ক্রোধামর্ষাভিসন্তপ্তস্তদা ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥১২॥
তস্য বেগমসহ্যং তমসহন্তী বসুন্ধরা ।
দণ্ডকাষ্ঠাভিনুন্নাঙ্গী চচাল ভৃশমাকুলা ॥১৩॥
ততঃ খনত এবাথ বিপ্রর্ষের্ধরণীতলম্ ।
নাগলোকস্য পন্থানং কর্ত্তুকামস্য নিশ্চয়াৎ ॥১৪॥
রথেন হরিযুক্তেন তং দেশমুপজগ্মিবান্ ।
বজ্রপাণির্মহাতেজাস্তং দদর্শ দ্বিজোত্তমম্ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তঙ্কোপাখ্যানে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অহানীতি । ক্রোধেন অমর্ষেণ অসহিষ্ণুতয়া চ অভিসন্তপ্তঃ খনন্ আসীদিতি শেষঃ ॥১২॥

তস্যেতি । দণ্ডকাষ্ঠেন অভিনুন্নং বিদীর্ণম্ অঙ্গং যস্যাঃ সা ॥১৩॥

তত ইতি । নাগলোকস্য পাতালস্য । হরিযুক্তেন অশ্বসমন্বিতেন । বজ্রপাণিরিন্দ্রঃ ॥১৪-১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শাখাং শাখায়াম্ ॥১—৮॥ আস্তেন কুণ্ডলে বিদশ্য ধৃত্বা বল্মীকং বিবেশেতি সম্বন্ধঃ ॥৯—১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫॥

উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃখে সেই বৃক্ষ হইতে পতিত হইলেন এবং তখনই তিনি দণ্ডকাষ্ঠ লইয়া উয়ীর মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন ॥৮—১১॥

ভরতনন্দন ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতানিবন্ধন সন্তপ্ত থাকিয়া অক্লান্ত অবস্থায় পঁয়ত্রিশ দিন যাবৎ খনন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তখন ভূমি সেই দণ্ডকাষ্ঠের সেই অসহ্যবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদীর্ণগাত্র ও অত্যন্ত আকুল হইয়া কাঁপিতে লাগিল ॥১৩॥

ব্রহ্মর্ষি উত্তঙ্ক পাতালের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ভূতল খনন করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া মহাতেজা বজ্রপাণি ইন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ককে দর্শন করিলেন ॥১৪—১৫॥

---

* অত্র অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ ,বর্দ্ধ নি ।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তু তং ব্রাহ্মণো ভূত্বা তস্য দুঃখেন দুঃখিতঃ।
উত্তঙ্কমব্রবীদ্বাক্যং নৈতচ্ছক্যং ত্বয়েতি বৈ ॥১॥

ইতো হি নাগলোকো বৈ যোজনানি সহস্রশঃ।
ন দণ্ডকাষ্ঠসাধ্যঞ্চ মন্যে কার্য্যমিদং তব ॥২॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

নাগলোকে যদি ব্রহ্মন্! ন শক্যে কুণ্ডলে ময়া।
প্রাপ্তুং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যামি পশ্যতস্তে দ্বিজোত্তমঃ! ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা স নাশকত্তস্য নিশ্চয়ং কর্ত্তুমন্যথা।
বজ্রপাণিস্তদা দণ্ডং বজ্রাস্ত্রেণ যুযোজ হ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স বজ্রপাণিঃ। এতৎপাতালপথনির্ম্মাণং কর্ত্তুং ত্বয়া ন শক্যম্ ॥১॥
তৎকারণমাহ ইত ইতি। সহস্রশো যোজনানি অতিক্রম্য তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥২॥
নাগেতি। কুণ্ডলে তৎকুণ্ডলদ্বয়ম্। বিমোক্ষ্যামি ত্যক্ষ্যামি ॥৩॥
যদেতি। তস্য উত্তঙ্কস্য। দণ্ডং বজ্রাস্ত্রেণ যুযোজ দণ্ডে বজ্রশক্তিমারোপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ইন্দ্র উত্তঙ্কের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সেই উত্তঙ্ককে এই কথা বলিলেন—'আপনি দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না ॥১॥

কারণ, এই স্থান হইতে নাগলোক সহস্র সহস্র যোজন দূরে রহিয়াছে; সুতরাং আমি মনে করি, আপনার এই কার্য্য দণ্ডকাষ্ঠসাধ্য হইবে না' ॥২॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি নাগলোকে যাইয়া যদি সেই কুণ্ডল দুইটী পাইতে না পারি, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাহা হইলে আমি আপনার সাক্ষাতেই প্রাণ ত্যাগ করিব' ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্র যখন উত্তঙ্কের সেই অধ্যবসায়ের অন্যথা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজের বজ্রের শক্তি উত্তঙ্কের দণ্ডকাষ্ঠের উপরে আরোপিত করিলেন ॥৪॥

ততো বজ্রপ্রহারৈস্তৈর্দার্য্যমাণা বসুন্ধরা।
নাগলোকস্য পন্থানমকরোজ্জনমেজয়! ॥৫॥
স তেন মার্গেণ তদা নাগলোকং বিবেশ হ।
দদর্শ নাগলোকঞ্চ যোজনানি সহস্রশঃ ॥৬॥
প্রাকারনিচয়ৈর্দিব্যৈর্মণিমুক্তাস্বলঙ্কৃতৈঃ।
উপপন্নং মহাভাগ! শাতকুম্ভময়ৈস্তথা ॥৭॥ (যুগ্মকম্‌)
বাপীঃ স্ফটিকসোপানা নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
দদর্শ বৃক্ষাংশ্চ বহূন্নানাদ্বিজগণাযুতান্‌ ॥৮॥
তস্য লোকস্য চ দ্বারং স দদর্শ ভৃগূদ্বহঃ।
পঞ্চযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্‌ ॥৯॥
নাগলোকমুত্তঙ্কস্তু প্রেক্ষ্য দীনোঽভবত্তদা।
নিরাশশ্চাভবত্তত্র কুণ্ডলাহরণে পুনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বজ্রপ্রহারৈরিতি বজ্রশক্ত্যারোপাৎ দণ্ডপ্রহারা এব বজ্রপ্রহারা ইতি ভাবঃ ॥৫॥

স ইতি। স উত্তঙ্কঃ। সহস্রশো যোজনানি ব্যাপ্য স্থিতমিতি শেষঃ। উপপন্নং যুক্তম্‌। শাতকুম্ভময়ৈঃ স্বর্ণময়ৈঃ ॥৬—৭॥

বাপীরিতি। বাপীর্দীর্ঘিকাঃ। নানাদ্বিজগণেন বহুপক্ষিসমূহেন আযুতান্‌ সমন্বিতান্‌ ॥৮॥

তস্যেতি। ভৃগূদ্বহ উত্তঙ্কঃ। আয়তং দীর্ঘম্‌ ॥৯॥

নাগেতি। দীনঃ অবসন্নচিত্তঃ ॥১০॥

জনমেজয়! তাহার পর তত্রত্য ভূমি উত্তঙ্কের সেই দণ্ডকাষ্ঠের আঘাতে বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া পাতালের পথ করিয়া দিল ॥৫॥

তখন উত্তঙ্ক সেই পথে যাইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। মহাভাগ রাজা! ক্রমে উত্তঙ্ক দেখিলেন—পাতাল বহুসহস্র যোজনব্যাপী এবং তাহাতে মণি, মুক্তা ও স্বর্ণশোভিত বহুতর অলৌকিক প্রাচীর রহিয়াছে ॥৬—৭॥

উত্তঙ্ক আরও দেখিলেন—বহুতর দীর্ঘিকা রহিয়াছে, সেগুলির সোপান সকল স্ফটিকময়, অনেক নদী আছে, সেগুলির জল নির্ম্মল এবং বহুতর বৃক্ষ রহিয়াছে, সেগুলিতে বহুবিধ পক্ষী বিচরণ করিতেছে ॥৮॥

ক্রমে উত্তঙ্ক দেখিলেন—নাগলোকের দ্বার পঞ্চযোজন বিস্তৃত এবং শত-যোজন দীর্ঘ ॥৯॥

উত্তঙ্ক তখন নাগলোক দর্শন করিয়া অবসন্নচিত্ত হইলেন এবং পুনরায় সেই কুণ্ডলগ্রহণে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥১০॥

তত্র প্রোবাচ তুরগস্তং কৃষ্ণশ্বেতবালধিঃ।
তাম্রাস্যনেত্রঃ কৌরব্য ! প্রজ্বলন্নিব তেজসা ॥১১॥
ধমস্বাপানমেতন্মে ততস্ত্বং বিপ্র ! লপ্স্যসে।
ঐরাবতসুতেনেহ তবানীতে হি কুণ্ডলে ॥১২॥
মা জুগুপ্সাং কৃথাঃ পুত্র ! ত্বমত্রার্থে কথঞ্চন।
ত্বয়ৈতদ্ধি সমাচীর্ণং গৌতমস্যাশ্রমে তদা ॥১৩॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

কথং ভবন্তং জানীয়ামুপাধ্যায়াশ্রমং প্রতি।
যন্ময়া চীর্ণপূর্ব্বং হি শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্ধ্যহম্ ॥১৪॥

অশ্ব উবাচ।

গুরোর্গুরুং মাং জানীহি জ্বলনং জাতবেদসম্।
ত্বয়া হ্যহং সদা বিপ্র ! গুরোরর্থেঽভিপূজিতঃ ॥১৫॥
বিধিবৎ সততং বিপ্র ! শুচিনা ভৃগুনন্দন !।
তস্মাচ্ছ্রেয়ো বিধাস্যামি তবৈবং কুরু মা চিরম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তুরগঃ কশ্চিদশ্বঃ, কৃষ্ণঃ শ্বেতশ্চ বালধির্লাঙ্গুলং যস্য সঃ, তাম্রে আস্যনেত্রে মুখনয়নে যস্য সঃ ॥১১॥

ধমস্বেতি। ধমস্ব মুখবায়ুনা পূরয়, অপানং পায়ুম্, লপ্স্যসে কুণ্ডলদ্বয়মিতি শেষঃ ॥১২॥

মেতি। জুগুপ্সাং ঘৃণাম্, অত্রার্থে অপানে মুখসংযোগে। সমাচীর্ণং সমাচরিতম্ ॥১৩॥

কথমিতি। জানীয়াং পরিচিনুয়াম্, উপাধ্যায়াশ্রমং প্রতি গৌতমাশ্রমে ॥১৪॥

কৌরবনন্দন ! সেইস্থানে একটী অশ্ব ছিল, তাহার লাঙ্গুল কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ, মুখ ও নয়ন তাম্রবর্ণ এবং সে তেজে যেন জ্বলিতেছিল সেই অশ্বটী উত্তঙ্ককে বলিল—॥১১॥

'ব্রাহ্মণ ! তুমি আমার এই অপানদেশে ফুৎকার করিয়া বায়ু পূরণ কর, তাহা হইলেই সেই কুণ্ডল দুইটী পাইবে। ঐরাবতনাগের পুত্র তোমার সেই কুণ্ডল দুইটী এই নাগলোকে আনয়ন করিয়াছে ॥১২॥

পুত্র ! তুমি কোন প্রকারেই এই কার্য্যে ঘৃণা মনে করিও না। কারণ, তুমি গৌতমের আশ্রমে তখন এই কার্য্য করিতে' ॥১৩॥

উত্তঙ্ক বলিলেন—'আমি আপনাকে কি করিয়া চিনিব ? আমি পূর্ব্বে অধ্যাপক গৌতমের আশ্রমে যাহা করিয়াছি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥১৪॥

ইত্যুক্তস্তু তথাকার্ষীদুত্তঙ্কশ্চিত্রভানুনা।
তাম্রার্চ্চিঃ প্রীতিমাংশ্চাপি প্রজজ্বাল দিধক্ষয়া ॥১৭॥
ততোঽস্য রোমকূপেভ্যো ধ্মায়মানস্য ভারত!।
ঘনঃ প্রাদুরভূদ্ধূমো নাগলোকভয়াবহঃ ॥১৮॥
তেন ধূমেন মহতা বর্দ্ধমানেন ভারত!।
নাগলোকে মহারাজ! ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥১৯॥
হাহাকৃতমভূৎ সর্ব্বমৈরাবতনিবেশনম্।
বাসুকিপ্রমুখানাঞ্চ নাগানাং জনমেজয়! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

গুরোরিতি। গুরোর্গৌতমস্য, গুরুং পূজ্যম্, জ্বলনমগ্নিম্, জাতো বেদো জ্ঞানং যস্য তম্, শুচিনা পবিত্রেণ সতা ত্বয়া। এবং কুরু মুখবায়ুনা মদপানং পূরয় ॥১৫—১৬॥

ইতীতি। চিত্রভানুনা অশ্বরূপিণা বহ্নিনা। দিধক্ষয়া দগ্ধুমিচ্ছয়া ॥১৭॥

তত ইতি। অস্য অশ্বরূপিণো বহ্নেঃ। ঘনো গাঢ়ঃ ॥১৮॥

তেনেতি। ন প্রজ্ঞায়ত আবৃতত্বাৎ নাদৃশ্যত ॥১৯॥

হাহেতি। হাহেত্যস্য কৃতং করণং যত্র তৎ, ঐরাবতস্য তদাখ্যস্য নাগস্য নিবেশনং ভবনম্। নাগানাং নিবেশনমিত্যনুবৃত্তিঃ ॥২০॥

অশ্ব বলিল—'ব্রাহ্মণ ভৃগুনন্দন! তুমি আমাকে গুরুর গুরু অগ্নি বলিয়া অবগত হও। ব্রাহ্মণ! তুমি প্রত্যহ পবিত্র হইয়া গুরুর নিমিত্ত যথাবিধানে আমার পূজা করিয়াছ; অতএব আমি তোমার মঙ্গলবিধান করিব, তুমি এইরূপ কর, বিলম্ব করিও না' ॥১৫—১৬॥

অশ্বরূপী অগ্নি এইরূপ বলিলে, উত্তঙ্ক তাহাই করিলেন। তখন অগ্নি উত্তঙ্কের উপর সন্তুষ্ট ও তাম্রবর্ণ হইয়া দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় জ্বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥

ভরতনন্দন! উত্তঙ্ক মুখবায়ুদ্বারা অশ্বের অপানদেশ পূর্ণ করিতে লাগিলে, তাহার রোমকূপ হইতে নাগলোকে ভয়জনক গাঢ় ধূম আবির্ভূত হইতে লাগিল ॥১৮॥

ভরতনন্দন মহারাজ! সেই বিশাল ধূম বৃদ্ধি পাইতে থাকায় নাগলোকে কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল না ॥১৯॥

---

(১৭) স্বতার্চ্চিঃ প্রীতিমাংশ্চাপি—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।
(১৮) ধ্মাতস্তত্র ভারত!—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ন প্রাকাশন্ত বেশ্মানি ধূমরুদ্ধানি ভারত ! ।
নীহারসংবৃতানীব বনানি গিরয়স্তথা ॥২১॥
তে ধূমরক্তনয়না বহ্নিতেজোঽভিতাপিতাঃ ।
আজগ্মুর্নিশ্চয়ং জ্ঞাতুং ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥২২॥
শ্রুত্বা চ নিশ্চয়ং তস্য মহর্ষেরতিতেজসঃ ।
সম্ভ্রান্তনয়নাঃ সর্বে পূজাং চক্রুর্যথাবিধি ॥২৩॥
সর্বে প্রাঞ্জলয়ো নাগা বালবৃদ্ধপুরোগমাঃ ।
শিরোভিঃ প্রণিপত্যোচুঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥২৪॥
প্রসাদ্য ব্রাহ্মণং তে তু পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ ।
প্রাযচ্ছন্ কুণ্ডলে দিব্যে পন্নগাঃ পরমার্চ্চিতে ॥২৫॥
ততঃ স পূজিতো নাগৈস্তদোত্তঙ্কঃ প্রতাপবান্ ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা জগাম গুরুসদ্ম তৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। বেশ্মানি অন্যেষাং নাগানাং গৃহাণি ॥২১॥

ত ইতি। ধূমেন রক্তানি রক্তবর্ণানি নয়নানি যেষাং তে। ভার্গবস্য উত্তঙ্কস্য সমীপমিতি শেষঃ ॥২২॥

শ্রুত্বেতি। নিশ্চয়ং মণিকুণ্ডলপ্রাপ্ত্যধ্যবসায়ম্ ॥২৩॥

সর্ব্ব ইতি। বালবৃদ্ধাঃ পুরোগমা অগ্রবর্ত্তিনো যেষাং তে ॥২৪॥

প্রসাদ্যেতি। পরমার্চ্চিতে অতীবাদৃতে ॥২৫॥

জনমেজয়! তৎকালে ঐরাবত নাগ এবং বাসুকিপ্রভৃতি নাগগণের সমস্ত গৃহই হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল ॥২০॥

ভরতনন্দন! হিমাবৃত বন ও পর্ব্বতের ন্যায় ধূমাবৃত গৃহ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল না ॥২১॥

সেই নাগগণ ধূমে রক্তবর্ণনয়ন এবং অগ্নির তেজে সন্তপ্ত হইয়া মহাত্মা উত্তঙ্কের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিল ॥২২॥

নাগেরা সকলেই মহাতেজা মহর্ষি উত্তঙ্কের অভিপ্রায় শুনিয়া চঞ্চলনয়ন হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিল ॥২৩॥

বালবৃদ্ধপ্রভৃতি সকল নাগই কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তকদ্বারা নমস্কার করিয়া বলিল—'ভগবন্! প্রসন্ন হউন' ॥২৪॥

তাহারা উত্তঙ্ককে প্রসন্ন করিয়া এবং তাঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া অত্যন্ত সমাদৃত সেই অলৌকিক কুণ্ডল দুইটী দান করিল ॥২৫॥

স গত্বা ত্বরিতো রাজন্! গৌতমস্য নিবেশনম্।
প্রাযচ্ছৎ কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপত্ন্যাস্তদানঘ! ॥২৭॥
বাসুকিপ্রমুখানাঞ্চ নাগানাং জনমেজয়!।
সর্ব্বং শশংস গুরবে যথাবদ্‌দ্বিজসত্তমঃ ॥২৮॥
এবং মহাত্মনা তেন ত্রীন্ লোকান্ জনমেজয়!।
পরিক্রম্যাহৃতে দিব্যে ততস্তে মণিকুণ্ডলে ॥২৯॥
এবংপ্রভাবঃ স মুনিরুত্তঙ্কো ভরতর্ষভ!।
পরেণ তপসা যুক্তো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তঙ্কোপাখ্যানে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তৎ গুরুসদ্ম গৌতমাশ্রমম্ ॥২৬॥

স ইতি। দিব্যে অলৌকিকে, গুরুপত্ন্যা অহল্যায়াঃ ॥২৭॥

বাসুকীতি। সর্ব্বমাচরণম্, দ্বিজসত্তম উত্তঙ্কঃ ॥২৮॥

এবমিতি। ত্রীন্ লোকান্ ত্রিলোকীবৎ বহূন্ দেশান্। আহৃতে আনীতে ॥২৯॥

এবমিতি। এবমীদৃশঃ প্রভাবো যস্য সঃ। পরেণ উত্তমেন ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

ধম্যতো ধম্যমানস্য ॥১—২॥ এবমিতি গুরুভক্তেষু দেবা অপ্যনুগ্রহং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥৩—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬॥

তাহার পর প্রতাপশালী উত্তঙ্ক নাগসমূহকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তখনই গৌতমের ভবনে গমন করিলেন ॥২৬॥

নিষ্পাপ রাজা! তখনই উত্তঙ্ক সত্বর গৌতমের আশ্রমে যাইয়া সেই অলৌকিক কুণ্ডল দুইটী গুরুপত্নী অহল্যাকে দান করিলেন ॥২৭॥

জনমেজয়! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক বাসুকিপ্রভৃতি নাগসমূহের সমস্ত ব্যবহারই গৌতমের নিকটে যথাযথভাবে বলিলেন ॥২৮॥

জনমেজয়! এইভাবে মহাত্মা উত্তঙ্ক ত্রিভুবনের ন্যায় বহু দেশ বিচরণ করিয়া তাহার পর সেই অলৌকিক মণিকুণ্ডল দুইটী আনয়ন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

---

* '...অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

উত্তঙ্কস্য বরং দত্ত্বা গোবিন্দো দ্বিজসত্তম ! ।
অত ঊর্দ্ধং মহাবাহুঃ কিং চকার মহাযশাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্তঙ্কায় বরং দত্ত্বা প্রায়াৎ সাত্যকিনা সহ।
দ্বারকামেব গোবিন্দঃ শীঘ্রবেগৈর্মহাহয়ৈঃ ॥২॥
সরাংসি সরিতশ্চৈব বনানি চ গিরীংস্তথা।
অতিক্রম্যাসসাদাথ রম্যাং দ্বারবতীং পুরীম্ ॥৩॥
বর্ত্তমানে মহারাজ ! মহে রৈবতকস্য চ।
উপায়াৎ পুণ্ডরীকাক্ষো যুযুধানানুগস্তদা ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উত্তঙ্কস্যেতি। বরং মরুভূমাবপি জলাবির্ভাবরূপম্, গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

উত্তঙ্কায়েতি। মহাহয়ৈশ্চতুর্ভির্বিশালাশ্বৈঃ ॥২॥

সরাংসীতি। আসসাদ প্রাপ, দ্বারবতীং দ্বারকাম্ ॥৩॥

বর্ত্তমান ইতি। মহে উৎসবে, রৈবতকস্য তদাখ্যস্য তত্রত্যপর্ব্বতস্য। উপায়াদগচ্ছৎ, যুযুধানঃ সাত্যকিঃ অনুগঃ অনুচরো যস্য সঃ ॥৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাতপস্বী সেই উত্তঙ্কমুনির এইরূপ প্রভাব ছিল। আপনি যাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥৩০॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! মহাবাহু ও মহাযশা কৃষ্ণ উত্তঙ্ককে বরদান করিয়া তাহার পর কি করিয়াছিলেন ?' ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'কৃষ্ণ উত্তঙ্ককে বরদান করিয়া সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া দ্রুতবেগযুক্ত বিশাল ঘোটকচালিত রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকানগরেই গমন করিলেন ॥২॥

ক্রমে তিনি জলাশয়, নদী, বন ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মনোহর দ্বারকানগরীতে উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

অলঙ্কৃতস্তু স গিরির্নানারূপৈর্বিচিত্রিতৈঃ।
বভৌ রত্নময়ৈঃ কোশৈঃ সংবৃতঃ পুরুষর্ষভ ! ॥৫॥
কাঞ্চনস্রগ্‌ভিরগ্র্যাভিঃ সুমনোভিস্তথৈব চ।
বাসোভিশ্চ মহাশৈলঃ কল্পবৃক্ষস্তথৈব চ ॥৬॥
দীপবৃক্ষৈশ্চ সৌবর্ণৈরভীক্ষ্ণমুপশোভিতঃ।
গুহানির্ঝরদেশেষু দিবাভূতো বভূব হ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
পতাকাভির্বিচিত্রাভিঃ সঘণ্টাভিঃ সমন্ততঃ।
পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ সংঘুষ্টঃ প্রগীত ইব চাভবৎ।
অতীব প্রেক্ষণীয়োঽভূন্মেরুর্মুনিগণৈরিব ॥৮॥
মত্তানাং হৃষ্টরূপাণাং স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ ভারত !।
গায়তাং পর্ব্বতেন্দ্রস্য দিবস্পৃগিব নিঃস্বনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অলঙ্কৃতেতি। কোশৈর্ধনপাত্রৈঃ ॥৫॥

কাঞ্চনেতি। কাঞ্চনস্রগ্‌ভিঃ স্বর্ণমালাভিঃ অগ্র্যাভিঃ শ্রেষ্ঠাভিঃ, সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ। কল্পবৃক্ষৈস্তদাকারকৃত্রিমপাদপৈঃ। সৌবর্ণৈঃ সুবর্ণনির্ম্মিতৈঃ, অভীক্ষ্ণং সর্ব্বদা। দিবাভূতো রাত্রাবপি দিবসবদালোকময়ঃ ॥৬—৭॥

পতাকাভিরিতি। সংঘুষ্টঃ শব্দিতঃ কোলাহলৈঃ পূরিত ইত্যর্থঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

মত্তানামিতি। নিঃস্বনঃ কোলাহলঃ, দিবস্পৃগিব আকাশস্পর্শীবাভূৎ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্তস্থেতি ॥১—৩॥ মহে উৎসবে ॥৪—৬॥ দিবাভূতঃ দিবসবৎ প্রকাশবহুলঃ দিবাকরতুল্য

মহারাজ! তৎকালে রৈবতকপর্ব্বতের মহোৎসব চলিতেছিল। সেই অবস্থায় কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত দ্বারকায় গিয়াছিলেন ॥৪॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন সেই রৈবতকপর্ব্বত নানাবিধ বিচিত্র রত্নময় কোশে আবৃত ও অলঙ্কৃত ছিল ॥৫॥

এবং মহাপর্ব্বত রৈবতক উত্তম উত্তম স্বর্ণমালা, পুষ্পমালা, বস্ত্র, কল্পবৃক্ষ-তুল্য বৃক্ষ এবং সুবর্ণময় দীপবৃক্ষে সর্ব্বদা শোভিত ছিল ; আর সেই পর্ব্বতের গুহা এবং নির্ঝরদেশেও দিনের ন্যায় আলোক প্রকাশ পাইতেছিল ॥৬—৭॥

মুনিগণদ্বারা সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় রৈবতকপর্ব্বত অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়া-ছিল। কারণ, সকল দিকে ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকা সকল দুলিতেছিল এবং স্ত্রী ও পুরুষগণ কোলাহল করিতেছিল ; আর নানাস্থানে গান হইতেছিল ॥৮॥

প্রমত্তমত্তসংমত্তক্ষ্বেড়িতোৎকৃষ্টসঙ্কুলঃ।
তথা কিলকিলাশব্দৈর্ভূধরোঽভূন্মনোহরঃ ॥১০॥
বিপণাপণবান্ রম্যো ভক্ষ্যভোজ্যবিহারবান্।
বস্ত্রমাল্যোৎকরযুতো বীণাবেণুমৃদঙ্গবান্ ॥১১॥
সুরামৈরেয়মিশ্রেণ ভক্ষ্যভোজ্যেন চৈব হ।
দীনান্ধকৃপণাদিভ্যো দীয়মানেন চানিশম্।
বভৌ পরমকল্যাণো মহস্তস্য মহাগিরেঃ ॥১২॥
পুণ্যাবসথবান্ বীর! পুণ্যকৃদ্ভিনিষেবিতঃ।
বিহারো বৃষ্ণিবীরাণাং মহে রৈবতকস্য হ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

প্রমত্তেতি। প্রমত্তাঃ অনবধানাঃ, সুরাপানাদিভির্মত্তাঃ, উৎসবেন সংমত্তাশ্চ তেষাম্ ক্ষ্বেড়িতৈঃ সিংহনাদৈঃ উৎকৃষ্টৈঃ আহ্বানৈশ্চ সঙ্কুলো ব্যাপ্তঃ। ভূধরো রৈবতকপর্ব্বতঃ ॥১০॥

বিপণেতি। বিপণাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহশ্রেণয়ঃ, আপণাশ্চ বিশ্লিষ্টাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহাঃ তদ্বান্, ভক্ষ্যং পেয়ং ভোজ্যং খাদ্যমাত্রম্, বিহারো রতিগৃহং তদ্বান্ অভূদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥১১॥

সুরেতি। মৈরেয়মপি মদ্যবিশেষঃ। মহ উৎসবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

পুণ্যেতি। পুণ্যাবসথবান্ জপহোমাদিগৃহযুক্তঃ। মহে উৎসবে ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি যাবৎ ॥৭—৯॥ প্রমত্তাঃ ক্রীড়াদ্যাসক্ত্যানবহিতাঃ, মত্তাঃ মদ্যাদিনা, সম্মত্তা, হৃষ্টাঃ, ক্ষ্বেড়িতং কূর্দ্দনমুৎকৃষ্টমন্যোন্যমাকর্ষণং তৈঃ সঙ্কুলঃ তচ্ছব্দৈরাকুলো নিঃস্বনঃ অভূদিতি শেষঃ ॥১০—২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭॥

ভরতনন্দন! মত্ত ও আনন্দিত স্ত্রী ও পুরুষগণ গান করিতেছিল বলিয়া রৈবতকপর্ব্বতের সেই কোলাহল যেন আকাশস্পর্শী হইয়াছিল ॥৯॥

অসাবধান, মত্ত ও আনন্দিত লোকদিগের সিংহনাদ, কোলাহল ও কিলকিলা শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া সেই রৈবতক মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল ॥১০॥

বিভিন্ন স্থানে দোকানের শ্রেণী, বিশ্লিষ্ট বিশ্লিষ্ট দোকান, খাদ্য ও পেয় বস্তু, বিহারভবন, বস্ত্র, মাল্য, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গধ্বনিসমন্বিত হইয়া তৎকালে রৈবতক পর্ব্বত রমণীয় হইয়াছিল ॥১১॥

দরিদ্র, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ লোকদিগকে সুরা ও মৈরেয়যুক্ত খাদ্য ও পেয়বস্তু সর্ব্বদা দান করিতে থাকায় মহাপর্ব্বত রৈবতকের সেই মহোৎসব অত্যন্ত মঙ্গলময় হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥১২॥

স নগো বেশ্মসঙ্কীর্ণো দেবলোক ইবাবভৌ।
তদা চ কৃষ্ণসান্নিধ্যমাসাদ্য ভরতর্ষভ ! ॥১৪॥
শক্রসদ্মপ্রতীকাশো বভূব স হি শৈলরাট্।
ততঃ সংপূজ্যমানঃ স বিবেশ ভবনং শুভম্ ॥১৫॥
গোবিন্দঃ সাত্যকিশ্চৈব জগাম ভবনং স্বকম্।
বিবেশ চ প্রহৃষ্টাত্মা চিরকালপ্রবাসতঃ।
কৃত্বা নসুকরং কর্ম্ম দানবেষ্বিব বাসবঃ ॥১৬॥
উপায়ান্তং তু বার্ষ্ণেয়ং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাস্তথা।
অভ্যগচ্ছন্মহাত্মানং দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥১৭॥
স তানভ্যর্চ্চ্য মেধাবী পৃষ্ট্বা চ কুশলং তদা।
অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ পিতরং মাতরং তথা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। নগো রৈবতকপর্ব্বতঃ, বেশ্মসঙ্কীর্ণো গৃহপূর্ণঃ ॥১৪॥

শক্রেতি। শক্রসদ্মপ্রতীকাশ ইন্দ্রভবনতুল্যঃ। স কৃষ্ণঃ ॥১৫॥

গোবিন্দ ইতি। চিরকালপ্রবাসতো দীর্ঘকালবিদেশবাসাৎ পরম্। নসুকরং দুষ্করং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধজয়রূপম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

উপেতি। বার্ষ্ণেয়ং কৃষ্ণম্। শতক্রতুম্ ইন্দ্রম্ ॥১৭॥

বীর ! সেই রৈবতকমহোৎসবে বিভিন্ন স্থানে পুণ্যভবন ছিল। পুণ্যবান্ লোকেরা নানাস্থানে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বৃষ্ণিবীরগণের বিহারভবনও বহুস্থানে ছিল ॥১৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তৎকালে কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করিয়া নানাগৃহপরিপূর্ণ সেই পর্ব্বত যেন দেবলোকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪॥

পর্ব্বতরাজ রৈবতক তৎকালে ইন্দ্রভবনের তুল্য হইয়াছিল। তাহার পর সকলেই অভিনন্দন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ মঙ্গলময় গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১৫॥

ইন্দ্র যেমন দানবগণের মধ্যে দুষ্কর কার্য্য করিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ ও সাত্যকি কৌরবগণের মধ্যে দুষ্কর কার্য্য করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসের পর, হৃষ্টচিত্তে আপন গৃহের নিকটে গমন ও তাহাতে প্রবেশ করিলেন ॥১৬॥

মহাত্মা কৃষ্ণ আসিতে লাগিলে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রত্যুদ্গমন করেন, তেমন ভোজগণ, বৃষ্ণিগণ ও অন্ধকগণ কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥১৭॥

তাভ্যাং স সংপরিষ্বক্তঃ সান্ত্বিতশ্চ মহাভুজঃ।
উপোপবিষ্টৈঃ সর্ব্বৈস্তৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৯॥
স বিশ্রান্তো মহাতেজাঃ কৃতপাদাবনেজনঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং পৃষ্টঃ পিত্রা মহাহবম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণস্য দ্বারকাপ্রবেশে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ০॥ *

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বসুদেব উবাচ।
শ্রুতবানস্মি বার্ষ্ণেয়! সংগ্রামং পরমাদ্ভুতম্।
নরাণাং বদতাং তত্র কথোদ্‌ঘাতেষু নিত্যশঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পিতরং বসুদেবম্, মাতরং দেবকীম্ ॥১৮॥

তাভ্যামিতি। তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যাম্, সংপরিষ্বক্ত আলিঙ্গিতঃ। উপোপবিষ্টৈঃ সমীপে নিষণ্ণৈঃ ॥১৯॥

স ইতি। কৃতং পাদয়োঃ অবনেজনং প্রক্ষালনং যেন সঃ। মহাহবং কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তখন বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য নমস্কার ও মঙ্গলপ্রশ্ন করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে যাইয়া পিতা ও মাতাকে অভিবাদন করিলেন ॥১৮॥

পরে পিতা ও মাতা আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, মহাবাহু কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে উপবেশন করিলেন; ক্রমে সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলে কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়া আসনগ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

ক্রমে মহাতেজা কৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালন ও বিশ্রাম করিয়া বসুদেবের প্রশ্নানুসারে সেই কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥২০॥

---

* '...একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

(১) কথং বা তেষু নিত্যশঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

ত্বন্তু প্রত্যক্ষদর্শী চ কার্য্যজ্ঞশ্চ মহাভুজ !।
তস্মাৎ প্রব্রূহি সংগ্রামং যাথাতথ্যেন মেঽনঘ ! ॥২॥
যথা তদভবদ্যুদ্ধং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
ভীষ্মকর্ণকৃপদ্রোণশল্যাদিভিরনুত্তমম্ ॥৩॥
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কৃতাস্ত্রাণামনেকশঃ।
নানাবেষাকৃতিমতাং নানাদেশনিবাসিনাম্ ॥৪॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পিত্রা মাতুস্তদান্তিকে।
শশংস কুরুবীরাণাং সংগ্রামে নিধনং যথা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতবানিতি। তত্র তদানীম্, কথোদ্‌ঘাতেষু কথাপ্রসঙ্গেষু ॥১॥
ত্বমিতি। কার্য্যাণি তত্র যুধ্যমানানাং কর্ম্মাণি জানাতি অনুমানেনাপি বুধ্যত ইতি সঃ ॥২॥
যথেতি। ভীষ্মাদিভিঃ সহ, ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাৎ তৎ ॥৩॥
অন্যেষামিতি। অন্যেষাঞ্চ যথা যুদ্ধমভবদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৪॥
ইতীতি। পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ। শশংস উবাচ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতবানস্মি বার্ষ্ণেয়েতি ॥১—৪॥ পিত্রা মাতুরন্তিকে ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সংগ্রামে তৎ কুরুবীরাণাং নিধনং যথা যথাবচ্ছশংসেত্যন্বয়ঃ ॥৫—৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮॥

বসুদেব বলিলেন—'বৃষ্ণিনন্দন! সেই সময়ে প্রত্যহ কথাপ্রসঙ্গে বহু লোক বলিত, আমি তাহাদের নিকট পরমাদ্ভুত যুদ্ধের বিষয় সামান্যভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥১॥

কিন্তু নিষ্পাপ মহাবাহু কৃষ্ণ! তুমি সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও কার্য্যাভিজ্ঞ, সুতরাং তুমি যথাযথভাবে আমার নিকট সেই যুদ্ধের বৃত্তান্ত বল ॥২॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও শল্যপ্রভৃতির সহিত মহাত্মা পাণ্ডবগণের যেরূপ সেই যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বল ॥৩॥

এবং নানাবেষধারী, নানাবিধ আকৃতিযুক্ত, নানাদেশনিবাসী ও শিক্ষিতাস্ত্র অন্য অনেক ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও বল' ॥৪॥

---

(২) ত্বমজ্ঞশ্চ মহাভুজঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

বাসুদেব উবাচ।

অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
বহুলত্বান্ন সংখ্যাতুং শক্যান্যব্দশতৈরপি ॥৬॥
প্রাধান্যতস্তু গদতঃ সমাসেনৈব মে শৃণু।
কর্ম্মাণি পৃথিবীশানাং যথাবদমরদ্যুতে ! ॥৭॥
ভীষ্মঃ সেনাপতিরভূদেকাদশচমূপতিঃ।
কৌরব্যঃ কৌরবেন্দ্রাণাং দেবানামিব বাসবঃ ॥৮॥
শিখণ্ডী পাণ্ডুপুত্রাণাং নেতা সপ্তচমূপতিঃ।
বভূব রক্ষিতো ধীমান্ শ্রীমতা সব্যসাচিনা ॥৯॥
তেষাং তদভবদ্‌যুদ্ধং দশাহানি মহাত্মনাম্।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সুমহল্লোমহর্ষণম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অতীতি। সংখ্যাতুং বক্তুম্ ॥৬॥
প্রাধান্যত ইতি। সমাসেন সংক্ষেপেণৈব, গদতঃ কথয়তো মে ॥৭॥
ভীষ্ম ইতি। একাদশানাং চমূনামক্ষৌহিণীনাং পতিঃ ॥৮॥
শিখণ্ডীতি। নেতা নায়কঃ। সব্যসাচিনা অর্জ্জুনেন ॥৯॥
তেষামিতি। লোমহর্ষণং ভীষণতয়া রোমাঞ্চজনকম্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মাতা দেবকীর নিকটে পিতা বসুদেব তখন এইরূপ বলিলে, যুদ্ধে কুরুবীরগণের যেভাবে নিধন হইয়াছিল, কৃষ্ণ তাহা বলিতে লাগিলেন ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের কর্ম্ম সকল অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছিল ; সুতরাং অতিবিস্তৃত বলিয়া বহু শত বৎসরেও তাহা বলিতে পারা যায় না ॥৬॥

তবে অমিততেজা ! আমি প্রধান প্রধান বৃত্তান্তগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনি রাজাদের সেই সকল কর্ম্ম যথাযথভাবে শ্রবণ করুন ॥৭॥

ইন্দ্র যেমন দেবগণের সেনাপতি হইয়া থাকেন, সেইরূপ কুরুবংশসম্ভূত একাদশ অক্ষৌহিণীর নেতা ভীষ্ম কৌরবশ্রেষ্ঠগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥৮॥

আর সপ্ত অক্ষৌহিণীর নেতা বুদ্ধিমান্ শিখণ্ডী পাণ্ডবগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীমান্ অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥৯॥

সেই মহাত্মা কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ ও অতিমহৎ সেই যুদ্ধ দশ দিন হইয়াছিল ॥১০॥

ততঃ শিখণ্ডী গাঙ্গেয়ং যুধ্যমানং মহাহবে।
জঘান বহুভির্ব্বাণৈঃ সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥১১॥
অকরোৎ স ততঃ কালং শরতল্পগতো মুনিঃ।
অয়নং দক্ষিণং হিত্বা সংপ্রাপ্তে চোত্তরায়ণে ॥১২॥
ততঃ সেনাপতিরভূদ্দ্রোণোঽস্ত্রবিদুষাংবরঃ।
প্রবীরঃ কৌরবেন্দ্রস্য কাব্যো দৈত্যপতেরিব ॥১৩॥
অক্ষৌহিণীভিঃ শিষ্টাভির্নবভির্দ্বিজসত্তমঃ।
সংবৃতঃ সমরশ্লাঘী গুপ্তঃ কৃপসুতাদিভিঃ ॥১৪॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত্বভূন্নেতা পাণ্ডবানাং মহাস্ত্রবিৎ।
গুপ্তো ভীমেন মেধাবী মিত্রেণ বরুণো যথা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। গাঙ্গেয়ং গঙ্গাপুত্রং ভীষ্মম্, মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥১১॥

অকরোদিতি। স ভীষ্মঃ, কালং মৃত্যুসময়ম্, অকরোৎ নির্দ্ধারিতমিতি শেষঃ ॥১২॥

তত ইতি। অস্ত্রবিদুষাম্ অস্ত্রজ্ঞানাম্। কৌরবেন্দ্রস্য দুর্য্যোধনস্য, কাব্যঃ শুক্রাচার্য্যঃ ॥১৩॥

অক্ষৌহিণীভিরিতি। শিষ্টাভিরবশিষ্টাভিঃ। গুপ্তো রক্ষিতঃ, কৃপশ্চ সুতোঽশ্বত্থামা চ তদাদিভিঃ ॥১৪॥

ধৃষ্টেতি। গুপ্তো রক্ষিতঃ, মিত্রেণ তদাখ্যেন দেবেন ॥১৫॥

তাহার পর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া বহুতর বাণদ্বারা মহাযুদ্ধে যুধ্যমান ভীষ্মকে বধ করিয়াছিলেন ॥১১॥

তাহার পর ভীষ্ম মুনি হইয়া শরশয্যায় থাকিয়া দক্ষিণায়ন ত্যাগ করিয়া, উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন ॥১২॥

তদনন্তর শুক্রাচার্য্য যেমন দৈত্যরাজের সেনাপতি হইয়া থাকেন, তেমন অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥১৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও সমরশ্লাঘী দ্রোণ অবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তৎকালে কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামাপ্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥১৪॥

যুদ্ধের সময়ে মিত্রনামক দেবতা যেমন বরুণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় মহাস্ত্রবিৎ ও বুদ্ধিমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥১৫॥

---

(১৪) গুপ্তঃ কৃপবৃষাদিভিঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

স চ সেনাপরিবৃতো দ্রোণপ্রেপ্সুর্মহামনাঃ।
পিতুর্নিকারান্ সংস্মৃত্য রণে কর্ম্মাকরোন্মহৎ ॥১৬॥
তস্মিংস্তে পৃথিবীপালা দ্রোণপার্ষতসঙ্গরে।
নানাদিগাগতা বীরাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ ॥১৭॥
দিনানি পঞ্চ তদ্‌যুদ্ধমভূৎ পরমদারুণম্।
ততো দ্রোণঃ পরিশ্রান্তো ধৃষ্টদ্যুম্নবশং গতঃ ॥১৮॥
ততঃ সেনাপতিরভূৎ কর্ণো দৌর্য্যোধনে বলে।
অক্ষৌহিণীভিঃ শিষ্টাভির্বৃতঃ পঞ্চভিরাহবে ॥১৯॥
তিস্রস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং চম্বো বীভৎসুপালিতাঃ।
হতপ্রবীরভূয়িষ্ঠা বভূবুঃ সমবস্থিতাঃ ॥২০॥
ততঃ পার্থং সমাসাদ্য পতঙ্গ ইব পাবকম্।
পঞ্চত্বমগমৎ সৌতির্দ্বিতীয়েঽহনি দারুণঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, দ্রোণং প্রেপ্সুর্হননায় লিপ্সুঃ। পিতুর্দ্রুপদস্য, নিকারান্ অভিভবান্ ॥১৬॥

তস্মিন্নিতি। দ্রোণশ্চ পার্ষতো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ তয়োঃ সঙ্গরে যুদ্ধে ॥১৭॥

দিনানীতি। ধৃষ্টদ্যুম্নবশং গতো ধৃষ্টদ্যুম্নেন নিহত ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

তত ইতি। দৌর্য্যোধনে বলে দুর্য্যোধন সৈন্যে ॥১৯॥

তিস্র ইতি। চম্বঃ অক্ষৌহিণ্যঃ, বীভৎসুপালিতাঃ অর্জ্জুনরক্ষিতাঃ ॥২০॥

মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকর্ত্তৃক পিতা দ্রুপদের অপমান স্মরণ করিয়া সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, দ্রোণকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে গুরুতর কার্য্য করিয়াছিলেন ॥১৬॥

দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই যুদ্ধে নানাদিক্ হইতে আগত মহাবীর সেই রাজগণ প্রায়ই নিহত হইয়াছেন ॥১৭॥

অতিভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ পাঁচ দিন হইয়াছিল। তাহার পর দ্রোণ পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥১৮॥

তদনন্তর কর্ণ অবশিষ্ট পঞ্চ অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধে সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥১৯॥

তৎকালে পাণ্ডবপক্ষে তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছিল; তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান প্রধান বহুতর বীর নিহত হইয়াছিলেন ॥২০॥

হতে কর্ণে তু কৌরব্যা নিরুৎসাহা হতৌজসঃ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিস্ৃভির্মদ্রেশং পর্য্যবারয়ন্ ॥২২॥
হতবাহনভূয়িষ্ঠাঃ পাণ্ডবাস্তু যুধিষ্ঠিরম্।
অক্ষৌহিণ্যা নিরুৎসাহাঃ শিষ্টয়া পর্য্যবারয়ন্ ॥২৩॥
অবধীন্মদ্ররাজানং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্মিংস্তদার্দ্ধদিবসে কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥২৪॥
হতে শল্যে তু শকুনিং সহদেবো মহামনাঃ।
আহর্ত্তারং কলেস্তস্য জঘানামিতবিক্রমঃ ॥২৫॥
নিহতে শকুনৌ রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুদুর্ম্মনাঃ।
অপাক্রামদ্গদাপাণির্হতভূয়িষ্ঠসৈনিকঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পার্থমর্জ্জুনম্। সৌতিঃ কর্ণঃ ॥২১॥
হত ইতি। মদ্রেশং শল্যম্, পর্য্যবারয়ন্ সেনাপতিত্বেন পর্য্যবেষ্টন্ত ॥২২॥
হতেতি। হতং বাহনানাং ভূয়িষ্ঠং বাহুল্যং যেষাং তে, শিষ্টয়া অবশিষ্টয়া একয়া ॥২৩॥
অবধীদিতি। মদ্ররাজানং মদ্ররাজং শল্যম্। তদা প্রথমদিন এব, কর্ম্ম যুদ্ধম্ ॥২৪॥
হত ইতি। তস্য কলেঃ কলহস্য আহর্ত্তারং দ্যূতক্রীড়াদিনা ঘটয়িতারম্ ॥২৫॥
নিহত ইতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। হতা ভূয়িষ্ঠা বহুলাঃ সৈনিকা যস্য সঃ ॥২৬॥

তাহার পর পতঙ্গ যেমন অগ্নিকে পাইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তেমন ভয়ঙ্কর কর্ণ তাঁহার যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে অর্জ্জুনকে পাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২১॥

কর্ণ নিহত হইলে, নিরুৎসাহ ও তেজোবিহীন কৌরবগণ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সেনাপতিরূপে শল্যকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২২॥

আর বহুতর বাহন নিহত হইয়াছিল সেই অবস্থায় পাণ্ডবেরা নিরুৎসাহ চিত্তে অবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, সেনাপতিরূপে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

সেইদিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়া শল্যকে বধ করেন ॥২৪॥

শল্য নিহত হইলে মহামনা ও অমিতবিক্রম সহদেব সেই কলহের একমাত্র কারণ শকুনিকে বধ করিয়াছেন ॥২৫॥

শকুনি নিহত হইলে এবং বহুতর সৈন্য নাশ পাইলে রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইয়া গদা ধারণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হন ॥২৬॥

তমন্বধাবৎ সংক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
হ্রদে দ্বৈপায়নে চাপি সলিলস্থং দদর্শ তম্ ॥২৭॥
হতশিষ্টেন সৈন্যেন সমন্তাৎ পরিবার্য্য তম্।
অথোপবিবিশুর্হৃষ্টা হ্রদস্থং পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৮॥
বিগাহ্য সলিলং ত্বাশু বাগ্‌বাণৈর্ভৃশবিক্ষতঃ।
উত্থায় স গদাপাণির্যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥২৯॥
ততঃ স নিহতো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহারণে।
ভীমসেনেন বিক্রম্য পশ্যতাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥৩০॥
ততস্তৎ পাণ্ডবং সৈন্যং প্রসুপ্তং শিবিরে নিশি।
নিহতং দ্রোণপুত্রেণ পিতুর্ব্বধমমৃষ্যতা ॥৩১॥
হতপুত্রা হতবলা হতমিত্রা ময়া সহ।
যুযুধানসহায়েন পঞ্চ শিষ্টাস্তু পাণ্ডবাঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। দ্বৈপায়নে তদাখ্যে, তং দুর্য্যোধনম্ ॥২৭॥
হতেতি। হ্রদস্থং তং দুর্য্যোধনং পরিবার্য্য তীরে উপবিবিশুরিতি সম্বন্ধঃ ॥২৮॥
বিগাহ্যেতি। বিগাহ্য আলোড্য, বাচঃ পাণ্ডবানাং কটুবাক্যান্যেব বাণাস্তৈঃ ॥২৯॥
তত ইতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। পৃথিবীক্ষিতাম্ অন্যেষাং রাজ্ঞাম্ ॥৩০॥
তত ইতি। প্রসুপ্তং নিদ্রিতম্। অমৃষ্যতা অন্যায্যত্বাদসহমানেন ॥৩১॥
হতেতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ সহায়ো যস্য তেন ময়া সহ, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥৩২॥

তখন প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের অনুসরণ করেন এবং দ্বৈপায়নহ্রদে জলপ্রবিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করেন ॥২৭॥

সেই সময় পঞ্চ পাণ্ডব হতাবশিষ্ট সৈন্যদ্বারা হ্রদস্থিত দুর্য্যোধনকে সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়া হৃষ্টচিত্তে হ্রদের তীরে উপবেশন করেন ॥২৮॥

ক্রমে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বাক্যবাণে অত্যন্ত বিক্ষত হইয়া সত্বর হ্রদের জল আলোড়ন করিয়া উঠিয়া গদাহস্তে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন ॥২৯॥

তদনন্তর ভীমসেন মহাযুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজগণের সমক্ষে রাজা দুর্য্যোধনকে বধ করেন ॥৩০॥

তাহার পর সেই বিজয়ী পাণ্ডবসৈন্য রাত্রিতে শিবিরে নিদ্রিত ছিল, সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা, পিতা দ্রোণের অন্যায়বধ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সৈন্যগণকে বধ করিয়াছেন ॥৩১॥

সহৈব কৃপভোজাভ্যাং দ্রৌণির্যুদ্ধাদমুচ্যত।
যুযুৎসুশ্চাপি কৌরব্যো মুক্তঃ পাণ্ডবসংশ্রয়াৎ ॥৩৩॥
নিহতে কৌরবেন্দ্রে তু সানুবন্ধে সুযোধনে।
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব ধর্ম্মরাজমুপস্থিতৌ ॥৩৪॥
এবং তদভবদ্‌যুদ্ধমহান্যষ্টাদশ প্রভো!।
যত্র তে পৃথিবীপালা নিহতাঃ স্বর্গমাবসন্ ॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণ্বতাং তু মহারাজ! কথাং তাং লোমহর্ষণাম্।
দুঃখশোকপরিক্লেশা বৃষ্ণীনামভবংস্তদা ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বাসুদেববাক্যে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সহেতি। কৃপশ্চ ভোজঃ কৃতবর্ম্মা চ তাভ্যাম্, দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥৩৩॥

নিহত ইতি। সানুবন্ধে অনুচরসহিতে ॥৩৪॥

এবমিতি। এবমীদৃশম্। স্বর্গং প্রাপ্যেতি শেষঃ। তথা চোক্তং প্রাক্—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ" ॥৩৫॥

শৃণ্বতামিতি। তাং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসম্বন্ধিনীম্। বৃষ্ণীনাং তদ্বংশীয়ানাম্ ॥৩৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সমস্ত সৈন্য নিহত হওয়ায় আমি, সাত্যকি ও পাণ্ডবেরা পাঁচজন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৩২॥

আর কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং কৌরবনন্দন যুযুৎসুও পাণ্ডবগণের আশ্রিত হওয়ায় যুদ্ধে মুক্তি পাইয়াছেন ॥৩৩॥

কুরুরাজ দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত নিহত হইলে, বিদুর ও সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়াছেন ॥৩৪॥

প্রভু! এইরূপ সেই যুদ্ধ আঠার দিন হইয়াছিল। যে যুদ্ধে সেই রাজারা নিহত হইয়া এখন স্বর্গে বাস করিতেছেন' ॥৩৫॥

---

* 'ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কথয়ন্নেব তু তদা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
মহাভারতযুদ্ধং তৎ কথান্তে পিতুরগ্রতঃ ॥১॥
অভিমন্যোর্বধং বীরঃ সোঽত্যক্রামন্মহামতিঃ।
অপ্রিয়ং বসুদেবস্য মা ভূদিতি মহামনাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
মা দৌহিত্রবধং শ্রুত্বা বসুদেবো মহাত্যয়ম্।
দুঃখশোকাভিসন্তপ্তো ভবেদিতি মহামতিঃ ॥৩॥
সুভদ্রা তু তমুৎক্রান্তমাত্মজস্য বধং রণে।
আচক্ষ্ব কৃষ্ণ! সৌভদ্রবধমিত্যপতদ্ভুবি ॥৪॥
তামপশ্যন্নিপতিতাং বসুদেবঃ ক্ষিতৌ তদা।
দৃষ্ট্বৈব চ পপাতোর্ব্ব্যাং সোঽপি দুঃখেন মূর্চ্ছিতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কথয়ন্নিতি। কথান্তে উপাখ্যানাবসানে, পিতুর্বসুদেবস্য। অত্যক্রামৎ অলঙ্ঘয়ৎ ॥১—২॥
মেতি। মহাত্যয়ম্ অত্যন্তকষ্টকরম্। ইতি বিভাব্য অত্যক্রামদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৩॥
সুভদ্রেতি। উৎক্রান্তং লঙ্ঘিতং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। আচক্ষ্ব ব্রূহি, সৌভদ্রস্য অভিমন্যোর্বধম্ ইত্যুক্ত্বেতি শেষঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনিয়া তত্রত্য বৃষ্ণিবংশীয়েরা দুঃখ, শোক ও কষ্টে অভিভূত হইলেন ॥৩৬॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'প্রতাপশালী, বীর, মহাবুদ্ধি ও মহামনা কৃষ্ণ তখন পিতার নিকটে সেই মহাভারতযুদ্ধ বলিতে থাকিয়া বসুদেবের অপ্রিয় না হয় ইহা ভাবিয়া অভিমন্যুর বধ অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥১—২॥

বসুদেব অত্যন্ত কষ্টজনক দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখে ও শোকে সন্তপ্ত না হন, ইহা ভাবিয়াই মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ সেই ঘটনা অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥৩॥

কিন্তু সুভদ্রা যুদ্ধে নিজের পুত্রের বধ কৃষ্ণ অতিক্রম করিয়াছেন ইহা দেখিয়া 'কৃষ্ণ! অভিমন্যুর বধ বল' এই কথা বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪॥

ততঃ স দৌহিত্রবধাদ্দুঃখশোকসমাহতঃ।
বসুদেবো মহারাজ! কৃষ্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৬॥
ননু ত্বং পুণ্ডরীকাক্ষ! সত্যবাগ্ভুবি বিশ্রুতঃ।
যদ্দৌহিত্রবধং মেঽস্য ন খ্যাপয়সি শত্রুহন্!।
তদ্ভাগিনেয়নিধনং তত্ত্বেনাচক্ষ্ব মে প্রভো! ॥৭॥
সদৃশাক্ষস্তব কথং শত্রুভির্নিহতো রণে।
দুর্ম্মরং বত বার্ষ্ণেয়! কালেঽপ্রাপ্তে নৃভিঃ সদা ॥৮॥
যত্র মে হৃদয়ং দুঃখাচ্ছতধা ন বিদীর্য্যতে।
কিমব্রবীত্ত্বাং সংগ্রামে সুভদ্রাং মাতরং প্রতি ॥৯॥
মাং চাপি পুণ্ডরীকাক্ষ! চপলাক্ষঃ প্রিয়ো মম।
আহবং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কচ্চিন্ন নিহতঃ পরৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। উর্ব্ব্যাং ভূমৌ, স বসুদেবোঽপি ॥৫॥
তত ইতি। দৌহিত্রবধাৎ দৌহিত্রবধশ্রবণাৎ ॥৬॥
নন্বিতি। ভাগিনেয়স্য নিজভগিনীপুত্রস্য নিধনম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৭॥
সদৃশেতি। তব সদৃশে অক্ষিতুল্যে অক্ষিণী যস্য সঃ অভিমন্যুঃ ॥৮॥
যত্রেতি। যত্র মরণে সতি। অব্রবীদভিমন্যুরিতি শেষঃ ॥৯॥

তখন বসুদেব সুভদ্রাকে ভূতলে পতিত দেখিলেন—দেখিয়াই তিনিও দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫॥

মহারাজ! তাহার পর বসুদেব দৌহিত্রবধের দুঃখে ও শোকে আহত হইয়া কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥৬॥

'কৃষ্ণ! তুমি জগতে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত; অতএব প্রভাবশালী শত্রুহন্তা! তুমি আজ আমার নিকটে যে দৌহিত্রবধ বলিতেছ না, তাহা উচিত নহে। সুতরাং তুমি যথাযথভাবে আমার নিকটে তোমার ভাগিনেয়বধ বল ॥৭॥

বৃষ্ণিনন্দন! তোমার তুল্য সুন্দরনয়ন অভিমন্যু কিপ্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? হায়! কাল উপস্থিত না হইলে মানুষের মৃত্যু সর্ব্বদাই অসম্ভব ॥৮॥

যাহাতে আমার হৃদয় দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। কৃষ্ণ! যুদ্ধের সময়ে অভিমন্যু মাতা সুভদ্রার বিষয়ে তোমার নিকট কি বলিয়াছিল? ॥৯॥

(৭) স্বদ্ভাগিনেয়নিধনম্—বঙ্গ বৰ্দ্ধ।
(৮) কালেঽপ্রাপ্তে নৃভিঃ সহ—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

কচ্চিন্মুখং ন গোবিন্দ ! তেনাজৌ বিকৃতং কৃতম্ ।
স হি কৃষ্ণ ! মহাতেজাঃ শ্লাঘন্নিব মমাগ্রতঃ ॥১১॥
বালভাবেন বিনয়মাত্মনোঽকথয়ৎ প্রভুঃ ।
কচ্চিন্ন নিকৃতো বালো দ্রোণকর্ণকৃপাদিভিঃ ।
ধরণ্যাং নিহতঃ শেতে তন্মমাচক্ষ্ব কেশব ! ॥১২॥
স হি দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ কর্ণঞ্চ বলিনাং বরম্ ।
স্পর্দ্ধতে স্ম রণে নিত্যং দুহিতুঃ পুত্রকো মম ॥১৩॥
এবংবিধং বহু তদা বিলপন্তং সুদুঃখিতম্ ।
পিতরং দুঃখিততরো গোবিন্দো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪॥
ন তেন বিকৃতং বক্তুং কৃতং সংগ্রামমূর্দ্ধনি ।
ন পৃষ্ঠতঃ কৃতশ্চাপি সংগ্রামস্তেন দুস্তরঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

মামিতি। চপলাক্ষশ্চঞ্চলনয়নঃ অভিমন্যুঃ। আহবং রণস্থলম্ ॥১০॥

কচ্চিদিতি। তেনাভিমন্যুনা। শ্লাঘন্নিব আত্মশ্লাঘাং কুর্ব্বন্নিব আসীৎ ॥১১॥

বালেতি। প্রভুর্জয়লাভদক্ষোঽপি বালভাবেন আত্মনো বিনয়ম্ অবনতিম্, কচ্চিন্ন অকথয়ৎ। নিকৃতঃ প্রতারিতঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

স ইতি। দুহিতুঃ পুত্রকো দৌহিত্রঃ অভিমন্যুঃ ॥১৩॥

এবমিতি। দুঃখিততরঃ পিত্রপেক্ষয়াপ্যধিকদুঃখিতঃ ॥১৪॥

এবং পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমার প্রিয় চঞ্চলনয়ন অভিমন্যু আমাকেই বা কি বলিয়া গিয়াছে ? এবং সে, রণস্থলকে পিছনে রাখিয়া শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয় নাই ত ? ।১০॥

গোবিন্দ ! অভিমন্যু যুদ্ধের সময়ে নিজের মুখ বিকৃত করে নাই ত ? কৃষ্ণ ! মহাতেজা অভিমন্যু আমার সম্মুখে সর্ব্বদাই যেন আত্মশ্লাঘা করিত ॥১১॥

প্রভাবশালী অভিমন্যু বালকত্ববশতঃ শত্রুদের নিকটে নিজের অবনত হওয়ার কথা বলে নাই ত ? দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপপ্রভৃতি যুদ্ধের সময়ে সেই বালককে প্রতারিত করেন নাই ত ? কেশব ! সেই বালক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে কি ? তাহা আমার নিকট বল ॥১২॥

হায় ! আমার সেই দৌহিত্র সর্ব্বদাই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বলিশ্রেষ্ঠ কর্ণের সহিত স্পর্দ্ধা করিত' ॥১৩॥

তখন পিতা বসুদেব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এইরূপ বহু বিলাপ করিতে লাগিলে, তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুঃখিত কৃষ্ণ এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

নিহত্য পৃথিবীপালান্ সহস্রশতসঙ্ঘশঃ।
খেদিতো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দৌঃশাসনিবশং গতঃ ॥১৬॥
একো হ্যেকেন সততং যুধ্যমানো যদি প্রভো!।
ন স শক্যেত সংগ্রামে নিহন্তুমপি বজ্রিণা ॥১৭॥
সমাহুতে চ সংগ্রামাৎ পার্থে সংশপ্তকৈস্তদা।
পর্য্যবার্য্যত সংক্রুদ্ধৈঃ স দ্রোণাদিভিরাহবে ॥১৮॥
ততঃ শত্রুবধং কৃত্বা সুমহান্তং রণে পিতঃ!।
দৌহিত্রস্তব বার্ষ্ণেয়! দৌঃশাসনিবশং গতঃ ॥১৯॥
নূনঞ্চ স গতঃ স্বর্গং জহি শোকং মহামতে!।
ন হি ব্যসনমাসাদ্য সীদন্তি কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। তেন অভিমন্যুনা। সংগ্রামো ন পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ ভয়ান্নাপসরণং কৃতমিত্যর্থঃ ॥১৫॥
নিহত্যেতি। খেদিতঃ প্রহারেণ পীড়িতঃ, দৌঃশাসনিবশং দুঃশাসনপুত্রাধীনতাম্ ॥১৬॥
এক ইতি। একঃ অভিমন্যুঃ। বজ্রিণা ইন্দ্রেণ ॥১৭॥
অথ তদানীমর্জ্জুনঃ ক গত ইত্যাহ সমাহুত ইতি। পার্থে অর্জ্জুনে। পর্য্যবার্য্যত পরিবেষ্টিতঃ ॥১৮॥
তত ইতি। সুমহান্তং শত্রুবধং বহুশত্রুসংহারমিত্যর্থঃ। দৌঃশাসনিবশং গতো দুঃশাসনপুত্রেণ নিহত ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥১৯॥
নূনমিতি। নূনং নিশ্চিতম্, জহি ত্যজ। ব্যসনং বিপদম্ ॥২০॥

'অভিমন্যু যুদ্ধে মুখ বিকৃত করে নাই, কিংবা সে দুস্তর যুদ্ধস্থল পৃষ্ঠের দিকে রাখে নাই ॥১৫॥

অভিমন্যু শত সহস্র ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়া, দ্রোণ ও কর্ণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া দুঃশাসনের পুত্র লক্ষ্মণের অধীন হইয়াছিল ॥১৬॥

প্রভু! এক অভিমন্যু যদি সর্ব্বদা এক এক জনের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে পারিতেন না ॥১৭॥

তখন সংশপ্তকেরা অর্জ্জুনকে অভিমন্যুর রণস্থল হইতে অন্যদিকে লইয়া গেলে পর, ক্রুদ্ধ দ্রোণ ও কর্ণপ্রভৃতি অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করেন ॥১৮॥

বৃষ্ণিনন্দন পিতা! তাহার পর আপনার দৌহিত্র অভিমন্যু যুদ্ধে বহুসংখ্যক শত্রু সংহার করিয়া দুঃশাসনের পুত্র লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হয় ॥১৯॥

অতএব মহামতি! নিশ্চয়ই সে স্বর্গে গিয়াছে; সুতরাং আপনি শোক

দ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ো যেন প্রতিসমাসিতাঃ।
রণে মহেন্দ্রপ্রতিমাঃ স কথং নাপ্নুয়াদ্দিবম্ ॥২১॥
স শোকং জহি দুর্দ্ধর্ষ! মা চ মন্যুবশং গমঃ।
শস্ত্রপূতাং হি স গতিং গতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২২॥
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে সুভদ্রেয়ং স্বসা মম।
দুঃখার্ত্তাথো সুতং প্রাপ্য কুররীব ননাদ হ ॥২৩॥
দ্রৌপদীঞ্চ সমাসাদ্য পর্য্যপৃচ্ছত দুঃখিতা।
আর্য্যে! ক্ব দারকাঃ সর্ব্বে দ্রষ্টুমিচ্ছামি তানহম্ ॥২৪॥
অস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বাস্তাঃ কুরুযোষিতঃ।
ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্যৈনাং চুক্রুশুঃ পরমার্ত্তবৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণেতি। প্রতিসমাসিতাঃ প্রতিপক্ষভাবেন গৃহীতাঃ ॥২১॥

স ইতি। মন্যুবশং শোকাধীনতাম্, মা চ গমঃ ন প্রাপ্নুহি ॥২২॥

তস্মিন্নিতি। স্বসা ভগিনী। সুতমভিমন্যুং প্রাপ্য বিষয়ীকৃত্য, কুররী নাম পক্ষিণীব, ননাদ আর্ত্তনাদং চকার ॥২৩॥

দ্রৌপদীমিতি। দুঃখিতা সুভদ্রা। দারকা অপরে পুত্রাঃ ॥২৪॥

অস্যা ইতি। অস্যাঃ সুভদ্রায়াঃ, কুরুযোষিতঃ পাণ্ডবস্ত্রিয়ঃ ॥২৫॥

পরিত্যাগ করুন। কারণ, শিক্ষিতবুদ্ধি লোকেরা বিপদে পতিত হইয়া অবসন্ন হন না ॥২০॥

যে অভিমন্যু যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য দ্রোণ ও কর্ণপ্রভৃতিকে প্রতিপক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই অভিমন্যু স্বর্গ লাভ করিবে না কেন? ॥২১॥

দুর্দ্ধর্ষ পিতা! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন; শোকে দীনতা প্রাপ্ত হইবেন না। কারণ, শত্রুনগরবিজয়ী অভিমন্যু অস্ত্রপূত গতিলাভ করিয়াছে ॥২২॥

সেই বীর নিহত হইলে আমার ভগিনী এই সুভদ্রা দুঃখার্ত্তা হইয়া পুত্রের বিষয়ে কুররীপক্ষিণীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন ॥২৩॥

তৎপরে এই দুঃখিতা সুভদ্রা দ্রৌপদীর নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আর্য্যে! পুত্রেরা সকলে কোথায় রহিয়াছে? আমি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি' ॥২৪॥

এই সুভদ্রার সেই বাক্য শুনিয়া সেই পাণ্ডবমহিলারা সকলে বাহুযুগলদ্বারা ইঁহাকে ধারণ করিয়া অত্যন্ত আর্ত্তের ন্যায় উচ্চস্বরে রোদন করিয়াছিলেন ॥২৫॥

উত্তরাং চাব্রবীদ্‌ভদ্রে ! ভর্ত্তা স ক নু তে গতঃ।
ক্ষিপ্রমাগমনং মহ্যং তস্য ত্বং বেদয়স্ব হ ॥২৬॥
ননু নামাস্য বৈরাটি ! শ্রুত্বা মম গিরং সদা।।
ভবনান্নিষ্পতত্যাশু কস্মান্নাভ্যেতি তে পতিঃ ॥২৭॥
অভিমন্যো ! কুশলিনো মাতুলাস্তে মহারথাঃ।
কুশলং চাব্রুবন্ সর্বে ত্বাং যুযুৎসুমিহাগতম্ ॥২৮॥
আচক্ষ্ব মেঽস্য সংগ্রামং যথাপূর্ব্বমরিন্দম !।
কস্মাদেবং বিলপতীং নাস্যেহ প্রতিভাষসে ॥২৯॥
এবমাদি তু বার্ষ্ণেয্যাস্তস্যাস্তৎ পরিদেবিতম্।
শ্রুত্বা পৃথা সুদুঃখার্ত্তা শনৈর্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৩০॥
সুভদ্রে ! বাসুদেবেন তথা সাত্যকিনা রণে।
পিত্রা চ লালিতো বালঃ স হতঃ কালধর্ম্মণা ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

উত্তরামিতি। উত্তরাং নাম অভিমন্যুভার্য্যাম্, অব্রবীৎ সুভদ্রা। মহ্যং মম ॥২৬॥
নন্বিতি। হে বৈরাটি ! বিরাটতনয়ে ! নিষ্পততি নির্গচ্ছতি ॥২৭॥
অভীতি। মাতুলাঃ কৃষ্ণাদয়ঃ। যুযুৎসুং সর্ব্বৈরেব যোদ্ধুমিচ্ছুম্ ॥২৮॥
আচক্ষ্বেতি। আচক্ষ্ব ব্রূহি। বিলপতীং বিলপন্তীং মাম্ ॥২৯॥
এবমিতি। বার্ষ্ণেয্যা বৃষ্ণিবংশীয়ায়াঃ সুভদ্রায়াঃ, পরিদেবিতং বিলাপং পৃথা কুন্তী ॥৩০॥

সুভদ্রা উত্তরাকেও বলিয়াছিলেন যে, 'ভদ্রে ! তোমার সেই পতি কোথায় গেল ?' তুমি সত্বর তাহার আগমন আমাকে জানাও ॥২৬॥

বিরাটনন্দিনি ! অভিমন্যু সর্ব্বদাই আমার বাক্য শুনিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইত। আজ তোমার সেই পতি কেন আমার নিকট আসিতেছে না ? ॥২৭॥

অভিমন্যু ! তোমার মহারথ কুশলী মাতুলেরা সকলে আসিয়া প্রত্যহ বলিতেন—'যুদ্ধার্থী তুমি কুশলে শিবিরে আসিয়াছ ?' ॥২৮॥

হে শত্রুদমন বৎস ! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় অদ্যও আমার নিকটে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বল। আমি এইরূপ বিলাপ করিতেছি, তথাপি কেন তুমি আজ আমার কথার উত্তর দিতেছ না' ॥২৯॥

সুভদ্রার এইরূপ সেই বিলাপ শুনিয়া কুন্তীদেবী অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন—॥৩০॥

---

(২৮) অভিমন্যোঽঙ্গশায়িনৈঃ—নি।

ঈদৃশো মর্ত্ত্যধর্ম্মোঽয়ং মা শুচো যদুনন্দিনি ।
পুত্রো হি তব দুর্দ্ধর্ষঃ সম্প্রাপ্তঃ পরমাং গতিম্ ॥৩২॥
কুলে মহতি জাতাসি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
মা শুচশ্চপলাক্ষং ত্বং পদ্মপত্রনিভেক্ষণে ! ॥৩৩॥
উত্তরাং ত্বমবেক্ষস্ব গুর্ব্বিণীং মা শুচঃ শুভে ।
পুত্রমেষা হি তস্যাশু জনয়িষ্যতি ভাবিনী ॥৩৪॥
এবমাশ্বাসয়িত্বৈনাং কুন্তী যদুকুলোদ্বহ ।
বিহায় শোকং দুর্দ্ধর্ষং শ্রাদ্ধমস্য হ্যকল্পয়ৎ ॥৩৫॥
সমনুজ্ঞাপ্য ধর্ম্মজ্ঞং রাজানং ভীমমেব চ ।
যমৌ যমোপমৌ চৈব দদৌ দানান্যনেকশঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

সুভদ্রা ইতি। পিত্রা অর্জ্জুনেন, লালিতো রক্ষিতঃ ॥৩১॥
ঈদৃশ ইতি। মা শুচঃ শোকং মা কৃথাঃ ॥৩২॥
কুল ইতি। চপলে চঞ্চলে অক্ষিণী যস্য তম্ অভিমন্যুম্ ॥৩৩॥
উত্তরামিতি। গুর্ব্বিণীং গর্ভবতীম্। তস্যাভিমন্যোঃ ॥৩৪॥
এবমিতি। এনাং সুভদ্রাম্। অস্যাভিমন্যোঃ ॥৩৫॥
সমিতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ, যমোপমৌ শত্রুপক্ষে চকারাদর্জ্জুনঞ্চ ॥৩৬॥

'সুভদ্রা! কৃষ্ণ, সাত্যকি ও অর্জ্জুন সেই বালককে যুদ্ধে রক্ষা করিতেছিলেন, তথাপি কালধর্ম্মবশতই সে নিহত হইয়াছে ॥৩১॥

যদুনন্দিনি! মর্ত্ত্যলোকে স্বভাবই এই প্রকার; অতএব তুমি শোক করিও না। তোমার সেই দুর্দ্ধর্ষ পুত্র পরমগতি লাভ করিয়াছে ॥৩২॥

পদ্মনয়নে! তুমি মহাত্মা ক্ষত্রিয়দের মহাকুলে জন্মিয়াছ; সুতরাং সেই চঞ্চলনয়ন অভিমন্যুর জন্য শোক করিও না ॥৩৩॥

কল্যাণি! উত্তরা গর্ভবতী; সুতরাং তুমি শোক করিও না। সেই উত্তরাকে পর্য্যবেক্ষণ কর। কারণ, এই উত্তরা সত্বরই অভিমন্যুর পুত্র প্রসব করিবে' ॥৩৪॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ! কুন্তীদেবী সুভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া দুর্দ্ধর্ষ শোক পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করাইলেন ॥৩৫॥

পরে ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং শত্রুর পক্ষে যমের তুল্য নকুল ও সহদেবের অনুমতি হইয়া অভিমন্যুর পারলৌকিক সুখের উদ্দেশে কুন্তী অনেক দান করিলেন ॥৩৬॥

ততঃ প্রদায় বহ্বীর্গা ব্রাহ্মণায় যদূদ্বহ !।
সমাহৃত্য তু বার্ষ্ণেয়ী বৈরাটীমব্রবীদিদম্ ॥৩৭॥
বৈরাটি ! নেহ সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যো হ্যনিন্দিতে !।
ভর্ত্তারং প্রতি সুশ্রোণি ! গর্ভস্থং রক্ষ বৈ শিশুম্ ॥৩৮॥
এবমুক্ত্বা ততঃ কুন্তী বিররাম মহাদ্যুতে !।
তামনুজ্ঞাপ্য চৈবেমাং সুভদ্রাং সমুপানয়ম্ ॥৩৯॥
এবং স নিধনং প্রাপ্তো দৌহিত্রস্তব মানদ !।
সন্তাপং ত্যজ দুর্দ্ধর্ষ ! মা চ শোকে মনঃ কৃথা ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বসুদেবসান্ত্বনে উনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বহ্বীঃ প্রচুরাঃ। বার্ষ্ণেয়ী কুন্তী, বৈরাটীমুত্তরাম্ ॥৩৭॥
বৈরাটীতি। কার্য্যঃ কর্ত্তব্যঃ। হে সুশ্রোণি ! সুনিতম্বে ! ॥৩৮॥
এবমিতি। তাং কুন্তীম্, সমুপানয়ম্ ইমাং দ্বারকামিতি শেষঃ ॥৩৯॥
এবমিতি। তব দৌহিত্রোঽভিমন্যুঃ। হে মানদ ! গুরুজনপূজক ! ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে উনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণগণকে বহুতর গো দান করিয়া উত্তরাকে আনিয়া এই কথা বলিলেন—॥৩৭॥

'অনিন্দিতে বিরাটনন্দিনি ! তুমি এখন আর ভর্ত্তার উদ্দেশে শোক করিও না। সুনিতম্বে ! এখন গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিতে থাক' ॥৩৮॥

মহাতেজা ! এইরূপ বলিয়া তাহার পর কুন্তীদেবী বিরত হইলেন। তদনন্তর আমি কুন্তীদেবীর অনুমতি লইয়া এই সুভদ্রাকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছি ॥৩৯॥

মানদাতা পিতা ! আপনার সেই দৌহিত্র এইভাবে নিহত হইয়াছে; অতএব দুর্দ্ধর্ষ ! আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন এবং শোকের দিকেও মন দিবেন না ॥৪০॥

---

* '...একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ❋ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু পুত্রস্য বচঃ শূরাত্মজস্তদা।
বিহায় শোকং ধর্ম্মাত্মা দদৌ শ্রাদ্ধমনুত্তমম্ ॥১॥
তথৈব বাসুদেবশ্চ স্বস্রীয়স্য মহাত্মনঃ।
দয়িতস্য পিতুর্নিত্যমকরোদৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥২॥
ষষ্টিং শতসহস্রাণি ব্রাহ্মণানাং মহৌজসাম্।
বিধিবদ্‌ভোজয়ামাস ভোজ্যং সর্ব্বগুণান্বিতম্ ॥৩॥
আচ্ছাদ্য চ মহাবাহুর্ধনতৃষ্ণামপানুদৎ।
ব্রাহ্মণানাং তদা কৃষ্ণস্তদভূল্লোমহর্ষণম্ ॥৪॥
সুবর্ণং চৈব গাশ্চৈব শয়নাচ্ছাদনানি চ।
দীয়মানং তদা বিপ্রা বর্দ্ধতামিতি চাব্রুবন্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। পুত্রস্য কৃষ্ণস্য, শূরাত্মজো বসুদেবঃ। শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়া সংগৃহীতং দ্রব্যম্, দদৌ অভিমন্যোঃ পারলৌকিকসুখার্থম্ ॥১॥

তথেতি। স্বস্রীয়স্য ভগিনীপুত্রস্যাভিমন্যোঃ। পিতুর্বসুদেবস্য, দয়িতস্য প্রিয়স্য ॥২॥

ষষ্টিমিতি। সংখ্যেয়ং বহুত্বমাত্রবোধনপরা ॥৩॥

আচ্ছাদ্যেতি। আচ্ছাদ্য বস্ত্রৈরাবৃত্য চকারাৎ ধনং প্রদায় চ। অপানুদৎ অপনীতবান্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মাত্মা বসুদেব তখন কৃষ্ণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্যুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম দান করিলেন ॥১॥

কৃষ্ণও সেইরূপই পিতার প্রিয়, মহাত্মা ভাগিনেয় অভিমন্যুর উদ্দেশে দানাদি করিলেন ॥২॥

এবং তিনি বহুসংখ্যক মহাতেজা ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সর্ব্বগুণান্বিত ভোজ্য ভোজন করাইলেন ॥৩॥

আর মহাবাহু কৃষ্ণ তখন বস্ত্র ও ধন দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের ধনতৃষ্ণা দূর করিলেন। কৃষ্ণের সেই দান লোমহর্ষণই হইয়াছিল ॥৪॥

বাসুদেবোঽথ দাশার্হো বলদেবঃ সসাত্যকিঃ।
অভিমন্যোস্তদা শ্রাদ্ধমকুর্ব্বন্ সত্যকস্তথা।
অতীব দুঃখসন্তপ্তা ন শমং চোপলেভিরে ॥৬॥
তথৈব পাণ্ডবা বীরা নগরে নাগসাহ্বয়ে।
নোপাগচ্ছন্ত বৈ শান্তিমভিমন্যুবিনাকৃতাঃ ॥৭॥
সুবহূনি চ রাজেন্দ্র! দিবসানি বিরাটজা।
নাভুঙ্‌ক্ত পতিদুঃখার্ত্তা তদভূৎ করুণং মহৎ ॥৮॥
ম্রিয়মাণে তু তস্মিংস্তু গর্ভে কুক্ষিস্থ এব চ।
আজগাম ততো ব্যাসো জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥৯॥
সমাগম্যাব্রবীদ্ধীমান্ পৃথাং পৃথুললোচনাম্।
উত্তরাঞ্চ মহাতেজাঃ শোকঃ সংত্যজ্যতামযম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সুবর্ণমিতি। শয়নাচ্ছাদনানি শয্যাবসনানি। দীয়মানম্ এতৎ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি শেষঃ ॥৫॥

বাস্বিতি। দাশার্হস্তদ্বংশ্যঃ। শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং দানম্। শমং শান্তিম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬॥

তথেতি। নাগসাহ্বয়ে হস্তিনাখ্যে। অভিমন্যুনা বিনাকৃতা বিরহিতাঃ ॥৭॥

সুবহূনীতি। পতিদুঃখার্ত্তা পতিমৃত্যুজনিতশোকপীড়িতা, করুণং সর্ব্বেষাং শোকাবহম্ ॥৮॥

ম্রিয়মাণ ইতি। দিব্যেন চক্ষুষা ধ্যানেন ॥৯॥

সমিতি। পৃথাং কুন্তীম্ পৃথুললোচনাং বিশালনয়নাম্। মহাতেজা ব্যাসঃ ॥১০॥

সুবর্ণ, গো, শয্যা ও বস্ত্র লাভ করিয়া তখন ব্রাহ্মণেরা বলিতেছিলেন—'আপনার উন্নতি হউক' ॥৫॥

যদুবংশীয় কৃষ্ণ, বলরাম, সত্যক ও সাত্যকি তখন অভিমন্যুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহুদান করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্ত থাকায় তাঁহারা শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই ॥৬॥

এবং হস্তিনানগরে অভিমন্যুবিহীন বীর পাণ্ডবেরাও শান্তি পান নাই ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! পতিশোকার্ত্তা উত্তরা বহুদিন পর্য্যন্ত অন্নভোজন করেন নাই; তাহা সকলেরই অত্যন্ত শোকজনক হইয়াছিল ॥৮॥

উত্তরা সেই গর্ভ উদরে ধারণ করিতেছিলেন, তাহা ধ্যানে জানিয়া বেদব্যাস সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥৯॥

---

(৯) কুক্ষিস্থ এব তস্যাথ গর্ভো বৈ সম্প্রলীয়তে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ভবিষ্যতি মহাতেজাঃ পুত্রস্তব যশস্বিনি ! ।
প্রভাবাদ্বাসুদেবস্য মম ব্যাহরণাদপি ।
পাণ্ডবানাময়ং চান্তে পালয়িষ্যতি মেদিনীম্ ॥১১॥
ধনঞ্জয়ঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য ধর্ম্মরাজস্য শৃণ্বতঃ ।
ব্যাসো বাক্যমুবাচেদং হর্ষয়ন্নিব ভারত ! ॥১২॥
পৌত্রস্তব মহাভাগো জনিষ্যতি মহামনাঃ ।
পৃথ্বীং সাগরপর্য্যন্তাং পালয়িষ্যতি ধর্ম্মতঃ ॥১৩॥
তস্মাচ্ছোকং কুরুশ্রেষ্ঠ ! জহি ত্বমরিকর্ষণ ! ।
বিচার্য্যমত্র ন হি তে সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৪॥
যচ্চাপি বৃষ্ণিবীরেণ কৃষ্ণেন কুরুনন্দন ! ।
পুরোক্তং তত্তথা ভাবি মা তেঽত্রাস্তু বিচারণা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভবিষ্যতীতি। ব্যাহরণাদ্ভাষণাৎ। অয়ং পুত্রঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
ধনঞ্জয়মিতি। ধনঞ্জয়ম্ অর্জ্জুনম্, ধর্ম্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্য ॥১২॥
পৌত্র ইতি। জনিষ্যতি উৎপৎস্যতে। পৃথ্বীং পৃথিবীম্ ॥১৩॥
তস্মাদিতি। জহি ত্যজ, হে অরিকর্ষণ ! শত্রুদমন ! এতন্মম বাক্যম্ ॥১৪॥
যদিতি। উত্তরায়াঃ পুত্র এব ভাবীতি কৃষ্ণেণ প্রাগুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥১৫॥

জ্ঞানী ও মহাতেজা বেদব্যাস আসিয়া কুন্তী ও বিশালনয়না উত্তরাকে বলিলেন—'তোমরা এই শোক পরিত্যাগ কর ॥১০॥

যশস্বিনি ! উত্তরে ! কৃষ্ণের প্রভাবে এবং আমার বাক্যে তোমার মহাতেজা একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং সেই পুত্র পাণ্ডবগণের অবসানে পৃথিবীপালন করিবে' ॥১১॥

ভরতনন্দন ! তৎপরে বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে থাকিয়াই যেন এই কথা বলিলেন—॥১২॥

'অর্জ্জুন ! তোমার অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ও মনস্বী একটী পৌত্র জন্মিবে এবং সেই পৌত্র ধর্ম্মানুসারে সমুদ্রপর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী পালন করিবে ॥১৩॥

অতএব শত্রুদমন কৌরবশ্রেষ্ঠ ! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। কারণ, এই সম্বন্ধে কোন বিচার্য্যবিষয় নাই। আমার এই বাক্য সত্য হইবে ॥১৪॥

কৌরবনন্দন ! বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপই হইবে, সে বিষয়ে যেন তোমার কোন সন্দেহ হয় না ॥১৫॥

বিবুধানাং গতো লোকানক্ষয়ানাত্মনির্জিতান্।
ন স শোচ্যস্ত্বয়া বীরো ন চান্যৈঃ কুরুভিস্তথা ॥১৬॥
এবং পিতামহেনোক্তো ধর্ম্মাত্মা স ধনঞ্জয়ঃ।
ত্যক্ত্বা শোকং মহারাজ! হৃষ্টরূপোঽভবত্তদা ॥১৭॥
পিতাপি তব ধর্ম্মজ্ঞ! গর্ভে তস্মিন্মহামতে!।
অবর্দ্ধত যথাকামং শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥১৮॥
ততঃ সঞ্চোদয়ামাস ব্যাসো ধর্ম্মাত্মজং নৃপম্।
অশ্বমেধং প্রতি তদা ততঃ সোঽন্তর্হিতোঽভবৎ ॥১৯॥
ধর্ম্মরাজোঽপি মেধাবী শ্রুত্বা ব্যাসস্য তদ্বচঃ।
বিত্তস্যানয়নে তাত! চকার গমনে মতিম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বেদব্যাসসান্ত্বনে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ॥*

ভারতকৌমুদী

বিবুধানামিতি। বিবুধানাং দেবানাম্, লোকান্ স্বর্গমিত্যর্থঃ। সঃ অভিমন্যু ॥১৬॥
এবমিতি। পিতামহেন বেদব্যাসেন পিতুঃ পাণ্ডোর্জনকত্বাৎ তস্য পিতামহত্বম্ ॥১৭॥
পিতেতি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! জনমেজয়! তব পিতা পরীক্ষিৎ ॥১৮॥
তত ইতি। সঞ্চোদয়ামাস আদিদেশ, নৃপং যুধিষ্ঠিরম্। স ব্যাসঃ ॥১৯॥
ধর্ম্মেতি। বিত্তস্য মরুত্তরক্ষিতস্য প্রাগুক্তস্য ধনস্য ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বীর অভিমন্যু আপন কর্ম্মনির্জ্জিত অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিয়াছে, অতএব তোমার বা অন্য কৌরবগণের তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে' ॥১৬॥

মহারাজ! পিতামহ বেদব্যাস এইরূপ বলিলে তখন ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন শোক ত্যাগ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥১৭॥

মহামতি ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার পিতাও সেই গর্ভে থাকিয়া শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ন্যায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং তাহার পর তখনই তিনি সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥১৯॥

---

* '...দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুত্বৈতদ্বচনং ব্রহ্মন্! ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
অশ্বমেধং প্রতি তদা কিং ভূয়ঃ প্রচকার হ ॥১॥
রত্নঞ্চ যন্মরুত্তেন নিহিতং বসুধাতলে।
তদবাপ কথঞ্চেতি তন্মে ব্রূহি দ্বিজোত্তম! ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা দ্বৈপায়নবচো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৄন্ সর্ব্বান্ সমানায্য কালে বচনমব্রবীৎ ॥৩॥
অর্জ্জুনং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্ত্রৌ যমাবপি।
শ্রুতং বো বচনং বীরাঃ! সৌহৃদাদ্যন্মহাত্মনা ॥৪॥
কুরূণাং হিতকামেন প্রোক্তং কৃষ্ণেন ধীমতা।
তপোবৃদ্ধেন মহতা সুহৃদাং ভূতিমিচ্ছতা ॥৫॥
গুরুণা ধর্ম্মশীলেন ব্যাসেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
ভীষ্মেণ চ মহাপ্রাজ্ঞা গোবিন্দেন চ ধীমতা ॥৬॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। ভূয়ঃ পুনঃ প্রচকার ধর্ম্মরাজ ইতি শেষঃ ॥১॥

রত্নমিতি। মরুত্তেন তদাখ্যেন রাজ্ঞা, নিহিতং স্থাপিতম্ ॥২॥

শ্রুত্বেতি। দ্বৈপায়নস্য বেদব্যাসস্য বচঃ। যমৌ যমজৌ। বো যুষ্মাভিঃ। ভূতিং সম্পদম্। গুরুণা পিতামহত্বাৎ ॥৩—৬॥

বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরও বেদব্যাসের সেই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত মরুত্তরাজার রক্ষিত ধন আনয়ন করিবার জন্য সেইস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥২০॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! মহাত্মা বেদব্যাসের উক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের বিষয়ে পুনরায় কি করিলেন? ॥১॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মরুত্তরাজা ভূতলে যে রত্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা কিপ্রকারে যুধিষ্ঠির পাইয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন' ॥২॥

সংস্মৃত্য তদহং সম্যক্ কর্তুমিচ্ছামি পাণ্ডবাঃ ! ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ সর্বেষাং তদ্ধি নো হিতম্ ॥৭॥
অনুবন্ধে চ কল্যাণং যদ্বচো ব্রহ্মবাদিনঃ।
ইয়ং হি বসুধা সর্বা ক্ষীণরত্না কুরূদ্বহাঃ ! ॥৮॥
তচ্চাচষ্ট তদা ব্যাসো মরুত্তস্য ধনং নৃপাঃ ! ।
যদ্যেতদ্বো বহুমতং মন্যধ্বং বা ক্ষমং যদি।
তদানয়ামহে ধনং কথং বা ভীম ! মন্যসে ॥৯॥
ইত্যুক্তবাক্যে নৃপতৌ তদা কুরুকুলোদ্বহ ! ।
ভীমসেনো নৃপশ্রেষ্ঠং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সংস্মৃত্যেতি। আয়ত্যাং ভবিষ্যৎকালে, তদাত্বে বর্ত্তমানকালে চ, নঃ অস্মাকম্ ॥৭॥

অন্বিতি। অনুবন্ধে উপক্রমে, ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তুর্ব্যাসস্য ।৮॥

তদিতি। মরুত্তস্য তদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ। বহুমতং বিশেষেণাভিপ্রেতম্, ক্ষমমুচিতম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥

ইতীতি। নৃপতৌ যুধিষ্ঠিরে। প্রাঞ্জলিঃ সন্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শুনিয়া সেই সময়েই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—এই সকল ভ্রাতাকেই আনাইয়া এই কথা বলিলেন—'মহাপ্রাজ্ঞ বীরগণ ! কুরুবংশের হিতাভিলাষী, বুদ্ধিমান্ ও মহাত্মা কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন এবং মহাতপা, সুহৃদ্‌বর্গের উন্নতিকামী, ধর্ম্মশীল, মহাত্মা ও অদ্ভুতকর্ম্মা বেদব্যাস যাহা বলিলেন, আর বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম যাহা বলিয়াছিলেন, সে সকল বাক্যই তোমরা শুনিয়াছ ॥৩—৬॥

পাণ্ডবগণ ! আমি সেই সকল বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাই সমীচীনভাবে করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহাই আমাদের সকলের বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে হিতজনক ॥৭॥

এবং বেদবক্তা বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা কার্য্যারম্ভেও মঙ্গলজনক। কারণ, কৌরবশ্রেষ্ঠগণ ! এই সমগ্র পৃথিবী বর্ত্তমান সময়ে ধনশূন্য হইয়া গিয়াছে ॥৮॥

ক্ষত্রিয়গণ ! বেদব্যাস তখন মরুত্তরাজার সেই ধনের কথা বলিয়াছিলেন। ইহা যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় কিংবা ইহা যদি তোমরা উচিত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমরা এখনই সেই ধন আনয়ন করিব। ভীম ! তুমিই বা কি মনে কর ?' ॥৯॥

রোচতে মে মহাবাহো ! যদিদং ভাষিতং ত্বয়া ।
ব্যাসাখ্যাতস্য বিত্তস্য সমুপানয়নং প্রতি ॥১১॥
যদি তৎ প্রাপ্নুয়ামেহ ধনমাবিক্ষিতং প্রভো ! ।
কৃতমেব মহারাজ ! ভবেদিতি মতির্মম ॥১২॥
তে বয়ং প্রণিপাতেন গিরীশস্য মহাত্মনঃ ।
তদানয়াম ভদ্রং তে সমভ্যর্চ্চ্য কপর্দ্দিনম্ ॥১৩॥
তদ্বিত্তং দেবদেবেশং তস্যৈবানুচরাংশ্চ তান্ ।
প্রসাদ্যার্থমবাপ্স্যামো নূনং বাগ্‌বুদ্ধিকর্ম্মভিঃ ॥১৪॥
রক্ষন্তি যে চ তদ্‌দ্রব্যং কিন্নরা রৌদ্রদর্শনাঃ ।
তে চ বশ্যা ভবিষ্যন্তি প্রসন্নে বৃষভধ্বজে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

রোচত ইতি। ব্যাসেন আখ্যাতস্য কথিতস্য, বিত্তস্য ধনস্য ॥১১॥
যদীতি। আবিক্ষিতং মরুত্তসম্বন্ধি। কৃতমেব অশ্বমেধযজ্ঞঃ সম্পাদিত এব ॥১২॥
ত ইতি। গিরীশস্য মহাদেবস্য। তদ্ধনম্, তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু ॥১৩॥
তদিতি। দেবদেবেশং মহাদেবম্, তদ্ধনস্য তদধীনত্বাৎ ॥১৪॥
রক্ষন্তীতি। দ্রব্যং ধনম্। বৃষভধ্বজে মহাদেবে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য পরমপ্রকৃতমশ্বমেধমনুবর্ত্তয়তি জনমেজয়প্রশ্নমুখেন—শ্রুত্বৈ-তদ্বচনং ব্রহ্মন্নিত্যাদিনা ॥১—১১॥ আবিক্ষিতমবিক্ষিতঃ পুত্র আবিক্ষিতো মরুত্তস্তস্যেদমা-

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! তখন যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, ভীমসেন কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন—॥১০॥

'মহাবাহু ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার মত আছে। ব্যাস-কথিত ধন আনয়ন করিতে আমি ইচ্ছা করি ॥১১॥

প্রভু ! মহারাজ ! আমরা যদি এখন মরুত্তরাজার সেই ধন পাই, তাহা হইলে আমাদের অশ্বমেধযজ্ঞ করা হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমার ধারণা ॥১২॥

আমরা মহাদেবের পূজা করিয়া এবং মহাত্মা সেই মহাদেবের নিকটে প্রণিপাতদ্বারা সেই ধন আনয়ন করিব ॥১৩॥

আমরা মহাদেবকে এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রসন্ন করিয়া বাক্য, বুদ্ধি ও কর্ম্মের গুণে নিশ্চয়ই সেই ধন পাইব ॥১৪॥

(১৪) অত্র দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো দৃশ্যতে

শ্রুত্বৈবং বদতস্তস্য বাক্যং ভীমস্য ভারত!।
প্রীতো ধর্ম্মাত্মজো রাজা বভূবাতীব ভারত!।
অর্জ্জুনপ্রমুখাশ্চাপি তথেত্যেবাব্রুবন্ বচঃ ॥১৬॥
কৃত্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে রত্নাহরণনিশ্চয়ম্।
সেনামাজ্ঞাপয়ামাসুর্নক্ষত্রেঽহনি চ ধ্রুবে ॥১৭॥
ততো যযুঃ পাণ্ডুসুতা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ।
অর্চ্চয়িত্বা সুরশ্রেষ্ঠং পূর্ব্বমেব মহেশ্বরম্ ॥১৮॥
মোদকৈঃ পায়সেনাথ মাংসাপূপৈস্তথৈব চ।
আশাস্য চ মহাত্মানং প্রযযুর্মুদিতা ভৃশম্ ॥১৯॥
তেষাং প্রযাস্যতাং তত্র মঙ্গলানি শুভান্যথা।
প্রাহুঃ প্রহৃষ্টমনসো দ্বিজাগ্র্যা নাগরাশ্চ তে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। তথা তদ্ধনমেব আনেষ্যামঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

কৃত্বেতি। আজ্ঞাপয়ামাসুঃ সহগমনায়। ধ্রুবে মঙ্গলজনকে ॥১৭॥

তত ইতি। পূর্ব্বমেব স্বস্তিবাচনাৎ ॥১৮॥

মোদকৈরিতি। মাংসঞ্চ অপূপাঃ পিষ্টকানি চ তৈঃ। তথৈব মহাদেবং পূজয়িত্বা মহাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্, আশাস্য তদ্ধনলাভে আশান্বিতং কৃত্বা ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বিক্ষিতম্ ॥১২—১৭॥ ধ্রুবে নক্ষত্রে রোহিণ্যামুত্তরাত্রয়ে চ অহনি বারে ধ্রুবে রবিবারে

ভীষণদর্শন যে সকল কিন্নর সেই ধন রক্ষা করিতেছে, মহাদেব প্রসন্ন হইলে তাহারাও বশীভূত হইবে' ॥১৫॥

ভরতনন্দন! ভীমসেনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভরতনন্দন! অর্জ্জুনপ্রভৃতিও এই কথা বলিলেন যে, 'তাহাই হউক' ॥১৬॥

পাণ্ডবেরা সকলে মরুত্তরাজার ধন আনয়নের নিশ্চয় করিয়া শুভসূচক নক্ষত্রে ও দিনে অনুগমন করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা প্রথমেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের পূজা করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

মোদক, পায়স, মাংস ও পিষ্টকদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই ধনলাভে আশা জন্মাইয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পাণ্ডবেরা প্রস্থান করিলেন ॥১৯॥

ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরোভিঃ প্রণিপত্য চ।
ব্রাহ্মণানগ্নিসহিতান্ প্রযযুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥২১॥
সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং পুত্রশোকসমাহতম্।
ধৃতরাষ্ট্রং সভার্য্যং বৈ পৃথাঞ্চ পৃথুলোচনাম্ ॥২২॥
মূলে নিক্ষিপ্য কৌরব্যং যুযুৎসুং ধৃতরাষ্ট্রজম্।
সংপূজ্যমানাঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মনীষিভিঃ।
প্রযযুঃ পাণ্ডবা বীরা নিয়মস্থাঃ শুচিব্রতাঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্রব্যানয়নোপক্রমে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। মঙ্গলানি দধিপ্রভৃতিনামানি, শুভানি দেবনামানি চ ॥২০॥

তত ইতি। শিরোভিরবনতৈর্মস্তকৈঃ ॥২১॥

সমিতি। পৃথাং কুন্তীম্। মূলে ধৃতরাষ্ট্রাদিসমীপে, যুযুৎসুং নিক্ষিপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং রক্ষার্থং সংস্থাপ্য। নিয়মস্থা মহাদেবার্চ্চনায় হবিষ্যাহারাদিনিয়মস্থিতাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২—২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্তরার্কেঽমৃতসিদ্ধিযোগে ইত্যর্থঃ ॥১৮—২২॥ মূলে বংশস্যান্তে কুন্তীধৃতরাষ্ট্রসমীপে ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১॥

তাহার পর ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসিগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রস্থানকারী পাণ্ডবগণের উদ্দেশে মাঙ্গলিক দ্রব্যের নাম ও শুভজনক দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে থাকিলেন ॥২০॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা মস্তক অবনতপূর্ব্বক অগ্নির সহিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২১॥

ভার্য্যার সহিত পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং বিশালনয়না কুন্তীর অনুমতি লইয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসুকে তাঁহাদের নিকটে রাখিয়া, পুরবাসিগণ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া সংযত ও পবিত্র হইয়া

* 'ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে প্রযযুর্হৃষ্টাঃ প্রহৃষ্টনরবাহনাঃ।
রথঘোষেণ মহতা পূরয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥১॥
সংস্তূয়মানাঃ স্তুতিভিঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
স্বেন সৈন্যেন সংবীতা যথাদিত্যাঃ স্বরশ্মিভিঃ ॥২॥
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি।
বভৌ যুধিষ্ঠিরস্তত্র পৌর্ণমাস্যামিবোড়ুরাট্ ॥৩॥
জয়াশিষঃ প্রহৃষ্টানাং নরাণাং পথি পাণ্ডবঃ।
প্রত্যগৃহ্ণাদ্‌যথান্যায়ং যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ, প্রহৃষ্টানি নরাঃ সৈনিকা গজাশ্বাদীনি বাহনানি চ যেষাং তে ॥১॥
সংস্তূয়েতি। সংবীতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ, স্বরশ্মিভির্নিজকিরণৈঃ ॥২॥
পাণ্ডুরেণেতি। পাণ্ডুরেণ শুভ্রবর্ণেন, আতপত্রেণ ছত্রেণ। উড়ুরাট্ নক্ষত্রপতিশ্চন্দ্রঃ ॥৩॥

বীর পাণ্ডবগণ সেই মরুত্তরাজার ধন আনয়ন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন ॥২২—২৩॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পাণ্ডবেরা বিশাল রথশব্দে পৃথিবী পূর্ণ করিতে থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহচর সৈন্য এবং বাহনগণও হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল ॥১॥

তৎকালে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ নানাবিধ স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহাদের স্তব করিতে থাকিল; সেই অবস্থায় আপন কিরণদ্বারা পরিবেষ্টিত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় আপন সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবগণ গমন করিতে থাকিলেন ॥২॥

তখন মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করায় পূর্ণিমাতিথিতে চন্দ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠির শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩॥

তথৈব সৈনিকা রাজন্! রাজানমনুযান্তি যে।
তেষাং হলহলাশব্দো দিবং স্তব্ধ্বা ব্যতিষ্ঠত ॥৫॥
সরাংসি সরিতশ্চৈব বনান্যুপবনানি চ।
অত্যক্রামন্মহারাজো গিরিং চাপ্যন্বপদ্যত ॥৬॥
তস্মিন্ দেশে চ রাজেন্দ্র! যত্র তদ্দ্রব্যমুত্তমম্।
চক্রে নিবেশনং রাজা পাণ্ডবঃ সহসৈনিকৈঃ ॥৭॥
শিবে দেশে সমে চৈব তদা ভরতসত্তম!।
অগ্রতো ব্রাহ্মণান্ কৃত্বা তপোবিদ্যাসমন্বিতান্ ॥৮॥
পুরোহিতঞ্চ কৌরব্য! বেদবেদাঙ্গপারগম্।
আগ্নিবেশ্যঞ্চ রাজানো ব্রাহ্মণাঃ সপুরোধসঃ।
কৃত্বা শান্তিং যথান্যায়ং সর্ব্বশঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জয়েতি। পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ। ন্যায়ং করোত্তোলনাদিকম্ অনতিক্রম্যেতি যথান্যায়ম্ ॥৪॥

তথেতি। হলহলাশব্দঃ কোলাহলঃ, দিবমাকাশম্, স্তব্ধ্বা ব্যাপ্য ॥৫॥

সরাংসীতি। অন্বপদ্যত প্রাপ্নোৎ ॥৬॥

তস্মিন্নিতি। যত্র দেশে তন্মরুত্তরক্ষিতম্ উত্তমং দ্রব্যং ধনং বর্ত্ততে স্ম, তস্মিন্ দেশে, পাণ্ডবো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সৈনিকৈঃ সহ নিবেশনং শিবিরম্, চক্রে ॥৭॥

শিব ইতি। শিবে মঙ্গলকরে, সমে সমতলে চ দেশে। পুরোহিতং ধৌম্যম্। আগ্নিবেশ্যম্ অগ্নিবেশমুনিবংশজাতম্, অন্যে ব্রাহ্মণাঃ, সপুরোধসঃ পুরোহিতসহিতাঃ, অন্যে রাজানশ্চ, যথান্যায়ং শান্তিং কৃত্বা, সর্ব্বশঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু, পর্য্যবারয়ন্ যুধিষ্ঠিরং পর্য্যবেষ্টন্ত। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮—৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পথে উপস্থিত হৃষ্টচিত্ত মনুষ্যগণের জয়াশীর্ব্বাদ যথানিয়মে ও যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে থাকিলেন ॥৪॥

রাজা! তৎকালে যে সকল সৈন্য যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছিল, তাহাদের কোলাহল আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া উঠিতে লাগিল ॥৫॥

ক্রমে যুধিষ্ঠির জলাশয়, নদী, বন ও উপবন অতিক্রম করিতে থাকিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতও পাইতে লাগিলেন ॥৬॥

রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া—যেস্থানে মরুত্তরক্ষিত সেই উত্তম ধন ছিল, সেই স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করিলেন ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ কৌরবনন্দন! তখন ব্রাহ্মণেরা এবং পুরোহিতের সহিত অন্যান্য রাজারা তপোবিদ্যাসমন্বিত ব্রাহ্মণগণকে এবং অগ্নিবেশগোত্র, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যথানিয়মে শান্তি করাইয়া

কৃত্বা তু মধ্যে রাজানমমাত্যাংশ্চ যথাবিধি ।
ষট্‌পথং নবসংখ্যানং নিবেশং চক্রিরে জনাঃ ॥১০॥
মত্তানাং বারণেন্দ্রাণাং নিবেশঞ্চ যথাবিধি ।
কারয়িত্বা স রাজেন্দ্রো ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ ॥১১॥
অস্মিন্ কার্য্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ! নক্ষত্রে দিবসে শুভে ।
যথা ভবন্তো মন্যন্তে কর্ত্তুমর্হন্তি তত্তথা ॥১২॥
ন নঃ কালাত্যয়ো বৈ স্যাদিহৈব পরিলক্ষ্যতাম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রেন্দ্রাঃ ! ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৩॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনং রাজ্ঞো ব্রাহ্মণাঃ সপুরোধসঃ ।
ইদমূচুর্ব্বচো হৃষ্টা ধর্ম্মরাজপ্রিয়েপ্সবঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃত্বেতি । ষট্‌পথা মার্গা যস্য তম্ । "অকারান্তোঽপি পথশব্দোঽস্তি" ইতি চণ্ডীটীকায়াং গোপালঃ । নবসংখ্যানং নবসংখ্যকম্, নিবেশং পটমণ্ডপং চক্রিরে ॥১০॥

মত্তানামিতি । বারণেন্দ্রাণাং হস্তিশ্রেষ্ঠানাম্ । রাজেন্দ্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১১॥

অস্মিন্নিতি । অস্মিন্ ধনাহরণরূপে, শুভে নক্ষত্রে পুষ্যাদৌ, দিবসে সোমাদিবারে ॥১২॥

নেতি । নঃ অস্মাকম্, পরিলক্ষ্যতাম্ অবধার্য্যতাম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্ত ইতি ॥১—৭॥ আগ্নিবেশ্যং ধৌম্যম্ ॥৮—৯॥ ষট্‌পদং ষট্ পদানি পদনীয়ানি রাজমার্গাঃ যত্র । একো দক্ষিণোত্তরস্তস্তোভয়তো দ্বৌ তাদৃশাবেব । এবং পূর্ব্বপশ্চিমে একঃ

মঙ্গলময় ও সমতল স্থানে থাকিয়া সকল দিকে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন ॥৮—৯॥

অন্যান্য লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁহার অমাত্যবর্গকে মধ্যে রাখিয়া ছয়টী পথযুক্ত নবসংখ্যক পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন ॥১০॥

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মত্ত হস্তিগণের জন্য যথাবিধানে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিলেন—॥১১॥

'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা যেমন ভাল মনে করেন, তেমনভাবে শুভ নক্ষত্র ও শুভ দিবসে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন ॥১২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে, এই স্থানেই আমাদের কালবিলম্ব না হয় । ইহা নিশ্চয় করিয়া যাহা পরে কর্ত্তব্য, তাহা করুন' ॥১৩॥

(১০) ষট্‌পদং নবসংখ্যানম্—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি । চক্রিরে দ্বিজাঃ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ ।
(১৩) পরিলক্ষ্যতাম্—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি ।

অদ্যৈব নক্ষত্রমহশ্চ পুণ্যং যতামহে শ্রেষ্ঠতমক্রিয়াসু।
অম্ভোভিরদ্যেহ বসাম রাজন্! উপোষ্যতাং চাপি ভবদ্ভিরদ্য ॥১৫॥
শ্রুত্বা তু তেষাং দ্বিজসত্তমানাং কৃতোপবাসা রজনীং নরেন্দ্রাঃ।
ঊষুঃ প্রতীতাঃ কুশসংস্তরেষু যথাধ্বরে প্রজ্বলিতা হুতাশাঃ ॥১৬॥
ততো নিশা সা ব্যগমন্মহাত্মনাং সংশৃণ্বতাং বিপ্রসমীরিতা গিরঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বিজর্ষভা বচোঽব্রুবন্ ধর্ম্মসুতং নরাধিপম্ ॥১৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে সুবর্ণকোষানয়নে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। ধর্ম্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্য প্রিয়েপ্সবঃ প্রিয়কার্য্যকরণাভিলাষিণঃ ॥১৪॥
অদ্যেতি। অম্ভোভির্জলমাত্রপানৈঃ ॥১৫॥
শ্রুত্বেতি। ঊষুঃ স্থিতবন্তঃ, প্রতীতাঃ সন্তুষ্টাঃ, হুতাশা বহ্নয়ঃ ॥১৬॥
তত ইতি। ব্যগমৎ অতীতবতী, মহাত্মনাং রাজ্ঞাম্ ॥১৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্যোভয়তোঽপি ষট্ রাজমার্গাঃ। সংখ্যানানি সংস্থানানি নবখণ্ডানীতি যাবৎ। ষট্পথং নবসংস্থানমিতি প্রাচীনপাঠঃ স্পষ্টার্থঃ ॥১০—১৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২॥

রাজার এই কথা শুনিয়া পুরোহিতের সহিত ব্রাহ্মণেরা হৃষ্টচিত্ত ও যুধিষ্ঠিরের প্রিয়াভিলাষী হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

'রাজা! অদ্যই নক্ষত্র ও বার শুভ; সুতরাং আমরা অদ্যই প্রধান কার্য্যের নিমিত্ত চেষ্টা করিব এবং জলমাত্র পান করিয়া অদ্য আমরা এস্থানে বাস করিব। আপনারাও অদ্য উপবাস করুন' ॥১৫॥

রাজারা সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের বাক্য শুনিয়া উপবাসী থাকিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া যজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় কুশাস্তরণের উপরে সেই রাত্রি বাস করিলেন ॥১৬॥

মহাত্মা রাজারা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিতে থাকিলেন; সেই অবস্থায় সেই রাত্রি অতীত হইল। তাহার পর নির্ম্মল প্রভাত সময়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥১৭॥

---

* 'চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

ক্রিয়তামুপহারোঽস্য ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ।
দত্ত্বোপহারং নৃপতে! ততঃ স্বার্থং যতামহে ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠিরঃ।
গিরীশস্য যথান্যায়মুপহারমুপাহরৎ ॥২॥
আজ্যেন তর্পয়িত্বাগ্নিং বিধিবৎ সংস্কৃতেন চ।
মন্ত্রসিদ্ধং চরুং কৃত্বা পুরোধাঃ স যযৌ তদা ॥৩॥
স গৃহীত্বা সুমনসো মন্ত্রপূতা জনাধিপ!।
মোদকৈঃ পায়সেনাথ মাংসৈশ্চোপাহরদ্বলিম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়তামিতি। উপহার উপহারদানপূর্ব্বিকা পূজা, ত্র্যম্বকস্য শিবস্য। স্বার্থং ধনার্থম্ ॥১॥
শ্রুত্বেতি। উপাহরৎ পূজায়াং দত্তবান্ ॥২॥
আজ্যেনেতি। আজ্যেন ঘৃতেন। পুরোধাঃ পুরোহিতো ধৌম্যঃ, যযৌ শিবিরাদ্বহিঃ ॥৩॥
স ইতি। সুমনসঃ পুষ্পাণি। বলিমুপহারম্ ॥৪॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—'রাজা! অদ্য মহাত্মা মহাদেবের উদ্দেশে পূজাপূর্ব্বক উপহার দান করুন। উপহার দান করিয়া তাহার পর আমরা ধনের নিমিত্ত যত্ন করিব' ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির সেই ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া মহাদেবের উদ্দেশে যথানিয়মে উপহার দান করিলেন ॥২॥

তখন পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধানে সংস্কৃত ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ চরু নির্ম্মাণপূর্ব্বক শিবিরের বাহিরে গেলেন ॥৩॥

নরনাথ! ক্রমে তিনি মন্ত্রপূত পুষ্প গ্রহণ করিয়া মোদক, পায়স ও মাংস-দ্বারা শিবকে উপহার দিলেন ॥৪॥

* অয়ং পাঠঃ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ নাস্তি।

সুমনোভিশ্চ চিত্রাভির্লাজৈরুচ্চাবচৈরপি।
সর্বং স্বিষ্টতমং কৃত্বা বিধিবদ্বেদপারগঃ।
কিঙ্করাণাং ততঃ পশ্চাচ্চকার বলিমুত্তমম্ ॥৫॥
যক্ষেন্দ্রায় কুবেরায় মণিভদ্রায় চৈব হ।
তথান্যেষাঞ্চ যক্ষাণাং ভূতানাং পতয়শ্চ যে ॥৬॥
কৃসরেণ চ মাংসেন নিবাপৈস্তিলসংযুতৈঃ।
ওদনং কুম্ভশঃ কৃত্বা পুরোধাঃ সমুপাহরৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রাণি গবাং দত্ত্বা তু ভূমিপঃ।
নক্তঞ্চরাণাং ভূতানাং ব্যাদিদেশ বলিং তদা ॥৮॥
ধূপগন্ধনিরুদ্ধং তৎ সুমনোভিশ্চ সংবৃতম্।
শুশুভে স্থানমত্যর্থং দেবদেবস্য পার্থিব ! ॥৯॥
কৃত্বা পূজাস্তু রুদ্রস্য গণানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
যযৌ ব্যাসং পুরস্কৃত্য নৃপো রত্ননিধিং প্রতি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সুমনোভিরিতি। উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ। স্বিষ্টতমং বিশেষেণাভীষ্টমুপহারম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

যক্ষেন্দ্রায়েতি। মণিভদ্রায় যক্ষবিশেষায়। কৃসরেণ তিলতণ্ডুলেন, নিবাপৈঃ পিতৃদেয়ৈঃ। কুম্ভশো বহুপরিমাণমিত্যর্থঃ ॥৬—৭॥

ব্রাহ্মণেভ্য ইতি। নক্তঞ্চরাণাং রাক্ষসাদীনাম্, ব্যাদিদেশ দাতুমিতি শেষঃ ॥৮॥

ধূপেতি। ধূপগন্ধেন নিরুদ্ধং ব্যাপ্তম্ সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ ॥৯॥

কৃত্বেতি। গণানাং প্রমথানাম্। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য ॥১০॥

বেদপারদর্শী ধৌম্য বিচিত্র পুষ্প ও নানাবিধ লাজ-(খই)দ্বারা ইচ্ছানুরূপ সমস্ত পূজা করিয়া তাহার পর কিঙ্করদিগকে উত্তম উপহার দান করিলেন ॥৫॥

ক্রমে পুরোহিত ধৌম্য—যক্ষরাজ কুবের, মণিভদ্র ও অন্যান্য যক্ষকে এবং যাঁহারা ভূতপতি তাঁহাদিগকে তিলতণ্ডুল, মাংস, তিলসংযুক্ত অন্ন এবং রাশি রাশি অন্ন উপহার দান করিলেন ॥৬—৭॥

যুধিষ্ঠির তখন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গো দান করিয়া রাত্রিচর প্রাণিগণকে উপহার দান করিবার আদেশ করিলেন ॥৮॥

রাজা! মহাদেবের সেই স্থানটী ধূপগন্ধে ব্যাপ্ত এবং পুষ্পে সমাবৃত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥৯॥

পূজয়িত্বা ধনাধ্যক্ষং প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
সুমনোভির্বিচিত্রাভিরপূপৈঃ কৃসরেণ চ ॥১১॥
শঙ্খাদীংশ্চ নিধীন্ সর্ব্বান্নিধিপালাংশ্চ সর্বশঃ।
অর্চ্চয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যান্ স স্বস্তি বাচ্য চ বীর্য্যবান্ ॥১২॥
তেষাং পুণ্যাহঘোষেণ তেজসা সমবস্থিতঃ।
প্রীতিমান্ স কুরুশ্রেষ্ঠঃ খানয়ামাস তং নিধিম্ ॥১৩॥ (বিশেষকম্)
ততঃ পাত্রীঃ সকরকা বহুরূপা মনোরমাঃ।
ভৃঙ্গারাণি কটাহানি কলশান্ বর্দ্ধমানকান্ ॥১৪॥
বহূনি চ বিচিত্রাণি ভাজনানি সহস্রশঃ।
উদ্ধারয়ামাস তদা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
তেষাং রক্ষণমপ্যাসীন্মহান্ করপুটস্তথা।
নদ্ধঞ্চ ভাজনং রাজন্! তুলার্দ্ধমভবন্নৃপ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

পূজয়িত্বেতি। ধনাধ্যক্ষং কুবেরম্, প্রণিপত্য ভূমৌ পতিত্বা। অপূপৈঃ পিষ্টকৈঃ, কৃসরেণ তিলতণ্ডুলেন। সর্ব্বশঃ সর্ব্বম্। নিধিং নিধিভূমিম্ ॥১১—১৩॥

তত ইতি। করকৈর্ঘটৈঃ সহেতি সকরকাঃ, পাত্রীঃ ক্ষুদ্রভাজনানি। কলশান্ ক্ষুদ্রগলান্ কুম্ভান্, বর্দ্ধমানকান্ শরাবাণি। উদ্ধারয়ামাস গর্ত্তমধ্যাৎ ॥১৪—১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রিয়তামিতি ॥১—১৩॥ পাত্রীঃ মহাস্তি ওদনোদ্ধরণপাত্রাণি, করকা অম্বুঘটাঃ ॥১৪॥

ক্রমে যুধিষ্ঠির মহাদেব ও সমস্ত প্রমথগণের পূজা করিয়া বেদব্যাসকে সম্মুখে রাখিয়া সেই রত্নস্থানের দিকে গমন করিলেন।১০॥

পরে যুধিষ্ঠির বিচিত্র পুষ্প, পিষ্টক ও তিলতণ্ডুলদ্বারা কুবেরের পূজা করিয়া, ভূতলে পতিত হইয়া কুবেরকে প্রণামপূর্ব্বক শঙ্খপ্রভৃতি নিধি ও সমস্ত নিধিপালের অর্চ্চনা করিয়া, ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদের পুণ্যাহশব্দে বলবান্, তেজস্বী ও প্রীতিমান্ হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া সেই ধনস্থান খনন করাইলেন ॥১১—১৩॥

তাহার পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুন্দর ও বহুতর ঘট ও ক্ষুদ্র পাত্র, ভৃঙ্গার, কটাহ, কলশ, শরাব এবং বিচিত্র বহুসহস্র ভাজন গর্ত্তমধ্য হইতে উত্তোলন করিলেন ॥১৪—১৫॥

(১৩) খানয়ামাস তদ্ধনম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

বাহনং পাণ্ডুপুত্রস্য তত্রাসীত্তু বিশাংপতে ! ।
ষষ্টিরুষ্ট্রসহস্রাণি শতানি দ্বিগুণা হয়াঃ ॥১৭॥
বারণাশ্চ মহারাজ ! সহস্রশতসম্মিতাঃ ।
শকটানি রথাশ্চৈব তাবদেব করেণবঃ ।
খরাণাং পুরুষাণাঞ্চ পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥১৮॥
এতদ্বিত্তং তদভবদ্‌যদুদ্দধ্রে যুধিষ্ঠিরঃ ।
ষোড়শাদৌ চতুর্ব্বিংশৎসহস্রং ভারলক্ষণম্ ॥১৯॥
এতেষ্বাদায় তদ্‌দ্রব্যং পুনরভ্যর্চ্চ্য পাণ্ডবঃ ।
মহাদেবং প্রতিযযৌ পুরং নাগাহ্বয়ং প্রতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। রক্ষণং স্থাপনপাত্রম্, করপুটস্তদাকারপাত্রবিশেষঃ। তুলার্দ্ধং পুরুষপ্রমাণার্দ্ধম্, নদ্ধং তাম্রসূত্রেণ বদ্ধম্, অন্যদ্‌ভাজনঞ্চ রক্ষণমাসীৎ ॥১৬॥

বাহনমিতি। হয়া অশ্বাঃ ॥১৭॥

বারণা ইতি। বারণা হস্তিনঃ। তাবদেব হস্তিসমসংখ্যাযুক্তা এব, করেণবো হস্তিন্যঃ। খরাণাং গর্দ্দভানাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

এতদিতি। এতদীদৃশম্। ভারলক্ষণং ধনপাত্রসংখ্যা ॥১৯॥

এতেষ্বিতি। দ্রব্যং ধনম্। নাগাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভৃঙ্গারাণি গড়ুকান্, বর্দ্ধমানকান্ শরাবাণি ॥১৫॥ করপুটঃ করসম্পুটাকারং দ্বিদলভাজনম্ উষ্ট্রাদিবাহ্যং 'সন্দুখ' ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥১৬॥ নদ্ধম্ উষ্ট্রাদীনামুপরি বদ্ধং, তুলার্দ্ধং যত্র পুরুষস্যার্দ্ধং মাতি উভয়তো মলিত্বা তুলামাত্রং ভারঃ বাহনং ভারস্যেতি শেষঃ ॥১৭—১৮॥ ষোড়শ,ষ্টাবিতি যথাযোগ্যম্। উষ্ট্রস্য ভারোঽষ্টৌ সহস্রং সুবর্ণাঃ, শকটস্য ষোড়শ, গজস্য চতুর্ব্বিংশতি-

---

রাজা! বিশাল একটা করপুট (বৃহৎ নৌকার ন্যায় একটা পাত্র) সেই পূর্ব্বোক্ত পাত্রগুলির রাখিবার পাত্র ছিল এবং নরনাথ! চতুর্দ্দিকে পুরুষপ্রমাণ আর একটা পাত্র পূর্ব্বপাত্রের সহিত তাম্রসূত্রদ্বারা বদ্ধ ছিল ॥১৬॥

নরনাথ! শত ষষ্টিসহস্র উষ্ট্র ও তাহার দ্বিগুণ অশ্ব তখন যুধিষ্ঠিরের বাহন ছিল ॥১৭॥

মহারাজ! সহস্র সহস্র হস্তী, হস্তিনী, শকট ও রথ ছিল এবং গর্দ্দভ ও মানুষের সংখ্যা ছিল না ॥১৮॥

যুধিষ্ঠির যে ধন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিমাণ ছিল যে, দশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাত্র হইয়াছিল ॥১৯॥

দ্বৈপায়নাভ্যনুজ্ঞাতঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্।
গোযুতে গোযুতে চৈব ন্যবসৎ পুরুষর্ষভঃ ॥২১॥
সা পুরাভিমুখা রাজন্! উবাহ মহতী চমূঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্‌দ্রবিণভারার্ত্তা হর্ষয়ন্তী কুরূদ্বহান্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্রব্যানয়নে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

দ্বৈপেতি। গোযুতে গোযুতে গব্যূতৌ গব্যূতৌ। ন্যবসৎ বিশ্রামায় ॥২১॥
সেতি। চমূঃ সেনা। দ্রবিণভারার্ত্তা ধনভারপীড়িতা ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

রিত্যেবং ভারলক্ষণম্ এবং হয়খরমনুষ্যাণাং যথাসম্ভবং যোজ্যম্ ॥১৯—২০॥ গোযুতে গোযুতে ভারাক্রান্তবাহনত্বাৎ গব্যূতৌ গব্যূতৌ, প্রত্যহং ক্রোশদ্বয়প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

যুধিষ্ঠির এই সকল বাহনের উপরে সেই ধন উঠাইয়া লইয়া পুনরায় মহাদেবের পূজা করিয়া হস্তিনানগরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন ॥২০॥

নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে ধৌম্য পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দুই দুই ক্রোশ পথে যাইয়া বিশ্রামার্থ বাস করিতে লাগিলেন ॥২১॥

রাজা! সেই বিশাল সেনা কৌরবশ্রেষ্ঠগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া হস্তিনাভিমুখী ও ধনভারপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে সেই ধন বহন করিতে-ছিল ॥২২॥

---

(২১) গোরুতে গোরুতে চৈব—নি। * '...পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ❀ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু বাসুদেবোঽপি বীর্য্যবান্।
উপায়াদ্‌বৃষ্ণিভিঃ সার্দ্ধং পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥১॥
সময়ং বাজিমেধস্য বিদিত্বা পুরুষর্ষভ!।
যথোক্তো ধর্ম্মপুত্রেণ প্রব্রজন্ স্বপুরীং প্রতি ॥২॥
রৌক্মিণেয়েন সহিতো যুযুধানেন চৈব হ।
চারুদেষ্ণেন সাম্বেন গদেন কৃতবর্ম্মণা ॥৩॥
সারণেন চ বীরেণ নিশঠেনোল্মুকেন চ।
বলদেবং পুরস্কৃত্য সুভদ্রাসহিতস্তদা ॥৪॥ (কলাপকম্)
দ্রৌপদীমুত্তরাঞ্চৈব পৃথাং চাপ্যবলোককঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং চাপি ক্ষত্রিয়া নিহতেশ্বরাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি। বারণসাহ্বয়ং হস্তিনাপুরম্। বাজিমেধস্য অশ্বমেধস্য। স্বপুরীং দ্বারকাম্। রৌক্মিণেয়েন প্রদ্যুম্নেন, যুযুধানেন সাত্যকিনা। চারুদেষ্ণাদীনি বৃষ্ণিবংশ্যানাং নামানি। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য ॥১—৪॥

দ্রৌপদীমিতি। পৃথাং কুন্তীম্, অবলোককঃ অবলোকয়িতুম্। বুণ্তুমৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্' ইতি বুণ্ প্রত্যয়ঃ। ক্ষত্রিয়া অন্যাঃ ক্ষত্রিয়ভার্য্যাঃ, নিহতেশ্বরা নিহতস্বামিকা উপায়াদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কৃষ্ণ যখন হস্তিনা হইতে দ্বারকায় যাইতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণ! আমার অশ্বমেধযজ্ঞের সময়ে অবশ্যই তোমার আসিতে হইবে।' সুতরাং সেই অশ্বমেধযজ্ঞের সময় হইয়াছে জানিয়া, এই সময়ই বীর্য্যবান্ কৃষ্ণও বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত হস্তিনায় আসিয়াছিলেন। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, গদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, বীর নিশঠ ও উল্মুক ইঁহারা কৃষ্ণের সহিত আসিয়াছিলেন এবং সুভদ্রাও কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলরামকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনায় আগমন করিয়াছিলেন ॥১—৪॥

(২) বিদিত্বা পুরুষর্ষভঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
প্রত্যগৃহ্ণাদ্‌যথান্যায়ং বিদুরশ্চ মহামনাঃ ॥৬॥
তত্রৈব ন্যবসৎ কৃষ্ণঃ স্বর্চ্চিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিদুরেণ মহাতেজাস্তথৈব চ যুযুৎসুনা ॥৭॥
বসৎসু বৃষ্ণিবীরেষু তত্রাথ জনমেজয়!।
জজ্ঞে তব পিতা রাজন্! পরীক্ষিৎ পরবীরহা ॥৮॥
স তু রাজা মহারাজ! ব্রহ্মাস্ত্রেণাবপীড়িতঃ।
শবো বভূব নিশ্চেষ্টো হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥৯॥
হৃষ্টানাং সিংহনাদেন জনানাং তত্র নিঃস্বনঃ।
প্রবিশ্য প্রদিশঃ সর্ব্বাঃ পুনরেব ব্যুপারমৎ ॥১০॥
ততঃ সোঽতিত্বরঃ কৃষ্ণো বিবেশান্তঃপুরং তদা।
যুযুধানদ্বিতীয়ো বৈ ব্যথিতেন্দ্রিয়মানসঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। সমীক্ষ্যেতি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষে জ্ঞাত্বা বিদুরপক্ষে চ দৃষ্ট্বা ॥৬॥

তত্রেতি। স্বর্চ্চিতঃ সম্যক্‌পূজিতঃ ॥৭॥

বসৎস্বিতি। জজ্ঞে জাতঃ, পরবীরহা বিপক্ষবীরহন্তা ॥৮॥

স ইতি। ব্রহ্মাস্ত্রেণাশ্বত্থাম্নঃ। পুত্রত্বেন হর্ষঃ, মৃতত্বেন চ শোকঃ, তয়োর্ব্বির্দ্ধনঃ ॥৯॥

হৃষ্টানামিতি। প্রবিশ্য গত্বা, ব্যুপারমৎ বিরতোঽভবৎ ॥১০॥

দ্রৌপদী, উত্তরা, কুন্তী এবং বিধবা অন্যান্য ক্ষত্রিয়মহিলাদিগকে দেখা ও আশ্বাস দেওয়ার উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল ॥৫॥

তাঁহারা আসিয়াছেন—ইহা জানিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামনা বিদুর যথানিয়মে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥৬॥

বিদুর ও যুযুৎসু সম্মানিত করিলে, মহাতেজা ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ হস্তিনা নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥৭॥

রাজা জনমেজয়! বৃষ্ণিবীরগণ হস্তিনানগরে বাস করিতে লাগিলে, আপনার পিতা বিপক্ষবীরহন্তা পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন ॥৮॥

মহারাজ! অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আহত ছিলেন বলিয়া সেই রাজা পরীক্ষিৎ তৎকালে নিশ্চেষ্ট একটী শবস্বরূপ হওয়ায় বন্ধুবর্গের আনন্দ ও শোকবর্দ্ধক হইয়াছিলেন ॥৯॥

ক্রমে আনন্দিত লোকসমূহের সিংহনাদধ্বনি সকল দিকে যাইয়া পুনরায় বিরত হইল ॥১০॥

তত্তস্বরিতমায়ান্তীং দদর্শ স্বাং পিতৃষ্বসাম্ ।
ক্রোশন্তীমভিধাবেতি বাসুদেবং পুনঃ পুনঃ ॥১২॥
পৃষ্ঠতো দ্রৌপদীঞ্চৈব সুভদ্রাঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
সবিক্রোশং সকরুণং বান্ধবানাং স্ত্রিয়ো নৃপ ! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ কৃষ্ণং সমাসাদ্য কুন্তীভোজসুতা তদা ।
প্রোবাচ রাজশার্দ্দূল ! বাষ্পগদ্গদয়া গিরঃ ॥১৪॥
বাসুদেব ! মহাবাহো ! সুপ্রজা দেবকী ত্বয়া ।
ত্বং নো গতিঃ প্রতিষ্ঠা চ ত্বদায়ত্তমিদং কুলম্ ॥১৫॥
যদুপ্রবীর ! যোঽয়ং তে স্বস্রীয়স্যাত্মজঃ প্রভো ! ।
অশ্বত্থাম্না হতো জাতস্তমুজ্জীবয় কেশব ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকির্দ্বিতীয়ো যস্য সঃ; মৃতশ্রবণাৎ ব্যথিতম্ ইন্দ্রিয়ভূতং মানসং মনো যস্য সঃ ॥১১॥

তত ইতি। পিতৃষ্বসাং কুন্তীম্। আদস্তত্বমার্ষম্। ক্রোশন্তীমাহ্বয়ন্তীম্। সবিক্রোশং সার্ত্তনাদমায়ান্তীমিত্যনুবৃত্তিঃ ॥১২—১৩॥

তত ইতি। বাষ্পেণ গদ্গদয়া অস্পষ্টয়া ॥১৪॥

বাস্বিতি। সুপ্রজা সুসন্তানা। নঃ অস্মাকম্ ॥১৫॥

যদ্বিতি। স্বস্রীয়স্য ভাগিনেয়স্যাভিমন্যোঃ। এতেনৈতদুজ্জীবনং তবাবশ্যকমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

তদনন্তর কৃষ্ণ অত্যন্ত ত্বরান্বিত ও দুঃখিতচিত্ত হইয়া সাত্যকির সহিত তখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর তিনি দেখিলেন—নিজের পিতৃষ্বসা কুন্তী 'কৃষ্ণ ! সত্বর আইস, সত্বর আইস' এই কথা বার বার বলিতে থাকিয়া সত্বর আগমন করিতেছেন এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী ও সুভদ্রা, আর বন্ধুবর্গের স্ত্রীগণ সকরুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কুন্তীর পিছনে আসিতেছেন ॥১২—১৩॥

তৎপরে ভোজনন্দিনী কুন্তী কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বাষ্পগদ্গদ-বাক্যে কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১৪॥

'মহাবাহু কৃষ্ণ ! দেবকীদেবী তোমাদ্বারাই সুসন্তানা হইয়াছেন এবং তুমি আমাদের গতি ও প্রতিষ্ঠা ; আর তোমার অধীনই এই বংশ ॥১৫॥

প্রভু যদুপ্রবীর কেশব ! এই যে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে, তুমি ইহাকে সঞ্জীবিত কর ॥১৬॥

ত্বয়া হ্যেতৎ প্রতিজ্ঞাতমৈষীকে যদুনন্দন ! ।
অহং সঞ্জীবয়িষ্যামি মৃতং জাতমিতি প্রভো ! ॥১৭॥
সোঽয়ং জাতো মৃতস্তাত ! পশ্যৈনং পুরুষর্ষভ ! ।
উত্তরাঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ দ্রৌপদীং মাঞ্চ মাধব ! ॥১৮॥
ধর্ম্মপুত্রঞ্চ ভীমঞ্চ ফাল্গুনং নকুলং তথা ।
সহদেবঞ্চ দুর্দ্ধর্ষ ! সর্ব্বান্ নস্ত্রাতুমর্হসি ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
অস্মিন্ প্রাণাঃ সমায়ত্তাঃ পাণ্ডবানাং মমৈব চ ।
পাণ্ডোশ্চ পিণ্ডো দাশার্হ ! তথৈব শ্বশুরস্য মে ॥২০॥
অভিমন্যোশ্চ ভদ্রং তে প্রিয়স্য সদৃশস্য চ ।
প্রিয়মুৎপাদয়াদ্য ত্বং প্রেতস্যাপি জনার্দ্দন ! ॥২১॥
উত্তরা হি পুরোক্তং বৈ কথয়ত্যরিসূদন ! ।
অভিমন্যোর্ব্বচঃ কৃষ্ণ ! প্রিয়ত্বাত্তন্ন সংশয়ঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি। ঐষীকে অশ্বত্থাম্না ঈষিকাস্ত্রে নিক্ষিপ্তে ॥১৭॥

স ইতি। মৃতাবস্থায়ামেব জাত ইত্যর্থঃ। নঃ অস্মান্। এতজ্জীবনাভাবে বয়ং মরিষ্যাম ইত্যাশয়ঃ ॥১৮—১৯॥

অস্মিন্নিতি। সমায়ত্তাঃ সম্যক্ অধীনাঃ। হে দাশার্হ! তদ্বংশীয়! শ্বশুরস্য বিচিত্র-বীর্য্যস্য ॥২০॥

অভীতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। প্রেতস্যাপি পরলোকং গতস্যাপি ॥২১॥

উত্তরেতি। বচস্তৎপ্রযুক্তং বাক্যম্ ॥২২॥

প্রভু যদুনন্দন! তুমি সেই ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপের সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, 'এই গর্ভস্থ বালক মৃত অবস্থায় জন্মিলে আমি ইহাকে সঞ্জীবিত করিব' ॥১৭॥

বৎস পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সেই বালক মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে, তুমি ইহাকে দেখ। দুর্দ্ধর্ষ মাধব! উত্তরা, সুভদ্রা, আমি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব আমাদের সকলকেই তুমি রক্ষা কর ॥১৮—১৯॥

কৃষ্ণ! আমার ও পাণ্ডবগণের প্রাণ এই বালকের অধীন এবং আমার শ্বশুর ও পাণ্ডুর পিণ্ডও ইহার অধীন ॥২০॥

জনার্দ্দন! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার প্রিয় ও সদৃশাকৃতি মৃত অভি-মন্যুরও তুমি আজ প্রিয়কার্য্য কর ॥২১॥

অব্রবীৎ কিল দাশার্হ ! বৈরাটীমার্জ্জুনিস্তদা ।
মাতুলস্য কুলং ভদ্রে ! তব পুত্রো গমিষ্যতি ॥২৩॥
গত্বা বৃষ্ণ্যন্ধককুলং ধনুর্ব্বেদং গ্রহীষ্যতি ।
অস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি নীতিশাস্ত্রঞ্চ কেবলম্ ॥২৪॥
ইত্যেতৎ প্রণয়াত্তাত ! সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
কথয়ামাস দুর্দ্ধর্ষস্তথা চৈতন্ন সংশয়ঃ ॥২৫॥
তাস্ত্বাং বয়ং প্রণম্যেহ যাচামো মধুসূদন ! ।
কুলস্যাস্য হিতার্থঞ্চ কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কিং পুরোক্তমিত্যাহ অব্রবীদিতি । বৈরাটীং বিরাটপুত্রীমুত্তরাম্, আর্জ্জুনিরর্জ্জুনপুত্রো ঽভিমন্যুঃ । মাতুলস্য কৃষ্ণস্য, কুলং ভবনম্ ॥২৩॥

গত্বেতি । গ্রহীষ্যতি শিক্ষিষ্যতে । কেবলং মুখ্যম্ ॥২৪॥

ইতীতি । সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ । এতৎ সত্যং ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥২৫॥

তানিতি । তান্ অভিমন্যূক্তান্ বিষয়ান্ । কল্যাণম্ অস্য শিশোর্জীবনদানরূপং মঙ্গলম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিন্নিতি ॥১—৪॥ ক্ষত্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৫—২২॥ মাতুলস্য অভিমন্যুমাতুলস্য কৃষ্ণস্য, তত্তুল্যপরাক্রমস্তদধীনশ্চেত্যর্থঃ ॥২৩—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক
পর্ব্বণি অশ্বমেধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

শত্রুদমন কৃষ্ণ ! উত্তরা পূর্ব্বোক্ত অভিমন্যুর বাক্য বলেন ; সুতরাং তোমার প্রিয়ত্বনিবন্ধন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

কৃষ্ণ ! তখন অভিমন্যু উত্তরাকে বলিয়াছিল—'ভদ্রে ! তোমার পুত্র আমার মাতুলভবনে গমন করিবে ॥২৩॥

এবং সে বৃষ্ণিগৃহে ও অন্ধকগৃহে গমন করিয়া ধনুর্ব্বেদ, বিচিত্র অস্ত্র এবং প্রধান নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিবে' ॥২৪॥

বৎস ! দুর্দ্ধর্ষ ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্যু প্রণয়বশতঃ এই কথা বলিয়াছিল । তাহা অবশ্যই সত্য হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২৫॥

অতএব মধুসূদন ! আমরা এখন প্রণত হইয়া তোমার নিকট সেই সকল বিষয় প্রার্থনা করিতেছি । তুমি এই বংশের হিতের জন্য, ইহার জীবনদানরূপ উত্তম কল্যাণ সাধন কর ॥২৬॥

এবমুক্ত্বা তু বাষ্ণেয়ং পৃথা পৃথুললোচনা।
উচ্ছ্রিত্য বাহূ দুঃখার্ত্তা তাশ্চান্যাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥২৭॥
অশ্রুবংশ্চ মহারাজ! সর্বাঃ সাস্রাবিলেক্ষণাঃ।
স্বস্রীয়ো বাসুদেবস্য মৃতো জাত ইতি প্রভো! ॥২৮॥
এবমুক্তে ততঃ কুন্তীং পর্য্যগৃহ্লাজ্জনার্দ্দনঃ।
ভূমৌ নিপতিতাং চৈনাং সান্ত্বয়ামাস ভারত! ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে পরীক্ষিতজন্মকথনে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পৃথা কুন্তী। উচ্ছ্রিত্য উত্তোল্য, তা উপস্থিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২৭॥

অশ্রুবন্নিতি। সাস্রাণি অশ্রুযুক্তানি আবিলানি কলুষাণি চ ঈক্ষণানি চক্ষূংষি যাসাং তাঃ স্বস্রীয়ঃ স্বসুঃ সুভদ্রায়াঃ পৌত্রঃ ॥২৮॥

এবমিতি। উক্তে তাভিঃ স্ত্রীভিঃ, পর্য্যগৃহ্লাদধারয়ৎ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

বিশালনয়না কুন্তী কৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং অন্যান্য কৌরবমহিলারাও ভূতলে পড়িয়া গেলেন ॥২৭॥

মহারাজ! তত্রত্য সকল মহিলাই অশ্রুকলুষিতনয়নে কৃষ্ণকে বলিলেন—'প্রভু! আপনার ভগিনীর পৌত্র মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে' ॥২৮॥

ভরতনন্দন! তাহারা এইরূপ বলিলে তদনন্তর কৃষ্ণ ভূতলপতিতা কুন্তীকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥২৯॥

—:*:—

* '...ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্থিতায়াং পৃথায়ান্তু সুভদ্রা ভ্রাতরং তদা।
দৃষ্ট্বা চুক্রোশ দুঃখার্ত্তা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥১॥
পুণ্ডরীকাক্ষ! পশ্য ত্বং পৌত্রং পার্থস্য ধীমতঃ
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পরিক্ষীণং গতায়ুষম্ ॥২॥
ঈষীকা দ্রোণপুত্রেণ ভীমসেনার্থমুদ্যতা।
সোত্তরায়াং নিপতিতা বিজয়ে ময়ি চৈব হ ॥৩॥
সেয়ং বিদীর্ণে হৃদয়ে ময়ি তিষ্ঠতি কেশব!।
যন্ন পশ্যামি দুর্দ্ধর্ষ! সহপুত্রন্তু তং প্রভো! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উত্থিতায়ামিতি। ভ্রাতরং কৃষ্ণম্। চুক্রোশ আর্ত্তস্বরেণাজুহাব ॥১॥

পুণ্ডরীকেতি। পার্থস্য অর্জ্জুনস্য। পরিক্ষীণেষু যুদ্ধেন ক্ষয়ং প্রাপ্তেষু, পরিক্ষীণং নষ্টচৈতন্যম্ ॥২॥

ঈষীকেতি। সা ঈষীকা, বিজয়ে অর্জ্জুনে। পৌত্রস্য হননাৎ মাতুঃ, পিতামহস্য, পিতামহ্যাশ্চ হননমিতি ভাবঃ ॥৩॥

সেতি। সা ঈষিকা। পুত্রেণ অভিমন্যুনা সহেতি সহপুত্রম্, তং পৌত্রম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী গাত্রোত্থান করিলে, তখন দুঃখার্ত্তা সুভদ্রা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন এবং এই সকল কথা বলিলেন—॥১॥

'পুণ্ডরীকাক্ষ! দেখ, যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ধীমান্ অর্জ্জুনের পৌত্র মৃত অবস্থায় প্রসূত হইয়াছে ॥২॥

অশ্বত্থামা ভীমের উপরে নিক্ষেপ করিবার জন্য যে ঈষীকাস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলেন তাহা উত্তরা, অর্জ্জুন ও আমার উপরে নিপতিত হইয়াছে ॥৩॥

কেশব! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেই ঈষীকাস্ত্র আমার উপরেই রহিয়াছে। প্রভু দুর্দ্ধর্ষ! যেহেতু আমি পুত্রের সহিত সেই পৌত্রকে দেখিতেছি না ॥৪॥

কিং নু বক্ষ্যতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ চাপি মাদ্রবত্যাঃ সুতৌ চ তৌ ॥৫॥
শ্রুত্বাভিমন্যোস্তনয়ং জাতঞ্চ মৃতমেব চ।
মুষিতা ইব বার্ষ্ণেয়! দ্রোণপুত্রেণ পাণ্ডবাঃ ॥৬॥
অভিমন্যুঃ প্রিয়ঃ কৃষ্ণ! ভ্রাতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ।
তে শ্রুত্বা কিন্নু বক্ষ্যন্তি দ্রোণপুত্রাস্ত্রনির্জ্জিতাঃ ॥৭॥
ভবিতাতঃ পরং দুঃখং কিং তদন্যজ্জনার্দ্দন!।
অভিমন্যোঃ সুতাৎ কৃষ্ণ! মৃতাজ্জাতাদরিন্দম! ॥৮॥
সাহং প্রসাদয়ে কৃষ্ণ! ত্বামদ্য শিরসা নতা।
পৃথেয়ং দ্রৌপদী চৈব তাঃ পশ্য পুরুষোত্তম! ॥৯॥
যদা দ্রোণসুতো গর্ভান্ পাণ্ডূনাং হন্তি মাধব!।
তদা কিল ত্বয়া দ্রৌণিঃ ক্রুদ্ধেনোক্তোঽরিমর্দ্দন! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। ইমে শোকাকুলা এব ভবিষ্যন্তীত্যাশয়ঃ ॥৫॥
শ্রুত্বেতি। মুষিতা অপহৃতধনাঃ, বংশধ্বংসনাদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
অভীতি। যেষাং জীবনেঽপি বংশধ্বংসাৎ নির্জিতা এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৭॥
ভবিতেতি। মৃতাজ্জাতাৎ তজ্জনিতদুঃখাৎ ॥৮॥
সেতি। তা অস্মান্ ॥৯॥

এই অবস্থায় ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কি বলিবেন? ॥৫॥

বৃষ্ণিনন্দন! অভিমন্যুর পুত্র জন্মিয়াছে, আবার মরিয়াও গিয়াছে, ইহা শুনিয়া পাণ্ডবেরা যেন দ্রোণপুত্রকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যাইবেন ॥৬॥

কৃষ্ণ! অভিমন্যু পাণ্ডবভ্রাতৃগণের প্রিয়ই ছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহারা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি বলিবেন; নিজেরা দ্রোণপুত্রকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিবেন ॥৭॥

শত্রুদমন কৃষ্ণ! অভিমন্যুর পুত্র মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে—এই দুঃখ অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ॥৮॥

কৃষ্ণ! আমি আজ মস্তক অবনত করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি এবং এই কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদীদেবীও তাহাই করিতেছেন। পুরুষোত্তম! তুমি আমাদিগকে দর্শন কর ॥৯॥

অকামং ত্বাং করিষ্যামি ব্রহ্মবন্ধো ! নরাধম ! ।
অহং সংজীবয়িষ্যামি কিরীটিতনয়াত্মজম্ ॥১১॥
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা জানানাহং বলং তব ।
প্রসাদয়ে ত্বাং দুর্দ্ধর্ষ ! জীবতামভিমন্যুজঃ ॥১২॥
যদ্যেতত্ত্বং প্রতিশ্রুত্য ন করোষি বচঃ শুভম্ ।
সফলং বৃষ্ণিশার্দ্দূল ! মৃতাং মামবধারয় ॥১৩॥
অভিমন্যোঃ সুতো বীর ! ন সংজীবতি যদ্যয়ম্ ।
জীবতি ত্বয়ি দুর্দ্ধর্ষ ! কিং করিষ্যাম্যহং ত্বয়া ॥১৪॥
সঞ্জীবয়ৈনং দুর্দ্ধর্ষ ! মৃতং ত্বমভিমন্যুজম্ ।
সদৃশাক্ষসুতং বীর ! শস্যং বর্ষন্নিবাম্বুদঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। গর্ভান্ সম্ভাব্যমানান্ অন্যানপি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥১০॥

অকামমিতি। অকামং নিষ্ফলমনোরথম্, হে ব্রহ্মবন্ধো ! হিংস্রত্বান্নিকৃষ্টব্রাহ্মণ ! কিরীটীঃ অর্জ্জুনঃ, তস্য তনয়োঽভিমন্যুঃ তস্য আত্মজম্ ॥১১॥

ইতীতি। জানানা বুধ্যমানা, বলং দৈবীং শক্তিম্ ॥১২॥

যদীতি। অস্য শিশোর্জীবনাভাবে মন্মরণং ধ্রুবমেবেতি ভাবঃ ॥১৩॥

অভীতি। ত্বয়া নাথভূতেন ॥১৪॥

সঞ্জীবয়েতি। সদৃশে ত্বদক্ষিতুল্যে অক্ষিণী যস্য সঃ অভিমন্যুস্তস্য সুতম্, বর্ষন্ অম্বুদো মেঘঃ শস্যমিব ॥১৫॥

মাধব ! অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডবস্ত্রীগণের গর্ভ নষ্ট করেন, শত্রুদমন ! তখন তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামাকে বলিয়াছিলে—॥১০॥

'নিকৃষ্টব্রাহ্মণ ! নরাধম ! আমি তোমার ইচ্ছা ব্যর্থ করিব। আমি অর্জ্জুনের পৌত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া দিব' ॥১১॥

দুর্দ্ধর্ষ ! আমি তোমার শক্তি জানি ; সুতরাং তোমার সেই বাক্য শুনিয়া আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। অভিমন্যুর পুত্র জীবিত হউক ॥১২॥

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ ! তুমি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই শুভবাক্য যদি সফল না কর তাহা হইলে আমাকে মৃত বলিয়াই নিশ্চয় কর ॥১৩॥

বীর দুর্দ্ধর্ষ ! তুমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যুর এই পুত্রটী যদি জীবিত না হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দিয়া কি করিব ! ।১৪॥

দুর্দ্ধর্ষ বীর ! মেঘ যেমন বর্ষা করিতে থাকিয়া মৃতপ্রায় শস্যকে সঞ্জীবিত করে, তুমিও সেইরূপ তোমার তুল্যনয়ন অভিমন্যুর এই পুত্রটীকে সঞ্জীবিত কর ॥১৫॥

ত্বং হি কেশব! ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ।
স তাং বাচমৃতাং কর্ত্তুমর্হসি ত্বমরিন্দম! ॥১৬॥
ইচ্ছন্নপি হি লোকাংস্ত্রীন্ জীবয়েথা মৃতানিমান্।
কিং পুনর্দয়িতং জাতং স্বস্রীয়স্যাত্মজং মৃতম্ ॥১৭॥
প্রভাবজ্ঞাস্মি তে কৃষ্ণ! তস্মাত্ত্বাং যাচয়াম্যহম্।
কুরুষ্ব পাণ্ডুপুত্রাণামিমং পরমনুগ্রহম্ ॥১৮॥
স্বসেতি বা মহাবাহো! হতপুত্রেতি বা পুনঃ।
প্রপন্না মামিয়ং চেতি দয়াং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে সুভদ্রাবাক্যে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। স ত্বম্, তাং পূর্ব্বোক্তাং বাচম্, ঋতাং সত্যং কর্ত্তুম্ ॥১৬॥

ইচ্ছন্নিতি। দয়িতং প্রিয়ম্, স্বস্রীয়স্য ভাগিনেয়স্যাভিমন্যোঃ ॥১৭॥

প্রভাবেতি। প্রভাবং মহিমানং জানাতীতি সা। পাণ্ডুপুত্রাণাং সম্বন্ধে ॥১৮॥

স্বসেতি। স্বসা ভগিনীতি শোণিতসম্বন্ধাৎ, হতপুত্রেতি দয়াবশাৎ। প্রপন্না শরণত্বেন প্রাপ্তা ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

কেশব! তুমি ধর্ম্মাত্মা, সত্যবান্ ও সত্যবিক্রম; সুতরাং শত্রুদমন! সেই তুমি তোমারই সেই বাক্যকে সত্য কর ॥১৬॥

কৃষ্ণ! তুমি ইচ্ছা করিয়াই মৃত এই ত্রিভুবনকেও সঞ্জীবিত করিতে পার, তাহাতে ভাগিনেয়ের এই প্রিয় মৃত পুত্রটীর কথা আর কি বলিব ॥১৭॥

কৃষ্ণ! আমি তোমার প্রভাব জানি; সেই জন্যই তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবগণের উপরে এই পরম অনুগ্রহ কর ॥১৮॥

মহাবাহু! আমি তোমার ভগিনী কিংবা আমি হতপুত্রা, অথবা এ আমার শরণাপন্ন হইয়াছে—'এই সকল ভাবিয়া তুমি আমার উপরে দয়া করিতে পার' ॥১৯॥

---

(১৬) সতীং বাচমৃতাং কর্ত্তুম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

* '...সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু রাজেন্দ্র ! কেশিহা দুঃখমূর্চ্ছিতঃ।
তথেতি ব্যাজহারোচ্চৈহ্লাদয়ন্নিব তং জনম্ ॥১॥
বাক্যেনৈতেন হি তদা তং জনং পুরুষর্ষভঃ।
হ্লাদয়ামাস স বিভুর্ঘর্ম্মার্ত্তং সলিলৈরিব ॥২॥
ততঃ স প্রাবিশত্তূর্ণং জন্মবেশ্ম পিতুস্তব।
অর্চ্চিতং পুরুষব্যাঘ্র ! সিতৈর্মাল্যৈর্যথাবিধি ॥৩॥
অপাং কুম্ভৈঃ সুপূর্ণৈশ্চ বিন্যস্তৈঃ সর্ব্বতো দিশম্।
ঘৃতেন তিন্দুকালাতৈঃ সর্ষপৈশ্চ মহাভুজ ! ॥৪॥
অস্ত্রৈশ্চ বিমলৈর্ন্যস্তৈঃ পাবকৈশ্চ সমন্ততঃ।
বৃদ্ধাভিশ্চাপি রামাভিঃ পরিচারার্থমাবৃতম্।
দক্ষৈশ্চ পরিতো ধীর ! ভিষগ্‌ভিঃ কুশলৈস্তথা ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। কেশিহা কেশিদানবহন্তা কৃষ্ণঃ, দুঃখেন মূর্চ্ছিতো নিঃসংজ্ঞপ্রায়ঃ। তথা 'শিশুমিমং সঞ্জীবয়িষ্যামি' ইতি তং তত্রত্যং জনম্ হ্লাদয়ন্ আনন্দয়ন্নিব, উচ্চৈর্ব্যাজহার উবাচ ॥১॥

বাক্যেনেতি। বিভুঃ কৃষ্ণঃ, সলিলৈর্জলবিন্দুভিঃ ॥২॥

তত ইতি। জন্মবেশ্ম সূতিকাগৃহম্। সিতৈঃ শুভ্রৈঃ অপাং জলস্য, সুপূর্ণৈঃ "করণে পূর্ত্ত্যর্থস্য চ" ইতি করণে ষষ্ঠী। সর্ব্বতো দিশং ব্যাপ্য, বিন্যস্তৈঃ স্থাপিতৈঃ। তিন্দুকালাতৈঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ! সুভদ্রা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ দুঃখে আকুল হইয়া তত্রত্য লোকদিগকে আনন্দিত করতই যেন উচ্চস্বরে বলিলেন—'তাহাই হইবে' ॥১॥

মেঘ জলবিন্দুদ্বারা গ্রীষ্মপীড়িত লোককে যেমন আনন্দিত করে, সেইরূপ তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী কৃষ্ণ সেই বাক্যদ্বারা তত্রত্য লোকদিগকে আনন্দিত করিলেন ॥২॥

---

(৩) অর্পিতং পুরুষব্যাঘ্র !—পি বঙ্গ।

দদর্শ চ স তেজস্বী রক্ষোঘ্নান্যপি সর্ব্বশঃ ।
দ্রব্যাণি স্থাপিতানি স্ম বিধিবৎ কুশলৈর্জনৈঃ ॥৬॥
তথাযুক্তঞ্চ তদ্দৃষ্ট্বা জন্মবেশ্ম পিতুস্তব ।
হৃষ্টোঽভবদ্ধৃষীকেশঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥৭॥
তথা ব্রুবতি বার্ষ্ণেয়ে প্রহৃষ্টবদনে তদা ।
দ্রৌপদী ত্বরিতা গত্বা বৈরাটীং বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

দগ্ধতিন্দুকাখ্যবৃক্ষশাখাভিঃ, সর্ষপৈঃ সর্ষপশাখাভিঃ। পাবকৈরগ্নিভিঃ। রামাভিঃ স্ত্রীভিঃ, পরিচারার্থং প্রসূতেঃ শিশোশ্চ শুশ্রূষার্থম্। দক্ষৈঃ চিকিৎসানিপুণৈঃ, পরিতঃ সমন্তাদাবৃতমিত্যনুবৃত্তিঃ, ভিষগ্‌ভিশ্চিকিৎসকৈঃ, কুশলৈঃ রোগনিরূপণনিপুণৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩—৫॥

দদর্শেতি। রক্ষোঘ্নানি রাক্ষসনিবারকাণি, দ্রব্যাণি দূর্ব্বাদীনি ॥৬॥

তথেতি। তথাযুক্তং তাদৃশদ্রব্যসমন্বিতম্ ॥৭॥

তথেতি। বার্ষ্ণেয়ে কৃষ্ণে। বৈরাটীমুত্তরাম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমুক্ত ইতি ॥১—৩॥ ঘৃতেন সিক্তৈরিতি শেষঃ ॥৪—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৬॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কৃষ্ণ আপনার পিতার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সেই সূতিকাগৃহ শুভ্র পুষ্পমাল্যদ্বারা যথাবিধানে শোভিত ছিল। সেই গৃহের সকল দিকে জলপূর্ণকুম্ভ, ঘৃতপাত্র, তিন্দুক (গাব) বৃক্ষের দগ্ধ শাখা ও সর্ষপশাখা স্থাপিত ছিল এবং সকল দিকে নির্ম্মল অস্ত্র ও অগ্নি বিন্যস্ত ছিল ; আর বৃদ্ধ মহিলারা, শিশু ও প্রসূতির পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত সেই সূতিকাগৃহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন ; আর মহাবাহু বীর ! চিকিৎসাদক্ষ ও রোগনির্ণয়নিপুণ চিকিৎসকেরা সেই সূতিকাগৃহ পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥৩—৫॥

ক্রমে তেজস্বী কৃষ্ণ দর্শন করিলেন—নিপুণ লোকেরা যথাবিধানে সেই সূতিকাগৃহের সকল দিকে রাক্ষসনিবারক দ্রব্যসকল স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে ॥৬॥

রাজা ! কৃষ্ণ আপনার পিতার সূতিকাগৃহকে সেইরূপ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং 'সাধু সাধু' এইরূপ বলিলেন ॥৭॥

অয়মায়াতি তে ভদ্রে ! শ্বশুরো মধুসূদনঃ ।
পুরাণর্ষিরচিন্ত্যাত্মা সমীপমপরাজিতঃ ॥৯॥
সাপি বাষ্পকলাং বাচং নিগৃহ্যাশ্রূণি চৈব হ ।
সুসংবীতাভবদ্দেবী দেববৎ কৃষ্ণমীয়ুষী ॥১০॥
সা তথা দূয়মানেন হৃদয়েন তপস্বিনী ।
দৃষ্ট্বা গোবিন্দমায়ান্তং কৃপণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥১১॥
পুণ্ডরীকাক্ষ ! পশ্যাবাং বালেন হি বিনাকৃতৌ ।
অভিমন্যুঞ্চ মাঞ্চৈব হতৌ তুল্যং জনার্দ্দন ! ॥১২॥
বাষ্ণেৰ্য় ! মধুহন্ ! বীর ! শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ।
দ্রোণপুত্রাস্ত্রনির্দ্দগ্ধং জীবয়ৈনং মমাত্মজম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । পুরাণর্ষির্নারায়ণো নাম ঋষিঃ ॥৯॥

সেতি । বাষ্পকলাম্ বাষ্পগদ্গদাম্, বাচমার্ত্তনাদঞ্চ, নিগৃহ্য নিবার্য্য । সুসংবীতা বস্ত্রেণাবৃতশরীরা, দেবী উত্তরা, ঈয়ুষী প্রাপ্তবতী ॥১০॥

সেতি । দূয়মানেন সন্তপ্তেন, তপস্বিনী শোচনীয়া উত্তরা । কৃপণং করুণম্ ॥১১॥

পুণ্ডরীকেতি । বিনাকৃতৌ বিহীনৌ । হতৌ দৈবেন ॥১২॥

বাষ্ণের্য়েতি । মধুং তদাখ্যমসুরং হন্তীতি মধুহা তৎসম্বোধনম্ ॥১৩॥

কৃষ্ণ প্রফুল্লবদন হইয়া তখন সেইরূপ বলিলে, দ্রৌপদী সত্বর যাইয়া উত্তরাকে এই কথা বলিলেন—॥৮॥

'ভদ্রে ! তোমার মাতুল-শ্বশুর প্রাচীন নারায়ণঋষি, অচিন্তনীয়প্রভাব ও অপরাজিত মধুসূদন এই তোমার নিকট আসিতেছেন' ॥৯॥

তখন উত্তরাদেবীও দেবতার ন্যায় কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া বাষ্পরুদ্ধ আর্ত্তনাদ ও অশ্রুজল নিবারণ করিয়া, শরীরটীকে বস্ত্রাবৃত করিলেন ॥১০॥

এবং শোচনীয়া উত্তরা কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

'পুণ্ডরীকাক্ষ ! দেখুন—অভিমন্যু ও আমি—আমরা দুইজনই পুত্রবিহীন হইয়াছি । জনার্দ্দন ! বিধাতা আমাদের দুইজনকেই সমানভাবে নিহত করিয়াছেন ॥১২॥

মধুনাশন বীর বৃষ্ণিনন্দন ! আমি মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন

---

(১) ভর্ত্তুর্মাতুলো মধুসূদনঃ—নি ।

যদি স্ম ধর্ম্মরাজ্ঞা বা ভীমসেনেন বা পুনঃ।
ত্বয়া বা পুণ্ডরীকাক্ষ! বাক্যমুক্তমিদং ভবেৎ ॥১৪॥
অজানতীমৈষীকেয়ং জনিত্রীং হন্ত্বিতি প্রভো!।
অহমেব বিনষ্টা স্যাং নায়মেবংগতো ভবেৎ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
গর্ভস্থস্যাস্য বালস্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিপাতনম্।
কৃত্বা নৃশংসং দুর্ব্বুদ্ধির্দ্রৌণিঃ কিং ফলমশ্নুতে ॥১৬॥
সা ত্বাং প্রসাদ্য শিরসা যাচে শত্রুনিবর্হণ!।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি গোবিন্দ! নায়ং সঞ্জীবতে যদি ॥১৭॥
অস্মিন্ হি বহবঃ সাধো! যে মমাসন্মনোরথাঃ।
তে দ্রোণপুত্রেণ হতাঃ কিং নু জীবামি কেশব! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। ধর্ম্মরাজ্ঞা ধর্ম্মরাজেন। অজানতীং ব্রহ্মাস্ত্রমবুধ্যমানাম্, জনিত্রীং জনয়িত্রীম্। অয়ং বালঃ, এবংগতো মৃতো ন ভবেৎ ॥১৪—১৫॥

গর্ভেতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, অশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে ॥১৬॥

সেতি। অয়ং বালঃ, সঞ্জীবতে সঞ্জীবতি ॥১৭॥

অস্মিন্নিতি। অস্মিন্ বালে, মনোরথা অভিলাষাঃ ॥১৮॥

করিতেছি। আপনি অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ আমার এই পুত্রটীকে সঞ্জীবিত করুন ॥১৩॥

পুণ্ডরীকাক্ষ! ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি যদি এইরূপ বাক্য বলিতেন যে, 'এই ঐষীকা অজ্ঞাতভাবে জননীকে বধ করুক।' প্রভু! তাহা হইলে আমিই বিনষ্ট হইতাম ; কিন্তু এই বালক বিনষ্ট হইত না ॥১৪—১৫॥

হায়! দুর্ব্বুদ্ধি অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থিত এই বালকের নৃশংস হত্যা করিয়া কি ফল পাইয়াছে? ॥১৬॥

শত্রুনাশক! গোবিন্দ! আমি মস্তকদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করি যে, এই বালক যদি না বাঁচে, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব ॥১৭॥

কারণ, সাধু কেশব! এই বালকের উপরে আমার যে বহুতর অভিলাষ ছিল, সে সমস্তই অশ্বত্থামা নষ্ট করিয়া দিয়াছে ; সুতরাং আমি আর বাঁচিয়া থাকিব কেন ॥১৮॥

(১৫) নৈতমেবং গতো ভবেৎ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।
(১৭) যাচে শত্রুনিবর্হণম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

আসীন্মম মতিঃ কৃষ্ণ ! পুত্রোৎসঙ্গা জনার্দ্দন ! ।
অভিবাদয়িষ্যে হৃষ্টেতি তদিদং বিতথীকৃতম্ ॥১৯॥
চপলাক্ষস্য দায়াদে মৃতেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ ! ।
বিফলা মে কৃতাঃ কৃষ্ণ ! হৃদি সর্ব্বে মনোরথাঃ ॥২০॥
চপলাক্ষঃ কিলাতীব প্রিয়স্তে মধুসূদন ! ।
সুতং পশ্য ত্বমস্যৈনং ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিপাতিতম্ ॥২১॥
কৃতঘ্নোঽয়ং নৃশংসোঽয়ং যথাস্য জনকস্তথা ।
যঃ পাণ্ডবীং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা গতোঽদ্য যমসাদনম্ ॥২২॥
ময়া চৈতৎ প্রতিজ্ঞাতং রণমূর্দ্ধনি কেশব ! ।
অভিমন্যৌ হতে বীর ! ত্বামেষ্যাম্যচিরাদিতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

আসীদিতি। মতিরভিলাষঃ, পুত্রঃ উৎসঙ্গে ক্রোড়ে যস্যাঃ সা। বিতথীকৃতং দৈবেন মিথ্যাকৃতম্ ॥১৯॥

চপলেতি। চপলাক্ষস্য চপলনয়নস্যাভিমন্যোঃ, দায়াদে পুত্রে ॥২০॥

চপলেতি। চপলাক্ষোঽভিমন্যুঃ। অস্য চপলাক্ষস্য ॥২১॥

কৃতঘ্ন ইতি। অস্য অশ্বত্থাম্নঃ, জনকো দ্রোণো যথা, তথা অয়মশ্বত্থামাপি কৃতঘ্নঃ পাণ্ডবকৃতোপকারাস্মরণাৎ, অয়মশ্বত্থামা নৃশংসঃ ক্রূরশ্চ বহুভিরেকস্যৈব নিরপরাধবালকস্য হননাৎ। যো জনকো দ্রোণঃ, পাণ্ডবীং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা, অদ্য যমসাদনং গতঃ। পাণ্ডবাশ্রয়েণ তস্য মহাশ্রীভোগসম্ভব ইত্যাশয়ঃ ॥২২॥

ময়েতি। ত্বামভিমন্যুম্, এষ্যামি প্রাণান্ পরিহায় প্রাপ্স্যামি ॥২৩॥

কৃষ্ণ জনার্দ্দন! আমার এই অভিলাষ ছিল যে, আমি পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দিত হইয়া আপনাকে অভিবাদন করিব ; কিন্তু দুর্দ্দৈব আমার সেই অভিলাষকে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে ॥১৯॥

কৃষ্ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! চঞ্চলনয়ন অভিমন্যুর এই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় দুর্দ্দৈব আমার মনের সেই সকল অভিলাষ নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে ॥২০॥

মধুসূদন ! চঞ্চলনয়ন অভিমন্যু আপনার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আপনি এখন তাঁহারই এই পুত্রকে ব্রহ্মাস্ত্রনিহত অবস্থায় দর্শন করুন ॥২১॥

যিনি পাণ্ডবের আশ্রয়নিবন্ধন উত্তম সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া আজ যমালয়ে গিয়াছেন, সেই দ্রোণের ন্যায় এই অশ্বত্থামাও কৃতঘ্ন এবং নৃশংস ॥২২॥

বীর কেশব ! আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, অভিমন্যু যুদ্ধে নিহত হইলে আমি অচিরকালমধ্যেই তাঁহার নিকট যাইব ॥২৩॥

তচ্চ নাকরবং কৃষ্ণ ! নৃশংসা জীবিতপ্রিয়া।
ইদানীং মাং গতাং তত্র কিংনু বক্ষ্যতি ফাল্গুনিঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উত্তরাবাক্যে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সৈবং বিলপ্য করুণং সোম্মাদেব তপস্বিনী।
উত্তরা ন্যপতদ্‌ভূমৌ কৃপণা পুত্রগৃদ্ধিনী ॥১॥
তান্তু দৃষ্ট্বা নিপতিতাং হতপুত্রপরিচ্ছদাম্।
চুক্রোশ কুন্তী দুঃখার্ত্তা সর্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তৎ প্রাণপরিহানম্। তত্র পরলোকে অভিমন্যুসন্নিধানে, ফাল্গুনিঃ ফাল্গুনস্যার্জ্জুনস্য পুত্রোঽভিমন্যুঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

সেতি। তপস্বিনী শোচ্যা। কৃপণা দীনা, পুত্রগৃদ্ধিনী পুত্রাভিলাষিণী ॥১॥

তামিতি। হতাঃ পুত্রঃ পরিচ্ছদা অলঙ্কারাদয়শ্চ যস্যাস্তাম্। চুক্রোশ মুক্তকণ্ঠং বিললাপ ॥২॥

কৃষ্ণ! আমি নৃশংসা ও জীবনপ্রিয়া কিনা, তাই তাহা করি নাই; কিন্তু এখন আমি অভিমন্যুর নিকটে গেলে, তিনি আমাকে কি বলিবেন' ॥২৪॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'শোচনীয়া, দীনা ও পুত্রাভিলাষিণী সেই উত্তরা এইরূপ করুণ বিলাপ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা হইলেন ॥১॥

* '...অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

মুহূর্ত্তমিব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবানাং নিবেশনম্ ।
অপ্রেক্ষণীয়মভবদার্ত্তস্বনবিনাদিতম্ ॥৩॥
সা মুহূর্ত্তঞ্চ রাজেন্দ্র ! পুত্রশোকাভিপীড়িতা ।
কশ্মলাভিহতা বীর ! বৈরাটী ত্বভবত্তদা ॥৪॥
প্রতিলভ্য তু সা সংজ্ঞামুত্তরা ভরতর্ষভ ! ।
অঙ্কমারোপ্য তং পুত্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫॥
ধর্ম্মজ্ঞস্য সুতঃ সংস্ত্বং ন ধর্ম্মমবুধ্যসে ।
যস্ত্বং বৃষ্ণিপ্রবীরস্য কুরুষে নাভিবাদনম্ ॥৬॥
পুত্র ! গত্বা মম বচো ব্রূয়াস্ত্বং পিতরং ত্বিদম্ ।
দুর্ম্মরং প্রাণিনাং বীর ! কালেঽপ্রাপ্তে কথঞ্চন ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মুহূর্ত্তমিতি। নিবেশনং ভবনম্। অপ্রেক্ষণীয়ং দর্শনাযোগ্যম্ ॥৩॥
সেতি। কশ্মলাভিহতা মোহাক্রান্তা, বৈরাটী উত্তরা ॥৪॥
প্রতীতি। সংজ্ঞাং চৈতন্যম্। অঙ্কং ক্রোড়ম্ ॥৫॥
ধর্ম্মজ্ঞস্যেতি। ধর্ম্মজ্ঞস্যাভিমন্যোঃ। বৃষ্ণিপ্রবীরস্য পিতুর্মাতুলস্য কৃষ্ণস্য ॥৬॥
পুত্রেতি। পিতরমভিমন্যুম্। দুর্ম্মরং দুষ্করমরণম্ ॥৭॥

হতপুত্রা ও পরিচ্ছদশূন্যা উত্তরাকে ভূতলে নিপতিতা দেখিয়া কুন্তী ও সমস্ত ভরতস্ত্রীগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন আর্ত্তনাদে নিনাদিত সেই পাণ্ডবভবন মুহূর্ত্তকাল যেন দৃষ্টির অযোগ্য হইয়া পড়িল ॥৩॥

বীর রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে পুত্রশোকপীড়িতা উত্তরা মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন ॥৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পরে উত্তরা চৈতন্যলাভ করিয়া সেই পুত্রটীকে কোলে লইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫॥

'বৎস ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞের পুত্র হইয়া ধর্ম্ম বুঝিতেছ না ? যে তুমি বৃষ্ণিবংশ-প্রবীর কৃষ্ণের অভিবাদন করিতেছ না ? ॥৬॥

পুত্র ! তুমি পরলোকে যাইয়া তোমার পিতা অভিমন্যুকে আমার এই বাক্য বলিবে—"বীর ! কাল উপস্থিত না হইলে প্রাণিগণের মৃত্যু সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্কর" ॥৭॥

---

(৬) ধর্ম্মজ্ঞস্য সুতঃ স ত্বমধর্ম্মং নাববুধ্যসে—বঙ্গ বর্দ্ধ।

যাহং ত্বয়া বিনাদ্যেহ পত্যা পুত্রেণ চৈব হ।
মর্ত্তব্যে সতি জীবামি হতস্বস্তিরকিঞ্চনা ॥৮॥
অথবা ধর্ম্মরাজ্ঞাহমনুজ্ঞাতা মহাভুজ!।
ভক্ষয়িষ্যে বিষং ঘোরং প্রবেক্ষ্যে বা হুতাশনম্ ॥৯॥
অথবা দুর্ম্মরং তাত! যদিদং মে সহস্রধা।
পতিপুত্রবিহীনায়া হৃদয়ং ন বিদীর্য্যতে ॥১০॥
উত্তিষ্ঠ পুত্র! পশ্যেমাং দুঃখিতাং প্রপিতামহীম্।
আর্ত্তামুপপ্লুতাং দীনাং নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥১১॥
আর্য্যাঞ্চ পশ্য পাঞ্চালীং সাত্বতীঞ্চ তপস্বিনীম্।
মাঞ্চ পশ্য সুদুঃখার্ত্তাং ব্যাধবিদ্ধাং মৃগীমিব ॥১২॥
উত্তিষ্ঠ পশ্য বদনং লোকনাথস্য ধীমতঃ।
পুণ্ডরীকপলাশাক্ষং পুরেব চপলেক্ষণম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

যেতি। হতং স্বস্তি মঙ্গলং যস্যাঃ সা, অকিঞ্চনা দীনা ॥৮॥

অথবেতি। ধর্ম্মরাজ্ঞা ধর্ম্মরাজেন যুধিষ্ঠিরেণ। "ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ" ইতি ন্যায়াৎ মহাভুজ ইতি সম্বোধনম্ ॥৯॥

অথবেতি। যদ্‌যস্মাৎ, ইদং হৃদয়মিতি সম্বন্ধঃ ॥১০॥

উত্তিষ্ঠেতি। প্রপিতামহীং কুন্তীম্। উপপ্লুতাং শোকেনাকুলাম্ ॥১১॥

আর্য্যামিতি। আর্য্যাং শ্বশ্রুত্বাম্মাননীয়াম্, সাত্বতীং সাত্বতবংশজাতাং সুভদ্রাম্, তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥১২॥

উত্তিষ্ঠেতি। লোকনাথস্য কৃষ্ণস্য। পুণ্ডরীকপলাশবৎ পদ্মপত্রবৎ অক্ষিণী যস্য তৎ ॥১৩॥

যে আমি, তুমি পুত্র এবং পতি অভিমন্যু—এই উভয়বিহীনা হওয়ায় মরা উচিত হইলেও মঙ্গলশূন্যা ও অকিঞ্চনা হইয়া জীবনধারণ করিতেছি ॥৮॥

অথবা মহাবাহু! আমি ধর্ম্মরাজের অনুমতি লইয়া ভয়ঙ্কর বিষভক্ষণ করিব কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব ॥৯॥

অথবা বৎস! আমার মরণ দুষ্কর। যেহেতু আমি পতিপুত্রবিহীনা হইয়াছি; তথাপি আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না ॥১০॥

পুত্র! উঠ, তোমার এই প্রপিতামহী কুন্তীদেবী দুঃখিতা, শোকার্ত্তা, আকুলা, দীনা ও শোকসাগরে নিমগ্না হইয়াছেন, দেখ ॥১১॥

আর্য্যা দ্রৌপদী, শোচনীয়া সুভদ্রা এবং ব্যাধবাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় অতিদুঃখার্ত্তা আমাকেও দর্শন কর ॥১২॥

এবং বিপ্রলপন্তীং তাং দৃষ্ট্বা নিপতিতাং পুনঃ।
উত্তরাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ পুনরুত্থাপয়ংস্ততঃ ॥১৪॥
উত্থায় চ পুনর্ধৈর্য্যাত্তদা মৎস্যপতেঃ সুতা।
প্রাঞ্জলিঃ পুণ্ডরীকাক্ষং ভূমাবেবাভ্যবাদয়ৎ ॥১৫॥
শ্রুত্বা স তস্যা বিপুলং বিলাপং পুরুষর্ষভঃ।
উপস্পৃশ্য ততঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাস্ত্রং প্রত্যসংহরৎ ॥১৬॥
প্রতিজজ্ঞে চ দাশার্হস্তস্য জীবিতমচ্যুতঃ।
অব্রবীচ্চ বিশুদ্ধাত্মা সর্বং বিশ্রাবয়ন্ জগৎ ॥১৭॥
ন ব্রবীম্যুত্তরে! মিথ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি।
এষ সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। নিপতিতাং ভূমৌ। উত্থাপয়ন্নিত্যড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥১৪॥

উত্থায়েতি। মৎস্যপতের্বিরাটস্য, সুতা উত্তরা ॥১৫॥

শ্রুত্বেতি। উপস্পৃশ্য আচম্য। "উপস্পর্শস্ত্বাচমনম্" ইত্যমরঃ। উপসর্গাৎ পূর্ব্বমড়াগম আর্ষঃ ॥১৬॥

প্রতীতি। দাশার্হঃ কৃষ্ণঃ, অচ্যুতঃ অধ্যবসায়াদভ্রষ্টঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নৈবমিতি ॥১—১২॥ পুরা যথা চপলেক্ষণমভিমন্যুমহং পশ্যামি তথা পুণ্ডরীকপলাশাক্ষং কৃষ্ণং পশ্যেতি সম্বন্ধঃ ॥১৩—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৭॥

বৎস! তুমি উঠ; পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নযুক্ত এবং পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চলনয়ন এই ধীমান্ জগদীশ্বর কৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন কর' ॥১৩॥

উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা সকলে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিলেন ॥১৪॥

বিরাটনন্দিনী উত্তরা তখন পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া ভূতলে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন ॥১৫॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ উত্তরার বিপুল বিলাপ শুনিয়া আচমন করিয়া তাহার পর সেই ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার করিলেন ॥১৬॥

দাশার্হবংশীয় কৃষ্ণ তখন সেই মৃত বালকের জীবনদানের প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং নির্ম্মলচিত্ত কৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে শুনাইতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৭॥

নোক্তপূর্ব্বং ময়া মিথ্যা স্বৈরেষ্বপি কদাচন।
ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবতাময়ম্ ॥১৯॥
যথা মে দয়িতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ।
অভিমন্যোঃ সুতো জাতো মৃতো জীবত্বয়ং তথা ॥২০॥
যথাহং নাভিজানামি বিজয়েন কদাচন।
বিরোধং তেন সত্যেন মৃতো জীবত্বয়ং শিশুঃ ॥২১॥
যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ ॥২২॥
যথা কংসশ্চ কেশী চ ধর্ম্মেণ নিহতৌ ময়া।
তেন সত্যেন বালোঽয়ং পুনঃ সঞ্জীবতামিহ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এনং মৃতবালকম্ ॥১৮॥
নেতি। স্বৈরেষ্বপি যথেষ্টালাপাস্বেপি। পরাবৃত্তঃ পলায়িতঃ ॥১৯॥
যথেতি। দয়িতঃ প্রিয়ঃ। মৃতো জাত ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥
যথেতি। বিজয়েন অর্জ্জুনেন সহ ॥২১॥
যথেতি। যথা তথেতি দ্বয়মপি হেত্বর্থে ॥২২॥
যথেতি। কেশী তদাখ্যঃ কশ্চিদসুরঃ ॥২৩॥

'উত্তরা! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, আমার এই বাক্য সত্য হইবে। এই আমি সকল প্রাণীর সমক্ষে এই মৃত বালককে সঞ্জীবিত করিতেছি ॥১৮॥

আমি পূর্ব্বে কখনও যথেষ্টালাপের সময়েও মিথ্যা বলি নাই এবং যুদ্ধ হইতে পলায়ন করি নাই। সেই ধর্ম্মের বলে এই বালক জীবিত হউক ॥১৯॥

যেহেতু ধর্ম্ম আমার প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রিয়; সেই হেতু অভিমন্যুর মৃতজাত পুত্র জীবিত হউক ॥২০॥

আমি যখন কখনও অর্জ্জুনের সহিত বিরোধের বিষয় জানি না, সেই সত্যের বলে এই মৃতশিশু জীবিত হউক ॥২১॥

যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই হেতু এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র জীবিত হউক ॥২২॥

আমি যেহেতু ধর্ম্মানুসারে কংস ও কেশীকে বধ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ম্মের বলে এই বালক পুনরায় জীবিত হউক' ॥২৩॥

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন স বালো ভরতর্ষভ !।
শনৈঃ শনৈর্মহারাজ ! প্রাস্পন্দত সচেতনঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে পরীক্ষিৎসঞ্জীবনে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ব্রহ্মাস্ত্রস্তু যদা রাজন্ ! কৃষ্ণেন প্রতিসংহৃতম্।
তদা তদ্বেশ্ম তে পিত্রা তেজসাভিবিদীপিতম্ ॥১॥
ততো রক্ষাংসি সর্ব্বাণি নেশুস্ত্যক্ত্বা গৃহন্তু তৎ।
অন্তরীক্ষে চ বাগাসীৎ সাধু কেশব ! সাধ্বিতি ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। সচেতনশ্চৈতন্যযুক্তঃ সন্ প্রাস্পন্দত কিঞ্চিদঙ্গসঞ্চালনমকরোৎ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ব্রহ্মেতি। তদ্বেশ্ম সূতিকাগৃহম্, তে পিত্রা পরীক্ষিতা ॥১॥
তত ইতি। নেশুঃ পলায়াঞ্চক্রিরে। বাগ্ দৈববাণী ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, সেই বালক চৈতন্যসম্পন্ন হইয়া ধীরে ধীরে অল্প অল্প অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিল ॥২৪॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'রাজা ! কৃষ্ণ যখন সেই ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার করিলেন, তখন আপনার পিতা নিজের তেজে সেই সূতিকাগৃহ সম্পূর্ণ আলোকময় করিলেন ॥১॥

তাহার পর সমস্ত প্রকার রাক্ষসেরা সেই সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং আকাশে এইরূপ দৈববাণী হইল যে, 'কৃষ্ণ ! সাধু সাধু' ॥২॥

---

* '...একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তদস্ত্রং জ্বলিতং চাপি পিতামহমগাত্তদা।
ততঃ প্রাণান্ পুনর্লেভে পিতা তব জনেশ্বর ! ॥৩॥
ব্যচেষ্টত চ বালোঽসৌ যথোৎসাহং যথাবলম্।
বভূবুর্ম্মুদিতা রাজন্! ততস্তা ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥৪॥
ব্রাহ্মণা বাচয়ামাসুর্গোবিন্দস্যৈব শাসনাৎ।
ততস্তা মুদিতাঃ সর্ব্বাঃ প্রশশংসুর্জ্জনার্দ্দনম্ ॥৫॥
স্ত্রিয়ো ভরতসিংহানাং নাবং লব্ধ্বেব পারগাঃ।
কুন্তী দ্রুপদপুত্রী চ সুভদ্রা চোত্তরা তথা।
স্ত্রিয়শ্চান্যা নৃসিংহানাং বভূবুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥৬॥
তত্র মল্লা নটাশ্চৈব গ্রন্থিকাঃ সৌখ্যশায়িকাঃ।
সূতমাগধসঙ্ঘাশ্চাপ্যস্তুবংস্তু জনার্দ্দনম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তদস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রম্, পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৩॥
ব্যচেষ্টতেতি। ব্যচেষ্টত অঙ্গসঞ্চালনমকরোৎ ॥৪॥
ব্রাহ্মণা ইতি। বাচয়ামাসুঃ স্বস্তিমঙ্গলাদিকম্, শাসনাদাদেশাৎ ॥৫॥
স্ত্রিয় ইতি। ভরতসিংহানাং ভরতবংশশ্রেষ্ঠানাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
তত্রেতি। গ্রন্থিকাদয়ঃ স্তুতিপাঠকবিশেষাঃ ॥৭॥

নরনাথ! প্রজ্বলিত সেই ব্রহ্মাস্ত্রও তখন ব্রহ্মার নিকট চলিয়া গেল। তাহার পর আপনার পিতা পুনরায় প্রাণলাভ করিলেন ॥৩॥

রাজা! ক্রমে সেই বালকটী উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন সেই ভরতবংশীয় স্ত্রীলোকেরা সকলেই আনন্দিত হইলেন ॥৪॥

ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণের আদেশক্রমে স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই স্ত্রীলোকেরা সকলে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥৫॥

কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা প্রভৃতি ভরতশ্রেষ্ঠগণের স্ত্রীগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান লোকের স্ত্রীগণ নৌকা পাইয়া পারগামী লোকদিগের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥৬॥

তখন মল্ল, নট, গ্রন্থিক, সৌখ্যশায়িক, সূত ও মাগধসমূহ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল ॥৭॥

কুরুবংশস্তবাখ্যাভিরাশীভির্ভরতর্ষভ ! ।
সভাজয়ত সংহৃষ্টো মহারাজ ! মহাজনঃ ॥৮॥
উত্থায় তু যথাকালমুত্তরা যদুনন্দনম্ ।
অভ্যবাদয়ত প্রীতা সহ পুত্রেণ ভারত ! ॥৯॥
ততস্তস্মৈ দদৌ প্রীতো বহুরত্নং বিশেষতঃ ।
তথৈব বৃষ্ণিশার্দ্দূলো নাম চাস্যাকরোৎ প্রভুঃ
পিতুস্তব মহারাজ ! সত্যসন্ধো জনার্দ্দনঃ ॥১০॥
পরিক্ষীণে কুলে যস্মাজ্জাতোঽয়মভিমন্যুজঃ ।
পরীক্ষিদিতি নামাস্য ভবত্বিত্যব্রবীত্তদা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কুর্ব্বিতি । কুরুবংশস্য স্তবাখ্যাভিঃ স্তুতিরূপাভিঃ । সভাজয়ত অভ্যনন্দৎ ॥৮॥
উত্থায়েতি । কালমনতিক্রম্যেতি যথাকালম্, পুত্রজীবনক্ষণ এবেত্যর্থঃ ॥৯॥
তত ইতি । বৃষ্ণিশার্দ্দূলঃ কৃষ্ণঃ । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
পরীতি । কুলে কুরুবংশে । পরীক্ষিদিতি যোগরূঢ়ঃ শব্দঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি ॥১—৪॥ বাচয়ামাসুঃ স্বস্তীতি শেষঃ ॥৫—৬॥ গ্রন্থিকাঃ দৈবজ্ঞাঃ, "গ্রন্থিকস্তু করীরে স্যাদ্দৈবজ্ঞে গুগ্‌গুলুদ্রুমে" ইতি বিশ্বলোচনঃ। সুখাবহং সৌখ্যং শয়নমিতি পৃচ্ছন্তি তে সৌখ্যশায়নিকাঃ। পৃচ্ছতৌ সুস্নাতাদিভ্য ইতি ঠক্ অনুশতিকাদিঃ ॥৭॥ কুরুবংশস্য স্তবমাচক্ষতে তাভিঃ কুরুবংশস্তবাখ্যাভিঃ ॥৮—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! ক্রমে প্রধান প্রধান লোকসকল কুরুবংশের স্তব ও আশীর্ব্বাদদ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥৮॥

উত্তরা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রটীকে কোলে লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন ॥৯॥

মহারাজ ! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে সেই বালকটীকে বিশেষ বিশেষ বহু রত্ন দান করিলেন এবং আপনার পিতার নামকরণ করিলেন ॥১০॥

যেহেতু কুরুবংশ পরিক্ষীণ হইয়া গেলে পর অভিমন্যুর এই পুত্রটী জন্মিয়াছে, সেই হেতু ইহার নাম হউক—'পরীক্ষিৎ' ॥১১॥

---

(৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধপাঠঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ নাস্তি।

(১০) তস্য কৃষ্ণো দদৌ হৃষ্টো।—তথৈব বৃষ্ণিশার্দ্দূলো—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

সোঽবর্দ্ধত যথাকালং পিতা তব জনাধিপ ! ।
মনঃপ্রহ্লাদনশ্চাসীৎ সর্ব্বলোকস্য ভারত ! ॥১২॥
মাসজাতস্তু তে বীর ! পিতা ভবতি ভারত ! ।
অথাজগ্মুঃ সুবহুলং রত্নমাদায় পাণ্ডবাঃ ॥১৩॥
তান্ সমীপগতান্ শ্রুত্বা নির্যযুর্বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ ।
অলঞ্চক্রুশ্চ মাল্যৌঘৈঃ পুরুষা নাগসাহ্বয়ম্ ॥১৪॥
পতাকাভির্বিচিত্রাভির্ধ্বজৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
বেশ্মানি সমলঞ্চক্রুঃ পৌরাশ্চাপি জনেশ্বর ! ॥১৫॥
দেবতায়তনানাঞ্চ পূজাঃ সুবিবিধাস্তথা ।
সন্দিদেশাথ বিদুরঃ পাণ্ডুপুত্রপ্রিয়েপ্সয়া ॥১৬॥
রাজমার্গাশ্চ তত্রাসন্ সুমনোভিরলঙ্কৃতাঃ ।
শুশুভে তৎপুরঞ্চাপি সমুদ্রৌঘনিভস্বনম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মনাংসি প্রহ্লাদয়তি আনন্দয়তীতি সঃ ॥১২॥

মাসেতি। ভবতি অভবৎ, মাসং জাত ইতি মাসজাত একমাসবয়স্ক ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

তানিতি। নাগসাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যনগরম্ ॥১৪॥

পতাকাভিরিতি। বেশ্মানি গৃহাণি ॥১৫॥

দেবতেতি। সন্দিদেশ আজ্ঞাপয়ামাস ॥১৬॥

রাজেতি। সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ। সমুদ্রস্য ওঘনিভঃ প্রবাহশব্দতুল্যঃ স্বনঃ শব্দো যস্য তৎ ॥১৭॥

ভরতনন্দন নরনাথ ! আপনার পিতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং সমস্ত লোকেরই মনের আনন্দজনক হইতে থাকিলেন ॥১২॥

ভরতনন্দন বীর ! আপনার পিতা একমাসবয়স্ক হইলেন। তাহার পর পাণ্ডবেরা বহুতর রত্ন লইয়া আগমন করিলেন ॥১৩॥

তাঁহারা নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠগণ নির্গত হইয়া গেলেন। ওদিকে পুরুষগণ মাল্যসমূহদ্বারা হস্তিনানগর অলঙ্কৃত করিল ॥১৪॥

নরনাথ ! এবং পুরবাসিগণ বিচিত্র পতাকা ও নানাবিধ ধ্বজদ্বারা আপন আপন গৃহ সুশোভিত করিল ॥১৫॥

তার পর, বিদুর পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় দেবালয়ে নানাবিধ পূজা করিবার আদেশ করিলেন ॥১৬॥

নর্ত্তকৈশ্চাপি নৃত্যদ্ভির্গায়কানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
আসীদ্বৈশ্রবণস্যেব নিবাসস্তৎপুরং তদা ॥১৮॥
বন্দিভিশ্চ নরৈ রাজন্! স্ত্রীসহায়ৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
তত্র তত্র বিবিক্তেষু সমন্তাদুপশোভিতম্ ॥১৯॥
পতাকা ধূয়মানাশ্চ সমন্তান্মাতরিশ্বনা।
অদর্শয়ন্নিব তদা কুরূন্ বৈ দক্ষিণোত্তরান্ ॥২০॥
অঘোষয়ংস্তদা চাপি পুরুষা রাজমার্গতঃ।
সর্ব্বরাত্রবিহারোঽদ্য রত্নাভরণলক্ষণঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে পাণ্ডবাগমনে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নর্ত্তকৈরিতি। বৈশ্রবণস্য কুবেরস্য, নিবাসো নগরমিব ॥১৮॥

বন্দিভিরিতি। বন্দিভিঃ স্তুতিপাঠকৈঃ। বিবিক্তেষু পবিত্রস্থানেষু ॥১৯॥

পতাকা ইতি। ধূয়মানাঃ কম্প্যমানাঃ, মাতরিশ্বনা বায়ুনা। কুরূন্ দেশান্ ॥২০॥

অঘোষয়ন্নিতি। রত্নাভরণং তদ্দানমেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য সঃ, সর্ব্বরাত্রবিহারঃ সর্ব্বাসু রাত্রিষু আমোদঃ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

হস্তিনানগরের রাজপথগুলি পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল এবং সমুদ্রতরঙ্গ-শব্দের ন্যায় কোলাহলে পরিপূর্ণ সেই নগর শোভা পাইতেছিল ॥১৭॥

তখন নৃত্যপ্রবৃত্ত নর্ত্তকগণ এবং গায়কগণের কণ্ঠশব্দে সেই হস্তিনানগরটী কুবেরের অলকাপুরীর ন্যায় হইয়াছিল ॥১৮॥

রাজা! স্ত্রীসমন্বিত স্তুতিপাঠক মানুষগণদ্বারা সকল দিকে এবং সেই সেই পবিত্র স্থানে নগরটী উপশোভিত হইয়াছিল ॥১৯॥

সকল দিকে বায়ুকর্ত্তৃক আন্দোলিত পতাকা সকল তখন যেন দক্ষিণকুরু ও উত্তরকুরু দেশ দেখাইতেছিল ॥২০॥

এবং তখন পুরুষেরা রাজপথ হইতে ঘোষণা করিতেছিল যে, 'অদ্য সমস্ত রাত্রি রত্ন ও আভরণদানে আমোদ চলিতে থাকিবে' ॥২১॥

---

(২১) পুরুষা রাজধূর্গতাঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। ...সর্ব্বরাত্রবিহারোঽস্ত—বঙ্গ বর্দ্ধ।
* 'সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তান্ সমীপগতান্ শ্রুত্বা পাণ্ডবান্ শত্রুকর্ষণঃ।
বাসুদেবঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ সসুহৃদ্গণঃ।
তে সমেত্য যথান্যায়ং প্রত্যুদ্যাতা দিদৃক্ষয়া ॥১॥

তে সমেত্য যথাধর্ম্মং পাণ্ডবা বৃষ্ণিভিঃ সহ।
বিবিশুঃ সহিতা রাজন্! পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥২॥

বিশতস্তস্য সৈন্যস্য খুরনেমিস্বনেন হ।
দ্যাবাপৃথিব্যৌ খঞ্চৈব সর্ব্বমাসীৎ সমাবৃতম্ ॥৩॥

তে কোশানগ্রতঃ কৃত্বা বিবিশুঃ স্বপুরং তদা।
পাণ্ডবাঃ প্রীতমনসঃ সামাত্যাঃ সসুহৃদ্গণাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। দিদৃক্ষয়া দ্রষ্টুমিচ্ছয়া। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

ত ইতি। বারণসাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যম্ ॥২॥

বিশত ইতি। অশ্বানাং খুরা নেময়ো রথচক্রপ্রান্তাশ্চ তেষাং স্বনেন শব্দেন। সমাবৃতং ব্যাপ্তম্ ॥৩॥

ত ইতি। কোশান্ ধনাধারান্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবেরা নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের দিকে গমন করিলেন এবং তাঁহারা উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের দর্শনাভিলাষে যথানিয়মে প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥১॥

রাজা! সেই পাণ্ডবেরা ধর্ম্মানুসারে বৃষ্ণিগণের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥২॥

সেই সৈন্যগণ প্রবেশ করিতে থাকিলে, অশ্বের খুর ও রথচক্রপ্রান্তের শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ—এই সমস্তই ব্যাপ্ত হইল ॥৩॥

সন্তুষ্টচিত্ত পাণ্ডবগণ অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ধনভাণ্ড-

---

(৩) মহতস্তস্য সৈন্যস্য—পি বন্ধ বর্দ্ধ।

তে সমেত্য যথান্যায়ং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্ ।
কীর্ত্তয়ন্তঃ স্বনামানি তস্য পাদৌ ববন্দিরে ॥৫॥
ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতা গান্ধারীং সুবলাত্মজাম্ ।
কুন্তীঞ্চ রাজশার্দ্দূল ! তদা ভরতসত্তম ! ॥৬॥
বিদুরং পূজয়িত্বা চ বৈশ্যাপুত্রং সমেত্য চ ।
পূজ্যমানাঃ স্ম তে বীরা ব্যরোচন্ত বিশাংপতে ! ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তৎ পরমাশ্চর্য্যং বিচিত্রং মহদদ্ভুতম্ ।
শুশ্রুবস্তে তদা বীরাঃ পিতুস্তে জন্ম ভারত ! ॥৮॥
তদুপশ্রুত্য তৎকর্ম্ম বাসুদেবস্য ধীমতঃ ।
পূজার্হং পূজয়ামাসুঃ কৃষ্ণং দেবকীনন্দনম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বাসুদেবপূজনে ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ * ॥০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। স্বনামকীর্ত্তনং ধৃতরাষ্ট্রস্যান্ধত্বেন দর্শনাসম্ভবাৎ ॥৫॥
ধৃতেতি। ধৃতরাষ্ট্রেণ অভ্যনুজ্ঞাতা পূজ্যানামভিবাদনে। বৈশ্যাপুত্রং যুযুৎসুম্ ॥৬—৭॥
তত ইতি। পরমাশ্চর্য্যং মৃতাবস্থায়াং জন্ম, মহদদ্ভুতং কৃষ্ণেন জীবনদানম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তান্ সমীপগতানিতি ॥১—৩॥ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সন্ধি খমাকাশমবকাশমিতি যাবৎ ॥৪—৯॥
ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯॥

গুলি অগ্রে রাখিয়া তখন হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥৪॥

তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন আপন নামকীর্ত্তন করিতে থাকিয়া যথানিয়মে তাঁহার চরণযুগল বন্দন করিলেন ॥৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ভরতবংশপ্রধান নরনাথ ! তখন পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে সুবলনন্দিনী গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুরের সম্মান করিয়া এবং যুযুৎসুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬—৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর তাঁহারা আপনার পিতার সেই পরমাশ্চর্য্য, বিচিত্র ও মহাদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শুনিলেন ॥৮॥

(৬) ধৃতরাষ্ট্রাদনু চ তে—পি বঙ্গ।
* 'ইতঃ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

ততঃ কতিপয়াহস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
আজগাম মহাতেজা নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥১॥
তস্য সর্বে যথান্যায়ং পূজাং চক্রুঃ কুরূদ্বহাঃ।
সহ বৃষ্ণ্যন্ধকব্যাঘ্রৈরুপাসাঞ্চক্রিরে তদা ॥২॥
তত্র নানাবিধাকারাঃ কথাঃ সমভিকীর্ত্ত্য বৈ।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মসুতো ব্যাসং বচনমব্রবীৎ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তৎ মৃতাবস্থায়াং জন্ম ॥৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে উননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। কতিপয়াহস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ। নাগসাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যম্ ॥১॥
তস্যেতি। বৃষ্ণ্যন্ধকব্যাঘ্রৈর্বৃষ্ণিবংশান্ধকবংশশ্রেষ্ঠৈঃ ॥২॥
তত্রেতি। নানাবিধাকারাঃ বহুপ্রকারা ॥৩॥

পরে ধীমান্ বাসুদেবের সেই কার্য্য শ্রবণ করিয়া পূজার যোগ্য দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের পূজা করিলেন ॥৯॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কয়েকদিন অতীত হইলে সত্যবতীর পুত্র মহাতেজা বেদব্যাস হস্তিনানগরে আগমন করিলেন ॥১॥

তখন কৌরবশ্রেষ্ঠগণ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশশ্রেষ্ঠগণের সহিত মিলিত হইয়া যথানিয়মে বেদব্যাসের পূজা ও উপাসনা করিলেন ॥২॥

তখন নানাপ্রকার কথা বলিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে এই কথা বলিলেন— ॥৩॥

* এষ পাঠঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ নি নাস্তি।

ভবৎপ্রসাদাদ্‌ভগবন্! যদিদং রত্নমাহৃতম্।
উপযোক্তুং তদিচ্ছামি বাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥৪॥
তমনুজ্ঞাতমিচ্ছামি ভবতা মুনিসত্তম!।
ত্বদধীনা বয়ং সর্বে কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥৫॥

ব্যাস উবাচ।

অনুজানামি রাজন্! ত্বাং ক্রিয়তাং যদনন্তরম্।
যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥৬॥
অশ্বমেধো হি রাজেন্দ্র! পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্।
তেনেষ্ট্বা ত্বং বিপাপ্মা বৈ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। *।

ইত্যুক্তঃ স তু ধর্ম্মাত্মা কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অশ্বমেধস্য কৌরব্য! চকারাহরণে মতিম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ভবদিতি। উপযোক্তুং নিযোক্তুম্, বাজিমেধে অশ্বমেধে ॥৪॥
তমিতি। তং বাজিমেধম্, ভবতা অনুজ্ঞাতমিচ্ছামি ॥৫॥
অন্বিতি। দক্ষিণাবতা প্রচুরদক্ষিণাশালিনা ॥৬॥
অশ্বেতি। সর্ব্বপাপ্মনাং পাবনো নাশক ইত্যর্থঃ। ইষ্ট্বা দেবান্ পূজয়িত্বা ॥৭॥
ইতীতি। আহরণে অনুষ্ঠানে, মতিমিচ্ছাম্ ॥৮॥

'ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমরা এই যে রত্ন আনয়ন করিয়াছি, তাহা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি ॥৪॥

মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি ইচ্ছা করি, আপনি সেই যজ্ঞ করিবার অনুমতি দেন। কারণ, আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা কৃষ্ণের অধীন' ॥৫॥

বেদব্যাস বলিলেন—'রাজা! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, ইহার পরে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি কর। তুমি যথাবিধানে প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধযজ্ঞ কর ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধযজ্ঞ সমস্ত পাপনাশক; সুতরাং তুমি সেই যজ্ঞ করিয়া পাপবিহীন হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৌরবনন্দন! বেদব্যাস এই কথা বলিলে, ধর্ম্মাত্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করিলেন ॥৮॥

---

* এষ পাঠঃ নি নাস্তি।

সমনুজ্ঞাপ্য তৎ সর্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৃপঃ।
বাসুদেবমথাভ্যেত্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥৯॥
দেবকী সুপ্রজা দেবী ত্বয়া পুরুষসত্তম!।
যদ্‌ব্রূয়াং ত্বাং মহাবাহো! তৎকৃথাস্ত্বমিহাচ্যুত! ॥১০॥
ত্বৎপ্রভাবাজ্জিতান্ ভোগানশ্নীম যদুনন্দন!।
পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যা চ ত্বয়েয়ং নির্জ্জিতা মহী ॥১১॥
দীক্ষয়স্ব ত্বমাত্মানং ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
ত্বয়ীষ্টবতি দাশার্হ! বিপাপ্মা ভবিতা হ্যহম্ ॥১২॥
ত্বং হি যজ্ঞো গুরুশ্চ ত্বং ধর্ম্মজ্ঞস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। সমনুজ্ঞাপ্য সম্যগনুজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥৯॥
দেবকীতি। সুপ্রজা সুসন্তানা ॥১০॥
ত্বদিতি। ভোগান্ রাজ্যাদীনাম্, অশ্নীম কুর্ম্মঃ ॥১১॥
দীক্ষয়স্বেতি। দীক্ষয়স্ব অশ্বমেধযজ্ঞে প্রবর্ত্তয়স্ব। ইষ্টবতি যজ্ঞং কৃতবতি সতি ॥১২॥
ত্বমিতি। প্রজাপতির্লোকাধীশ্বরঃ। গতিরাশ্রয়ঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বৈশ্যাপুত্রং যুযুৎসুম্ ॥১—৯॥ পাবনঃ নাশকঃ ॥১০—১৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯০॥

বাগ্মী যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের নিকটে সমস্ত বিষয়ের অনুমতি লইয়া কৃষ্ণের নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন—॥৯॥

'পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবকীদেবী তোমাদ্বারাই সুসন্তানা হইয়াছেন; অতএব মহাবাহু অচ্যুত! আমি তোমাকে যাহা বলিব, তুমি তাহা করিবে ॥১০॥

যদুনন্দন! তোমার প্রভাবে রাজ্য জয় করিয়া তাহা ভোগ করিতেছি। তুমি নিজেই পরাক্রম ও বুদ্ধিদ্বারা এই পৃথিবী জয় করিয়াছ ॥১১॥

অতএব দাশার্হ! তুমি আপনাকে এই যজ্ঞে দীক্ষিত কর। কারণ, তুমিই আমাদের পরমগুরু, তুমি যজ্ঞ করিলে তাহাতে আমি পাপবিহীন হইব ॥১২॥

কৃষ্ণ! তুমি যজ্ঞ, তুমি গুরু, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি প্রজাপতি এবং তুমিই সমস্ত প্রাণীর গতি; আমি এইরূপ বুদ্ধিই স্থির করিয়াছি' ॥১৩॥

---

(১৩) ত্বং হি যজ্ঞোঽক্ষরঃ সর্ব্বঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

বাসুদেব উবাচ।

ত্বমেবৈতন্মহাবাহো! কর্ত্তুমর্হস্যরিন্দম!।
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥১৪॥
ত্বং চাদ্য কুরুবীরাণাং ধর্ম্মেণ হি বিরাজসে।
গুণীভূতাঃ স্ম তে রাজন্! ত্বং নো রাজন্ গুরুর্মতঃ।
যজস্ব মদনুজ্ঞাতঃ প্রাপ্য এষ ক্রতুস্ত্বয়া ॥১৫॥
যুনক্তু নো ভবান্ কার্য্যে যত্র বাঞ্ছতি ভারত!।
সত্যং তে প্রতিজানামি সর্ব্বং কর্ত্তাস্মি তেঽনঘ! ॥১৬॥
ভীমসেনার্জ্জুনৌ চৈব তথা মাদ্রবতীসুতৌ।
ইষ্টবন্তো ভবিষ্যন্তি ত্বয়ীষ্টবতি পার্থিবে ॥১৭॥

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণব্যাসানুজ্ঞায়াং নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। এতদশ্বমেধাখ্যং কর্ম্ম। গতিরাশ্রয়ো রাজত্বাৎ ॥১৪॥

ত্বমিতি। কুরুবীরাণাং মধ্যে। তে অন্যে কুরুবীরাঃ, গুণীভূতাস্তবোপসর্জ্জনীভূতাঃ, গুরুরুপদেষ্টা। প্রাপ্যঃ অনুষ্ঠেয়ঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

যুনক্ত্বিতি। যুনক্তু প্রেরয়তু, নঃ অস্মান্ ॥১৬॥

ভীমেতি। মাদ্রবতীসুতৌ নকুলসহদেবৌ। ইষ্টবন্তো যজ্ঞং কৃতবন্তঃ। একপাকবাসিতয়া একেন বৈধকর্ম্মকরণে সর্ব্বেষামেব ফলভাগিত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'শত্রুদমন মহাবাহু! আপনি এই যজ্ঞ করিবার যোগ্য। কারণ, আপনি সমস্ত প্রাণীর গতি, আমিও এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়াছি ॥১৪॥

রাজা! আপনি এখন ধর্ম্মের গুণে কুরুবীরগণের মধ্যে বিরাজিত হইতেছেন, অন্য কৌরবেরা আপনার উপসর্জ্জনস্বরূপ, আপনি আমাদের রাজা এবং গুরু। আমার অনুমতিক্রমে আপনি যজ্ঞ করুন, এই যজ্ঞ আপনারই কর্ত্তব্য ॥১৫॥

নিষ্পাপ ভরতনন্দন! আপনি যে কার্য্যে ইচ্ছা করেন, আমাদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমি আপনার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আপনার সমস্ত কার্য্য করিব ॥১৬॥

---

* '...একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্যাসমামন্ত্র্য মেধাবী ততো বচনমব্রবীৎ ॥১॥
যদা কালং ভবান্ বেত্তি হয়মেধস্য তত্ত্বতঃ।
দীক্ষয়স্ব তদা মাং ত্বং ত্বয্যায়ত্তো হি মে ক্রতুঃ ॥২॥

ব্যাস উবাচ।

অহং পৈলোঽথ কৌন্তেয়! যাজ্ঞবল্ক্যস্তথৈব চ।
বিধানং যদ্‌যথাকালং তৎ কর্ত্তারো ন সংশয়ঃ ॥৩॥
চৈত্র্যাং হি পৌর্ণমাস্যান্তু তব দীক্ষা ভবিষ্যতি।
সম্ভারাঃ সংভ্রিয়ন্তাঞ্চ যজ্ঞার্থং পুরুষর্ষভ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। মেধাবী বুদ্ধিমান্। বুদ্ধিমত্তয়ৈব ব্যাসামন্ত্রণমিতি ভাবঃ ॥১॥
যদেতি। কালং শুভসময়ম্। দীক্ষয়স্ব প্রবর্ত্তয়স্ব ॥২॥
অহমিতি। যথাকালং যদ্‌বিধানং কর্ত্তব্যং, তৎ কর্ত্তারঃ করিষ্যামঃ ॥৩॥
চৈত্র্যামিতি। সম্ভারাঃ প্রয়োজনীয়দ্রব্যাণি, সংভ্রিয়ন্তাং সংগৃহ্যন্তাম্ ॥৪॥

রাজা! আপনি যজ্ঞ করিলে, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহাদের সকলেরই সেই যজ্ঞ করা হইবে' ॥১৭॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধন করিয়া, তাহার পর এই কথা বলিলেন—॥১॥

'আপনি যখন অশ্বমেধযজ্ঞারম্ভের যথার্থ শুভ সময় মনে করেন, তখন আপনি আমাকে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। কারণ, আমার যজ্ঞ আপনার অধীন' ॥২॥

বেদব্যাস বলিলেন—'কুন্তীনন্দন! আমি, পৈল এবং যাজ্ঞবল্ক্য—আমরা যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, সেই সময়ে তাহা করিব, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

অশ্ববিদ্যাবিদশ্চৈব সূতা বিপ্রাশ্চ তদ্বিদঃ।
মেধ্যমশ্বং পরীক্ষন্তাং তব যজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে ॥৫॥
তমুৎসৃজ যথাশাস্ত্রং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্।
স পর্য্যেতু যশো দীপ্তং তব পার্থিব! বর্দ্ধয়ন্ ॥৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ। *
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ পৃথিবীপতিঃ।
চকার সর্ব্বং রাজেন্দ্র! যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥৭॥
সম্ভারাশ্চৈব রাজেন্দ্র! সর্ব্বে সঙ্কল্পিতাস্তথা।
স সম্ভারান্ সমাহৃত্য নৃপো ধর্ম্মসুতস্তদা।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় বৈ ॥৮॥
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা ব্যাসো ধর্ম্মাত্মজং নৃপম্।
যথাকালং যথাযোগং সজ্জাঃ স্ম তব দীক্ষণে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি। সূতাঃ সারথয়ঃ, তদ্বিদঃ অশ্ববিদ্যাবিদঃ। মেধ্যং হিংসনীয়ম্ ॥৫॥
তমিতি। তমশ্বম্। সঃ অশ্বঃ, পর্য্যেতু পরিভ্রমতু ॥৬॥
ইতীতি। ব্রহ্মবাদিনা বেদবক্ত্রা ব্যাসেন, যথোক্তং, তৎসর্ব্বং চকার ॥৭॥
সম্ভারা ইতি। সঙ্কল্পিতা স্বয়মপ্যভীষ্টাঃ। সমাহৃত্য সংগৃহ্য। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥
তত ইতি। যথাযোগং শাস্ত্রোক্তসম্বন্ধমনতিক্রম্য, সজ্জা বয়ং প্রস্তুতাঃ ॥৯॥

নরশ্রেষ্ঠ! চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতিথিতে তোমার দীক্ষা হইবে; সেই যজ্ঞের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সংগ্রহ কর ॥৪॥

অশ্ববিদ্যায় নিপুণ সারথিগণ এবং অশ্ববিদ্যায় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ তোমার যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত হিংসনীয় অশ্বের পরীক্ষা করুন ॥৫॥

রাজা! শাস্ত্র অনুসারে সেই অশ্ব ছাড়িয়া দাও এবং সেই অশ্ব তোমার উজ্জ্বল যশ বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করুক' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ! বেদব্যাস এই কথা বলিলে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের উক্ত সমস্ত কার্য্যই করিতে লাগিলেন ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! বেদব্যাসোক্ত সমস্ত সম্ভারই যুধিষ্ঠিরেরও অভিপ্রেত হইল। তখন অমিতবুদ্ধি রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সংগ্রহ করিয়া তাহা বেদব্যাসকে জানাইলেন ॥৮॥

(৬) তব পার্থিব! দর্শয়ন্—বঙ্গ বর্দ্ধ। * এষ পাঠঃ নি নাস্তি।

স্ফ্যশ্চ কূর্চ্চশ্চ সৌবর্ণো যচ্চান্যদপি কৌরব!।
তত্র যোগ্যং ভবেৎ কিঞ্চিদ্রৌক্সং তৎক্রিয়তামিতি ॥১০॥
অশ্বশ্চোৎসৃজ্যতামদ্য পৃথ্ব্যামথ যথাক্রমম্।
সুগুপ্তং চরতাং চাপি যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ॥১১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়মশ্বো যথা ব্রহ্মন্! উৎসৃষ্টঃ পৃথিবীমিমাম্।
চরিষ্যতি যথাকামং তত্র বৈ সংবিধীয়তাম্ ॥১২॥
পৃথিবীং পর্য্যটন্তং হি তুরগং কামচারিণম্।
কঃ পালয়েদিতি মুনে! তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স্ফ্য ইতি। খড়্গাকারং কাষ্ঠং রেখার্থম্, কূর্চ্চঃ কুশমুষ্টিরাস্তরণার্থঃ, তদুভয়মপি সৌবর্ণং কর্ত্তব্যম্। রৌক্সং স্বর্ণময়ম্ ॥১০॥

অশ্ব ইতি। সুগুপ্তং সৈন্যৈঃ সুরক্ষিতং যথা স্যাত্তথা চরতাং সোঽশ্বঃ ॥১১॥

অয়মিতি। সংবিধীয়তাং কর্ত্তব্যমাদিশ্যতাম্ ॥১২॥

পৃথিবীমিতি। তুরগমশ্বম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমুক্তমিতি ॥১—৯॥ স্ফ্যঃ কাষ্ঠখড়্গঃ, স চাত্র সৌবর্ণঃ, কূর্চ্চ আসনার্থং কুশমুষ্টিঃ, সোঽপ্যত্র সৌবর্ণঃ ॥১০॥ সুগুপ্তং সুরক্ষিতং যথা স্যাত্তথা ॥১১—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯১॥

তাহার পর মহাতেজা বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'রাজা! আমরা যথাসময়ে শাস্ত্রোক্তক্রমে তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম ॥৯॥

কৌরবনন্দন! এই যজ্ঞে সুবর্ণময় খড়্গাকার একটি বস্তু এবং সুবর্ণময় কুশ-, আর অন্যও যাহা কিছু প্রয়োজনীয় হইবে, সে সমস্তই সুবর্ণময় করিবে ॥১০॥

তার পর অদ্যই একটা অশ্বকে যথাক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। সেই অশ্বটী শাস্ত্রবিধি অনুসারে সুরক্ষিত অবস্থায় বিচরণ করুক' ॥১১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! এই অশ্ব ছাড়িয়া দিলাম, এ ইচ্ছানুসারে এই পৃথিবী বিচরণ করিবে, সে বিষয়ে কর্ত্তব্য আদেশ করুন ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

ইত্যুক্তঃ স তু রাজেন্দ্র ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
ভীমসেনাদবরজঃ, শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
জিষ্ণুঃ সহিষ্ণুর্ধৃষ্ণুশ্চ স এনং পালয়িষ্যতি ॥১৪॥
শক্তঃ স হি মহীং জেতুং নিবাতকবচান্তকঃ।
তস্মিন্ হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি দিব্যং সংহননং তথা।
দিব্যং ধনুশ্চেষুধী চ স এনমনুযাস্যতি ॥১৫॥
স হি ধর্ম্মার্থকুশলঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ।
যথাশাস্ত্রং নৃপশ্রেষ্ঠ ! চারয়িষ্যতি তে হয়ম্ ॥১৬॥
রাজপুত্রো মহাবাহুঃ শ্যামো রাজীবলোচনঃ।
অভিমন্যোঃ পিতা বীরঃ স এনং পালয়িষ্যতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। অবরজঃ কনিষ্ঠঃ। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। সহিষ্ণুর্বিপক্ষান্ ধৃষ্ণুশ্চতুরঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

শক্ত ইতি। নিবাতকবচানাং তদাখ্যানামসুরাণাম্ অন্তকঃ সংহর্ত্তা। দিব্যানি স্বর্গীয়াণি, সংহননং শরীরম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

স ইতি। ধর্ম্মার্থয়োঃ কুশলো নিপুণঃ। হয়মশ্বম্ ॥১৬॥

রাজেতি। রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ ॥১৭॥

মুনি ! কামচারী এই অশ্ব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিলে কে উহাকে রক্ষা করিবে, তাহা আপনি বলুন' ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন—বলিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বেদব্যাস বলিলেন—'ভীমসেনের কনিষ্ঠ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, শত্রুসহিষ্ণু ও সমরদক্ষ অর্জ্জুন এই অশ্বকে রক্ষা করিবেন ॥১৪॥

নিবাতকবচহন্তা অর্জ্জুন সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন। কারণ, তাঁহাতে স্বর্গীয় অস্ত্র, অলৌকিক দেহ এবং অলৌকিক ধনু ও তূণীর রহিয়াছে; সুতরাং তিনি এই অশ্বের অনুসরণ করিবেন ॥১৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্মার্থনিপুণ ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অর্জ্জুন শাস্ত্রানুসারে তোমার অশ্বকে পৃথিবী পর্য্যটন করাইবেন ॥১৬॥

মহাবাহু, শ্যামবর্ণ, পদ্মনয়ন এবং অভিমন্যুর পিতা রাজপুত্র বীর অর্জ্জুন এই অশ্বটীকে রক্ষা করিবেন ॥১৭॥

---

* এষ পাঠঃ নি নাস্তি।

ভীমসেনোঽপি তেজস্বী কৌন্তেয়োঽমিতবিক্রমঃ।
সমর্থো রক্ষিতুং রাষ্ট্রং নকুলশ্চ বিশাংপতে! ॥১৮॥
সহদেবস্তু কৌরব! সমাধাস্যতি বুদ্ধিমান্।
কুটুম্বতন্ত্রং বিধিবৎ সর্বমেব মহাযশাঃ ॥১৯॥
তত্তু সর্বং যথান্যায়মুক্তঃ কুরুকুলোদ্বহঃ।
চকার ফাল্গুনং চাপি সন্দিদেশ হয়ং প্রতি ॥২০॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এহ্যর্জ্জুন! ত্বয়া বীর! হয়োঽয়ং পরিপাল্যতাম্।
ত্বমর্হো রক্ষিতুং হ্যেনং নান্যঃ কশ্চন মানবঃ ॥২১॥
যে চাপি ত্বাং মহাবাহো! প্রত্যুদ্যান্তি নরাধিপাঃ।।
তৈর্বিগ্রহো যথা ন স্যাত্তথা কার্য্যং ত্বয়ানঘ! ॥২২॥
আখ্যাতব্যশ্চ ভবতা যজ্ঞোঽয়ং মম সর্ব্বশঃ।।
পার্থিবেভ্যো মহাবাহো! সময়ে গম্যতামিতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ভীমেতি। রাষ্ট্রং তবেদং রাজ্যম্, রক্ষিতুং সমর্থঃ, অর্জ্জুনাদ্যনুপস্থিতাবপি ॥১৮॥
সহেতি। সমাধাস্যতি নির্ব্বাহয়িষ্যতি। কুটুম্বতন্ত্রম্ আত্মীয়স্বজনাভ্যর্থনাম্ ॥১৯॥
তদিতি। কুরুকুলোদ্বহো যুধিষ্ঠিরঃ। ফাল্গুনমর্জ্জুনম্, হয়ং প্রতি অশ্বরক্ষাবিষয়ে ॥২০॥
এহীতি। হয়োঽশ্বঃ। অর্হো যোগ্যঃ ॥২১॥
য ইতি। প্রত্যুদ্যান্তি প্রতিপক্ষভাবেনাগমিষ্যন্তি। বিগ্রহো যুদ্ধম্ ॥২২॥

নরনাথ! তেজস্বী ও অমিতপরাক্রম কুন্তীনন্দন ভীমসেন এবং নকুল তোমার রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ॥১৮॥

কৌরবনন্দন! বুদ্ধিমান্ ও মহাযশা সহদেব যথাবিধানে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইবেন' ॥১৯॥

কুরুবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসোক্ত সেই সমস্ত বিষয়ই যথানিয়মে করিলেন এবং অর্জ্জুনকেও অশ্বরক্ষার বিষয়ে আদেশ করিলেন ॥২০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'অর্জ্জুন! আইস, বীর! তুমি এই অশ্বটীকে রক্ষা করিতে থাক। কারণ, তুমিই ইহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য; অন্য কোন মানব নহে ॥২১॥

নিষ্পাপ মহাবাহু! যে সকল রাজা তোমার প্রতিপক্ষভাবে আসিবেন, তাঁহাদের সহিত যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাহা তুমি করিবে ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতরং সব্যসাচিনম্।
ভীমঞ্চ নকুলঞ্চৈব পুরগুপ্তৌ সমাদধৎ ॥২৪॥
কুটুম্বতন্ত্রে চ তদা সহদেবং যুধাংপতিম্।
অনুমান্য মহীপালং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বরক্ষার্থমর্জ্জুননিয়োগে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দীক্ষাকালে তু সম্প্রাপ্তে ততস্তে সুমহর্ত্বিজঃ।
বিধিবদ্দীক্ষয়ামাসুরশ্বমেধায় পার্থিবম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আখ্যেতি। আখ্যাতব্যো বক্তব্যঃ। গম্যতাং ভবদ্ভিঃ ॥২৩॥

এবমিতি। সব্যসাচিনমর্জ্জুনম্। পুরগুপ্তৌ হস্তিনারক্ষায়াম্, সমাদধৎ সংস্থাপিতবান্ ॥২৪॥

কুটুম্বেতি। কুটুম্বতন্ত্রে আত্মীয়স্বজনাভ্যর্থনায়াম্, যুধাংপতিং রণদক্ষম্। সহদেবং সমাদধদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

দীক্ষেতি। দীক্ষাকালে অশ্বমেধারম্ভসময়ে। পার্থিবং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥

মহাবাহু! এই যজ্ঞ সর্ব্বপ্রকারেই আমার বটে; তবে তুমি রাজগণকে বলিবে যে, আপনারা যথাসময়ে এই যজ্ঞে যাইবেন' ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতা অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া ভীম ও নকুলকে হস্তিনারক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন ॥২৪॥

এবং যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া রণদক্ষ সহদেবকে আত্মীয়-স্বজনের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত করিলেন ॥২৫॥

* '…দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

কৃত্বা স পশুবন্ধাংশ্চ দীক্ষিতঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
ধর্ম্মরাজো মহাতেজাঃ সহর্ত্বিগ্‌ভির্ব্যরোচত ॥২॥
হয়শ্চ হয়মেধার্থং স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মবাদিনা ।
উৎসৃষ্টঃ শাস্ত্রবিধিনা ব্যাসেনামিততেজসা ॥৩॥
স রাজা রাজধর্ম্মেণ দীক্ষিতো বিবভৌ তদা ।
হেমমালী রুক্মকণ্ঠঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ॥৪॥
কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ ক্ষৌমবাসাঃ স ধর্ম্মজঃ ।
বিবভৌ দ্যুতিমান্ ভূয়ঃ প্রজাপতিরিবাধ্বরে ॥৫॥
তথৈবাস্যর্ত্বিজঃ সর্বে তুল্যবেশা বিশাংপতে ! ।
বভূবুরর্জ্জুনশ্চাপি প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কৃত্বেতি । পশুবন্ধান্ আরম্ভকালে কর্ত্তব্যান্ ॥২॥
হয় ইতি । হয়ঃ কশ্চিদশ্বঃ, ব্রহ্মবাদিনা বেদবক্ত্রা ॥৩॥
স ইতি । হেমমালী স্বর্ণমালাধারী, রুক্মকণ্ঠঃ স্বর্ণশোভিতগলদেশঃ ॥৪॥
কৃষ্ণেতি । কৃষ্ণাজিনী কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী । অধ্বরে যজ্ঞে ॥৫॥
তথেতি । অর্জ্জুনঃ অশ্বরক্ষার্থং যিযাসুঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে তাহার পর সেই প্রধান পুরোহিতেরা অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথাবিধানে দীক্ষিত করিলেন ॥১॥

পাণ্ডুনন্দন মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আরম্ভকালকর্ত্তব্য পশুবন্ধন করিয়া দীক্ষিত হইয়া পুরোহিতগণের সহিত বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২॥

বেদবাদী ও অমিততেজা স্বয়ং বেদব্যাস অশ্বমেধযজ্ঞের জন্য একটী অশ্বকে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ছাড়িয়া দিলেন ॥৩॥

স্বর্ণমালাধারী ও স্বর্ণশোভিতকণ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির তখন রাজধর্ম্মানুসারে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

তৎকালে যুধিষ্ঠিরের হস্তে রাজদণ্ড, পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র এবং উত্তরীয়স্থানে কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম থাকায় তিনি বিশেষ তেজস্বী হইয়া প্রজাপতির ন্যায় যজ্ঞে শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৫॥

নরনাথ! যুধিষ্ঠিরের পুরোহিতেরা সকলেও তাঁহারই সমান বেশধারী

(২) কৃত্বা স পশুমেধাংশ্চ—নি। (৪) স রাজা ধর্ম্মরাড়্ রাজন্!—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

শ্বেতাশ্বঃ কপিকেতুশ্চ সসারাশ্বং ধনঞ্জয়ঃ।
বিধিবৎ পৃথিবীপাল! ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥৭॥
বিক্ষিপন্ গাণ্ডীবং রাজন্! বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
তমশ্বং পৃথিবীপাল! মুদা যুক্তঃ সসার চ ॥৮॥
অনুমার্গং তদা রাজন্! আগমন্তৎপুরং বিভো!।
দ্রষ্টুকামং কুরুশ্রেষ্ঠং প্রযাস্যন্তং ধনঞ্জয়ম্ ॥৯॥
তেষামন্যোন্যসংমর্দ্দাদূষ্মেব সমজায়ত।
দিদৃক্ষূণাং হয়ং তঞ্চ তঞ্চৈব হয়সারিণম্ ॥১০॥
ততঃ শব্দো মহারাজ! দিশঃ খং প্রতিপূরয়ন্।
বভূব প্রেক্ষতাং নৃণাং কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

শ্বেতেতি। শ্বেতা অশ্বা রথঘোটকা যস্য সঃ, কপিকেতুর্বানরধ্বজঃ, সসার অনুসৃতবান্ ॥৭॥

বিক্ষিপন্নিতি। বদ্ধো ধৃতো, গোধো হস্তমণিবন্ধদেশরক্ষকং লৌহাবরণং যেন স চাসৌ অঙ্গুলিত্রবান্ অঙ্গুলিরক্ষকলৌহাবরণযুক্তশ্চেতি সঃ। সসার অনুজগাম ॥৮॥

অন্বিতি। পুরং পুরবাসী জনঃ ॥৯॥

তেষামিতি। উষ্মা সন্তাপঃ। দিদৃক্ষূণাং দ্রষ্টুমিচ্ছূনাম্ হয়সারিণম্ অশ্বানুসারিণমর্জ্জুনম্ ॥১০॥

তত ইতি। খমাকাশম্। প্রেক্ষতাং প্রেক্ষমাণানাম্ ॥১১॥

ছিলেন এবং অর্জ্জুনও যোদ্ধৃবেশে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে-ছিলেন ॥৬॥

রাজা! শ্বেতাশ্ব ও কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের আদেশ অনুসারে যথা-বিধানে সেই অশ্বের অনুসরণ করিলেন ॥৭॥

পৃথিবীপাল রাজা! অর্জ্জুন তখন মণিবন্ধরক্ষক ও অঙ্গুলিত্রযুক্ত হইয়া গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে থাকিয়া আনন্দিত অবস্থায় সেই অশ্বের অনুসরণ করিতে থাকিলেন ॥৮॥

রাজা! সেই নগরবাসী লোকেরা অশ্বানুগামী কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী পথে আগমন করিল ॥৯॥

সেই অশ্ব ও অশ্বানুগামী অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত সেই সকল লোকের সংমর্দ্দ (ঠেসাঠেসি) নিবন্ধন যেন সন্তাপ আবির্ভূত হইল ॥১০॥

মহারাজ! তাহার পর অর্জ্জুনদর্শনার্থী লোকদিগের কোলাহল, দিক্ ও আকাশ পরিপূর্ণ করিল ॥১১॥

---

(৭) শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারং তম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

এষ গচ্ছতি কৌন্তেয়স্তুরগশ্চৈব দীপ্তিমান্।
যমন্বেতি মহাবাহুঃ সংস্পৃশন্ ধনুরুত্তমম্ ॥১২॥
এবং শুশ্রাব বদতাং গিরো জিষ্ণুরুদারধীঃ।
স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজারিষ্টং পুনশ্চৈহীতি ভারত ! ॥১৩॥
অথাপরে মনুষ্যেন্দ্র ! পুরুষা বাক্যমব্রুবন্।
নৈনং পশ্যাম সম্মর্দ্দে ধনুরেতৎ প্রদৃশ্যতে ॥১৪॥
এতদ্ধি ভীমনির্হ্রাদং বিশ্রুতং গাণ্ডিবং ধনুঃ।
স্বস্তি গচ্ছত্বরিষ্টো বৈ পন্থানমকুতোভয়ম্।
নিবৃত্তমেনং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরেষ্যতি চ ধ্রুবম্ ॥১৫॥
এবমাদ্যা মনুষ্যাণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভরতর্ষভ !।
শুশ্রাব মধুরা বাচঃ পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনঃ। অন্বেতি অনুগচ্ছতি ॥১২॥
এবমিতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ, উদারধীর্মহাবুদ্ধিঃ। অরিষ্টং নির্ব্বিঘ্নম্ ॥১৩॥
অথেতি। সম্মর্দ্দে যুদ্ধকালে, এনমর্জ্জুনম্, ন পশ্যাম, এতৎ ধনুশ্চ ন প্রদৃশ্যতেস্ম ॥১৪॥
এতদিতি। ভীমনির্হ্রাদং ভয়ঙ্করশব্দম্। অরিষ্টো নির্ব্বিঘ্নঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥
এবমিতি। মনুষ্যাণাং পুরুষাণাম্। উদারধীরর্জ্জুনঃ ॥১৬॥

'এই উজ্জ্বল অশ্বটী গমন করিতেছে, মহাবাহু অর্জ্জুন উত্তম ধনু ধারণ করিয়া যে অশ্বের অনুসরণ করিতেছেন' ॥১২॥

মহাবুদ্ধি অর্জ্জুন তত্রত্য লোকদিগের এইরূপ উক্তি সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন যে, ভরতনন্দন ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি গমন করুন এবং নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় আগমন করুন' ॥১৩॥

নরশ্রেষ্ঠ ! পরে অন্য লোকেরা এই কথা বলিতে লাগিল যে, 'আমরা যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনকে দেখি নাই এবং এই ধনুও দেখিতে পাই নাই ॥১৪॥

এই গাণ্ডীবধনু ভয়ঙ্কর শব্দকারী বলিয়া বিখ্যাত। অর্জ্জুন কুশলে, নির্ব্বিঘ্নে এবং অকুতোভয়ে পথে গমন করুন। ইনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমরা দেখিব, নিশ্চয়ই ইনি ফিরিয়া আসিবেন' ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাবুদ্ধি অর্জ্জুন তৎকালে স্ত্রী ও পুরুষগণের এই প্রকার মধুর বাক্য সকল বার বার শুনিয়াছিলেন ॥১৬॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যশ্চ কুশলো যজ্ঞকর্ম্মণি।
প্রায়াৎ পার্থেন সহিতঃ শান্ত্যর্থং বেদপারগঃ ॥১৭॥
ব্রাহ্মণাশ্চ মহীপাল! বহবো বেদপারগাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশাংপতে!।
বিধিবৎ পৃথিবীপাল! ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥১৮॥
পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীমশ্বো নির্জ্জিতামস্ত্রতেজসা।
চচার স মহারাজ! যথাদেশঞ্চ সত্তম! ॥১৯॥
তত্র যুদ্ধানি বৃত্তানি যান্যাসন্ পাণ্ডবস্য হ।
তানি বক্ষ্যামি তে বীর! বিচিত্রাণি মহান্তি চ ॥২০॥
স হয়ঃ পৃথিবীং রাজন্! প্রদক্ষিণমবর্ত্তত।
সসারোত্তরতঃ পূর্ব্বং তন্নিবোধ মহীপতে! ॥২১॥
অবমৃদ্নন্ স রাষ্ট্রাণি পার্থিবানাং হয়োত্তমঃ।
শনৈস্তদা পরিযযৌ শ্বেতাশ্বশ্চ মহারথঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞেতি। কুশলো নিপুণঃ। পার্থেনার্জ্জুনেন ॥১৭॥
ব্রাহ্মণা ইতি। মহাত্মানমর্জ্জুনম্। শাসনাদাদেশাৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥
পাণ্ডবৈরিতি। দেশং সন্নিহিতজনপদমনতিক্রম্যেতি যথাদেশম্ ॥১৯॥
তত্রেতি। বৃত্তানি জাতানি, পাণ্ডবস্যার্জ্জুনস্য ॥২০॥
স ইতি। হয়ঃ অশ্বঃ। সসার জগাম ॥২১॥

বেদপারদর্শী ও যজ্ঞকার্য্যে নিপুণ যাজ্ঞ্যবল্কের একজন শিষ্য শান্তির নিমিত্ত অর্জ্জুনের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥১৭॥

নরনাথ রাজা! যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে বেদপারদর্শী অন্য বহুতর ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যথাবিধানে মহাত্মা অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন ॥১৮॥

সাধুশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা অস্ত্রের তেজে যে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তৎকালে সেই অশ্ব সন্নিহিত দেশক্রমে সেই পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

বীর! তখন অর্জ্জুনের সহিত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, বিচিত্র ও বিশাল সেই সকল যুদ্ধের বিষয় আমি আপনার নিকট বলিতেছি ॥২০॥

রাজা! সেই অশ্বটী প্রদক্ষিণক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ আরম্ভ করিল। প্রথমে উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে চলিল, মহীপতি! তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥২১॥

তত্র সংগণনা নাস্তি রাজ্ঞামযুতশস্তদা ।
যেঽযুধ্যন্ত মহারাজ ! ক্ষত্রিয়া হতবান্ধবাঃ ॥২৩॥
কিরাতা যবনা রাজন্ ! বহবোঽসিধনুর্দ্ধরাঃ ।
ম্লেচ্ছাশ্চান্যে বহুবিধাঃ পূর্ব্বং যে নিকৃতা রণে ॥২৪॥
আর্য্যাশ্চ পৃথিবীপালাঃ প্রহৃষ্টনরবাহনাঃ ।
সমীয়ুঃ পাণ্ডুপুত্রেণ বহবো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥২৫॥
এবং বৃত্তানি যুদ্ধানি তত্র তত্র মহীপতে ! ।
অর্জ্জুনস্য মহীপালৈর্নানাদেশসমাগতৈঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অবমৃদ্নন্নিতি । অবমৃদ্নন্ বিদলন্ । শ্বেতাশ্বোঽর্জ্জুনঃ ॥২২॥
তত্রেতি । সংগণনা সংখ্যা । হতা বান্ধবা যেষাং তে ॥২৩॥
কিরাতা ইতি । পূর্ব্বং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে, নিকৃতা অভিভূতাঃ ॥২৪॥
আর্য্যা ইতি । সমীয়ুঃ সম্মিলিতা বভূবুঃ, পাণ্ডুপুত্রেণার্জ্জুনেন সহ ॥২৫॥
এবমিতি । বৃত্তানি জাতানি ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

দীক্ষেতি ॥১॥ পশুবন্ধানশ্বমেধস্যারম্ভণীয়রূপান্ ॥২—১৬॥ শিষ্যঃ সোমশ্রবাঃ ॥১৭—২৬॥ যানি তু ভয়ত ইতি ক্ষুদ্রাণি তু উপেক্ষিতানীত্যর্থঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক
পর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯২॥

সেই উত্তম অশ্বটী এবং মহারথ অর্জ্জুন রাজগণের রাজ্যমর্দ্দন করিতে থাকিয়া তখন ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকিলেন ॥২২॥

মহারাজ ! পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাঁহাদের বন্ধুবর্গ নিহত হইয়াছিল, তাদৃশ অযুত অযুত যে সকল ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা করা সম্ভব ছিল না ॥২৩॥

রাজা ! অসি ও ধনুর্দ্ধারী বহুতর কিরাত ও যবন এবং পূর্ব্বযুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইয়াছিল, সেই সকল বহুবিধ ম্লেচ্ছ, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥২৪॥

তারপর হৃষ্ট-সৈন্য ও বাহনসমন্বিত এবং যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ বহুতর আর্য্যজাতীয় রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন ॥২৫॥

মহারাজ ! নানাদেশসমাগত রাজগণের সহিত সেই সেই স্থানে অর্জ্জুনের এইরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল ।২৬॥

যান্যত্র হয়তো রাজন্! প্রবৃত্তানি মহান্তি চ।
তানি যুদ্ধানি বক্ষ্যামি কৌন্তেয়স্য তদাঽনঘ! ॥২৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বানুসরণে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥০॥ *

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ত্রিগর্ত্তৈরভবদ্যুদ্ধং কৃতবৈরৈঃ কিরীটিনঃ।
মহারথসমাজ্ঞাতৈর্হতানাং পুত্রনপ্তৃভিঃ ॥১॥
তে সমাজ্ঞায় সংপ্রাপ্তং যজ্ঞিয়ং তুরগোত্তমম্।
বিষয়ান্তং ততো বীরা দংশিতাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যানীতি। হয়তঃ অশ্বাৎ তমশ্বং নিমিত্তীকৃত্যেত্যর্থঃ ॥২৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ত্রিগর্ত্তৈরিতি। কৃতং দক্ষিণগোগ্রহাদৌ বিহিতং বৈরং যেষাং তৈঃ, কিরীটিনঃ অর্জ্জুনস্য। মহারথেষু সমাজ্ঞাতৈরবগতৈঃ, হতানাং সুশর্ম্মাদীনাম্, পুত্রাশ্চ নপ্তারঃ পৌত্রাশ্চ তৈঃ ॥১॥

নিষ্পাপ রাজা! সেই অশ্বকে নিমিত্ত করিয়া অর্জ্জুনের যে সকল মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি ॥২৭॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ত্রিগর্ত্তদেশের রাজারা মহারথ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং পাণ্ডবেরা দক্ষিণগোগ্রহপ্রভৃতি যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত শত্রুতাও করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সকল যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের পুত্র ও পৌত্র-প্রভৃতির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

(২৭) যানি তুভয়তো রাজন্!—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। * '...ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি

রথিনো বদ্ধতূণীরাঃ সদশ্বৈঃ সমলঙ্কৃতৈঃ।
পরিবার্য্য হয়ং রাজন্! গ্রহীতুং সম্প্রচক্রমুঃ ॥৩॥
ততঃ কিরীটী সঞ্চিন্ত্য তেষাং তত্র চিকীর্ষিতম্।
বারয়ামাস তান্ বীরান্ সান্ত্বপূর্ব্বমরিন্দমঃ ॥৪॥
তদনাদৃত্য তে সর্বে শনৈরভ্যহনংস্তদা।
তমোরজোভ্যাং সংচ্ছন্নাংস্তান্ কিরীটী ন্যবারয়ৎ ॥৫॥
তানব্রবীত্ততো জিষ্ণুঃ প্রহসন্নিব ভারত!।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞাঃ! শ্রেয়ো জীবিতমেব চ ॥৬॥
স হি বীরঃ প্রযাস্যন্ বৈ ধর্ম্মরাজেন বারিতঃ।
হতবান্ধবা ন তে পার্থ! হন্তব্যাঃ পার্থিবা ইতি ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। বিষয়ান্তং স্বকীয়রাজ্যপ্রান্তম্, দংশিতাঃ সন্নদ্ধাঃ ॥২॥

রথিনঃ ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, হয়ং তমশ্বমেধীয়াশ্বম্ ॥৩॥

তত ইতি। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টং কার্য্যম্। সান্ত্বপূর্ব্বং মধুরোক্তিপূর্ব্বকম্ ॥৪॥

তদিতি। তমোরজোভ্যাং তদুভয়গুণজনিতাভ্যাং মোহরোষাভ্যাম্ ॥৫॥

তানিতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ, শ্রেয়ো জীবিতমেব চ রক্ষিতুমিতি শেষঃ ॥৬॥

স ইতি। বীরোঽর্জ্জুনঃ, প্রযাস্যন্ হস্তিনাতঃ প্রস্থাস্যমানঃ তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৭॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব নিজেদের রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানিয়া সেই ত্রিগর্ত্তরাজবংশীয় বীরেরা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই অশ্বটীকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২॥

রাজা! তাঁহারা তূণীরধারণ ও রথারোহণ করিয়া অলঙ্কৃত উত্তম উত্তম অশ্বদ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অশ্বটী ধরিবার উপক্রম করিলেন ॥৩॥

তাহার পর শত্রুদমন অর্জ্জুন তৎকালে তাঁহাদের অভিপ্রেত বিষয় চিন্তা করিয়া প্রথমে মধুরবাক্যদ্বারা সেই বীরগণকে বারণ করিলেন ॥৪॥

কিন্তু তাঁহারা সকলে অর্জ্জুনের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ধীরে ধীরে অর্জ্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও মুগ্ধ ও ক্রুদ্ধ সেই ত্রিগর্ত্তগণকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥৫॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর অর্জ্জুন হাস্য করিয়াই যেন তাঁহাদিগকে বলিলেন—'অধর্ম্মজ্ঞগণ। তোমরা নিজেদের মঙ্গল ও জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিবৃত্ত হও' ॥৬॥

স তদা তদ্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
তান্ নিবর্ত্তধ্বমিত্যাহ ন ন্যবর্ত্তন্ত চাপি তে ॥৮॥
ততস্ত্রিগর্ত্তরাজানং সূর্য্যবর্ম্মাণমাহবে।
বিচিত্য শরজালেন প্রজহাস ধনঞ্জয়ঃ ॥৯॥
ততস্তে রথঘোষেণ রথনেমিস্বনেন চ।
পূরয়ন্তো দিশঃ সর্ব্বা ধনঞ্জয়মুপাদ্রবন্ ॥১০॥
সূর্য্যবর্ম্মা ততঃ পার্থং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্।
শতান্যমুঞ্চদ্ রাজেন্দ্র! লঘ্বস্ত্রমভিদর্শয়ন্ ॥১১॥
তথৈবান্যে মহেষ্বাসা যে চ তস্যানুযায়িনঃ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি ধনঞ্জয়বধৈষিণঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সোঽর্জ্জুনঃ। শ্রুত্বা তদানীং স্মৃত্বেত্যর্থঃ। তান্ ত্রিগর্ত্তান্, নিবর্ত্তধ্বং যুদ্ধাৎ ॥৮॥
তত ইতি। ত্রিগর্ত্তরাজানমিত্যদন্তত্বাভাব আর্ষঃ। বিচিত্য ব্যাপ্য ॥৯॥
তত ইতি। রথনেমীনাং রথচক্রপ্রান্তানাম্ স্বনেন শব্দেন ॥১০॥
সূর্য্যেতি। পার্থমর্জ্জুনং প্রতি। লঘ্বস্ত্রং দ্রুতাস্ত্রক্ষেপশক্তিম্ ॥১১॥
তথেতি। মহান্ত ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে ॥১২॥

কারণ, অর্জ্জুন যখন হস্তিনা হইতে প্রস্থান করেন, তখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে, 'পৃথানন্দন! যাঁহাদের বন্ধুগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তুমি সেই সকল রাজাকে বধ করিও না' ॥৭॥

তখন অর্জ্জুন বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া, ত্রিগর্ত্তবীরগণকে বলিয়াছিলেন যে, 'তোমরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; কিন্তু তাঁহারা নিবৃত্ত হন নাই ॥৮॥

তাহার পর অর্জ্জুন বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া হাস্য করিলেন ॥৯॥

তদনন্তর ত্রিগর্ত্তদেশীয়েরা রথের শব্দ ও রথচক্রের শব্দদ্বারা সমস্ত দিক্ পূর্ণ করিয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সূর্য্যবর্ম্মা সত্বর অস্ত্র নিক্ষেপের শক্তি দেখাইতে থাকিয়া, অর্জ্জুনের উপরে নতপর্ব্ব শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১১॥

এবং যাঁহারা সূর্য্যবর্ম্মার অনুগামী ছিলেন, সেই অন্য মহাধনুর্দ্ধরেরা অর্জ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

স তান্ জ্যামুখনির্ম্মুক্তৈর্বহুভিঃ সুবহূন্ শরান্।
চিচ্ছেদ পাণ্ডবো রাজন্! তে ভূমৌ ন্যপতংস্তদা ॥১৩॥
কেতুবর্ম্মা তু তেজস্বী তস্যৈবাবরজো যুবা।
যুযুধে ভ্রাতুরর্থায় পাণ্ডবেন যশস্বিনা ॥১৪॥
তমাপতন্তঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য কেতুবর্ম্মাণমাহবে।
অভ্যহন্নিশিতৈর্বাণৈর্বীভৎসুঃ পরবীরহা ॥১৫॥
কেতুবর্ম্মণ্যভিহতে ধৃতবর্ম্মা মহারথঃ।
রথেনাশু সমুৎপত্য শরৈর্জিষ্ণুমবাকিরৎ ॥১৬॥
তস্য তাং শীঘ্রতামীক্ষ্য তুতোষাতীব বীর্য্যবান্।
গুড়াকেশো মহাতেজা বালস্য ধৃতবর্ম্মণঃ ॥১৭॥
ন সন্ধধানং দদৃশে নাদদানঞ্চ তং তদা।
কিরন্তমেব স শরান্ দদৃশে পাকশাসনিঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। জ্যামুখেন গুণশ্রেষ্ঠেন নির্ম্মুক্তৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ শরৈঃ ॥১৩॥
কেত্বিতি। তস্যৈব সূর্য্যবর্ম্মণ এব, অবরজঃ কনিষ্ঠো ভ্রাতা ॥১৪॥
তমিতি। আহবে যুদ্ধে। নিশিতৈঃ সুধারৈঃ, বীভৎসুরর্জ্জুনঃ ॥১৫॥
কেত্বিতি। জিষ্ণুমর্জ্জুনম্ ॥১৬॥
তস্যেতি। শীঘ্রতাম্ অস্ত্রক্ষেপে, ঈক্ষ্য দৃষ্ট্বা। আর্ষোঽয়ং যপ্। গুড়াকেশোঽর্জ্জুনঃ ॥১৭॥
নেতি। পাকশাসনস্য ইন্দ্রস্যাপত্যমিতি পাকশাসনিরর্জ্জুনঃ ॥১৮॥

রাজা! অর্জ্জুনও ধনুর্গুণনিক্ষিপ্ত বহুতর বাণদ্বারা তাঁহাদের বহুতর বাণ ছেদন করিলেন এবং অর্জ্জুনের আঘাতে তাঁহারা তখন ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥১৩॥

সূর্য্যবর্ম্মারই কনিষ্ঠ সহোদর তেজস্বী ও যুবা কেতুবর্ম্মা ভ্রাতার জন্য যশস্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

বিপক্ষবীরহন্তা অর্জ্জুন কেতুবর্ম্মাকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন ॥১৫॥

কেতুবর্ম্মা নিহত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা সত্বর রথারোহণে অগ্রবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুনের উপরে বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

বলবান্ ও মহাতেজা অর্জ্জুন বালক সেই ধৃতবর্ম্মার সেই সত্বর অস্ত্রক্ষেপের যোগ্যতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৭॥

স তু তং পূজয়ামাস ধৃতবর্ম্মাণমাহবে।
মনসা তু মুহূর্ত্তং বৈ রণে সমভিহর্ষয়ন্ ॥১৯॥
তং পন্নগমিব ক্রুদ্ধং কুরুবীরঃ স্ময়ন্নিব।
প্রীতিপূর্ব্বং মহাবাহুঃ প্রাণৈর্ন ব্যপরোপয়ৎ ॥২০॥
স তথা রক্ষ্যমাণো বৈ পার্থেনামিততেজসা।
ধৃতবর্ম্মা শরং দীপ্তং মুমোচ বিজয়ে তদা ॥২১॥
স তেন বিজয়স্তূর্ণমাসীদ্বিদ্ধঃ করে ভৃশম্।
মুমোচ গাণ্ডিবং মোহাত্তৎপপাতাথ ভূতলে ॥২২॥
ধনুষঃ পততস্তস্য সব্যসাচিকরাদ্বিভো !।
বভূব সদৃশং রূপং শক্রচাপস্য ভারত ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পূজয়ামাস সমরসামর্থ্যদর্শনাৎ প্রশশংস ॥১৯॥
তমিতি। পন্নগং সর্পম্, স্ময়ন্ বিস্ময়মানঃ। ব্যপরোপয়ৎ ব্যযোজয়ৎ ॥২০॥
স ইতি। দীপ্তমুজ্জ্বলম্, বিজয়ে অর্জ্জুনে ॥২১॥
স ইতি। তেন শরেণ, বিজয়োঽর্জ্জুনঃ। মোহাদ্বিহ্বলত্বাৎ ॥২২॥
ধনুষ ইতি। সব্যসাচিকরাদর্জ্জুনহস্তাৎ ॥২৩॥

তখন অর্জ্জুন ধৃতবর্ম্মার বাণগ্রহণ ও বাণসন্ধান দেখিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি বাণক্ষেপই করিতেছেন, তাহাই দেখিলেন ॥১৮॥

তখন অর্জ্জুন মনে মনে যুদ্ধে ধৃতবর্ম্মার প্রশংসা করিলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধে তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন ॥১৯॥

কুরুবীর মহাবাহু অর্জ্জুন বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন প্রীতিনিবন্ধন সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ ধৃতবর্ম্মার প্রাণ বিমুক্ত করিলেন না ॥২০॥

অমিততেজা অর্জ্জুন সেইভাবে রক্ষা করিতে লাগিলে, ধৃতবর্ম্মা তখন অর্জ্জুনের প্রতি একটী উজ্জ্বল বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২১॥

সেই বাণটী সত্বর যাইয়া অর্জ্জুনের বাম হস্ত অত্যন্ত বিদ্ধ করিল। তখন অর্জ্জুন বেদনায় আকুল হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিলেন, পরে সেই গাণ্ডীব ভূতলে পতিত হইল ॥২২॥

ভরতনন্দন রাজা! অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সেই ধনু পতিত হইতে লাগিলে ইন্দ্রধনুর তুল্যই তাহার রূপ হইয়াছিল ॥২৩॥

---

(১৯) স তু তং পূরয়ামাস—বঙ্গ বর্দ্ধ।

তস্মিন্নিপতিতে দিব্যে মহাধনুষি পার্থিব!।
চকার সস্বনং হাসং ধৃতবর্ম্মা মহাহবে ॥২৪॥
ততো রোষার্দ্দিতো জিষ্ণুঃ প্রমৃজ্য রুধিরং করাৎ।
ধনুরাদত্ত তদ্দিব্যং শরবর্ষৈর্ববর্ষ চ ॥২৫॥
ততো হলাহলশব্দো দিবস্পৃগভবত্তদা।
নানাবিধানাং ভূতানাং তৎকর্ম্মাণি প্রশংসতাম্ ॥২৬॥
ততঃ সংপ্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধং কালান্তকযমোপমম্।
জিষ্ণুং ত্রৈগর্ত্তকা যোধাঃ পরীতাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৭॥
অভিসৃত্য পরীপ্সার্থং ততস্তে ধৃতবর্ম্মণঃ।
পরিবব্রুর্গুড়াকেশং তত্রাক্রুধ্যদ্ধনঞ্জয়ঃ ॥২৮॥
ততো যোধান্ জঘানাশু তেষাং স দশ চাষ্ট চ।
মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈরায়সৈর্বহুভিঃ শরৈঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। দিব্যে অলৌকিকে। সস্বনং সশব্দম্ ॥২৪॥
তত ইতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ ॥২৫॥
তত ইতি। দিবস্পৃগ্ গগনস্পর্শী। তস্য ধৃতবর্ম্মণঃ কর্ম্মাণি ॥২৬॥
তত ইতি। ত্রৈগর্ত্তকাস্ত্রিগর্ত্তদেশীয়াঃ, পরীতাঃ সমন্তাদাগতাঃ ॥২৭॥
অভীতি। অভিসৃত্য সমন্তাদাগত্য, পরীপ্সার্থং রক্ষার্থম্। গুড়াকেশমর্জ্জুনম্ ॥২৮॥
তত ইতি। অষ্ট অষ্টৌ। আয়সৈর্লৌহময়ৈঃ ॥২৯॥

রাজা! সেই অলৌকিক মহাধনু পতিত হইলে, ধৃতবর্ম্মা মহাযুদ্ধে অট্টহাস্য করিলেন ॥২৪॥

তখন অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তের রুধির মার্জনা করিয়া সেই অলৌকিক ধনু পুনরায় গ্রহণ করিলেন এবং ধৃতবর্ম্মার উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তৎকালে আকাশবর্ত্তী নানাবিধ প্রাণী ধৃতবর্ম্মার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলে, আকাশে হলহলাশব্দ হইতে লাগিল ॥২৬॥

তাহার পর ত্রিগর্ত্তদেশীয় যোদ্ধারা অর্জ্জুনকে কালান্তক যমের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সকল দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল ॥২৭॥

তদনন্তর তাহারা ধৃতবর্ম্মার রক্ষার নিমিত্ত সকল দিক্ হইতে আসিয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল; তখন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলেন ॥২৮॥

তান্ সংপ্রভগ্নান্ সংপ্রেক্ষ্য ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জঘান স্বনবন্ধসন্ ॥৩০॥
তে ভগ্নমনসঃ সর্ব্বে ত্রৈগর্ত্তকমহারথাঃ।
দিশোঽভিদুদ্রুবু রাজন্! ধনঞ্জয়শরার্দ্দিতাঃ ॥৩১॥
তমূচুঃ পুরুষব্যাঘ্রং সংশপ্তকনিষূদনম্।
তবাস্ম কিঙ্করাঃ সর্বে সর্বে বৈ বশগাস্তব ॥৩২॥
আজ্ঞাপয়স্ব নঃ পার্থ! প্রহ্বান্ প্রেষ্যানবস্থিতান্।
করিষ্যামঃ প্রিয়ং সর্বং তব কৌরবনন্দন! ॥৩৩॥
এতদাজ্ঞায় বচনং সর্ব্বাংস্তানব্রবীত্তদা।
জীবিতং রক্ষত নৃপাঃ! শাসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রিগর্ত্তপরাজয়ে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তানিতি। সংপ্রভগ্নান্ পরাজিতান্। আশীবিষাকারৈঃ সর্পতুল্যৈঃ, স্বনবৎ সশব্দম্ ॥৩০॥

ত ইতি। ভগ্নমনসো ভয়েন নিরুৎসাহচিত্তাঃ ॥৩১॥

তমিতি। সংশপ্তকানাং তদাখ্যানাং সৈন্যানাং নিষূদনং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহন্তারম্ ॥৩২॥

আজ্ঞেতি। প্রহ্বান্ অবনতান্, প্রেষ্যান্ দাসভূতান্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রিগর্ত্তৈরিতি। মহারথত্বেন সম্যগাজ্ঞাতৈঃ পাণ্ডবীয়ৈর্হতানাং পুত্রনপ্তৃভিস্ত্রিগর্ত্তৈঃ ॥১—৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৩॥

তাহার পর অর্জ্জুন ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য লৌহময় বহুতর বাণদ্বারা ত্রিগর্ত্ত-রাজগণের আঠার জন যোদ্ধাকে সত্বর বধ করিলেন ॥২৯॥

ত্রিগর্ত্তযোদ্ধারা যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া অর্জ্জুন ত্বরান্বিত হইয়া অট্টহাস্য করিতে থাকিয়া সর্পতুল্য বাণসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

রাজা! ক্রমে ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথেরা সকলে অর্জ্জুনের বাণে পীড়িত হইয়া ভীতচিত্তে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

অনেকে সংশপ্তকসৈন্যহন্তা পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বলিলেন—'বীর! আমরা সকলেই আপনার দাস হইলাম এবং সকলেই আপনার বশীভূত হইলাম ॥৩২॥

পৃথানন্দন! আমরা সকলেই অবনত ও বশীভূত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমাদিগকে আদেশ করুন; কৌরবনন্দন! আমরা আপনার সমস্ত প্রিয়কার্য্য করিব' ॥৩৩॥

---

* '…চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষমথাভ্যেত্য ব্যচরৎ স হয়োত্তমঃ

ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যযৌ রণকর্কশঃ ॥১॥

স হয়ং পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তমুপাগতম্।

যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ! বজ্রদত্তো মহীপতিঃ ॥২॥

সোঽভিনির্যায় নগরাদ্‌ভগদত্তসুতো নৃপঃ।

অশ্বমায়ান্তমুন্মথ্য নগরাভিমুখো যযৌ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। আজ্ঞায় শ্রুত্বা। শাসনমস্মদাদেশঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

প্রাগিতি। প্রাগ্‌জ্যোতিষং তদাখ্যং দেশম্। ভগদত্তস্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুনেন নিহতস্য আত্মজঃ পুত্রঃ ॥১॥

স ইতি। বিষয়ান্তং নিজরাজ্যপ্রান্তমুপাগতং হয়ং লক্ষ্যীকৃত্যেতি শেষঃ। বজ্রদত্তো নাম ॥২॥

স ইতি। উন্মথ্য ধৃত্বা নিপীড্য ॥৩॥

অর্জ্জুন তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন সকলকেই বলিলেন— 'রাজগণ! আপনারা জীবন রক্ষা করুন এবং আমার আদেশ গ্রহণ করুন' ॥৩৪॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর সেই উত্তম অশ্বটী প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশে যাইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ ভগদত্তের পুত্র যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগদত্তের পুত্র রাজা বজ্রদত্ত আপন রাজ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত অর্জ্জুনের সেই অশ্বটী লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২॥

---

(২) বজ্রদত্তো মহীপতিঃ—নি।

তমালক্ষ্য মহাবাহুঃ কুরূণামৃষভস্তদা।
গাণ্ডীবং বিক্ষিপংস্তূর্ণং সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥৪॥
ততো গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈরিষুভির্মোহিতো নৃপঃ।
হয়মুৎসৃজ্য তং বীরস্ততঃ পার্থমুপাদ্রবৎ ॥৫॥
পুনঃ প্রবিশ্য নগরং দংশিতঃ স নৃপোত্তমঃ।
আরুহ্য নাগপ্রবরং নির্যযৌ যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া ॥৬॥
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি।
দোধূয়তা চামরেণ শ্বেতেন চ মহারথঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ পার্থং সমাসাদ্য পাণ্ডবানাং মহারথম্।
আহ্বয়ামাস বীভৎসুং বাল্যান্মোহাচ্চ সংযুগে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোঽর্জ্জুনঃ। বিক্ষিপন্ আকর্ষন্ ॥৪॥

তত ইতি। ইষুভির্বাণৈঃ, নৃপো বজ্রদত্তঃ ॥৫॥

পুনরিতি। দংশিতো যুদ্ধায় সন্নদ্ধঃ। নাগপ্রবরং করীন্দ্রম্ পাণ্ডুরেণ শুভেণ। দোধূয়তা সঞ্চাল্যমানেন লক্ষিত ইতি শেষঃ ॥৬—৭॥

তত ইতি। আহ্বয়ামাস আজুহাব, বীভৎসুমর্জ্জুনম্, সংযুগে যুদ্ধে ॥৮॥

ভগদত্তের পুত্র রাজা বজ্রদত্ত রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া সেই আগত অশ্বটীকে ধরিয়া পীড়ন করিতে করিতে রাজধানীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তখন মহাবাহু অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪॥

তাহার পর বীর বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণে পীড়িত হইয়া সেই অশ্বটীকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫॥

মহারথ রাজশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্ত পুনরায় রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া একটা বিশাল হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। তখন কোন ভৃত্য তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করিয়াছিল এবং অন্য কোন ভৃত্য শুভ্রবর্ণ চামর আন্দোলন করিতেছিল ॥৬—৭॥

তদনন্তর বজ্রদত্ত পাণ্ডবগণের মহারথ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া বালকতা ও মুগ্ধতা নিবন্ধন তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥৮॥

---

(৬) নির্যযৌ রণকর্কশঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

স বারণং নগপ্রখ্যং প্রভিন্নকরটামুখম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শ্বেতাশ্বং প্রতি পার্থিবঃ ॥৯॥
বিক্ষরন্তং মহামেঘং পরবারণবারণম্।
শাস্ত্রবৎকল্পিতং সংখ্যে বিবশং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
প্রচোদ্যমানঃ স গজস্তেন রাজ্ঞা মহাবলঃ।
তদাঙ্কুশেন বিবভাবুৎপতিষ্যন্নিবাম্বরম্ ॥১১॥
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধো রাজন্! ধনঞ্জয়ঃ।
ভূমিষ্ঠো বারণগতং যোধয়ামাস ভারত! ॥১২॥
বজ্রদত্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো মুমোচাশু ধনঞ্জয়ে।
তোমরানগ্নিসঙ্কাশান্ শলভানিব বেগিতান্ ॥১৩॥
অর্জ্জুনস্তানসম্প্রাপ্তান্ গাণ্ডীবপ্রভবৈঃ শরৈঃ।
দ্বিধা ত্রিধা চ চিচ্ছেদ খগমান্ খগমৈস্তদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স বজ্রদত্তঃ, বারণং হস্তিনম্, নগপ্রখ্যং পর্ব্বততুল্যম্, প্রভিন্নে বিদীর্ণে বিদীর্ণতয়া মদস্রাবিণী করটামুখে গণ্ডবদনে যস্য তম্। শ্বেতাশ্বমর্জ্জুনম্ বিক্ষরন্তং বর্ষন্তম্, মহামেঘং তত্তুল্যম্, পরবারণবারণং বিপক্ষহস্তিনিবারকম্। শস্ত্রবৎকল্পিতং শত্রুঘাতিতয়া নিরূপিতম্।৯—১০॥

প্রচোদ্যেতি। প্রচোদ্যমানঃ প্রেৰ্য্যমাণঃ, অম্বরমাকাশমুৎপতিষ্যন্নিব বিবভৌ॥১১॥

তমিতি। বারণগতং গজারূঢ়ং বজ্রদত্তম্॥১২॥

বজ্রেতি। অগ্নিসঙ্কাশান্ অগ্নিতুল্যসমুজ্জ্বলান্, শলভান্ পতঙ্গান্॥১৩॥

ক্রমে বজ্রদত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের দিকে মদস্রাবী ও পর্ব্বতপ্রমাণ সেই হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। বিপক্ষহস্তিনিবারক সেই হস্তী তখন জলবর্ষী মহামেঘের ন্যায় মদবর্ষণ করিতেছিল এবং যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ সেই উন্মত্ত হস্তীকে যুদ্ধে অস্ত্রের ন্যায়ই কল্পনা করা হইয়াছিল॥৯—১০॥

রাজা বজ্রদত্ত অঙ্কুশদ্বারা সেই মহাবল হস্তীকে আঘাত করিয়া প্রেরণ করিলে, সেই হস্তী তখন আকাশে উড্ডীন হইয়াই যেন প্রকাশ পাইতেছিল॥১১॥

ভরতনন্দন রাজা! সেই বজ্রদত্তকে আসিতে দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ভূতলে থাকিয়া গজারোহী বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥১২॥

তদনন্তর বজ্রদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং পতঙ্গের ন্যায় বেগবান্ বহুতর তোমর সত্বর নিক্ষেপ করিলেন॥১৩॥

---

(১৪) খ এব খগমৈস্তদা—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

স তান্ দৃষ্ট্বা তথা ছিন্নাংস্তোমরান্ ভগদত্তজঃ।
ইষূনসক্তাংস্ত্বরিতঃ প্রাহিণোৎ পাণ্ডবং প্রতি ॥১৫॥
ততোঽর্জ্জুনস্তূর্ণতরং রুক্মপুঙ্খানজিহ্মগান্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো ভগদত্তাত্মজং প্রতি ॥১৬॥
স তৈর্বিদ্ধো মহাতেজা বজ্রদত্তো মহামৃধে।
ভৃশাহতঃ পপাতোর্ব্ব্যাং ন ত্বেনমজহাৎ স্মৃতিঃ ॥১৭॥
ততঃ স পুনরারুহ্য বারণপ্রবরং রণে।
অব্যগ্রঃ প্রেষয়ামাস জয়ার্থী বিজয়ং প্রতি ॥১৮॥
তস্মৈ বাণাংস্ততো জিষ্ণুর্নির্ম্মুক্তাশীবিষোপমান্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো জ্বলিতজ্বলনোপমান্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অর্জ্জুন ইতি। অসম্প্রাপ্তান্ অন্তরা স্থিতান্। খগমান্ আকাশগতান্, খগমৈরাকাশগামিভিঃ ॥১৪॥

স ইতি। ইষূন্ বাণান্, অসক্তান্ পরস্পরমসংলগ্নান্ ॥১৫॥

তত ইতি। তূর্ণতরমতীব সত্বরম্, রত্নপুঙ্খান্ রত্নখচিতপুচ্ছদেশান্, অজিহ্মগান্ বাণান্ ॥১৬॥

স ইতি। অজহাদত্যজৎ মূর্চ্ছিতো ন বভূবেত্যর্থঃ ॥১৭॥

তত ইতি। বারণপ্রবরং হস্তিশ্রেষ্ঠম্। প্রেষয়ামাস তং বারণপ্রবরমেব, বিজয়মর্জ্জুনম্ ॥১৮॥

তস্মা ইতি। নির্মুক্তা নির্ম্মুক্তচর্ম্মাণ আশীবিষাঃ সর্পা উপমা যেষাং তান্ ॥১৯॥

তখন অর্জ্জুন সেই তোমরগুলি আকাশপথে থাকিতেই গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা সেগুলিকে দুইভাগে ও তিনভাগে ছেদন করিলেন ॥১৪॥

বজ্রদত্ত সেই তোমরগুলিকে সেইভাবে ছিন্ন দেখিয়া ত্বরান্বিত হইয়া অর্জ্জুনের দিকে পরস্পর অসংলগ্ন বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৫॥

তদনন্তর অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতিসত্বর বজ্রদত্তের প্রতি রত্নপুঙ্খ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥

মহাতেজা বজ্রদত্ত সেই সকল বাণে বিদ্ধ ও অত্যন্ত আহত হইয়া মহাযুদ্ধে ভূতলে পতিত হইলেন; কিন্তু মূর্চ্ছিত হন নাই ॥১৭॥

তাহার পর বজ্রদত্ত পুনরায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া অনাকুল থাকিয়া জয়ার্থী হইয়া যুদ্ধে অর্জ্জুনের দিকে সেই হস্তীকে প্রেরণ করিলেন ॥১৮॥

স তৈর্বিদ্ধো মহানাগো বিস্রবন্ রুধিরং বভৌ।
হিমবানিব শৈলেন্দ্রো বহুপ্রস্রবণস্তদা ॥২০॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে বজ্রদত্তযুদ্ধে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং ত্রিরাত্রমভবত্তদ্যুদ্ধং ভরতর্ষভ!।
অর্জ্জুনস্য নরেন্দ্রেণ বৃত্রেণেব শতক্রতোঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিস্রবন্ দেহাৎ নিঃসারয়ন্। বহূনি প্রস্রবণানি জলপ্রপাতা যস্য সঃ ॥২০

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এবমিতি। নরেন্দ্রেণ প্রাগ্জ্যোতিষরাজেন বজ্রদত্তেন সহ, শতক্রতোরিন্দ্রস্য ॥১॥

তৎপরে অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের তুল্য ও প্রজ্বলিত অগ্নির সমান বাণসমূহ সেই হস্তীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥

তখন সেই মহা হস্তী সেই বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া দেহ হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে থাকিয়া বহুজলপ্রপাতযুক্ত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২০॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বজ্রদত্তের সহিত অর্জ্জুনের এই প্রকার তিন দিন যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

(২০) গৈরিকাক্তমিবাম্ভোদ্রির্বহুপ্রস্রবণং তদা—বঙ্গ বর্দ্ধ। * '...চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ' বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ততশ্চতুর্থে দিবসে বজ্রদত্তো মহাবলঃ।
জহাস সস্বনং হাসং বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ ॥২॥
অর্জ্জুনার্জ্জুন! তিষ্ঠস্ব ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
ত্বাং নিহত্য করিষ্যামি পিতুস্তোয়ং যথাবিধি ॥৩॥
ত্বয়া বৃদ্ধো মম পিতা ভগদত্তঃ পিতুঃ সখা।
হতো বৃদ্ধোঽপি বাধিত্বা শিশুং মামদ্য যোধয় ॥৪॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো বজ্রদত্তো নরাধিপঃ।
প্রেষয়ামাস কৌরব্য! বারণং পাণ্ডবং প্রতি ॥৫॥
সংপ্রেষ্যমাণো নাগেন্দ্রো বজ্রদত্তেন ধীমতা।
উৎপতিষ্যন্নিবাকাশমভিদুদ্রাব পাণ্ডবম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। জহাসহাসং চকার, সস্বনং সশব্দম্ ॥২॥

অর্জ্জুনেতি। পিতুর্ভগদত্তস্য তোয়ং তোয়বিহিতং তর্পণম্ ॥৩॥

ত্বয়েতি। পিতুর্নিজজনকস্যেন্দ্রস্য সখা। বাধিত্বা অস্ত্রৈর্নিপীড্য হতঃ। অদ্য বৃদ্ধস্ত্বং শিশুং মাং যোধয় ॥৪॥

ইতীতি। বারণং হস্তিনম্, পাণ্ডবমর্জ্জুনম্ ॥৫॥

সংপ্রেষ্যেতি। নাগেন্দ্রো হস্তিশ্রেষ্ঠঃ। পাণ্ডবমর্জ্জুনম্ ॥৬॥

তাহার পর চতুর্থ দিনে মহাবল বজ্রদত্ত অট্টহাস্য করিলেন এবং অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন—॥২॥

'অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! এই রণস্থলে অবস্থান কর, তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না। আমি তোমাকে বধ করিয়া যথাবিধানে পিতার তর্পণ করিব ॥৩॥

তুমি তোমার পিতা ইন্দ্রের সখা আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে পীড়ন করিয়া বধ করিয়াছিলে। এখন তুমি বৃদ্ধ, আমি শিশু; এই অবস্থায় তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর' ॥৪॥

কৌরবনন্দন! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাজা বজ্রদত্ত এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনের প্রতি আপন হস্তীকে প্রেরণ করিলেন ॥৫॥

ধীমান্ বজ্রদত্ত প্রেরণ করিলে সেই হস্তীশ্রেষ্ঠ আকাশে উঠিবে বলিয়াই যেন অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইল ॥৬॥

---

(৭) শৈলং নীল ইবাম্বুদঃ—নি।

অগ্রহস্তসুমুক্তেন শীকরেণ স নাগরাট্।
সমৌক্ষত গুড়াকেশং শৈলং নীলমিবাম্বুদঃ ॥৭॥
স তেন প্রেষিতো রাজ্ঞা মেঘবদ্বিনদন্মুহুঃ।
মুখাড়ম্বরসংহ্রাদৈরভ্যদ্রবত ফাল্গুনম্ ॥৮॥
স নৃত্যন্নিব নাগেন্দ্রো বজ্রদত্তপ্রচোদিতঃ।
আসসাদ দ্রুতং রাজন্! কৌরবাণাং মহারথম্ ॥৯॥
তমায়ান্তমথালক্ষ্য বজ্রদত্তস্য বারণম্।
গাণ্ডীবমাশ্রিত্য বলী ন ব্যকম্পত শক্রহা ॥১০॥
চুক্রোধ বলবচ্চাপি পাণ্ডবস্তস্য ভূপতেঃ।
কার্য্যবিঘ্নমনুস্মৃত্য পূর্ববৈরঞ্চ ভারত! ॥১১॥
ততস্তং বারণং ক্রুদ্ধঃ শরজালেন পাণ্ডবঃ।
নিবারয়ামাস তদা বেলেব মকরালয়ম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অগ্রেতি। স নাগরাট্ হস্তিশ্রেষ্ঠঃ, অম্বুদো মেঘঃ নীলং শৈলং পর্ব্বতমিব, অগ্রহস্তাৎ শুণ্ডাগ্রদেশাৎ সুমুক্তেন নিক্ষিপ্তেন শীকরেণ মদজলবিন্দুসমূহেন, গুড়াকেশমর্জ্জুনম্, সমৌক্ষত সমসিঞ্চৎ ॥৭॥

স ইতি। মুখস্য আড়ম্বরসংহ্রাদৈর্বিশালগর্জ্জনৈঃ ফাল্গুনমর্জ্জুনম্ ॥৮॥

স ইতি। বজ্রদত্তেন প্রচোদিতঃ প্রেরিতঃ। মহারথমর্জ্জুনম্ ॥৯॥

তমিতি। বারণং হস্তিনম্। শক্রহা শক্রহন্তা অর্জ্জুনঃ ॥১০॥

চুক্রোধেতি। কার্য্যস্য অশ্বমেধস্য বিঘ্নং পূর্ব্ববৈরং ভগদত্তবধনিবন্ধনাং শক্রতাম্, ॥১১॥

ক্রমে মেঘ যেমন নীলপর্ব্বতের উপরে জলবিন্দু বর্ষণ করে, সেইরূপ সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ নিজ শুণ্ডের অগ্রদেশনির্গত মদজলবিন্দু অর্জ্জুনের উপরে বর্ষণ করিতে লাগিল ॥৭॥

রাজা বজ্রদত্ত প্রেরণ করিলে সেই হস্তী মেঘের ন্যায় অনবরত গর্জ্জন করিতে থাকিয়া মুখের সেই শব্দের সহিত অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইল ॥৮॥

রাজা! বজ্রদত্তপ্রেরিত সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ নৃত্য করিতে থাকিয়াই যেন সত্বর অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইল ॥৯॥

গাণ্ডীবধারী ও বলবান্ শক্রহন্তা অর্জ্জুন বজ্রদত্তের সেই হস্তীকে আসিতে দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না ॥১০॥

ভরতনন্দন! বরং তিনি কার্য্যের বিঘ্ন ও পূর্ব্বশক্রতা স্মরণ করিয়া বজ্রদত্তের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥১১॥

স নাগপ্রবরঃ শ্রীমানর্জ্জুনেন নিবারিতঃ।
তস্থৌ শরৈর্বিনুন্নাঙ্গঃ শ্বাবিচ্ছললিতো যথা ॥১৩॥
নিবারিতং গজং দৃষ্ট্বা ভগদত্তসুতো নৃপঃ।
উৎসসর্জ্জ শিতান্ বাণানর্জ্জুনং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৪॥
অর্জ্জুনস্তু মহাবাহুঃ শরৈররিনিঘাতিভিঃ।
বারয়ামাস তান্ বাণাংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৫॥
ততঃ পুনরভিক্রুদ্ধো রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ।
প্রেষয়ামাস নাগেন্দ্রং বলবৎ পর্ব্বতোপমম্ ॥১৬॥
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য বলবৎ পাকশাসনিঃ।
নারাচমগ্নিসঙ্কাশং প্রাহিণোদ্বারণং প্রতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বেলা তীরভূমিঃ, মকরালয়ং সমুদ্রম্ ॥১২॥

স ইতি। শ্রীমান্ বলসম্পন্নঃ। বিনুন্নাঙ্গো বিদ্ধগাত্রঃ, শ্বাবিৎপশুবিশেষঃ, শললিতঃ কণ্টকিতঃ ॥১৩॥

নিবারিতমিতি। শিতান্ সুধারান্, অর্জ্জুনং প্রতি ॥১৪॥

অর্জ্জুন ইতি। তদ্‌বাণৈর্বাণনিবারণম্, অদ্ভুতমিবাভবৎ অতিদুষ্করত্বাৎ ॥১৫॥

তত ইতি। বলবৎ অতীব দ্রুতং প্রেষয়ামাস ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ॥১—১২॥ শললিতঃ শলাকাপ্রোতঃ ॥১৩—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫॥

তাহার পর ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন তীরভূমি যেমন সমুদ্রকে বারণ করে, তেমন বাণসমূহদ্বারা সেই হস্তীকে বারণ করিলেন ॥১২॥

তখন বলসম্পন্ন সেই হস্তীশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বাণে বিদীর্ণদেহ ও নিবারিত হইয়া উদীর্ণকণ্টক শেজারুর ন্যায় অবস্থান করিল ॥১৩॥

বজ্রদত্ত হস্তী নিবারিত হইয়াছে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি সুধার বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

মহাবাহু অর্জ্জুন তখন শত্রুনাশক বাণসমূহদ্বারা বজ্রদত্তের সেই বাণসমূহকে বারণ করিলেন। তাহা যেন আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল ॥১৫॥

তদনন্তর রাজা বজ্রদত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ সেই হস্তিশ্রেষ্ঠকে অর্জ্জুনের প্রতি পুনরায় মহাবেগে প্রেরণ করিলেন ॥১৬॥

স তেন বারণো রাজন্! মর্ম্মস্বভিহতো ভৃশম্।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্ররুগ্ণ ইবাচলঃ ॥১৮॥
স পতন্ শুশুভে নাগো ধনঞ্জয়শরাহতঃ।
বিশন্নিব মহাশৈলো মহীং বজ্রপ্রপীড়িতঃ ॥১৯॥
তস্মিন্নিপতিতে নাগে বজ্রদত্তস্য পাণ্ডবঃ।
তং ন ভেতব্যমিত্যাহ ততো ভূমিগতং নৃপম্ ॥২০॥
অব্রবীদ্ধি মহাতেজাঃ প্রস্থিতং মাং যুধিষ্ঠিরঃ।
রাজানস্তে ন হন্তব্যা ধনঞ্জয়! কথঞ্চন ॥২১॥
সর্ব্বমেতন্নরব্যাঘ্র! ভবত্যেতাবতা কৃতম্।
যোধাশ্চাপি ন হন্তব্যা ধনঞ্জয়! রণে ত্বয়া ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। পাকশাসনিরর্জ্জুনঃ। অগ্নিসঙ্কাশম্ অগ্নিবদুজ্জ্বলম্ ॥১৭॥
স ইতি। বজ্রেণ রুগ্ণো ভগ্নঃ। অচলঃ পর্ব্বত ইব ॥১৮॥
স ইতি। নাগো হস্তী। বজ্রেণ ইন্দ্রাশনিনা প্রপীড়িতঃ ॥১৯॥
তস্মিন্নিতি। ততো নাগাৎ ভূমিগতং ভূতলস্থিতম্, নৃপং বজ্রদত্তম্ ॥২০॥
অব্রবীদিতি। হি যস্মাৎ। কথঞ্চন হননসম্ভবেঽপি ॥২১॥
সর্ব্বমিতি। হে নরব্যাঘ্র! এতাবতা কেবলজয়েনৈব এতৎ সর্ব্বম্ অশ্বমেধবিধিপালনং ত্বয়া কৃতং ভবতি ॥২২॥

সেই হস্তী মহাবেগে আসিতেছে দেখিয়া অর্জ্জুন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একটা নারাচ সেই হস্তীর উপরে নিক্ষেপ করিলেন। ১৭॥

রাজা! সেই হস্তী সেই নারাচদ্বারা হৃদয়ে অত্যন্ত আহত হইয়া বজ্রভগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল ॥১৮॥

সেই হস্তী অর্জ্জুনের বাণে আহত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রে প্রপীড়িত ভূতল-প্রবেশোদ্যত মহাপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৯॥

সেই হস্তী নিপতিত হইলে এবং বজ্রদত্ত সেই হস্তী হইতে ভূতলে নামিয়া দাঁড়াইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—'রাজা! ভয় করিবেন না ॥২০॥

কারণ, আমি হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে মহাতেজা যুধিষ্ঠির আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'অর্জ্জুন! তুমি কোনপ্রকারেই রাজগণকে বধ করিও না ॥২১॥

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এইটুকুমাত্র করিলেই অশ্বমেধের সমস্ত বিধিরক্ষা করা

(২০) ততো ভূমিগতং নৃপঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

বক্তব্যাশ্চাপি রাজানঃ সর্ব্বে সহ সুহৃজ্জনৈঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধো ভবদ্ভিরনুভূয়তাম্ ॥২৩॥
ইতি ভ্রাতৃবচঃ শ্রুত্বা ন হন্মি ত্বাং নরাধিপ!।
উত্তিষ্ঠ ন ভয়ং তেঽস্তি স্বস্তিমান্ গচ্ছ পার্থিব! ॥২৪॥
আগচ্ছেথা মহারাজ! পরাং চৈত্রীমুপস্থিতাম্।
তদাশ্বমেধো ভবিতা ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ॥২৫॥
এবমুক্তঃ স রাজা তু ভগদত্তাত্মজস্তদা।
তথেত্যেবাব্রবীদ্বাক্যং পাণ্ডবেনাভিনির্জ্জিতঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বজ্রদত্তপরাজয়ে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

বক্তব্যা ইতি। অনুভূয়তাং তত্র গত্বা দর্শনাদিনা সম্পাদ্যতাম্ ॥২৩॥
ইতীতি। স্বস্তিমান্ কুশলী। "স্বস্ত্যাশীঃক্ষেমপুণ্যাদৌ" ইত্যমরঃ ॥২৪॥
আগচ্ছেথা ইতি। চৈত্রীং চৈত্রমাসীয়পূর্ণিমাং লক্ষ্যীকৃত্যেতি শেষঃ ॥২৫॥
এবমিতি। তথা তদানীং গমিষ্যাম্যেব, পাণ্ডবেনার্জ্জুনেন ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

হইবে। অর্জ্জুন! আর এক কথা, তুমি যুদ্ধে বিপক্ষযোদ্ধাদিগকেও বধ করিও না ॥২২॥

এবং তুমি সকল রাজাকে বলিবে—'আপনারা বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনায় যাইয়া যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ দর্শন করিবেন' ॥২৩॥

নরনাথ! ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য স্মরণ করিয়া আমি আপনাকে বধ করিব না। রাজা! উঠুন, আপনার ভয় নাই, আপনি কুশলী থাকিয়া গমন করুন ॥২৪॥

মহারাজ! আগামী চৈত্রী-পূর্ণিমায় আপনি হস্তিনায় আগমন করিবেন। তখন জ্ঞানী ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধযজ্ঞ হইবে' ॥২৫॥

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুনকর্তৃক নির্জ্জিত রাজা বজ্রদত্ত তখন এই কথা বলিলেন—'তাহাই হইবে' ॥২৬॥

---

(২৫) যদাশ্বমেধো ভবিতা—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।
* '...ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সৈন্ধবৈরভবদ্‌যুদ্ধং ততস্তস্য কিরীটিনঃ।
হতশেষৈর্ম্মহারাজ! হতানাঞ্চ সুতৈরপি ॥১॥
তেঽবতীর্ণমুপশ্রুত্য বিষয়ং শ্বেতবাহনম্।
প্রত্যুদ্‌যযুরমৃষ্যন্তো রাজানঃ পাণ্ডবর্ষভম্ ॥২॥
অশ্বঞ্চ তং পরামৃশ্য বিষয়ান্তে বিষোপমাঃ।
ন ভয়ং চক্রিরে পার্থাদ্‌ভীমসেনাদনন্তরাৎ ॥৩॥
তেঽবিদূরাদ্ধনুষ্পাণিং যজ্ঞিয়স্য হয়স্য চ।
বীভৎসুং প্রত্যপদ্যন্ত পদাতিনমবস্থিতম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সৈন্ধবৈরিতি। সৈন্ধবৈঃ সিন্ধুদেশীয়ৈঃ। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হতানাং শেষৈঃ, তত্রৈব যুদ্ধে হতানাঞ্চ সুতৈরপি সহ তস্য কিরীটিনোঽর্জ্জুনস্য যুদ্ধমভবৎ ॥১॥

ত ইতি। বিষয়ং স্বদেশম্। অমৃষ্যন্তঃ অসহমানাঃ ॥২॥

অশ্বমিতি। পরামৃশ্য পরিগৃহ্য, বিষয়ান্তে নিজরাজ্যপ্রান্তে, বিষোপমা উগ্রাঃ। ভীমসেনাদনন্তরাৎ পরজাতাৎ ॥৩॥

ত ইতি। অবিদূরাৎ অনধিকদূরদেশাৎ। বীভৎসুমর্জ্জুনম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! তাহার পর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত সৈন্যগণের অবশিষ্ট সৈন্য এবং সেই যুদ্ধে নিহত বীরগণের পুত্রগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আপন দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়া সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥২॥

বিষের ন্যায় উগ্রস্বভাব সেই ক্ষত্রিয়গণ আপন রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেই অশ্বটীকে ধারণ করিয়াও ভীমসেনের কনিষ্ঠভ্রাতা অর্জ্জুন হইতে ভয় করেন নাই ॥৩॥

তখন যজ্ঞীয় অশ্বের অনতিদূরে পাদচারী অবস্থায় অবস্থিত ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুনের নিকটে তাঁহারা আগমন করিলেন ॥৪॥

ততস্তে তং মহাবীর্য্যা রাজানঃ পর্য্যবারয়ন্।
জিগীষন্তো নরব্যাঘ্রং পূর্ব্বং বিনিকৃতা যুধি ॥৫॥
তে নামান্যপি গোত্রাণি কর্ম্মাণি বিবিধানি চ।
কীর্ত্তয়ন্তস্তদা পার্থং শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৬॥
তে কিরন্তঃ শরব্রাতান্ বারণপ্রতিবারণান্।
রণে জয়মভীপ্সন্তঃ কৌন্তেয়ং পর্য্যবারয়ন্ ॥৭॥
তে সমীক্ষ্য চ তং কৃষ্ণমুগ্রকর্ম্মাণমাহবে।
সর্ব্বে যুযুধিরে বীরা রথস্থাস্তং পদাতিনম্ ॥৮॥
তে তমাজঘ্নিরে বীরং নিবাতকবচান্তকম্।
সংশপ্তকনিহন্তারং হন্তারং সৈন্ধবস্য চ ॥৯॥
ততো রথসহস্রেণ হয়ানামযুতেন চ।
কোষ্ঠকীকৃত্য বীভৎসুং প্রহৃষ্টমনসোঽভবন্ ॥১০॥
তং স্মরন্তো বধং বীরাঃ সিন্ধুরাজস্য চাহবে।
জয়দ্রথস্য কৌরব্য ! সমরে সব্যসাচিনা ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। জিগীষন্তো জেতুমিচ্ছন্তঃ, যুধি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে, বিনিকৃতাঃ পরাভূতাঃ ॥৫॥
ত ইতি। পার্থমর্জ্জুনম, অবাকিরন্ নিক্ষেপেণাচ্ছাদয়ন্ ॥৬॥
তত ইতি। শরাণাং ব্রাতান্ সমূহান্, বারণানাং হস্তিনামপি প্রতিবারণান্ নিবারকান্ ॥৭॥
ত ইতি। কৃষ্ণমর্জ্জুনম, আহবে যুদ্ধে, উগ্রকর্ম্মাণং বিপক্ষসংহারাদ্ভয়ঙ্করকার্য্যকারিণম্ ॥৮॥
ত ইতি। স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষাকালে নিবাতকবচানাং তদাখ্যানামসুরাণাম্ অন্তকং নাশকম্। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সংশপ্তকানাং নিহন্তারম্, সৈন্ধবস্য সিন্ধুরাজস্য জয়দ্রথস্য ॥৯॥

তাহার পর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পরাভূত মহাবীর সেই ক্ষত্রিয়গণ জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৫॥

পরে তাঁহারা আপনাদের নাম, গোত্র ও নানাবিধ কার্য্যের উল্লেখ করিতে থাকিয়া অর্জ্জুনের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

তাঁহারা যুদ্ধে জয় ইচ্ছা করিয়া হস্তিনিবারক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৭॥

যুদ্ধে ভীষণ কার্য্যকারী অর্জ্জুন তখন পাদচারী অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া রথারোহী সেই সকল বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

তাঁহারা ক্রমে নিবাতকবচহন্তা, সংশপ্তকসৈন্যবিনাশী ও জয়দ্রথবধকারী বীর অর্জ্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ততঃ পর্জ্জন্যবৎ সর্বে শরবৃষ্টীরবাসৃজন্।
তৈঃ কীর্ণঃ শুশুভে পার্থো রবির্মেঘান্তরে যথা ॥১২॥
স শরৈঃ সমবচ্ছন্নশ্চকাশে পাণ্ডবর্ষভঃ।
পঞ্জরান্তরসঞ্চারী শকুন্ত ইব ভারত! ॥১৩॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং কৌন্তেয়ে শরপীড়িতে।
ত্রৈলোক্যমভদ্‌রাজন্! রবিরাসীচ্চ নিষ্প্রভঃ ॥১৪॥
ততো ববৌ মহারাজ! মারুতো লোমহর্ষণঃ।
রাহুরগ্রসদাদিত্যং যুগপৎ সোমমেব চ ॥১৫॥
উল্কাশ্চ জঘ্নিরে সূর্য্যং বিকীর্য্যন্ত্যঃ সমন্ততঃ।
বেপথুশ্চাভবদ্‌রাজন্! কৈলাসস্য মহাগিরেঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হয়ানামশ্বানাম্। কোষ্ঠকীকৃত্য মধ্যবর্ত্তীকৃত্য সব্যসাচিনা অর্জ্জুনেন।১০-১১॥
তত ইতি। কীর্ণো ব্যাপ্তঃ, পার্থোঽর্জ্জুনঃ ॥১২॥
স ইতি। সমবচ্ছন্ন আবৃতঃ। শকুন্তঃ পক্ষী ॥১৩॥
তত ইতি। হাহা ইত্যস্য কৃতং করণং যত্র তৎ, কৌন্তেয়ে অর্জ্জুনে ॥১৪॥
তত ইতি। লোমহর্ষণো মহাপ্রবলত্বাৎ। যুগপদেকদৈব ॥১৫॥
উল্কা ইতি। উল্কাঃ প্রজ্বলিতাগ্নিপিণ্ডানি, বিকীর্য্যন্ত্যো দৈবেন বিকীর্য্যমাণাঃ। বেপথুঃ কম্পঃ ইদানীন্তন আসামদেশ এব প্রাচীনঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশ ইতি লোকবাদঃ। ততশ্চার্জ্জুনস্য

কৌরবনন্দন! পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে যে বধ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, সেই সিন্ধুদেশীয় বীরেরা সহস্র রথ ও দশ-সহস্র অশ্বদ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥১০—১১॥

তদনন্তর মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, তেমন তাঁহারা সকলে অর্জ্জুনের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন অর্জ্জুন সেই সকল বাণে ব্যাপ্ত হইয়া মেঘমধ্যবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥১২॥

কিংবা ভরতনন্দন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই সকল বাণে আবৃত হইয়া পঞ্জরমধ্যচারী পক্ষীর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥১৩॥

রাজা। তখন অর্জ্জুন বিপক্ষবাণে পীড়িত হইলে সমগ্র ত্রিভুবন হাহাকার করিয়া উঠিল এবং সূর্য্যও প্রভাশূন্য হইয়া পড়িলেন ॥১৪॥

মহারাজ। তাহার পর লোমহর্ষণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যকে যুগপৎ গ্রাস করিল ॥১৫॥

(১৫) পর্ব্বণীব বিশাংপতে!—নি।

মুমুচুঃ শ্বাসমত্যুষ্ণং দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো জাতভয়াস্তথা দেবর্ষয়োঽপি চ ॥১৭॥
শশং চাশু বিনির্ভিদ্য মণ্ডলং শশিনোঽপতন্।
বিপরীতা দিশশ্চাপি সর্বা ধূমাকুলাস্তথা ॥১৮॥
রাসভারুণসঙ্কাশা ধনুষ্মন্তঃ সবিদ্যুতঃ।
আবৃত্য-গগনং মেঘা মুমুচুর্মাংসশোণিতম্ ॥১৯॥
এবমাসীত্তদা বীরে শরবর্ষেণ সংবৃতে।
ফাল্গুনে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সিন্ধুদেশগমনদর্শনাৎ তত্রত্যোল্কামারুতাভিঘাতেন কেবলকৈলাসগিরেঃ কম্পশ্রবণাৎ পরঞ্চ· মণিপুরাক্রমণদর্শনাদয়ং সিন্ধুদেশো ভারতীয়াপরসিন্ধুদেশদ্বয়াদ্ভিন্নঃ কৈলাসসন্নিহিতঃ কশ্চিদ্দেশ ইতি প্রতীয়তে ॥১৬॥

মুমুচুরিতি। দুঃখশোকসমন্বিতা অর্জ্জুনমৃত্যুসম্ভাবনাৎ ॥১৭॥

শশমিতি। শশিনশ্চন্দ্রস্য শশং শশাখ্যহরিণচিহ্নম্, মণ্ডলঞ্চ বিনির্ভিদ্য, আশু অপতন্। তা উল্কা ইত্যনুবৃত্তিঃ। বিপরীতা ভ্রমেণ বিপরীতবৎ প্রতীয়মানা অভবন্ ॥১৮॥

রাসভেতি। রাসভা গর্দ্দভা ইব অরুণসঙ্কাশা অরুণবর্ণতুল্যাঃ, ধনুষ্মন্তঃ ইন্দ্রচাপযুক্তাঃ ॥১৯॥

এবমিতি। এবমিত্থং দুর্লক্ষণম্। ফাল্গুনে অর্জ্জুনে ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সৈন্ধবৈরিতি ॥১—১৫॥ বিকীর্য্যন্ত্য উল্কাঃ সূর্য্যং জঘ্নিরে তাভিশ্চ বিকীর্য্যমাণাভিঃ কৈলাসাদীনাং বেপথুঃ সপ্তর্ষ্যাদীনাং শ্বাসশ্চাভবৎ। তা এব শশং চন্দ্রস্থং বিনির্ভিদ্য শশিনো মণ্ডলং প্রতি পরিতঃ অপতন্নিতি ত্রয়াণাং সম্বন্ধঃ ॥১৬—১৭॥ ততঃ খাত্ ইতি পাঠে চন্দ্র-

রাজা! সকল দিক্ হইতে বিক্ষিপ্ত উল্কাসকল সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করিতে লাগিল এবং মহাপর্ব্বত কৈলাসেরও কম্পন হইতে থাকিল ॥১৬॥

সপ্তর্ষিগণ এবং দেবর্ষিগণও দুঃখশোকযুক্ত ও ভীত হইয়া অত্যুষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

সেই উল্কাগুলি হঠাৎ চন্দ্রমণ্ডল ও চন্দ্রের শশচিহ্ন বিদীর্ণ করিয়া পতিত হইতে থাকিল এবং ধূমাকুল সমস্ত দিক্ বিপরীত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥১৮॥

গর্দ্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ ইন্দ্রচাপযুক্ত ও বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘসকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রক্ত ও মাংস বর্ষণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সিন্ধুদেশীয় বীরগণের বাণবৃষ্টিতে মহাবীর অর্জ্জুন আবৃত হইলে

তস্য তেনাবকীর্ণস্য শরজালেন সর্ব্বতঃ।
মোহাৎ পপাত গাণ্ডীবমাবাপশ্চ করাদপি ॥২১॥
তস্মিন্মোহমনুপ্রাপ্তে শরজালং মহত্তদা।
সৈন্ধবা মুমুচুস্তূর্ণং গতসত্ত্বে মহারথে ॥২২॥
ততো মোহং সমাপন্নং জ্ঞাত্বা পার্থং দিবৌকসঃ।
সর্বে বিত্রস্তমনসস্তস্য শান্তিকৃতোঽভবন্ ॥২৩॥
ততো দেবর্ষয়ঃ সর্বে তথা সপ্তর্ষয়োঽপি চ।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ বিজয়ং জেপুঃ পার্থস্য ধীমতঃ ॥২৪॥
ততঃ প্রদীপিতে দেবৈঃ পার্থতেজসি পার্থিব!।
তস্থাবচলবদ্ধীমান্ সংগ্রামে পরমাস্ত্রবিৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য ফাল্গুনস্য। আবাপো লৌহময়ং হস্তাবরণম্ ॥২১॥
তস্মিন্নিতি। গতসত্ত্বে মোহেন তিরোহিতাধ্যবসায়ে, মহারথে অর্জ্জুনে।২২॥
তত ইতি। দিবৌকসো দেবাঃ। দেবরাজপুত্রত্বাৎ দেবানামর্জ্জুনে পক্ষপাতিত্বং বোধ্যম্ ॥২৩॥
তত ইতি। বিজীয়তে অনেনেতি বিজয়ো মন্ত্রস্তম্, পার্থস্য অর্জ্জুনস্য ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মণ্ডলাদূর্দ্ধদেশাৎ পতিতা উল্কা তৎ ভিত্ত্বাঽধোঽগতাদিত্যর্থঃ ॥১৮॥ রাসভবর্ণশ্চারুণশ্চ তয়োর্মিশ্রীভাবো রাসভারুণো বর্ণবিশেষঃ ॥১৯—২০॥ আবাপো হস্তাবাপঃ ॥২১—৩২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৬॥

এইরূপ দুর্লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইল তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥২০॥

অর্জ্জুন সকল দিক্ হইতে সেই বাণজালে ব্যাপ্ত হইলে, মোহবশতঃ তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীবধনু এবং লৌহময় আবরণ পতিত হইল ॥২১॥

মহারথ অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলে, তখন সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধারা তাঁহার উপরে সত্বর বিশাল বাণজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তদনন্তর দেবতারা অর্জ্জুনকে মোহপ্রাপ্ত জানিয়া সকলেই ত্রস্তচিত্ত হইয়া তাঁহার শান্তিকারী হইলেন ॥২৩॥

তদনন্তর সকল দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ ধীমান্ অর্জ্জুনের জয়জনক মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

বিচকর্ষ ধনুর্দিব্যং ততঃ কৌরবনন্দনঃ।
যন্ত্রস্যেবেহ শব্দোঽভূন্মহাংস্তস্য পুনঃ পুনঃ ॥২৬॥
ততঃ স শরবর্ষাণি প্রত্যমিত্রান্ প্রতি প্রভুঃ।
ববর্ষ ধনুষা পার্থো বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥২৭॥
ততস্তে সৈন্ধবা যোধাঃ সর্ব এব সরাজকাঃ।
নাদৃশ্যন্ত শরৈঃ কীর্ণাঃ শলভৈরিব পাদপাঃ ॥২৮॥
তস্য শব্দেন বিত্রেসুর্ভয়ার্ত্তাশ্চ বিদুদ্রুবুঃ।
মুমুচুশ্চাশ্রু শোকার্ত্তাঃ শুশুচুশ্চাপি সৈন্ধবাঃ ॥২৯॥
তাংস্তু সর্ব্বান্ নরব্যাঘ্রঃ সৈন্ধবান্ ব্যচরদ্বলী।
অলাতচক্রবদ্‌রাজন্! শরজালৈঃ সমার্পয়ৎ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অচলবৎ পর্ব্বত ইব, পরমাস্ত্রবিদর্জ্জুনঃ ॥২৫॥

বিচকর্ষেতি। কৌরবনন্দনোঽর্জ্জুনঃ। যন্ত্রস্য তরণীচালকস্য ॥২৬॥

তত ইতি। প্রত্যমিত্রান্ শত্রূন্, প্রভুরস্ত্রপ্রভাববান্ ॥২৭॥

তত ইতি। সৈন্ধবাঃ সিন্ধুদেশীয়াঃ, রাজ্ঞা সহেতি সরাজকাঃ ॥২৮॥

তস্যেতি। বিদুদ্রুবুঃ পলায়াঞ্চক্রিরে ॥২৯॥

তানিতি। ব্যচরৎ প্রহরন্নিতি শেষঃ। অলাতচক্রবৎ জ্বলিতভ্রমিতকাষ্ঠখণ্ডবৎ, সমার্পয়ৎ অপীড়য়ৎ ॥৩০॥

রাজা! তৎপরে দেবতারা অর্জ্জুনের তেজ উদ্দীপিত করিলে, পরমাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন রণস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তদনন্তর অর্জ্জুন অলৌকিক গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বার বার নৌকাচালক যন্ত্রের ন্যায় সেই ধনুর বিশাল শব্দ হইতে থাকিল ॥২৬॥

তৎপরে ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ প্রভাবশালী অর্জ্জুন ধনুদ্বারা শত্রুগণের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

তখন রাজার সহিত সিন্ধুদেশীয় সকল যোদ্ধাই অর্জ্জুনের বাণে আবৃত হইয়া পতঙ্গাবৃত বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন না ॥২৮॥

সিন্ধুদেশীয় সৈন্যেরা সেই গাণ্ডীবের শব্দে অনেকে ভীত হইল, অনেকে ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকে শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকিল এবং অনেকে রণস্থলে থাকিয়াই শোক করিতে লাগিল ॥২৯॥

রাজা! নরশ্রেষ্ঠ বলবান্ অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় সেই সমস্ত সৈন্যকেই প্রহার করিতে থাকিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিয়া বাণজালদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

তদ্রিন্দ্রজালপ্রতিমং বাণজালমমিত্রহা।
বিসৃজ্য দিক্ষু সর্বাসু মহেন্দ্র ইব বজ্রভৃৎ ॥৩১॥
মেঘজালনিভং সৈন্যং বিদার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ।
বিবভৌ কৌরবশ্রেষ্ঠঃ শরদীব দিবাকরঃ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে সৈন্ধবযুদ্ধে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো গাণ্ডীবভৃচ্ছূরো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ।
বিবভৌ যুধি দুর্দ্ধর্ষো হিমবানচলো যথা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ইন্দ্রজালপ্রতিমম্ আকস্মিকবিস্তারাৎ, অমিত্রহা শক্রহন্তা। সৈন্যং সিন্ধু-দেশীয়ম্ ॥৩১—৩২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। যথা হিমবান্ তথা অচলঃ সন্ বিবভৌ ॥১॥

ক্রমে শক্রহন্তা অর্জ্জুন বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সকল দিকে ইন্দ্রজালের তুল্য বাণজাল নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই শরবৃষ্টিদ্বারা মেঘজালসদৃশ সিন্ধুদেশীয় সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥৩১—৩২॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুদ্ধার্থ উপস্থিত গাণ্ডীবধারী দুর্দ্ধর্ষ বীর অর্জ্জুন হিমালয়পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া রণস্থলে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥১॥

---

* '...সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ততস্তে সৈন্ধবা যোধাঃ পুনরেব ব্যবস্থিতাঃ।
ব্যমুঞ্চন্ত সুসংরব্ধাঃ শরবর্ষাণি ভারত! ॥২॥
তান্ প্রহস্য মহাবাহুঃ পুনরেব ব্যবস্থিতান্।
ততঃ প্রোবাচ কৌন্তেয়ো মুমূর্ষূন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥৩॥
যুধ্যধ্বং পরয়া শক্ত্যা যতধ্বং বিজয়ে মম।
কুরুধ্বং সর্ব্বকার্য্যাণি মহদ্বো ভয়মাগতম্ ॥৪॥
এষ যোৎস্যামি সর্ব্বাংস্তু নিবার্য্য শরবাগুরাম্।
তিষ্ঠধ্বং যুদ্ধমনসো দর্পং শময়িতাস্মি বঃ ॥৫॥
এতাবদুক্ত্বা কৌরব্যো রোষাদ্‌গাণ্ডীবভৃত্তদা।
ততোঽথ বচনং স্মৃত্বা ভ্রাতুর্জ্জ্যেষ্ঠস্য ভারত! ॥৬॥
ন হন্তব্যা রণে তাত! ক্ষত্রিয়া বিজিগীষবঃ।
জেতব্যাশ্চেতি যৎ প্রোক্তং ধর্ম্মরাজ্ঞা মহাত্মনা।
চিন্তয়ামাস স তদা ফাল্গুনঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সুসংরব্ধা অতীবাধ্যবসায়ান্বিতাঃ ॥২॥

তানিতি। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া ॥৩॥

যুধ্যধ্বমিতি। পরয়া চরময়া। বো যুষ্মাকম্ ॥৪॥

এষ ইতি। শরবাগুরাং বাণজালম্। যুদ্ধে মনাংসি যেষাং তে ॥৫॥

এতাবদিতি। ভ্রাতুর্যুধিষ্ঠিরস্য। তদ্বচনমনুবদতি নেতি। বিজিগীষবো বিজেতুমিচ্ছবঃ। চিন্তয়ামাস তদ্বচনম্; ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬—৭॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর সেই সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধারা পুনরায় স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত ও দৃঢ়োদ্যম হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২॥

তাহার পর মহাবাহু অর্জ্জুন হাস্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ অবস্থিত মুমূর্ষু সেই সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে কোমলবাক্যে বলিলেন—॥৩॥

'তোমরা চরম শক্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর, আমাকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাক এবং জীবনের সমস্ত কার্য্য করিয়া যাও; কিন্তু তোমাদের গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥৪॥

এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া সকলকেই প্রহার করিব, তোমরা যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াও আমি তোমাদের দর্প নিবারণ করিতেছি' ॥৫॥

ভরতনন্দন! গাণ্ডীবধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ক্রোধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের 'বৎস! তুমি যুদ্ধে জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়দিগকে বধ

ইত্যুক্তোঽহং নরেন্দ্রেণ ন হন্তব্যা নৃপা ইতি।
কথিতং ন মৃষেদং স্যাদ্ধর্ম্মরাজবচঃ শুভম্ ॥৮॥
ন হন্যেরংশ্চ রাজানো রাজ্ঞশ্চাজ্ঞা কৃতা ভবেৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য স তদা ফাল্গুনঃ পুরুষর্ষভঃ।
প্রোবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞঃ সৈন্ধবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্ ॥৯॥
শ্রেয়ো বদামি যুষ্মাকং ন হিংসেয়মবস্থিতান্।
যশ্চ বক্ষ্যতি সংগ্রামে তবাস্মীতি পরাজিতঃ ॥১০॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচো মহ্যং কুরুধ্বং হিতমাত্মনঃ।
ততোঽন্যথা কৃচ্ছ্রগতা ভবিষ্যথ ময়ার্দ্দিতাঃ ॥১১॥
এবমুক্ত্বা তু তান্ বীরান্ যুযুধে কুরুপুঙ্গবঃ।
অত্বরাবানসংভ্রান্তঃ সংক্রুদ্ধৈর্বিজিগীষুভিঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

দার্ঢ্যার্থং পুনরপ্যনুবদতি ইতীতি। নরেন্দ্রেণ রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ॥৮॥
নেতি। কৃতা ময়া পালিতা। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥
শ্রেয় ইতি। হিংসেয়ং বিনাশয়েয়ম্। তব অধীন ইতি শেষঃ ॥১০॥
এতদিতি। মহ্যং মম। অন্যথা কুর্ব্বাণা ইতি শেষঃ ॥১১॥

করিবে না' কেবল জয় করিবে এই বাক্য স্মরণ করিয়া এবং মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সেই যাহা বলিয়াছিলেন, তখন তাহাই চিন্তা করিলেন ॥৬—৭॥

হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'তুমি রাজগণকে বধ করিবে না।' ধর্ম্মরাজের এই শুভবাক্য মিথ্যা না হয় ॥৮॥

সুতরাং আমি রাজগণকে বধ করিব না; তাহা হইলে রাজার আদেশ পালন করা হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন যুদ্ধ-দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে এই কথা বলিলেন—॥৯॥

'আমি আপনাদিগকে মঙ্গলের কথা বলিতেছি যে, এই রণস্থলে অবস্থিত যোদ্ধাদিগকে আমি বধ করিব না এবং যিনি পরাজিত হইয়া এই কথা বলিবেন যে, 'আমি আপনার,' তাঁহাকেও যুদ্ধে বধ করিব না' ॥১০॥

বীরগণ! আপনারা আমার এই কথা শুনিয়া নিজেদের হিতসাধন করুন, ইহার অন্যথা করিলে আপনারা আমার প্রহারে পীড়িত হইয়া কষ্ট প্রাপ্ত হইবেন' ॥১১॥

(৮) কথং তন্ন মৃষেদং স্যাৎ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

শতং শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ।
মুমুচুঃ সৈন্ধবা রাজন্ ! তদা গাণ্ডীবধন্বনি ॥১৩॥
শরানাপততঃ ক্রূরানাশীবিষবিষোপমান্ ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈরন্তরা স ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪॥
ছিত্ত্বা তু তানাশু চৈব কঙ্কপত্রান্ শিলাশিতান্ ।
একৈকমেষাং সমরে বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৫॥
ততঃ প্রাসাংশ্চ শক্তীশ্চ পুনরেব ধনঞ্জয়ে ।
জয়দ্রথং হতং স্মৃত্বা চিক্ষিপুঃ সৈন্ধবা নৃপাঃ ॥১৬॥
তেষাং কিরীটী সঙ্কল্পং মোঘং চক্রে মহাবলঃ ।
সর্বাংস্তানন্তরা চ্ছিত্ত্বা তদা চুক্রোশ পাণ্ডবঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অসংভ্রান্তঃ অব্যস্তচিত্তঃ, বিজিগীষুভিঃ সৈন্ধবৈঃ সহ ॥১২॥
শতমিতি। শতমিত্যাদিকং বহুত্বমাত্রপরম্। গাণ্ডীবধন্বনি অর্জ্জুনে ॥১৩॥
শরানিতি। আশীবিষবিষোপমান্ সর্পবিষতুল্যান্ দাহকত্বাৎ। অন্তরা মধ্যপথে ॥১৪॥
ছিত্ত্বেতি। কঙ্কপত্রান্ বাণান্, শিলায়াং পাষাণে শিতান্ ঘর্ষণেন সুধারীকৃতান্ ॥১৫॥
তত ইতি। প্রাসান্ অস্ত্রবিশেষান্, শক্তীশ্চাস্ত্রবিশেষান্ ॥১৬॥
তেষামিতি। মোঘং ব্যর্থম্। অন্তরা মধ্যপথে ॥১৭॥

এইরূপ সেই বীরগণকে বলিয়া কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ত্বরাশূন্য ও অব্যস্ত থাকিয়া ক্রুদ্ধ ও জিগীষু সিন্ধুদেশীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

রাজা! তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ অর্জ্জুনের উপরে নতপর্ব্ব বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৩॥

কঠিন ও সর্পবিষের তুল্য সেই সকল বাণ আসিতে লাগিলে অর্জ্জুন সুধার বাণসমূহদ্বারা মধ্যপথেই সেগুলিকে ছেদন করিলেন ॥১৪॥

অর্জ্জুন যুদ্ধে পাষাণঘর্ষিত সেই সকল বাণ ছেদন করিয়া নিজের সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাদের এক একজনকে বিদীর্ণ করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর সিন্ধুদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা জয়দ্রথের বধ স্মরণ করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের প্রতি প্রাস ও শক্তিসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

তখন পাণ্ডুনন্দন মহাবল অর্জ্জুন তাঁহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিলেন। কারণ, তাঁহাদের সেই সকল অস্ত্র মধ্যপথে ছেদন করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তথৈবাপততাং তেষাং যোধানাং জয়গৃদ্ধিনাম্।
শিরাংসি পাতয়ামাস ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥১৮॥
তেষাং প্রদ্রবতাং চাপি পুনরেবাভিধাবতাম্।
নিবর্ত্ততাঞ্চ শব্দোঽভূৎ পূর্ণস্যেব মহোদধেঃ ॥১৯॥
তে বধ্যমানাস্তু তদা পার্থেনামিততেজসা।
যথাপ্রাণং যথোৎসাহং যোধয়ামাসুরর্জ্জুনম্ ॥২০॥
ততস্তে ফাল্গুনেনাজৌ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
কৃতা বিসংজ্ঞা ভূয়িষ্ঠাঃ ক্লান্তবাহনসৈনিকাঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে সৈন্ধবপরাজয়ে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ * ॥০॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। জয়গৃদ্ধিনাং জয়াভিলাষিণাম্ ॥১৮॥

তেষামিতি। প্রদ্রবতামপসরতাম্। নিবর্ত্ততাং নিবর্ত্তমানানাং পৃষ্ঠপ্রদর্শিনামিত্যর্থঃ ॥১৯॥

ত ইতি। যথাপ্রাণং যথাবলম্ ॥২০॥

তত ইতি। ফাল্গুনেনার্জ্জুনেন, আজৌ যুদ্ধে। ক্লান্তা বাহনসৈনিকা যেষাং তে ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং সেই যোদ্ধারা জয়াভিলাষী হইয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলে, অর্জ্জুন নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা তাঁহাদের মস্তক চ্ছেদন করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

তখন সিন্ধুদেশীয় বীরেরা অনেকে অপসৃত হইয়া আবার অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং অনেকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে থাকিলেন। তখন পূরপূর্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় তাঁহাদের কোলাহল হইতে লাগিল ॥১৯॥

অমিততেজা অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলে তখন তাঁহারাও শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২০॥

তাহার পর অর্জ্জুন নতপর্ব্ব বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে বহুসংখ্যক সিন্ধুদেশীয় বীরকে চৈতন্যশূন্য করিয়া ফেলিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রহারে তাঁহাদের বাহন এবং সৈন্যগণও ক্লান্ত হইয়া পড়িল ॥২১॥

অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

তাংস্তু সর্বান্ পরিগ্লানান্ বিদিত্বা ধৃতরাষ্ট্রজা।
দুঃশলা বালমাদায় নপ্তারং প্রযযৌ তদা ॥১॥
সুরথস্য সুতং বীরং রথেনাথাগমত্তদা।
শান্ত্যর্থং সর্ব্বযোধানামভ্যগচ্ছত পাণ্ডবম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
সা ধনঞ্জয়মাসাদ্য রুরোদার্ত্তস্বরং তদা।
ধনঞ্জয়োঽপি তাং দৃষ্ট্বা ধনুর্বিসসৃজে প্রভুঃ ॥৩॥
সমুৎসৃজ্য ধনুঃ পার্থো বিধিবদ্‌ভগিনীং তদা।
প্রাহ কিং করবাণীতি সা চ তং প্রত্যুবাচ হ ॥৪॥
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বস্রীয়স্যাত্মজঃ শিশুঃ।
অভিবাদয়তে পার্থ! তং পশ্য পুরুষর্ষভ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। পরিগ্লানান্ অবসন্নান্। দুঃশলা নাম জয়দ্রথভার্য্যা, নপ্তারং পৌত্রং সুরথস্য তদাখ্যস্য নিজপুত্রস্য। বীরং পাণ্ডবমিতি পরেণান্বয়ঃ। শান্ত্যর্থং যুদ্ধনিবৃত্ত্যর্থম্ ॥১—২॥

সেতি। প্রভুঃ প্রভাবশালী ॥৩॥

সমুৎসৃজ্যেতি। ভগিনীং দুঃশলাম্। সা দুঃশলা, তং পার্থম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ধৃতরাষ্ট্রের তনয়া দুঃশলা সেই সিন্ধুদেশীয় সকল বীরকেই অবসন্ন জানিয়া, সুরথের পুত্র বালক পৌত্রটীকে লইয়া বহির্গত হইলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত যোদ্ধার যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য রণস্থলে আগমন করিলেন এবং ক্রমে অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥১—২॥

তিনি অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভাবশালী অর্জ্জুনও তাঁহাকে দেখিয়াই ধনু পরিত্যাগ করিলেন ॥৩॥

তখন অর্জ্জুন ধনু পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধানে ভগিনীকে বলিলেন—"আমি তোমার কি করিব?" পরে দুঃশলা তাঁহাকে বলিলেন—॥৪॥

* এষ পাঠঃ বঙ্গ বর্দ্ধ নি নাস্তি।

ইত্যুক্তস্তস্য পিতরং স পপ্রচ্ছার্জ্জুনস্তথা।
ক্বাসাবিতি ততো রাজন্! দুঃশলা বাক্যমব্রবীৎ ॥৬॥
পিতৃশোকাভিসন্তপ্তো বিষাদার্ত্তোঽস্য বৈ পিতা।
পঞ্চত্বমগমদ্বীরো যথা তন্মে নিশাময় ॥৭॥
স পূর্বং পিতরং শ্রুত্বা হতং যুদ্ধে ত্বয়ানঘ!।
ত্বামাগতঞ্চ সংশ্রুত্য যুদ্ধায় হয়সারিণম্।
পিতুশ্চ মৃত্যুদুঃখার্ত্তোঽজহাৎ প্রাণান্ ধনঞ্জয়! ॥৮॥
প্রাপ্তো বীভৎসুরিত্যেব নাম শ্রুত্বৈব তেঽনঘ!।
বিষাদার্ত্তঃ পপাতোর্ব্যাং মমার চ মমাত্মজঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। স্বসুর্ভগিন্যা অপত্যমিতি স্বস্রীয়ঃ সুরথতনয়ঃ ॥৫॥

ইতীতি। তস্য শিশোঃ, পিতরং সুরথম্। অসৌ সুরথঃ কঃ? ॥৬॥

পিত্রিতি। পিতুর্জয়দ্রথস্য শোকেন অভিসন্তপ্তঃ অর্জ্জুনাক্রমণাচ্চ বিষাদস্তেনার্ত্তঃ, অস্য শিশোঃ পিতা সুরথঃ ॥৭॥

স ইতি। পিতরং জয়দ্রথম্। হয়মশ্বমেধীয়মশ্বম্ সরতি অনুসরতীতি তম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

প্রাপ্ত ইতি। প্রাপ্তো যুদ্ধায় আগতঃ, বীভৎসুরর্জ্জুনঃ। আত্মজঃ সুরথঃ ॥৯॥

"ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান পৃথানন্দন! এই তোমার ভাগিনেয়ের শিশুপুত্র তোমাকে অভিবাদন করিতেছে, তুমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর" ॥৫॥

রাজা! দুঃশলা এই কথা বলিলে, অর্জ্জুন সেই বালকটীর পিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'উহার পিতা সুরথ কোথায়?" তাহার পর দুঃশলা এই কথা বলিলেন—॥৬॥

'পিতৃশোকে সন্তপ্ত এই শিশুটীর পিতা বীর সুরথ তোমার আক্রমণে বিষাদার্ত্ত হইয়া যেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭॥

নিষ্পাপ ধনঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বে যুদ্ধে পিতাকে বধ করিয়াছ শুনিয়া এবং সম্প্রতি অশ্বের অনুসরণপূর্ব্বক সেই তুমিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছ জানিয়া, পিতৃশোকার্ত্ত সুরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে ॥৮॥

নিষ্পাপ! অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন—এইরূপে তোমার নাম শুনিয়াই আমার পুত্র সুরথ বিষাদার্ত্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং প্রাণত্যাগ করিয়াছে ॥৯॥

তং দৃষ্ট্বা পতিতং তত্র ততস্তস্যাত্মজং প্রভো!।
গৃহীত্বা সমনুপ্রাপ্তা ত্বামদ্য শরণৈষিণী ॥১০॥
ইত্যুক্ত্বার্ত্তস্বরং সা তু মুমোচ ধৃতরাষ্ট্রজা।
দীনা দীনং স্থিতং পার্থমব্রবীচ্চাপ্যধোমুখম্ ॥১১॥
স্বসারং সমবেক্ষস্ব স্বস্রীয়াত্মজমেব চ।
কর্ত্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ! দয়াং কুরুকুলোদ্বহ!।
বিস্মৃত্য কুরুরাজানং তঞ্চ মন্দং জয়দ্রথম্ ॥১২॥
অভিমন্যোর্যথা জাতঃ পরীক্ষিৎ পরবীরহা।
তথায়ং সুরথাজ্জাতো মম পৌত্রো মহাভুজ! ॥১৩॥
তমাদায় নরব্যাঘ্র! সংপ্রাপ্তাস্মি তবান্তিকম্।
শমার্থং সর্ব্বযোধানাং শৃণু চেদং বচো মম ॥১৪॥
আগতোঽয়ং মহাবাহো! তস্য মন্দস্য পুত্রকঃ।
প্রসাদমস্য বালস্য তস্মাত্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। শরণৈষিণী রক্ষকত্বেনাভিলাষিণী ॥১০॥

ইতীতি। আর্ত্তস্বরং মুমোচ রোদনধ্বনিং চকার ॥১১॥

স্বসারমিতি। স্বসারং ভগিনীং মাম্, স্বস্রীয়স্য ভাগিনেয়স্য সুরথস্য, আত্মজমিমং পুত্রম্। কুরুরাজানং দুর্য্যোধনম্, মন্দং মূঢ়ম্,। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

অভীতি। স্বপৌত্রে পরীক্ষিতীব মম পৌত্রেঽপি দয়াং কর্ত্তুমর্হসীতি ভাবঃ ॥১৩॥

তমিতি। শমার্থং শান্তিনিমিত্তম্ ॥১৪॥

প্রভু! তখন তাহাকে পতিত দেখিয়া তাহার পুত্রটীকে লইয়া শরণার্থিনী হইয়া এখন তোমার নিকট আসিয়াছি' ॥১০॥

এই কথা বলিয়া শোকার্ত্তা দুঃশলা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং দুঃখিত অবস্থায় অধোমুখে অবস্থিত অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥১১॥

'কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ! ভগিনীর প্রতি এবং ভাগিনেয়ের পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর আর মূঢ় সেই দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথকে বিস্মৃত হইয়া, আমাদের উপরে দয়া কর ॥১২॥

মহাবাহু! বিপক্ষবীরহন্তা পরীক্ষিৎ যেমন অভিমন্যু হইতে জন্মিয়াছে, তেমন আমার এই পৌত্রটীও সুরথ হইতে জন্মিয়াছে ॥১৩॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই বালকটীকে লইয়া সকল যোদ্ধার যুদ্ধনিবৃত্তির জন্য আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার এই কথা শুন ॥১৪॥

এষ প্রসাদ্য শিরসা প্রশমার্থমরিন্দম !।
যাচতে ত্বাং মহাবাহো ! শমং গচ্ছ ধনঞ্জয় ! ॥১৬॥
বালস্য হতবন্ধোশ্চ পার্থ ! কিঞ্চিদজানতঃ।
প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ ! মা মন্যুবশমন্বগাঃ ॥১৭॥
তমনার্য্যং নৃশংসঞ্চ বিস্মৃত্যাস্য পিতামহম্।
আগস্কারিণমত্যর্থং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৮॥
এবং ব্রুবত্যাং করুণং দুঃশলায়াং ধনঞ্জয়ঃ।
সংস্মৃত্য দেবীং গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পার্থিবম্।
উবাচ দুঃখশোকার্ত্তঃ ক্ষত্রধর্ম্মং বিগর্হয়ন্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

আগত ইতি। মন্দস্য দুর্ভাগ্যস্য তস্য সুরথস্য। প্রসাদমনুগ্রহম্ ॥১৫॥

এষ ইতি। প্রশমার্থং যুদ্ধনিবৃত্তিনিমিত্তম্। শমং শান্তিম্ ॥১৬॥

বালস্যেতি। হতা বন্ধবো যস্য তস্য, কিঞ্চিদজানতো বালত্বাৎ। মন্যুবশং ক্রোধাধীনতাম্ ॥১৭॥

তমিতি। অনার্য্যম্ অসজ্জনম্, নৃশংসং ক্রূরঞ্চ একস্য বালস্যাভিমন্যোর্বধাভিলাষিত্বাৎ, পিতামহং জয়দ্রথম্। আগস্কারিণম্ অপরাধকারিণম্ ॥১৮॥

এবমিতি। ক্ষত্রধর্ম্মং বিগর্হয়ন্ স্বজনস্যাপি বধপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৯॥

মহাবাহু। সেই দুর্ভাগ্য সুরথের এই পুত্রটী তোমার নিকট আসিয়াছে; অতএব তুমি এই বালকটীর উপরে অনুগ্রহ করিতে পার ॥১৫॥

মহাবাহু শত্রুদমন ধনঞ্জয়! এই বালকটী মস্তকদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করিয়া যুদ্ধ নিবৃত্তির নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তুমি শান্ত হও ॥১৬॥

ধর্ম্মজ্ঞ পৃথানন্দন! এই বালকটী কিছুই জানে না, ইহার বন্ধুবর্গও নিহত হইয়াছে; অতএব তুমি ইহার উপরে অনুগ্রহ কর, ক্রোধের অধীন হইও না ॥১৭॥

সেই অসজ্জন, নৃশংস এবং অত্যন্ত অপরাধকারী এই বালকের পিতামহ জয়দ্রথকে বিস্মৃত হইয়া ইহার উপরে অনুগ্রহ কর' ॥১৮॥

দুঃশলা এইরূপ করুণ বাক্য বলিতে লাগিলে, অর্জ্জুন গান্ধারীদেবী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়া দুঃখে ও শোকে পীড়িত হইয়া, মনে মনে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৯॥

ধিক্ তং দুর্য্যোধনং ক্ষুদ্রং রাজ্যলুব্ধঞ্চ মানিনম্ ।
যৎকৃতে বান্ধবাঃ সর্ব্বে ময়া নীতা যমক্ষয়ম্ ॥২০॥
ইত্যুক্ত্বা বহু সান্ত্বাদি প্রসাদমকরোজ্জয়ঃ ।
পরিষ্বজ্য চ তাং প্রীতো বিসসর্জ্জ গৃহান্ প্রতি ॥২১॥
দুঃশলা চাপি তান্ যোধান্ নিবার্য্য মহতো রণাৎ ।
সংপূজ্য পার্থং প্রযযৌ গৃহানেব শুভাননা ॥২২॥
এবং নির্জ্জিত্য তান্ বীরান্ সৈন্ধবান্ স ধনঞ্জয়ঃ ।
অন্বধাবত ধাবন্তং হয়ং কামবিচারিণম্ ।২৩॥
ততো মৃগমিবাকাশে যথা দেবঃ পিনাকধৃক্ ।
সসার তং তথা বীরো বিধিবদ্‌যজ্ঞিয়ং হয়ম্ ॥২৪॥
স চ বাজী যথেষ্টেন তাংস্তান্ দেশান্ যথাক্রমম্ ।
বিচচার যথাকামং কর্ম্ম পার্থস্য বর্দ্ধয়ন্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধিগিতি। ক্ষুদ্রমনুদারম্। যৎকৃতে যন্নিমিত্তম্ যমস্য ক্ষয়মালয়ম্ ॥২০॥

ইতীতি। সান্ত্বাদি সান্ত্বনাসূচকবাক্যাদিকম্, জয়ঃ অর্জ্জুনঃ, পরিষ্বজ্য তং বালকমালিঙ্গ্য ॥২১॥

দুঃশলেতি। তান্ সিন্ধুদেশীয়ান্। পার্থমর্জ্জুনম্ ॥২২॥

এবমিতি। সৈন্ধবান্ সিন্ধুদেশীয়ান্। এতেন অশ্বঃ কামচারী নেতা তু তদনুসারীতি সূচিতম্ ॥২৩॥

তত ইতি। আকাশে চরন্তমিতি শেষঃ, মৃগং মৃগরূপধারিণং দক্ষযজ্ঞম্। সসার অনুস্মৃতবান্ ॥২৪॥

নীচাশয়, রাজ্যলোভী ও অভিমানী সেই দুর্য্যোধনকে ধিক্ ; যাহার জন্য আমি সকল বন্ধুবর্গকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি' ॥২০॥

অর্জ্জুন এইরূপ বহুতর সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া অনুগ্রহ করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বালকটীকে আলিঙ্গন করিয়া, দুঃশলাকে গৃহে পাঠাইলেন ॥২১॥

শুভাননা দুঃশলাও সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধাদিগকে মহাযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অর্জ্জুনের সম্মান দেখাইয়া গৃহেই চলিয়া গেলেন ॥২২॥

এদিকে অর্জ্জুন এইভাবে সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়া কামচারী দ্রুতগামী অশ্বের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

তাহার পর, পূর্ব্বকালে পিনাকধনুর্দ্ধারী মহাদেব যেমন আকাশচারী মৃগরূপধারী যজ্ঞের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুনও যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ক্রমেণ স হয়স্ত্বেবং বিচরন্ পুরুষর্ষভ !।
মণিপূরপতের্দেশমুপায়াৎ সহপাণ্ডবঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে সৈন্ধবপরাজয়ে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু নৃপতিঃ প্রাপ্তং পিতরং বভ্রুবাহনঃ
নির্যযৌ বিনয়েনাথ ব্রাহ্মণার্থপুরঃসরঃ ॥১॥
মণিপূরেশ্বরং ত্বেবমুপায়ান্তং ধনঞ্জয়ঃ।
নাভ্যনন্দৎ স মেধাবী ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। যথেষ্টেন গমনেন। কর্ম্ম যুদ্ধকার্য্যম্ ॥২৫॥

ক্রমেণেতি। মণিপূরপতের্বভ্রুবাহনস্য, পাণ্ডবেনার্জ্জুনেন সহেতি সহপাণ্ডবঃ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

শ্রুত্বেতি। ব্রাহ্মণা অর্থাঃ প্রণামীয়ধনানি চ পুরঃসরা যস্য সঃ ॥১॥

সেই অশ্বটীও ইচ্ছানুরূপ গতিদ্বারা অর্জ্জুনের কার্য্য বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া, ইচ্ছানুসারে যথাক্রমে সেই সেই দেশে বিচরণ করিল ॥২৫॥

নরশ্রেষ্ঠ! এইভাবে সেই অশ্ব ক্রমশঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের দেশে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৬॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পিতা অর্জ্জুন উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া মণিপূরের রাজা বভ্রুবাহন, ব্রাহ্মণ ও প্রণামীয় ধন অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিনীতভাবে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥১॥

(২৬) মণলূরপতের্দেশম্—নি। * '...অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

(১) ব্রাহ্মণার্ঘ্যপুরঃসরাঃ—নি।

উবাচ চ স ধর্ম্মাত্মা সমন্যুঃ ফাল্গুনস্তদা ।
প্রক্রিয়েয়ং ন তে যুক্তা বহিস্ত্বং ক্ষত্রধর্ম্মতঃ ॥৩॥
সংরক্ষ্যমাণং তুরগং যৌধিষ্ঠিরমুপাগতম্ ।
যজ্ঞিয়ং বিষয়ান্তে মাং নাযোৎসীঃ কিন্নু পুত্রক ! ॥৪॥
ধিক্ ত্বামস্তু সুদুর্বুদ্ধিং ক্ষত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ।
যো মাং যুদ্ধায় সংপ্রাপ্তং সাম্নৈব প্রত্যগৃহ্লথাঃ ॥৫॥
ন ত্বয়া পুরুষার্থো হি কশ্চিদস্তীহ জীবতা ।
যস্ত্বং স্ত্রীবদ্‌যুধা প্রাপ্তং মাং সাম্না প্রত্যগৃহ্লথাঃ ॥৬॥
যদ্যহং ন্যস্তশস্ত্রস্ত্বামাগচ্ছেয়ং সুদুর্ম্মতে ! ।
প্রক্রিয়েয়ং ভবেদ্‌যুক্তা তাবত্তব নরাধম ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মণীতি। মণিভিঃ পূর্য্যত ইতি মণিপুরো নাম দেশস্তস্যেশ্বরং রাজানম্ এবং বিনয়েন। নাভ্যনন্দৎ ন প্রাশংসৎ, ক্ষত্রধর্ম্মং যুযুৎসুং প্রতি যুযুৎসয়ৈবাগন্তব্যমিতি ক্ষত্রিয়নিয়মম্ ॥২॥
উবাচেতি। সমন্যুঃ সক্রোধঃ, ফাল্গুনঃ অর্জ্জুনঃ। প্রক্রিয়া আগমনপ্রকারঃ ॥৩॥
সংরক্ষ্যেতি। বিষয়ান্তে রাজ্যপ্রান্তে ॥৪॥
ধিগিতি। সংপ্রাপ্তমাগতম্, সাম্না কোমলব্যবহারেণ ॥৫॥
নেতি। পুরুষার্থঃ পুরুষপ্রয়োজনম্। যুধা যুদ্ধেচ্ছয়া ॥৬॥
যদীতি। যুক্তা ক্ষত্রধর্ম্মনিয়মাৎ ॥৭॥

বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া মণিপুরের রাজা এইভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন না ॥২॥

বরং ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"তোমার এই প্রক্রিয়া সঙ্গত হয় নাই, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বাহিরে রহিয়াছ ॥৩॥

পুত্র ! যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব সমীচীনভাবে রক্ষিত থাকিয়া রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে আমিও রক্ষকরূপে আসিয়াছি, এই অবস্থায় তুমি যুদ্ধ করিলে না কেন ? ॥৪॥

অতিদুর্বুদ্ধি তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বহির্ভূত ; সুতরাং তোমাকে ধিক্। আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি, এই অবস্থায় যে তুমি কোমলভাবে আমাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছ ॥৫॥

এই জগতে জীবিত তোমাদ্বারা কোন পুরুষার্থই নাই। আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে যে তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় বিনীতভাবে আমাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছ ॥৬॥

---

(৬) যস্ত্বং স্ত্রীবদ্‌যথাপ্রাপ্তম্—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

তমেবমুক্তং ভর্ত্রা তু বিদিত্বা পন্নগাত্মজা।
অমৃষ্যমাণা ভিত্ত্বোর্ব্বীমুলূপী সমুপাগমৎ ॥৮॥
সা দদর্শ ততঃ পুত্রং বিমৃশন্তমধোমুখম্।
সংতর্জ্জ্যমানমসকৃৎ পিত্রা যুদ্ধার্থিনা বিভো! ॥৯॥
ততঃ সা চারুসর্ব্বাঙ্গী সমুপেত্যোরগাত্মজা।
উলূপী প্রাহ বচনং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মবিশারদম্ ॥১০॥
উলপীং মাং নিবোধ ত্বং মাতরং পন্নগাত্মজাম্।
কুরুষ্ব বচনং পুত্র! ধর্ম্মস্তে ভবিতা পরঃ ॥১১॥
যুধ্যস্বৈনং কুরুশ্রেষ্ঠং পিতরং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
এবমেষ হি তে প্রীতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে উলূপীবাক্যে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অমৃষ্যমাণা অসহমানা, উর্ব্বীং ভূমিং ভিত্বা ॥৮॥

সেতি। পুত্রং স্বপত্ন্যাশ্চিত্রাঙ্গদায়াস্তনয়ম্। বিমৃশন্তং কর্ত্তব্যং চিন্তয়ন্তম্। পিত্রা অর্জ্জুনেন ॥৯॥

তত ইতি। উরগাত্মজা নাগতনয়া। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্, ধর্ম্মবিশারদম্ বভ্রুবাহনং ॥১০॥

উলূপীমিতি। মাতরং বিমাতারম্। বচনং পিতুর্বাক্যপালনম্, পরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥১১॥

অতিতুষ্মতি নরাধম! আমি যদি নিরস্ত্র অবস্থায় তোর নিকট আসিতাম্, তাহা হইলেই তোর এই প্রক্রিয়া সঙ্গত হইত' ॥৭॥

ভর্ত্তা অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনকে এইরূপ বলিতেছেন জানিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নাগদুহিতা উলূপী ভূমি ভেদ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৮॥

রাজা! তাহার পর তিনি দেখিলেন—যুদ্ধার্থী পিতা অর্জ্জুন বার বার তিরস্কার করিতেছেন, আর স্বপত্নীর পুত্র বভ্রুবাহন বিবেচনা করিতে থাকিয়া অধোমুখ হইয়া রহিয়াছে ॥৯॥

তদনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নাগদুহিতা উলূপী নিকটে যাইয়া ধর্ম্মবিশারদ পুত্র বভ্রুবাহনকে এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন—॥১০॥

'পুত্র! আমি নাগদুহিতা উলূপী, তুমি আমাকে তোমার বিমাতা বলিয়া অবগত হও। তুমি পিতার বাক্য পালন কর, তাহাতে তোমার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইবে ॥১১॥

---

(১০) ক্ষত্রধর্ম্মবিশারদ!—নি। * '...অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

এবং দুর্ম্মর্ষিতো রাজা স মাত্রা বভ্রুবাহনঃ।
মনশ্চক্রে মহাতেজা যুদ্ধায় ভরতর্ষভ! ॥১॥
সন্নহ্য কাঞ্চনং বর্ম্ম শিরস্ত্রাণঞ্চ ভানুমৎ।
তূণীরশতসংবাধমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥২॥
সর্ব্বোপকরণোপেতং যুক্তমশ্বৈর্মনোজবৈঃ।
সচক্রোপস্করং শ্রীমান্ হেমভাণ্ডপরিষ্কৃতম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যুধ্যস্বেতি। এবং হি যুদ্ধেনৈব, এষ তে পিতা ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এবমিতি। দুর্ম্মর্ষিতঃ সমরায় প্রবর্ত্তিতত্বাৎ দুর্বোধিত উৎসাহিত ইত্যর্থঃ ॥১॥

সন্নহ্যেতি। সন্নহ্য পরিধায়, কাঞ্চনং স্বর্ণময়ম্, ভানুমৎ উজ্জ্বলম্। তূণীরশতেন সংবাধং পূর্ণম্ মনোজবৈর্মনোবদ্বেগবদ্ভিঃ। চক্রৈঃ উপস্করৈঃ অপরপ্রয়োজনীয়দ্রব্যৈশ্চ সহেতি তম্, হেমভাণ্ডৈঃ স্বর্ণালঙ্কারৈঃ পরিষ্কৃতং শোভিতম্ ॥২—৩॥

পুত্র! তুমি এই কুরুশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ পিতার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপ করিলেই ইনি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইবেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১২॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! মাতা উলূপী এইরূপ উৎসাহিত করিলে, সেই মহাতেজা রাজা বভ্রুবাহন যুদ্ধের জন্যই মনোনিবেশ করিলেন ॥১॥

তাহার পর শ্রীমান্ বভ্রুবাহন স্বর্ণময় বর্ম্ম ও উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া শত শত তূণীরপূর্ণ উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ছিল, মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বসকল যোজিত হইয়াছিল, চক্রপ্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই রহিয়াছিল এবং সেই রথ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল ॥২—৩॥

---

* এষ পাঠঃ বঙ্গ বর্দ্ধ নি নাস্তি। (১) এবমুর্দ্ধর্ষিতো রাজা—নি।

পরমার্চ্চিতমুচ্ছ্রিত্য ধ্বজং সিংহং হিরণ্ময়ম্ ।
প্রযযৌ পার্থমুদ্দিশ্য স রাজা বভ্রুবাহনঃ ॥৪॥
ততোঽভ্যেত্য হয়ং বীরো যজ্ঞিয়ং পার্থরক্ষিতম্ ।
গ্রাহয়ামাস পুরুষৈর্হয়শিক্ষাবিশারদৈঃ ॥৫॥
গৃহীতং বাজিনং দৃষ্ট্বা প্রীতাত্মা স ধনঞ্জয়ঃ ।
পুত্রং রথস্থং ভূমিষ্ঠঃ সংন্যবারয়দাহবে ॥৬॥
স তত্র রাজা তং বীরং শরসঙ্ঘৈরনেকশঃ ।
অর্দ্দয়ামাস নিশিতৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ ॥৭॥
তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং পিতুঃ পুত্রস্য চাতুলম্ ।
দেবাসুররণপ্রখ্যমুভয়োঃ প্রীয়মাণয়োঃ ॥৮॥
কিরীটিনং প্রবিব্যাধ শরেণানতপর্বণাঃ ।
জত্রুদেশে নরব্যাঘ্রং প্রহসন্ বভ্রুবাহনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

পরমেতি। পরমার্চ্চিতম্ অত্যাদৃতম্, উচ্ছ্রিত্য উত্তোল্য, সিংহং সিংহাঙ্কিতম্, হিরণ্ময়ং স্বর্ণময়ম্ ॥৪॥

তত ইতি। পার্থেনার্জ্জুনেন রক্ষিতম্, যজ্ঞীয়ং হয়মশ্বম্ ॥৫॥

গৃহীতমিতি। বাজিনমশ্বম্। আহবে যুদ্ধে ॥৬॥

স ইতি। রাজা বভ্রুবাহনঃ, বীরমর্জ্জুনম্ ॥৭॥

তয়োরিতি। অতুলং মর্ত্ত্যে তুলনারহিতম্। দেবাসুররণপ্রখ্যং দেবাসুরযুদ্ধতুল্যম্ ॥৮॥

কিরীটিনমিতি। কিরীটিনমর্জ্জুনম্। জত্রুদেশে স্কন্ধৈকদেশ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

রাজা বভ্রুবাহন সেই রথে সিংহচিহ্নিত ও স্বর্ণময় বিশেষ আদৃত ধ্বজ উত্তোলন করিয়া অর্জ্জুনের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥৪॥

তদনন্তর বীর বভ্রুবাহন নিকটবর্ত্তী হইয়া অশ্ববিদ্যাবিশারদ পুরুষগণদ্বারা অর্জ্জুনরক্ষিত সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করাইলেন ॥৫॥

তখন ভূতলস্থিত অর্জ্জুন অশ্বটী ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া রথস্থিত পুত্র বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬॥

তখন রাজা বভ্রুবাহন সুধার ও সর্পবিষতুল্য অনেক বাণসমূহদ্বারা অর্জ্জুনকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

ক্রমে সন্তুষ্টচিত্ত পিতা ও পুত্রের মনুষ্যলোকে অতুলনীয় দেবাসুরযুদ্ধের তুল্য যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৮॥

সোঽভ্যগাৎ সহপুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ।
বিনির্ভিদ্য চ কৌন্তেয়ং প্রবিবেশ মহীতলম্ ॥১০॥
স গাঢ়বেদনো ধীমানালম্ব্য ধনুরুত্তমম্।
দিব্যং তেজঃ সমাবিশ্য প্রমীত ইব সোঽভবৎ ॥১১॥
স সংজ্ঞামুপলভ্যাথ প্রশস্য পুরুষর্ষভঃ।
পুত্রং শক্রাত্মজো বাক্যমিদমাহ মহাদ্যুতিঃ ॥১২॥
সাধু সাধু মহাবাহো! বৎস! চিত্রাঙ্গদাত্মজ!।
সদৃশং কর্ম্ম তে দৃষ্ট্বা প্রীতিমানস্মি পুত্রক! ॥১৩॥
বিমুঞ্চাম্যেষ তে বাণান্ পুত্র! যুদ্ধে স্থিরো ভব।
ইত্যেবমুক্ত্বা নারাচৈরভ্যবর্ষদমিত্রহা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স শরঃ, পুঙ্খেন পুচ্ছভাগেন, বল্মীকম্ উয়ীকামৃত্তিকাস্তূপম্ ॥১০॥
স ইতি। দিব্যং তেজশ্চৈতন্যমাত্রম্, সমালম্ব্য, প্রমীতো মৃতঃ ॥১১॥
স ইতি। সংজ্ঞাং চৈতন্যম্। শক্রাত্মজ ইন্দ্রপুত্রঃ অর্জ্জুনঃ ॥১২॥
সাধ্বিতি। সদৃশং ক্ষত্রিয়যোগ্যম্ ॥১৩॥
বিমুঞ্চামীতি। অমিত্রহা শত্রুহন্তা অর্জ্জুনঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুত্বেতি ॥১—১০॥ প্রমীত ইব মৃত ইব দিব্যং তেজো হার্দ্দাকাশাখ্যমীশ্বরম্ ॥১১॥ পুত্রং

তখন বভ্রুবাহন হাস্য করিতে থাকিয়া নতপর্ব্ব একটী বাণদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের স্কন্ধদেশের এক পার্শ্বে বিদ্ধ করিলেন ॥৯॥

সর্প যেমন উয়ীর মাটির স্তূপের ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই বাণটী অর্জ্জুনকে বিদীর্ণ করিয়া পুঙ্খদেশের সহিত বাহির হইয়া গেল এবং ভূতলে প্রবেশ করিল ॥১০॥

তখন বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন অত্যন্ত বেদনাপন্ন হইয়া উত্তম ধনু ধারণ করিয়া কেবল চৈতন্যমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক মৃতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন ॥১১॥

তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ ও মহাতেজা অর্জ্জুন চৈতন্যলাভ করিয়া প্রশংসাপূর্বক পুত্র বভ্রুবাহনকে এই কথা বলিলেন— ॥১২॥

'মহাবাহু বৎস চিত্রাঙ্গদানন্দন পুত্র! সাধু সাধু। তোমার উপযুক্ত কার্য্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১৩॥

পুত্র! যুদ্ধে স্থির থাক। এই আমি তোমার উপরে বহুতর বাণক্ষেপ

তান্ স গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তান্ বজ্রাশনিসমপ্রভান্।
নারাচানচ্ছিনদ্রাজা ভল্লৈঃ সর্ব্বাংস্ত্রিধা দ্বিধা ॥১৫॥
তস্য পার্থঃ শরৈর্দিব্যৈর্ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্।
সুবর্ণতালপ্রতিমং ক্ষুরেণাপাহরদ্রথাৎ ॥১৬॥
হয়াংশ্চাস্য মহাকায়ান্মহাবেগানরিন্দম!।
চকার রাজন্! নির্জীবান্ প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥১৭॥
স রথাদবতীর্য্যাথ রাজা পরমকোপনঃ।
পদাতিঃ পিতরং ক্রুদ্ধো যোধয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥১৮॥
সংপ্রীয়মাণঃ পার্থানামৃষভঃ পুত্রবিক্রমাৎ।
নাত্যর্থং পীড়য়ামাস পুত্রং বজ্রধরাত্মজঃ ॥১৯॥
স মন্যমানো বিমুখং পিতরং বভ্রুবাহনঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পুনরেবার্দ্দয়দ্বলী ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। বজ্রাশনিসমপ্রভান্ বজ্রবিদ্যুত্তুল্যান্। "অশনির্বজ্রবিদ্যুতোঃ" ইতি বিশ্বঃ ॥১৫॥
তস্যেতি। হেমপরিষ্কৃতম্ স্বর্ণালঙ্কৃতম্। সুবর্ণতালপ্রতিমং স্বর্ণময়তালবৃক্ষতুল্যম্ ॥১৬॥
হয়ানিতি। হয়ান্ অশ্বান্। নির্জীবান্ জীবনশূন্যান্ ॥১৭॥
স ইতি। রাজা বভ্রুবাহনঃ। পদাতিঃ পাদচারী ॥১৮॥
সমিতি। পার্থানাং পৃথাপুত্রাণাং মধ্যে ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ। বজ্রধরাত্মজ ইন্দ্রপুত্রোঽর্জ্জুনঃ ॥১৯॥

করিতেছি।' এই কথা বলিয়া শত্রুহন্তা অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের উপরে অনেক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৪॥

তখন রাজা বভ্রুবাহন ভল্লদ্বারা বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত নারাচকেই দুইভাগে ও তিনভাগে ছেদন করিলেন ॥১৫॥

পরে অর্জ্জুন অলৌকিক বাণসমূহ ও ক্ষুরপ্র অস্ত্রদ্বারা বভ্রুবাহনের রথ হইতে স্বর্ণালঙ্কৃত ও স্বর্ণময় তালবৃক্ষের তুল্য ধ্বজটাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১৬॥

এবং অরিন্দম রাজা! অর্জ্জুন হাস্য করিতে থাকিয়াই যেন বভ্রুবাহনের রথের বিশাল ও মহাবেগশালী অশ্বগুলিকে সংহার করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর রাজা বভ্রুবাহন রথ হইতে অবতীর্ণ ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাদচারী অবস্থায় পিতা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন পুত্রের বিক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অধিক পীড়ন করিলেন না ॥১৯॥

ততঃ স বাল্যাৎ পিতরং বিব্যাধ হৃদি পত্রিণা।
নিশিতেন সুপুঙ্খেন বলবদ্‌বভ্রুবাহনঃ ॥২১॥
স বাণস্তেজসা দীপ্তো জ্বলন্নিব হুতাশনঃ।
বিবেশ পাণ্ডবং রাজন্! মর্ম্ম ভিত্ত্বাতিদুঃখকৃৎ ॥২২॥
স তেনাতিভৃশং বিদ্ধঃ পুত্রেণ কুরুনন্দনঃ।
মহীং জগাম মোহার্ত্তস্ততো রাজন্! ধনঞ্জয়ঃ ॥২৩॥
তস্মিন্নিপতিতে বীরে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
সোঽপি মোহং জগামাথ ততশ্চিত্রাঙ্গদাসুতঃ ॥২৪॥
ব্যায়ম্য সংযুগে রাজা দৃষ্ট্বা চ পিতরং হতম্।
পূর্ব্বমেব স বাণৌঘৈর্গাঢ়বিদ্ধোঽর্জ্জুনেন হ।
পপাত সোঽপি ধরণীমালিঙ্গ্য রণমূর্দ্ধনি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। আশীবিষাকারৈস্তীক্ষ্ণবিষসর্পতুল্যৈঃ ॥২০॥
তত ইতি। বাল্যাৎ বালকত্বেন চাঞ্চল্যাৎ, পত্রিণা বাণেন ॥২১॥
স ইতি। পাণ্ডবমর্জ্জুনম্, মর্ম হৃদয়ম্ ॥২২॥
স ইতি। মহীং জগাম ভূতলে পপাত ॥২৩॥
তস্মিন্নিতি। চিত্রাঙ্গদাসুতো বভ্রুবাহনঃ ॥২৪॥
ব্যায়ম্যেতি। ব্যায়ম্য যুদ্ধেন পরিশ্রম্য। স বভ্রুবাহনঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

তখন বলবান্ বভ্রুবাহন পিতাকে বিমুখ মনে করিয়া সর্পতুল্য বাণসমূহ-দ্বারা পুনরায় তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

তদনন্তর বভ্রুবাহন বালচাঞ্চল্যবশতঃ সুধার ও সুপুঙ্খ একটী বাণদ্বারা অর্জ্জুনের হৃদয় গুরুতর বিদ্ধ করিলেন ॥২১॥

রাজা! প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজে উজ্জ্বল সেই বাণ অর্জ্জুনের হৃদয় ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল এবং তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইতে লাগিল ॥২২॥

রাজা! তাহার পর কৌরবনন্দন অর্জ্জুন পুত্রকর্ত্তৃক সেই বাণদ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥২৩॥

কৌরবধুরন্ধর বীর অর্জ্জুন ভূতলে পতিত হইলে, বভ্রুবাহনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥২৪॥

কারণ, পূর্ব্বেই তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বাণসমূহদ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে আবার যুদ্ধে পরিশ্রম করিয়া এবং তাঁহাকে নিহত দেখিয়া, ভূতল আলিঙ্গনপূর্ব্বক রণস্থলে পতিত হইয়াছিলেন ॥২৫॥

ভর্ত্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা পুত্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
চিত্রাঙ্গদা পরিত্রস্তা প্রবিবেশ রণাজিরে ॥২৬॥
শোকসন্তপ্তহৃদয়া রুদতী বেপতী ভৃশম্।
মণিপূরপতের্মাতা দদর্শ নিহতং পতিম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক পর্ব্বণি অশ্বমেধে অর্জ্জুনবভ্রুবাহনযুদ্ধে শততমোঽধ্যায়ঃ * ॥০॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বহুতরং ভীরুর্বিলপ্য কমলেক্ষণা।
মুমোহ দুঃখসন্তপ্তা পপাত চ মহীতলে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভর্ত্তারমিতি। ভর্ত্তারমর্জ্জুনম্, পুত্রং বভ্রুবাহনঞ্চ। রণাজিরে সমরাঙ্গনে ॥২৬॥
শোকেতি। বেপতী বেপমানা কম্পমানা। মণিপূরপতের্বভ্রুবাহনস্য ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। ভীরুরুত্তমাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রশস্তেতি সম্বন্ধঃ ॥১২॥ চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনদুহিতার্জ্জুনস্য দ্বিতীয়া স্ত্রী ॥১৩—২৬॥ পতিমর্জ্জুনম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০০॥

তখন ভর্ত্তাকে নিহত এবং পুত্রকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, পরিত্রস্তা হইয়া চিত্রাঙ্গদা রণাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

ক্রমে বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা শোকে সন্তপ্তহৃদয়া হইয়া রোদন করিতে থাকিয়া অত্যন্ত কম্পিতকলেবরে নিহত পতিকে দর্শন করিলেন ॥২৭॥

---

* '…একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

প্রতিলভ্য চ সা সংজ্ঞাং দেবী দিব্যবপুর্ধরা।
উলূপীং পন্নগসুতাং দৃষ্ট্বেদং বাক্যমব্রবীৎ ॥২॥
উলূপি! পশ্য ভর্ত্তারং শয়ানং নিহতং রণে।
ত্বৎকৃতে মম পুত্রেণ বাণেন সমিতিঞ্জয়ম্ ॥৩॥
নমু ত্বমার্য্যধর্ম্মজ্ঞা নমু চাসি পতিব্রতা।
যত্ত্বৎকৃতেঽয়ং পতিতঃ পতিস্তে নিহতো রণে ॥৪॥
কিন্তু মন্দে! অপরাদ্ধোঽয়ং যদি তেঽস্য ধনঞ্জয়ঃ।
ক্ষমস্ব যাচ্যমানা বৈ জীবয়স্ব ধনঞ্জয়ম্ ॥৫॥
নমু ত্বমার্য্যেঽধর্ম্মজ্ঞা ত্রৈলোক্যবিদিতা শুভে!।
যদ্‌ঘাতয়িত্বা পুত্রেণ ভর্ত্তারং নানুশোচসি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি। দিব্যবপুর্ধরা অলৌকিকসুন্দরী ॥২॥

উলূপীতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্, ত্বয়ৈবাস্য যুদ্ধায়োৎসাহজননাদিতি ভাবঃ। সমিতিঞ্জয়ং সর্ব্বত্রযুদ্ধবিজয়িনম্ ॥৩॥

নম্বিতি। সম্বোধনে অবধারণে বা নমুশব্দদ্বয়ম্। আর্য্যধর্ম্মজ্ঞা সজ্জনধর্ম্মবিৎ। যদ্‌যস্মাদ্। ততো জীবনোপায়স্ত্বয়ৈব কর্ত্তব্য ইত্যাশয়ঃ ॥৪॥

কিন্ত্বিতি। কিন্তু মন্দে মূঢ়ে! অপরাদ্ধঃ পরিণয়াৎ পরমেব তব বিরহোৎপাদনাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পদ্মনয়না চিত্রাঙ্গদা দুঃখে সন্তপ্তা হইয়া বহুতর বিলাপ করিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

পরে অলৌকিকসুন্দরী চিত্রাঙ্গদা চৈতন্যলাভ করিয়া নাগদুহিতা উলূপীকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন—॥২॥

উলূপি! দেখ, তোমার জন্যই আমার পুত্রকর্ত্তৃক বাণদ্বারা নিহত যুদ্ধবিজয়ী ভর্ত্তা রণস্থলে শয়িত রহিয়াছেন ॥৩॥

উলূপি! তুমি আর্য্যধর্ম্ম জান এবং পতিব্রতাও বট। যেহেতু তোমার জন্যই তোমার পতি নিহত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছেন, সেই হেতু ইঁহার জীবনোপায় করা তোমারই উচিত ॥৪॥

কিন্তু মূঢ়ে! যদিও তোমার এই পতি তোমার নিকট অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি তুমি ক্ষমা কর, আমি প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ইঁহাকে জীবিত কর ॥৫॥

---

(৫) কিন্তু সর্ব্বাপরাধোঽয়ম—বঙ্গ বর্দ্ধ।

নাহং শোচামি তনয়ং হতং পন্নগনন্দিনি!।
পতিমেব তু শোচামি যস্যাতিথ্যমিদং কৃতম্ ॥৭॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবীমুলূপীং পন্নগাত্মজাম্।
ভর্ত্তারমভিগম্যেদমিত্যুবাচ যশস্বিনী ॥৮॥
উত্তিষ্ঠ কুরুমুখ্যস্য প্রিয়মুখ্য! মম প্রিয়!।
অয়মশ্বো মহাবাহো! ময়া তে পরিমোক্ষিতঃ ॥৯॥
ননু ত্বয়া নাম বিভো! ধর্ম্মরাজস্য যজ্ঞিয়ঃ।
অয়মশ্বোঽনুসর্ত্তব্যঃ স শেষে কিং মহীতলে ॥১০॥
ত্বয়ি প্রাণা মমায়ত্তাঃ কুরূণাং কুরুনন্দন!।
স কস্মাৎ প্রাণদোঽন্যেষাং প্রাণান্ সংত্যক্তবানসি ॥১১॥
উলূপি! সাধু পশ্যেমং পতিং নিপতিতং ভুবি।
পুত্রং চেমং সমুৎসাহ্য ঘাতয়িত্বা ন শোচসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নম্বিতি। অধর্ম্মজ্ঞা লোকাচারানভিজ্ঞা ॥৬॥
নেতি। যস্য পত্যুঃ ইদমীদৃশম্ আতিথ্যং হননরূপঃ অতিথিসৎকারঃ কৃতম্ ॥৭॥
ইতীতি। ইতি এতৎপ্রকারেণ উবাচ ॥৮॥
উত্তিষ্ঠেতি। কুরুমুখ্যস্য কৌরবপ্রধানস্য যুধিষ্ঠিরস্য, প্রিয়েষু মুখ্য! শ্রেষ্ঠ! ॥৯॥
নম্বিতি। স ত্বম্, কিং মহীতলে শেষে শয়নং করোষি ॥১০॥
ত্বয়ীতি। হে কুরুনন্দন! মম কুরূণাঞ্চ প্রাণাঃ, ত্বয়ি আয়ত্তাঃ ॥১১॥

আর্য্যে শুভাননে! তুমি ত্রিভুবনবিদিত হইয়াও ধর্ম্ম জান না, যেহেতু পুত্রদ্বারা ভর্ত্তাকে নিহত করাইয়া তুমি শোক করিতেছ না। ॥৬॥

নাগনন্দিনি! আমি নিহত পুত্রের জন্য শোক করি না; কিন্তু এইরূপ যাঁহার আতিথ্য করিলাম, সেই পতির জন্যই শোক করি' ॥৭॥

নাগতনয়া উলূপীদেবীকে এই কথা বলিয়া যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা তখন ভর্ত্তার নিকটে যাইয়া এইরূপ বলিলেন—॥৮॥

'কৌরবপ্রধান ধর্ম্মরাজের প্রিয়জনশ্রেষ্ঠ! এবং আমার প্রিয় মহাবাহু! উঠুন, আমি আপনার এই অশ্ব মুক্ত করিলাম ॥৯॥

প্রভু! আপনি ধর্ম্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিবেন, সেই আপনি কি জন্য ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? ॥১০॥

কৌরবনন্দন! আমার ও কৌরবগণের প্রাণ আপনার অধীন। অন্যের প্রাণদাতা সেই আপনি কেন প্রাণত্যাগ করিলেন? ॥১১॥

কামং স্বপিতু বালোঽয়ং ভূমৌ মৃত্যুবশং গতঃ।
লোহিতাক্ষো গুড়াকেশো বিজয়ঃ সাধু জীবতু ॥১৩॥
নাপরাধোঽস্তি সুভগ! নরাণাং বহুভার্য্যতা।
প্রমদানাং ভবত্যেষ মা তেঽভূদ্‌বুদ্ধিরীদৃশী ॥১৪॥
সখ্যং চৈতৎকৃতং ধাত্রা শশ্বদব্যয়মেব তু।
সখ্যং সমভিজানীহি সত্যং সঙ্গতমস্তু তে ॥১৫॥
পুত্রেণ ঘাতয়িত্বৈনং পতিং যদি ন মেঽদ্য বৈ।
জীবন্তং দর্শয়স্যদ্য পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

উলূপীতি। সাধ্বিতি সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ। সমুৎসাহ্য সম্যক্ উৎসাহদানেন যুদ্ধে প্রবর্ত্ত্য, তেন চোভাবেব পাতয়িত্বা ॥১২॥

কামমিতি। কামং যথেষ্টম্, অয়ং বালো বভ্রুবাহনঃ। বিজয়োঽর্জ্জুনঃ। অর্জ্জুনজীবনে ধর্ম্মরাজস্য ধর্ম্মরক্ষা স্যাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

নমু বহুভার্য্যস্য মরণমেব শ্রেয় ইত্যাহ নেতি। নরাণাম্ পুরুষাণাম্। প্রমদানাং স্ত্রীণাম্, এষ বহুপতিত্বেঽপরাধঃ ॥১৪॥

সখ্যমিতি। ধাত্রা বিধাত্রা, এতৎ পুরুষস্য বহুভার্য্যত্বে স্ত্রিয়াশ্চৈকপতিকত্বে সখ্যং সৌহার্দ্দ্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ত্বম্ শশ্বচ্চিরকালীনম্ অব্যয়মনশ্বরঞ্চ কৃতম্। অতএবার্জ্জুনস্য বহু-ভার্য্যত্বে সখ্যং প্রিয়ত্বম্ সমভিজানীহি। ভবতু, তে তব, সঙ্গতম্ অর্জ্জুনেন সহ সম্মেলনম্ সত্যমস্তু তজ্জীবনাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

পুত্রেণেতি। জীবন্তং নিজচেষ্টয়া ॥১৬॥

উলূপি! বেশ, তুমি দেখ—এই পতি ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। তুমি এই পুত্রকে উৎসাহিত করিয়া ইহাদ্বারা পতিকে বধ করাইয়া শোক করিতেছ না ॥১২॥

এই বালক মৃত অবস্থায় ভূতলে শায়িত থাকুক, ইহা আমার বরং অভীষ্ট কিন্তু এই রক্তনয়ন অর্জ্জুন সম্যক্ জীবনলাভ করুন ॥১৩॥

সুভগে! পুরুষগণের বহুভার্য্যতা দোষ নহে; কিন্তু স্ত্রীগণের বহুপতিকতা দোষই বটে; তোমার এইরূপ বুদ্ধি যেন না হয় ॥১৪॥

কারণ, স্বয়ং বিধাতাই চিরকালীনভাবে ও অনশ্বররূপে এই নিজের অভীষ্ট নিয়ম করিয়াছেন। এই জন্যই অর্জ্জুনেরও বহুভার্য্যত্ব বিধাতার অভীষ্ট বলিয়াই অবগত হও। সে যাহা হউক, পতির সহিত তোমার সম্মেলন সত্য হউক ॥১৫॥

সাহং দুঃখান্বিতা দেবি ! পতিপুত্রবিনাকৃতা ।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে প্রেক্ষন্ত্যাস্তে ন সংশয়ঃ ॥১৭॥
ইত্যুক্ত্বা পন্নগসুতাং সপত্নী চৈত্রবাহনী ।
ততঃ প্রায়মুপাসীনা তূষ্ণীমাসীজ্জনাধিপ ! ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে চিত্রাঙ্গদাবাক্যে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ * ॥০॥

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ । *
ততো বিলপ্য বিরতা ভর্ত্তুঃ পাদৌ প্রগৃহ্য সা ।
উপবিষ্টাভবদ্দীনা সোচ্ছ্বাসং পুত্রমীক্ষতী ॥১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । পতিপুত্রাভ্যাং বিনাকৃতা বিরহিতা । প্রায়মনশনেন জীবনশেষং যাবদাসিষ্যে উপবেক্ষ্যামি, প্রেক্ষন্ত্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ ॥১৭॥

ইতীতি । চৈত্রবাহনী চিত্রবাহনতনয়া চিত্রাঙ্গদা ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

উলূপি ! তুমি পুত্রদ্বারা এই পতিকে বিনাশ করাইয়া আবার যদি আজ আমাকে জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে না দেখাও, তাহা হইলে অদ্যই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥১৬॥

দেবি ! সেই আমি পতিপুত্রবিহীনা হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছি ; অতএব তোমার সাক্ষাতে এই রণস্থলেই আমি প্রায়োপবেশন করিব, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১৭॥

নরনাথ ! চিত্রবাহনতনয়া সপত্নী চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা বলিয়া সেই-স্থানেই প্রায়োপবেশন করিয়া নীরব হইলেন ॥১৮॥

* অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।
* এষ পাঠো নি নাস্তি ।

ততঃ সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা স রাজা বভ্রুবাহনঃ।
মাতরং তামথালোক্য রণভূমাবথাব্রবীৎ ॥২॥
ইতো দুঃখতরং কিন্নু যন্মে মাতা সুখৈধিতা।
ভূমৌ নিপতিতং বীরমনুশেতে মৃতং পতিম্ ॥৩॥
নিহন্তারং রণেঽরীণাং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
ময়া বিনিহতং সংখ্যে প্রেক্ষতে দুর্ম্মরং বত ॥৪॥
অহোঽস্যা হৃদয়ং দেব্যা দৃঢ়ং যন্ন বিদীর্য্যতে।
ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুং প্রেক্ষন্ত্যা নিহতং পতিম্ ॥৫॥
দুর্ম্মরং পুরুষেণেহ মন্যে কালে হ্যনাগতে।
যত্র নাহং ন মে মাতা বিপ্রযুজ্যেত জীবিতাৎ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বিরতা বিলাপান্নিবৃত্তা, সা চিত্রাঙ্গদা। ঈক্ষতী ঈক্ষমাণা ॥১॥
তত ইতি। সংজ্ঞাং চৈতন্যম্। মাতরং চিত্রাঙ্গদাম্ ॥২॥
ইত ইতি। সুখেন এধিতা বৃদ্ধিং প্রাপ্তা ॥৩॥
নিহন্তারমিতি। সংখ্যে যুদ্ধে, দুর্ম্মরমসম্ভবমৃত্যুম্ ॥৪॥
অহো ইতি। প্রকৃত্যভাব আর্ষঃ। ব্যূঢোরস্কং বিশালবক্ষসম্, প্রেক্ষন্ত্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ ॥৫॥
দুর্ম্মরমিতি। দুর্ম্মরং মর্ত্তুমশক্যম্। বিপ্রযুজ্যেত বিচ্ছিদ্যেত ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর চিত্রাঙ্গদা বিলাপ করতঃ তাহা হইতে বিরত হইয়া ভর্ত্তার চরণযুগল ধারণ করিয়া নিঃশ্বাসত্যাগের সহিত পুত্রকে দর্শন করিতে থাকিয়া শোকার্ত্ত অবস্থায় উপবিষ্ট হইলেন ॥১॥

তদনন্তর রাজা বভ্রুবাহন পুনরায় চৈতন্যলাভ করিয়া রণাঙ্গনে মাতাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—॥২॥

'ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর কি আছে? যে হেতু সুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আমার মাতা ভূতলে নিপতিত মৃত বীর পতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥৩॥

ইনি, যুদ্ধে শত্রুহন্তা সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ সমরে মৎকর্ত্তৃক নিহত অসম্ভাব্য-মৃত্যু স্বামীকে দর্শন করিতেছেন ॥৪॥

হায়! এই দেবীর হৃদয় অত্যন্ত দৃঢ়; যেহেতু বিশালবক্ষা ও মহাবাহু নিহত স্বামীকে দর্শন করিতে থাকিয়াও ইহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না ॥৫॥

আমি মনে করি, কাল উপস্থিত না হইলে মানুষের মৃত্যুলাভ করা দুষ্কর। যেহেতু আমি ও আমার মাতা জীবন হইতে বিযুক্ত হইতেছি না ॥৬॥

(৬) মন্যে হ্যদন্যনাগতে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

হাহা ধিক্ কুরুবীরস্য কিরীটং কাঞ্চনং ভুবি।
অপবিদ্ধং হতস্যেহ ময়া পুত্রেণ পশ্যতা ॥৭॥
ভো ভো পশ্যত মে বীরং পিতরং ব্রাহ্মণাঃ! ভুবি।
শয়ানং বীরশয়নে ময়া পুত্রেণ পাতিতম্ ॥৮॥
ব্রাহ্মণাঃ কুরুমুখ্যস্য যে মুক্তা হয়সারিণঃ।
কুর্ব্বন্তি শান্তিং কামস্য রণে যোঽয়ং ময়া হতঃ ॥৯॥
ব্যাদিশন্তু চ কিং বিপ্রাঃ! প্রায়শ্চিত্তমিহাদ্য মে।
আনৃশংসস্য পাপস্য পিতৃহন্তৃ রণাজিরে ॥১০॥
দুশ্চরা দ্বাদশ সমা হত্বা পিতরমদ্য বৈ।
মমেহ সুনৃশংসস্য সংবীতস্যাস্য চর্ম্মণা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

হাহেতি। কুরুবীরস্য অর্জ্জুনস্য, কাঞ্চনস্য স্বর্ণস্যেদমিতি কাঞ্চনম্। অপবিদ্ধং শরপ্রহারেণ পাতিতম্ ॥৭॥

ভো ইতি। বীরাণাং শয়নং শয্যা তস্মিন্ ॥৮॥

ব্রাহ্মণা ইতি। মুক্তাঃ প্রহারাৎ মুক্তিং প্রাপ্তাঃ, হয়সারিণঃ অশ্বানুসারিণঃ ॥৯॥

ব্যাদিশন্ত্বিতি। আনৃশংসস্য সর্ব্বথা নৃশংসস্য, রণাজিরে সমরাঙ্গনে ॥১০॥

দুশ্চরা ইতি। দ্বাদশ সমা দ্বাদশবার্ষিকং মহাব্রতমিত্যর্থঃ। মম কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। সংবীতস্য আবৃতদেহস্য ॥১১॥

হায় হায়! আমি পুত্র হইয়া দেখিতে থাকিয়াই পিতা অর্জ্জুনকে বধ করিয়াছি এবং তাঁহার স্বর্ণময় কিরীট বিদ্ধ করায় তাহা ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ॥৭॥

ভো ভো ব্রাহ্মণগণ! আপনারা দর্শন করুন, আমি পুত্র হইয়া পিতাকে বধ করিয়াছি, সেই বীর পিতা ভূতলে বীরশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন ॥৮॥

অশ্বানুগামী যে সকল ব্রাহ্মণ আমার প্রহার হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা এই বীরশ্রেষ্ঠের কি শান্তি করিতেছেন, যে বীরশ্রেষ্ঠকে আমি বধ করিয়াছি ॥৯॥

ব্রাহ্মণগণ! আমি আজ যুদ্ধে পিতৃহত্যা করিয়াছি বলিয়া অত্যন্ত নৃশংস ও পাপাত্মা; সুতরাং আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা আপনারা বিশেষভাবে আদেশ করুন ॥১০॥

আমি আজ পিতৃহত্যা করায় অত্যন্ত নৃশংসই হইয়াছি; সুতরাং এই

শিরঃকপালে চাস্যৈব যুঞ্জতঃ পিতুরস্য মে ।
প্রায়শ্চিত্তং হি নাস্ত্যন্যদ্ধত্বাদ্য পিতরং মম ॥১২॥
পশ্য নাগোত্তমসুতে ! ভর্ত্তারং নিহতং ময়া ।
কৃতং প্রিয়ং ময়া তেঽদ্য নিহত্য সমরেঽর্জ্জুনম্ ॥১৩॥
সোঽহমদ্য গমিষ্যামি গতিং পিতৃনিষেবিতাম্ ।
ন শক্নোম্যাত্মনাত্মানমহং ধারয়িতুং শুভে ! ॥১৪॥
সা ত্বং ময়ি মৃতে মাতস্তথা গাণ্ডীবধন্বনি ।
ভব প্রীতিমতী দেবি ! সত্যেনাত্মানমালভে ॥১৫॥
ইত্যুক্ত্বা স ততো রাজা দুঃখশোকসমাহতঃ ।
উপস্পৃশ্য মহারাজ ! দুঃখাদ্বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

শির ইতি। যুঞ্জতো ধারয়তঃ। হি যস্মাৎ, অদ্য পিতরং হত্বা স্থিতস্য মম অন্যৎ প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি ॥১২॥

পশ্যেতি। হে নাগোত্তমসুতে! নাগরাজতনয়ে উলূপি! ময়া নিহতং নিজং ভর্ত্তারং পশ্য ॥১৩॥

স ইতি। পিত্রা অর্জ্জুনেন নিষেবিতামবলম্বিতাম্। আত্মনা দেহেন আত্মানং জীবম্ ॥১৪॥

সেতি। হে মাতঃ! উলূপি!। প্রীতিমতী ভব আবয়োর্ম্মরণেন তবোদ্দেশ্যাসঙ্কেঃ, আলভে স্পৃশামি ॥১৫॥

ইতীতি। উপস্পৃশ্য আচম্য। "উপস্পর্শস্ত্বাচমনম্" ইত্যমরঃ। ইদমাচমনং প্রতিজ্ঞারম্ভার্থম্ ॥১৬॥

পিতারই চর্ম্মদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া আমার এখন দুষ্কর দ্বাদশবার্ষিক মহাব্রত করা উচিত ॥১১॥

এই পিতারই মস্তকের দুই দিকের দুই অংশ ধারণ করিয়া আমার আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করাই উচিত। পিতৃহত্যা করায় আমার অন্য প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না ॥১২॥

নাগতনয়ে! দেখুন, আমি আপনার ভর্ত্তাকে বধ করিয়াছি। আমি আজ যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করিয়া আপনার প্রিয়কার্য্য করিয়াছি ॥১৩॥

কল্যাণি! আজ আমি পিতার অবলম্বিত পথে গমন করিব। কারণ, আমি নিজে নিজেকে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥১৪॥

মা! দেবি! আমি সত্য করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছি এবং বলিতেছি, আমি ও গাণ্ডীবধন্বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আপনি সন্তুষ্ট হইবেন' ॥১৫॥

শৃণ্বন্তু সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ত্বঞ্চ মাতর্যথা সত্যং ব্রবীমি ভুজগোত্তমে! ॥১৭॥
যদি নোত্তিষ্ঠতি জয়ঃ পিতা মে নরসত্তমঃ।
অস্মিন্নেব রণোদ্দেশে শোষয়িষ্যে কলেবরম্ ॥১৮॥
ন হি মে পিতরং হত্বা নিষ্কৃতির্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
নরকং প্রতিপৎস্যামি ধ্রুবং গুরুবধার্দ্দিতঃ ॥১৯॥
বীরং হি ক্ষত্রিয়ং হত্বা গোশতেন প্রমুচ্যতে।
পিতরন্তু নিহত্যৈবং দুর্লভা নিষ্কৃতির্মম ॥২০॥
এষ একো মহাতেজাঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
পিতা চ মম ধর্ম্মাত্মা তস্য মে নিষ্কৃতিঃ কুতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

শৃণ্বন্ত্বিতি। চরাণি জঙ্গমানি। হে ভুজগোত্তমে! নাগশ্রেষ্ঠে!।১৭॥
যদীতি। জয়ঃ অর্জ্জুনঃ। শোষয়িষ্যে অনাহারেণ ॥১৮॥
নহীতি। প্রতিপৎস্যামি প্রাপ্স্যামি, গুরুবধেন পিতৃহত্যাপাপেন অর্দ্দিতঃ ॥১৯॥
বীরমিতি। হত্বা যুদ্ধাভাবে, গোশতেন গোশতদানেন ॥২০॥
এষ ইতি। তস্য তাদৃশপিতৃহন্তুঃ ॥২১॥

মহারাজ! এই কথা বলিয়া তাহার পর রাজা বভ্রুবাহন দুঃখে ও শোকে আহত হইয়া আচমন করিয়া দুঃখবশতই এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

'স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণী শ্রবণ করুক, মা নাগশ্রেষ্ঠে! আপনিও শ্রবণ করুন যে, আমি সত্য বলিতেছি ॥১৭॥

যদি আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গাত্রোত্থান না করেন, তাহা হইলে আমি এই রণস্থলেই অনাহারে দেহ শুষ্ক করিব ॥১৮॥

কারণ, পিতৃহত্যা করিয়া আমার কোথায়ও সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে না; সুতরাং পিতৃহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া আমি নিশ্চয়ই নরকে যাইব ॥১৯॥

মানুষ বিনাযুদ্ধে বীর ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া শত গোদান করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু এইরূপ পিতৃহত্যা করিয়া আমার নিষ্কৃতি লাভ করা দুষ্কর ॥২০॥

একক এই পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়ই মহাতেজা, ধর্ম্মাত্মা এবং আমার পিতা। তাঁহাকে বধ করায় আমার কি প্রকারে নিষ্কৃতি হইতে পারে?' ॥২১॥

ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতে ! ধনঞ্জয়সুতো নৃপঃ।
উপস্পৃশ্যাভবত্তূষ্ণীং প্রায়োপেতো মহামতিঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বভ্রুবাহনবিলাপে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রায়োপবিষ্টে নৃপতৌ মণিপূরেশ্বরে তদা।
পিতৃশোকসমাবিষ্টে সহ মাত্রা পরন্তপ ! ॥১॥
উলূপী চিন্তয়ামাস তদা সঞ্জীবনং মণিম্।
স চোপাতিষ্ঠত তদা পন্নগানাং পরায়ণম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। উপস্পৃশ্য আচম্য। ইদঞ্চাচমনং প্রায়োপবেশনারম্ভার্থম্। প্রায়োপেতঃ প্রায়োপবেশনং প্রাপ্তঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

প্রায়েতি। মাত্রা চিত্রাঙ্গদয়া। সঞ্জীবত্যনেনেতি সঞ্জীবনো নাম তম্। উপাতিষ্ঠত উপস্থিতোঽভবৎ, পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥১—২॥

রাজা ! এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনের পুত্র মহামতি বভ্রুবাহন পুনরায় আচমন করিয়া প্রায়োপবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন ॥২২॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শত্রুতাপক রাজা ! মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন তখন পিতৃশোকার্ত্ত হইয়া মাতা চিত্রাঙ্গদার সহিত প্রায়োপবেশন করিলে তখন

* অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি বঙ্গ বর্দ্ধ। '...অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।
(১) সহ মাত্রা পরন্তপে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

তং গৃহীত্বা তু কৌরব্য ! নাগরাজপতেঃ সুতা।
মনঃ প্রহ্লাদিনীং বাচং সৈনিকানামথাব্রবীৎ ॥৩॥
উত্তিষ্ঠ মা শুচঃ পুত্র ! নৈব জিষ্ণুস্ত্বয়া জিতঃ।
অজেয়ঃ পুরুষৈরেষ তথা দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥৪॥
ময়া তু মোহনী নাম মায়ৈষা সম্প্রদর্শিতা।
প্রিয়ার্থং পুরুষেন্দ্রস্য পিতুস্তেঽস্য যশস্বিনঃ ॥৫॥
জিজ্ঞাসুর্হ্যেষ পুত্রস্য বলস্য তব কৌরব !।
সংগ্রামে যুধ্যতো রাজন্ ! আগতঃ পরবীরহা ॥৬॥
তস্মাদসি ময়া পুত্র ! যুদ্ধায় পরিচোদিতঃ।
মা পাপমাত্মনঃ পুত্র ! শঙ্কেথা হ্যণ্বপি প্রভো ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মনঃপ্রহ্লাদিনীং হৃদয়ানন্দকারিণীম্ ॥৩॥

উত্তিষ্ঠেতি। মাশুচঃ শোকং মা কৃথাঃ, জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। সবাসবৈরিন্দ্রসহিতৈঃ ॥৪॥

ময়েতি। মোহয়তীতি মোহনী। পুরুষেন্দ্রস্য অর্জ্জুনস্য, প্রিয়ার্থং বিশ্রামজননাৎ ॥৫॥

জিজ্ঞাসুরিতি। জিজ্ঞাসুর্জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ। যুধ্যতো যুধ্যমানস্য ॥৬॥

তস্মাদিতি। পরিচোদিতঃ প্রেরিতঃ। পাপম্ অনিষ্টকরণেচ্ছাম্, অণ্বপি অল্পমপি ॥৭॥

উলূপী সঞ্জীবনমণির স্মরণ করিলেন। নাগগণের পরমাশ্রয় সেই মণিও তখনই সেইস্থানে উপস্থিত হইল ॥১—২॥

কৌরবনন্দন ! তাহার পর উলূপী সেই মণি গ্রহণ করিয়া সৈন্যগণের মনের আনন্দজনক বাক্য বলিলেন—॥৩॥

'পুত্র ! উঠ, শোক করিও না, তুমি এই জিষ্ণুকে (অর্জ্জুনকে) জয় কর নাই। কারণ, ইনি মনুষ্যগণের এবং ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও অজেয় ॥৪॥

কিন্তু আমি আজ পুরুষশ্রেষ্ঠ ও যশস্বী তোমার পিতার প্রীতির জন্য এই 'মোহনী' নাম্নী মায়া প্রয়োগ করিয়াছি ॥৫॥

কারণ, রাজা কৌরবনন্দন ! তুমি রণস্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, তোমার বল পরীক্ষা করিবার জন্যই এই বিপক্ষবীরহন্তা আসিয়াছেন ॥৬॥

অতএব পুত্র ! আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য প্রণোদিত করিয়াছি ; সুতরাং পুত্র ! রাজা ! তোমার কোন অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় আমি এইরূপ করিয়াছি বলিয়া তুমি আশঙ্কা করিও না ॥৭॥

(৪) নৈব জিষ্ণুস্ত্বয়া হতঃ—নি।

ঋষিরেষ মহানাত্মা পুরাণঃ শাশ্বতোঽক্ষরঃ।
নৈনং শক্তো হি সংগ্রামে জেতুং শক্রোঽপি পুত্রক! ॥৮॥
অয়ন্তু মে মণির্দিব্যঃ সমানীতো বিশাংপতে!।
মৃতান্ মৃতান্ পন্নগেন্দ্রান্ যো জীবয়তি নিত্যদা ॥৯॥
এনমস্যোরসি ত্বঞ্চ স্থাপয়স্ব পিতুঃ প্রভো!।
সঞ্জীবিতং তদা পার্থং স ত্বং দ্রষ্টাসি পাণ্ডবম্ ॥১০॥
ইত্যুক্তঃ স্থাপয়ামাস তস্যোরসি মণিং তদা।
পার্থস্যামিততেজাঃ স পিতুঃ স্নেহাদপাপকৃৎ ॥১১॥
তস্মিন্ ন্যস্তে মণৌ বীরো জিষ্ণুরুজ্জীবিতঃ প্রভুঃ।
চিরসুপ্ত ইবোত্তস্থৌ মৃষ্টলোহিতলোচনঃ ॥১২॥
তমুত্থিতং মহাত্মানং লব্ধসংজ্ঞং মনস্বিনম্।
সমীক্ষ্য পিতরং স্বস্থং ববন্দে বভ্রুবাহনঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিরিতি। মহান্ আত্মা পরব্রহ্ম। আর্ষো বা সমাসে নলোপাভাবঃ। শাশ্বতো নিত্যঃ, অক্ষরঃ অচলঃ ॥৮॥

অয়মিতি। দিব্যঃ অলৌকিকঃ, সমানীতো মে ময়া স্মরণমাত্রেণ ॥৯॥

এনমিতি। এনং মণিম্, উরসি বক্ষসি ॥১০॥

ইতীতি। স বভ্রুবাহনঃ, অপাপকৃৎ পিতুরাদেশেন ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেণ চ যুদ্ধকরণাৎ ॥১১॥

তস্মিন্নিতি। ন্যস্তে বক্ষসি স্থাপিতে, জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। মৃষ্টে করাভ্যাং মর্দ্দিতে লোহিতে লোচনে যেন সঃ ॥১২॥

পুত্র! ইনি প্রাচীন, নিত্য, অচল ও মহাত্মা নরঋষি। সুতরাং স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে ইঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হন না ॥৮॥

নরনাথ! এই অলৌকিক মণি আমি আনয়ন করিয়াছি। যে মণি সর্ব্বদা মৃত নাগগণকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে ॥৯॥

রাজা! তুমিই এই মণিটীকে এই পিতার বক্ষে স্থাপন কর। তাহা হইলেই তুমি দেখিতে পাইবে—'এই পৃথানন্দন সঞ্জীবিত হইয়াছেন' ॥১০॥

উলূপী এই কথা বলিলে, অমিততেজা ও অপাপকারী বভ্রুবাহন স্নেহবশতঃ সেই পিতা অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে মণিটী স্থাপন করিলেন ॥১১॥

সেই মণিটী বক্ষে স্থাপন করিলে বীর ও প্রভাবশালী অর্জ্জুন পুনরায় জীবিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল নিদ্রিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। পরে হস্তযুগলদ্বারা রক্তবর্ণ নয়নযুগল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥১২॥

উত্থিতে পুরুষব্যাঘ্রে পুনর্লক্ষ্মীবতি প্রভো।।
দিব্যাঃ সুমনসঃ পুণ্যা ববৃষে পাকশাসনঃ ॥১৪॥
অনাহতা দুন্দুভয়ো বিনেদুর্মেঘনিঃস্বনাঃ।
সাধু সাধ্বিতি চাকাশে বভূব সুমহান্ স্বনঃ ॥১৫॥
উত্থায় চ মহাবাহুঃ পর্য্যাশ্বস্তো ধনঞ্জয়ঃ।
বভ্রুবাহনমালিঙ্গ্য সমাজিঘ্রত মূর্দ্ধনি ॥১৬॥
দদর্শ চাপি দূরেঽস্য মাতরং শোককর্শিতাম্।
উলূপ্যা সহ তিষ্ঠন্তীং ততোঽপৃচ্ছদ্ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭॥
কিমিদং লক্ষ্যতে সর্ব্বং শোকবিস্ময়হর্ষবৎ।
রণাজিরমমিত্রঘ্ন! যদি জানাসি শংস মে ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। সমীক্ষ্য বিলোক্য, স্বস্থং প্রকৃতিস্থম্ ॥১৩॥

উত্থিত ইতি। পুরুষব্যাঘ্রে অর্জ্জুনে, পুনর্লক্ষ্মীবতি পূর্ব্বকান্তিশালিনি সতি। মেঘধ্বান্তঃ। দিব্যাঃ স্বর্গীয়াঃ, সুমনসঃ পুষ্পাণি ॥১৪॥

অনেতি। অনাহতা অতাড়িতা অপি, মেঘস্যেব নিঃস্বনো গম্ভীরধ্বনির্যেষাং তে ॥১৫॥

উত্থায়েতি। সমাজিঘ্রত তথৈব সমাজিঘ্রৎ ॥১৬॥

দদর্শেতি। অস্য বভ্রুবাহনস্য, মাতরং চিত্রাঙ্গদাম্ ॥১৭॥

কিমিতি। অর্জ্জুনপতনেন শোকঃ, মণিস্পর্শমাত্রেণ তস্যোজ্জীবনাৎ বিস্ময়ো হর্ষশ্চ অস্যাস্তীতি তৎ ॥১৮॥

মহাত্মা ও মনস্বী পিতা অর্জ্জুন চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন ও সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া বভ্রুবাহন তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ॥১৩॥

রাজা! নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গাত্রোত্থান করিলে এবং পূর্ব্বের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হইলে ইন্দ্র স্বর্গীয় পবিত্র পুষ্প বর্ষণ করিলেন ॥১৪॥

মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিকারী দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতে লাগিল এবং আকাশে 'সাধু সাধু' এইরূপ গুরুতর ধ্বনি হইল ॥১৫॥

মহাবাহু অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রকারে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ॥১৬॥

এবং অর্জ্জুন দেখিলেন—বভ্রুবাহনের কিছু দূরে উলূপীর সহিত শোকাকুলা চিত্রাঙ্গদা রহিয়াছেন। তাহার পর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—॥১৭॥

জননী চ কিমর্থং তে রণভূমিমুপাগতা।
নাগেন্দ্রদুহিতা চেয়মুলূপী কিমিহাগতা ॥১৯॥
জানাম্যহমিদং যুদ্ধং ত্বয়া মদ্বচনাৎ কৃতম্।
স্ত্রীণামাগমনে হেতুমহমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥২০॥
তমুবাচ তথা পৃষ্টো মণিপূরপতিস্তদা।
প্রসাদ্য শিরসা বিদ্বানুলূপী পৃচ্ছ্যতামিয়ম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অর্জ্জুনপ্রত্যুজ্জীবনে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

জননীতি। অনয়োরত্রাগমনস্য সর্ব্বথৈবাসম্ভবত্বমিতি ভাবঃ ॥১৯॥

জানামীতি। ত্বয়া প্রথমমুপহারপাণিনৈবাগমনাদিত্যাশয়ঃ ॥২০॥

তমিতি। বিদ্বান্ লোকাচারাভিজ্ঞঃ। পিতুরস্তিক এবাত্মনস্তস্য বধকথনানৌচিত্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

'শত্রুহন্তা! এই সমগ্র রণস্থলকে শোক, বিস্ময় ও আনন্দযুক্ত দেখিতেছি কেন? তুমি যদি জান, তবে আমার নিকট বল ॥১৮॥

কি জন্যই বা তোমার জননী রণস্থলে আসিয়াছেন এবং নাগরাজতনয়া এই উলূপীই বা কেন এখানে আগমন করিয়াছেন? ॥১৯॥

আমি ইহা জানি যে, তুমি আমার আদেশেই যুদ্ধ করিয়াছ; তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের এই স্থানে আগমনের হেতু আমি জানিতে ইচ্ছা করি' ॥২০॥

অর্জ্জুন সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আচারাভিজ্ঞ বভ্রুবাহন তখন মস্তক অবনত করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—'এই উলূপীকে জিজ্ঞাসা করুন' ॥২১॥

* '...অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বৰ্দ্ধ। '...একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

কিমাগমনকৃত্যং তে কৌরব্যকুলনন্দিনি !।
মণিপূরপতের্মাতুস্তথৈব চ রণাজিরে ॥১॥
কচ্চিৎ কুশলকামাসি রাজ্ঞোঽস্য ভুজগাত্মজে !।
মম বা চপলাপাঙ্গি ! কচ্চিত্ত্বং শুভমিচ্ছসি ॥২॥
কচ্চিত্তে পৃথুলশ্রোণি ! নাপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনে !।
অকার্ষমহমজ্ঞানাদয়ং বা বভ্রুবাহনঃ ॥৩॥
কচ্চিন্নু রাজপুত্রী তে সপত্নী চৈত্রবাহনী।
চিত্রাঙ্গদা বরারোহা নাপরাধ্যতি কিঞ্চন ॥৪॥
তমুবাচোরগপতের্দুহিতা প্রহসন্ত্যথ।
ন মে ত্বমপরাদ্ধোঽসি নহি মে বভ্রুবাহনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। আগমনেন কৃত্যং কার্য্যম্, কৌরব্যকুলনন্দিনি! নিজভার্য্যাত্বাৎ কৌরববংশানন্দকারিণি! ॥১॥

কচ্চিদিতি। অস্য রাজ্ঞো বভ্রুবাহনস্য। হে চপলাপাঙ্গি! চঞ্চলনেত্রপ্রান্তে! ।২॥

কচ্চিদিতি। হে পৃথুলশ্রোণি! বিশালনিতম্বে! তে তব অপ্রিয়ং নাকার্ষমিতি কাকুঃ ॥৩॥

কচ্চিদিতি। চিত্রবাহনস্যাপত্যং স্ত্রীতি চৈত্রবাহিনী। বরারোহা উত্তমাঙ্গনা ॥৪॥

তমিতি। উরগপতের্দুহিতা উলূপী ॥৫॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'কুরুকুলানন্দকারিণি নাগনন্দিনি! তোমার এবং মণিপূরপতির মাতার এই রণাঙ্গনে আগমন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? ॥১॥

নাগতনয়ে! তুমি এই রাজার মঙ্গলাভিলাষিণী আছ ত? কিংবা চঞ্চলনয়নে! তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর ত? ॥২॥

বিশাল নিতম্বে! প্রিয়দর্শনে! আমি বা এই বভ্রুবাহন তোমার কোন অপ্রিয়াচরণ করি নাই ত? ॥৩॥

চিত্রবাহনতনয়া, উত্তমাঙ্গনা ও তোমার সপত্নী চিত্রাঙ্গদা তোমার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই ত?' ॥৪॥

ন জনিত্রী তথাস্ত্যেয়ং মম বা প্রেষ্যবৎ স্থিতা।
শ্রূয়তাং যদ্‌যথা চেদং ময়া সর্ব্বং বিচেষ্টিতম্ ॥৬॥
ন মে কোপস্ত্বয়া কার্য্যঃ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হি কৌরব্য! কৃতমেতন্ময়া বিভো!।
যত্তুচ্ শৃণু মহাবাহো! নিখিলেন ধনঞ্জয়! ॥৭॥
মহাভারতযুদ্ধে যত্ত্বয়া শান্তনবো নৃপঃ।
অধর্ম্মেণ হতঃ পার্থ! তস্যৈষা নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥৮॥
ন হি ভীষ্মস্ত্বয়া বীর! যুধ্যমানো হি পাতিতঃ।
শিখণ্ডিনা তু সংযুক্তস্তমাশ্রিত্য হতস্ত্বয়া ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ইয়ং চিত্রাঙ্গদা মম অস্য অপরাধস্য ন জনিত্রী ন জনয়িত্রী, অপি তু প্রেষ্যবৎ দাসীব স্থিতা ॥৬॥

নেতি। ত্বয়া মে কোপো ন কার্য্যঃ, অনিষ্টাচরণাদপীতি ভাবঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৭॥

মহেতি। ভরতানামিদমিতি ভারতং তচ্চ তৎ যুদ্ধঞ্চেতি ভারতযুদ্ধম্, মহচ্চ তৎ ভারত-যুদ্ধঞ্চেতি তস্মিন্, শান্তনবো ভীষ্মঃ ॥৮॥

কথমধর্ম্মেণেত্যাহ নেতি। হি যস্মাৎ। সংযুক্তস্ত্বম্, তং শিখণ্ডিনম্ ॥৯॥

তখন উলূপী হাস্য করিতে থাকিয়াই যেন অর্জ্জুনকে বলিলেন—'আপনি বা বভ্রুবাহন আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই ॥৫॥

কিংবা আমার সপত্নী এই চিত্রাঙ্গদাও আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই; প্রত্যুত আমার নিকট দাসীর ন্যায়ই রহিয়াছেন; যে ভাবে এই যে সকল কার্য্য আমি করিয়াছি, তাহা শুনুন ॥৬॥

আমি মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার উপরে ক্রোধ করিবেন না। প্রভু কৌরবনন্দন! আমি আপনার প্রীতির জন্যই ইহা করিয়াছি। মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আপনি সর্ব্বপ্রকারে শুনুন ॥৭॥

পৃথানন্দন! আপনি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অধর্ম্মপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে যে বধ করিয়াছেন, সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥৮॥

কারণ, বীর! আপনি যুধ্যমান অবস্থায় ভীষ্মকে নিপাতিত করেন নাই; কিন্তু আপনি শিখণ্ডীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আপনি ভীষ্মকে বধ করিয়াছেন ॥৯॥

তস্য শান্তিমকৃত্বা ত্বং ত্যজেথা যদি জীবিতম্।
কর্ম্মণা তেন পাপেন পতেথা নিরয়ে ধ্রুবম্।
এষা তু বিহিতা শান্তিঃ পুত্রাদ্‌যাং প্রাপ্তবানসি ॥১০॥
বসুভির্বসুধাপাল! গঙ্গয়া চ মহামতে!।
পুরা হি শ্রুতমেতত্তে বসুভিঃ কথিতং ময়া ॥১১॥
গঙ্গায়াস্তীরমাশ্রিত্য হতে শান্তনবে নৃপ!।
আপ্লুত্য দেবা বসবঃ সমেত্য চ মহানদীম্।
ইদমূচুর্বচো ঘোরং ভাগীরথ্যা মতে তদা ॥১২॥
এষ শান্তনবো ভীষ্মো নিহতঃ সব্যসাচিনা।
অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে সংসক্তোঽন্যেন ভাবিনি! ॥১৩॥
তদনেনানুষঙ্গেণ বয়মপ্য ধনঞ্জয়ম্।
শাপেন যোজয়ামেতি তথাস্ত্বিতি চ সাব্রবীৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। নিরয়ে নরকে। পুত্রাদ্বভ্রুবাহনাৎ, যামবস্থাম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১০॥
বসুভিরিতি। এতত্তে ভীষ্মবধরূপং কর্ম্ম। বসুভির্ময়া চ গঙ্গায়া অন্তিকে কথিতম্ ॥১১॥
গঙ্গায়া ইতি। সমেত্য মিলিত্বা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥
এষ ইতি। স চ সব্যসাচী তদানীমন্যেন শিখণ্ডিনা সহ, সংসক্তো মিলিত আসীৎ ॥১৩॥
তদিতি। অনুষঙ্গেণ হেতুনা। সা গঙ্গা ॥১৪॥

আপনি সেই পাপের শান্তি না করিয়া যদি জীবন ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে সেই পাপ কর্ম্মের ফলে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতেন। এখন পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই সেইপাপের শান্তি ॥১০॥

মহামতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বেই গঙ্গা ও বসুগণ আপনার এই পাপ কার্য্য শুনিয়াছিলেন এবং বসুগণ ও আমি এই ব্যাপার গঙ্গার নিকট বলিয়াছিলাম ॥১১॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম নিহত হইলে বসুদেবগণ গঙ্গাতীরে আসিয়া, স্নান করিয়া মিলিত হইয়া গঙ্গার মত অনুসারেই এই ভয়ঙ্কর বাক্য সেই মহানদীকে বলিয়াছিলেন—॥১২॥

'উত্তমাঙ্গনে! শান্তনুনন্দন এই ভীষ্ম রণস্থলে যুদ্ধ করিতেছিলেন না, সেই অবস্থায় অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছে ॥১৩॥

---

(১৩) সংসক্তোঽন্যেন ভামিনি!—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তদহং পিতুরাবেদ্য প্রবিশ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়া।
অভবং স চ তচ্ছ্রুত্বা বিষাদমগমৎ পরম্ ॥১৫॥
পিতা তু মে বসূন্ গত্বা ত্বদর্থে সমযাচত।
পুনঃ পুনঃ প্রসাদ্যৈতাংস্ত এনমিদমব্রুবন্ ॥১৬॥
পুত্রস্তস্য মহাভাগ! মণিপূরেশ্বরো যুবা।
স এনং রণমধ্যস্থঃ শরৈঃ পাতয়িতা ভুবি ॥১৭॥
এবং কৃতে স নাগেন্দ্র! মুক্তশাপো ভবিষ্যতি।
গচ্ছেতি বসুভিশ্চোক্তো মম চেদং শশংস সঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ত্বং ময়া তস্মাচ্ছাপাদসি বিমোক্ষিতঃ ॥১৮॥
ন হি ত্বাং দেবরাজোঽপি সমরেষু পরাজয়েৎ।
আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাত্তেনেহাসি পরাজিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। আবেদ্য তচ্ছাপদানোদ্যমং জ্ঞাপয়িত্বা। প্রবিশ্য পিতৃভবনম্, স পিতা চ ॥১৫॥
পিতেতি। ত্বদর্থে ত্বয়ি শাপনিবৃত্ত্যর্থম্। তে বসবঃ, এনং পিতরম্ ॥১৬॥
পুত্র ইতি। তস্য অর্জ্জুনস্য। এনমর্জ্জুনম্ ॥১৭॥
এবমিতি। এবংকৃতে পুত্রেণ শরৈঃ পাতনে বিহিতে, সঃ অর্জ্জুনঃ। শশংস উবাচ। স পিতা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

অতএব আমরা আজ এই কারণেই অর্জ্জুনকে অভিসম্পাত করিব।' তখন গঙ্গাও বলিলেন—'তাহাই হউক' ॥১৪।

আমি পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতার নিকটে সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া দুঃখিত চিত্ত হইয়া রহিলাম। আমার পিতাও সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥১৫॥

তাহার পর আমার পিতা বসুগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে বার বার প্রসন্ন করিয়া আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন বসুগণ আমার পিতাকে বলিলেন—॥১৬॥

'মহাভাগ! সেই অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি যুবক বভ্রুবাহন রণস্থলে থাকিয়া বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে ভূতলে পাতিত করিবেন ॥১৭॥

নাগরাজ! বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের এইরূপ করিলে, অর্জ্জুন আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন। এখন আপনি যাইতে পারেন'—বসুগণ এইরূপ বলিলে আমার পিতা আসিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন। তখন আমি তাহা শুনিয়া আপনাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি ॥১৮॥

ন হি দোষো মম মতঃ কথং বা মন্যসে বিভো ! ।
ইত্যেবমুক্তো বিজয়ঃ প্রসন্নাত্মাব্রবীদিদম্ ॥২০॥
সর্ব্বং মে সুপ্রিয়ং দেবি ! যদেতৎ কৃতবত্যসি ।
ইত্যুক্ত্বা সোঽব্রবীৎ পুত্রং মণিপূরপতিং জয়ঃ ।
চিত্রাঙ্গদায়াঃ শৃণ্বত্যাঃ কৌরব্য ! দুহিতুস্তদা ॥২১॥
যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধঃ পরাং চৈত্রীং ভবিষ্যতি ।
তত্রাগচ্ছেঃ সহামাত্যো মাতৃভ্যাং সহিতো নৃপ ! ॥২২॥
ইত্যেবমুক্তঃ পার্থেন স রাজা বভ্রুবাহনঃ ।
উবাচ পিতরং ধীমানিদমস্রাবিলেক্ষণঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। মতঃ স্মৃতিশাস্ত্রোক্তঃ। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইতি স্মৃতেঃ ॥১৯॥

নেতি। দোষঃ পুত্রকৃতঃ পরাজয়ঃ। বিজয়োঽর্জ্জুনঃ ॥২০॥

সর্ব্বমিতি। হে দেবি ! উলূপি ! জয়োঽর্জ্জুনঃ। হে কৌরব্য ! জনমেজয় ! দুহিতুশ্চিত্রবাহনসুতায়াঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

যুধীতি। চৈত্রীং চৈত্রমাসীয়পূর্ণিমাং প্রাপ্য। মাতৃভ্যাম্ উলূপীচিত্রাঙ্গদাভ্যাম্ ॥২২॥

ইতীতি। অস্রেণ অশ্রুজলেন আবিলে কলুষে ঈক্ষণে চক্ষুষী, যস্য সঃ। সংযোগাৎ পরমেব বিয়োগাদিতি ভাবঃ ॥২৩॥

(না হইলে) স্বয়ং দেবরাজও যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করিতে পারেন না। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রকে পিতৃস্বরূপ বলিয়াছে, সেই জন্যই আপনি পুত্রকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন ॥১৯॥

আমার মতে পুত্রকর্ত্তৃক পরাজয় দোষের নহে। প্রভু। আপনিই বা কি মনে করেন ?' উলূপী এইরূপ বলিলে অর্জ্জুন প্রসন্ন চিত্ত হইয়া এই কথা কহিলেন—॥২০॥

'দেবি। তুমি এই যাহা করিয়াছ, সেই সমস্তই আমার অত্যন্ত প্রীতিজনক হইয়াছে।' কৌরবনন্দন ! এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন চিত্রবাহনদুহিতা চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপূরাধিপতি পুত্র বভ্রুবাহনকে বলিলেন—॥২১॥

'রাজা ! পরবর্ত্তিনী চৈত্রপূর্ণিমাতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ হইবে। তুমি দুই মাতা ও মন্ত্রিবর্গের সহিত সেই যজ্ঞে যাইবে' ॥২২॥

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ রাজা বভ্রুবাহন পিতাকে এই কথা বলিলেন—॥২৩॥

---

(২২) পরিচৈত্রীং ভবিষ্যতি—নি।

উপযাস্যামি ধর্ম্মজ্ঞ ! ভবতঃ শাসনাদহম্ ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে দ্বিজাতিপরিবেষকঃ ॥২৪॥
মম ত্বনুগ্রহার্থায় প্রবিশস্ব পুরং স্বকম্ ।
ভার্য্যাভ্যাং সহ ধর্ম্মজ্ঞ ! মা ভূত্তেঽত্র বিচারণা ॥২৫॥
উষিত্বেহ নিশামেকাং সুখং স্বভবনে প্রভো ! ।
পুনরশ্বানুগমনং কর্ত্তাসি জয়তাংবর ! ॥২৬॥
ইত্যুক্তঃ স তু পুত্রেণ তদা বানরকেতনঃ ।
স্ময়ন্ প্রোবাচ কৌন্তেয়স্তদা চিত্রাঙ্গদাসুতম্ ॥২৭॥
বিদিতং মে মহাবাহো ! যথা দীক্ষাং চরাম্যহম্ ।
ন স তাবৎ প্রবেক্ষ্যামি পুরং তে পৃথুলোচন ! ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । শাসনাদাদেশাৎ । দ্বিজাতীনাং পরিবেষক উপবেশনাদিব্যবস্থাপকো ভবিষ্যামি ॥২৪॥

মমেতি । স্বকং স্বকীয়ম্, তবৈবৈতৎ পুরমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

উষিত্বেতি । উষিত্বা বাসং কৃত্বা । কর্ত্তাসি করিষ্যসি ॥২৬॥

ইতীতি । বানরকেতনঃ কপিধ্বজঃ । স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষদ্ধসন্ ॥২৭॥

বিদিতমিতি । বিদিতং মৎপুরপ্রবেশে তে তব আগ্রহাধিক্যমিতি শেষঃ । যদা যতঃ, দীক্ষাম্ অশ্বানুসরণমাত্ররূপব্রতারম্ভম্ । তাবৎ ততঃ, হে পৃথুলোচন ! বিশালনয়ন ! ॥২৮॥

'ধর্ম্মজ্ঞ ! আমি আপনার আদেশে সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে যাইব এবং দ্বিজাতিগণের পরিবেষক হইব ॥২৪॥

ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য এই দুই ভার্য্যার সহিত এই স্বকীয় পুরীতে প্রবেশ করুন । এই বিষয়ে যেন আপনার মনে কোন বিতর্ক না হয় ॥২৫॥

প্রভু বিজয়িশ্রেষ্ঠ ! আপনি এই পুরীতে নিজগৃহে সুখে এক রাত্রি বাস করিয়া পুনরায় অশ্বের অনুগমন করিবেন' ॥২৬॥

পুত্র তখন এই কথা বলিলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিয়া তখন সেই পুত্র বভ্রুবাহনকে বলিলেন—॥২৭॥

'বিশালনয়ন মহাবাহু ! এই বিষয়ে তোমার যে গুরুতর আগ্রহ হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিলাম ; কিন্তু যেহেতু আমি কেবল অশ্বানুসরণব্রত গ্রহণ করিয়াছি ; সেই জন্য তোমার পুরীতে প্রবেশ করিব না ॥২৮॥

যথাকামং ব্রজত্যেষ যজ্ঞিয়াশ্বো নরর্ষভ!।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি ন স্থানং বিদ্যতে মম ॥২৯॥
বৈশম্পায়ন উবাচ। †
স তত্র বিধিবত্তেন পূজিতঃ পাকশাসনিঃ।
ভার্য্যাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রায়াদ্ভরতসত্তমঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বানুসরণে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স তু বাজী সমুদ্রান্তাং পর্য্যেত্য বসুধামিমাম্।
নিবৃত্তোঽভিমুখো রাজন্! যেন বারণসাহ্বয়ম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি তাবৎ অয়মশ্বোঽপি প্রবেশ্যতামিত্যাহ যথেতি। স্বস্তি মঙ্গলম্, স্থানং কুত্রাপি স্থিতিঃ ॥২৯॥

স ইতি। তেন বভ্রুবাহনেন, পাকশাসনিরিন্দ্রপুত্রোঽর্জ্জুনঃ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

নরশ্রেষ্ঠ! এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, তোমার মঙ্গল হউক, আমি যাই, আমার এ প্রস্থানে অবস্থান সম্ভবপর নহে' ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন বভ্রুবাহন যথাবিধানে পূজা করিলে, ভরত-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভার্য্যাদ্বয়ের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥৩০॥

—:*:—

† এষ পাঠঃ পি বঙ্গ বর্দ্ধ নাস্তি। * '...একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...দ্ব্যশীতি-তমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

অনুগচ্ছংশ্চ তুরগং নিবৃত্তোঽথ কিরীটভৃৎ।
যদৃচ্ছয়া সমাপেদে পুরং রাজগৃহং তদা ॥২॥
তমভ্যাশগতং দৃষ্ট্বা সহদেবাত্মজঃ প্রভো!।
ক্ষত্রধর্ম্মে স্থিতো বীরঃ সমরায়াজুহাব হ ॥৩॥
ততঃ পুরাৎ স নিষ্ক্রম্য রথী ধন্বী শরী তলী।
মেঘসন্ধিঃ পদাতিস্তং ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ॥৪॥
আসাদ্য চ মহাতেজা মেঘসন্ধির্ধনঞ্জয়ম্।
বালভাবান্মহারাজ! প্রোবাচেদং ন কৌশলাৎ ॥৫॥
কিময়ং চার্য্যতে বাজী স্ত্রীমধ্য ইব ভারত!।
হয়মেনং হরিষ্যামি প্রযতস্ব বিমোক্ষণে ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বাজী অশ্বমেধীয়াশ্বঃ, পর্য্যেত্য পরিভ্রম্য। যেন দিগ্‌বিভাগেন বারণসাহ্বয়ং হস্তিনানগরং বর্ত্ততে তদভিমুখঃ সন্ নিবৃত্তঃ ॥১॥

অন্বিতি। কিরীটভৃৎ অর্জ্জুনঃ। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, সমাপেদে সংপ্রাপ্তঃ, রাজগৃহং নাম পুরম্ ॥২॥

তমিতি। অভ্যাশগতঃ সমীপমাগতম্। সহদেবো নাম জরাসন্ধপুত্রস্তস্যাত্মজঃ ॥৩॥

তত ইতি। তলী হস্তাবাপযুক্তঃ। মেঘসন্ধির্নাম প্রথমং পদাতিঃ পরঞ্চ রথীত্যর্থঃ ॥৪॥

আসাদ্যেতি। ন কৌশলাৎ ন রণনৈপুণ্যাৎ ॥৫॥

কিমিতি। চার্য্যতে ত্বয়া চাল্যতে। হয়মশ্বম্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! সেই অশ্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত এই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া যে দিকে হস্তিনানগর ছিল, তদভিমুখ হইয়া ফিরিল ॥১॥

তখন অর্জ্জুনও সেই অশ্বের অনুগামী হইয়া ফিরিয়া ক্রমে ঈশ্বরেচ্ছা অনুসারে রাজগৃহনামক নগরে উপস্থিত হইল ॥২॥

রাজা! তখন জরাসন্ধপুত্র সহদেবের আত্মজ বীর ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থিত মেঘসন্ধি সেই অশ্বটীকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অশ্বরক্ষক অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর সেই মেঘসন্ধি পাদচারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক ধনু, বাণ ও হস্তাবাপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪॥

মহারাজ! মহাতেজা মেঘসন্ধি অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইয়া বালচাঞ্চল্যবশতঃ এই কথা বলিলেন; কিন্তু রণদক্ষতাবশতঃ নহে ॥৫॥

অদত্তানুনয়ো যুদ্ধে যদি ত্বং পিতৃভির্ম্ম।
করিষ্যামি তবাতিথ্যং প্রহর প্রহরামি চ ॥৭॥
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচৈনং প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ।
বিঘ্নকর্ত্তা ময়া বার্য্য ইতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥৮॥
ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন নৃপতে! তবাপি বিদিতং ধ্রুবম্।
প্রহরস্ব যথাশক্তি ন মন্যুবিদ্যতে মম ॥৯॥
ইত্যুক্তঃ প্রাহরৎ পূর্ব্বং পাণ্ডবং মগধেশ্বরঃ।
কিরন্ শরসহস্রাণি বর্ষাণীব সহস্রদৃক্ ॥১০॥
ততো গাণ্ডীবভৃচ্ছূরো গাণ্ডীবপ্রহিতৈঃ শরৈঃ।
চকার মোঘাংস্তান্ বাণানযত্নাদ্‌ভরতর্ষভ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অদত্তেতি। হে অর্জ্জুন! ত্বং যদ্যপি মম পিতৃভির্জরাসন্ধাদিভিঃ, যুদ্ধে, অদত্তানুনয়ঃ অদত্তশিক্ষঃ, তথাপ্যহম্, তব আতিথ্যং বীরাতিথিসংকারং যুদ্ধমিত্যর্থঃ করিষ্যামি। অতএব ত্বং মাং প্রহর, অহঞ্চ ত্বাং প্রহরামি ॥৭॥

ইতীতি। বার্য্যঃ প্রহারেণ নিবারণীয়ঃ, আহিতং ধৃতম্ ॥৮॥

ভ্রাত্রেতি। জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা যুধিষ্ঠিরেণ, যদুক্তং তদিতি শেষঃ। মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৯॥

ইতীতি। মগধেশ্বরো মেঘসন্ধিঃ। কিরন্ নিক্ষিপন্, সহস্রদৃক্ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥১০॥

'ভরতনন্দন! আপনি কি স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেমন চালায়, সেইরূপ এই অশ্বটীকে চালাইতেছেন? আমি এই অশ্ব হরণ করিতেছি, আপনি ইহাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করুন ॥৬॥

ভরতনন্দন! আমার পিতৃগণ যদিও আপনাকে যুদ্ধে শিক্ষা দেন নাই, তথাপি আমি আপনার বীরোচিত আতিথ্য করিব। আপনি আমাকে প্রথমে প্রহার করুন, পরে আমি আপনাকে প্রহার করিব' ॥৭॥

মেঘসন্ধি এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন হাস্য করিয়াই যেন তাঁহাকে বলিলেন— 'বিঘ্নকারীকে আমার বারণ করিতে হইবে' এই ব্রতই আমি গ্রহণ করিয়াছি ॥৮॥

রাজা! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাহা বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনারও তাহা জানা আছে। সে যাহা হউক, আপনি শক্তি অনুসারে প্রহার করুন, তাহাতে আমার ক্রোধ হইবে না' ॥৯॥

অর্জ্জুন এই কথা বলিলে ইন্দ্র যেমন বারি বর্ষণ করেন, সেইরূপ মগধরাজ মেঘসন্ধি বহু সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে প্রহার করিলেন ॥১০॥

(১১) চকার মোঘাংস্তান্ বাণান্ সযত্নান্ ভরতর্ষভ!—বঙ্গ বর্দ্ধনি।

স মোঘং তস্য বাণৌঘং কৃত্বা বানরকেতনঃ।
শরান্মুমোচ জ্বলিতান্ দীপ্তাস্যানিব পন্নগান্ ॥১২॥
ধ্বজে পতাকাদণ্ডেষু রথে যন্ত্রে হয়েষু চ।
অন্যেষু চ রথাঙ্গেষু ন শরীরে ন সারথৌ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
স রক্ষ্যমাণঃ পার্থেন শরীরে সব্যসাচিনা।
মন্যমানঃ স্ববীর্য্যং তন্মাগধঃ প্রাহিণোচ্ছরান্ ॥১৪॥
ততো গাণ্ডীবধন্বা তু মাগধেন ভৃশাহতঃ।
বভৌ বসন্তসময়ে পলাশঃ পুষ্পিতো যথা ॥১৫॥
অবধ্যমানঃ সোঽভ্যঘ্নন্মাগধঃ পাণ্ডবর্ষভম্।
তেন তস্থৌ স কৌরব্য! লোকবীরস্য দর্শনে ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মোঘান্ ব্যর্থান্, অযত্নাৎ অবহেলাত এব ॥১১॥

স ইতি। বানরকেতনঃ কপিধ্বজঃ অর্জ্জুনঃ। দীপ্তাস্যান্ উজ্জ্বলমুখান্। যন্ত্রে চক্রনাভ্যাদৌ। রথাঙ্গেষু চক্রেষু, কিন্তু মেঘসন্ধেঃ শরীরে ন, তস্য সারথৌ চ ন শরান্ মুমোচ তজ্জীবনরক্ষণো-দ্দেশাৎ ॥১২—১৩॥

স ইতি। তৎ রক্ষণম্, স্ববীর্য্যং নিজশক্তিসাধিতম্, মন্যমানো মাগধো মেঘসন্ধিঃ ॥১৪॥

তত ইতি। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনঃ। পলাশো নাম বৃক্ষঃ রক্তাপ্লুতদেহত্বাৎ ॥১৫॥

অবধ্যেতি। অভ্যঘ্নন্নিতি ক্রিয়ায়াং বহুবচনমার্ষম্। তেন তাদৃশেনৈব ভাবেন, লোকবীরস্য তত্রত্যবীরজনস্য ॥১৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর বীর অর্জ্জুন অবহেলা করিয়াই যেন গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ করিলেন ॥১১॥

অর্জ্জুন মেঘসন্ধির বাণসমূহকে ব্যর্থ করিয়া মেঘসন্ধির ধ্বজে, পতাকাদণ্ডে, রথে, রথযন্ত্রে, অশ্বে ও অন্যান্য রথাঙ্গে উজ্জ্বল মুখ সর্পসমূহের ন্যায় প্রজ্বলিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু মেঘসন্ধির দেহে ও সারথির উপরে নহে ॥১২—১৩॥

সব্যসাচী অর্জ্জুন মেঘসন্ধির দেহে আঘাত না করায় অর্জ্জুনই মেঘসন্ধিকে রক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু মেঘসন্ধি সেই রক্ষা নিজের শক্তিতেই হইতেছে মনে করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তাহার পর অর্জ্জুন মেঘসন্ধিকর্তৃক অত্যন্ত আহত ও রক্তাক্ত দেহ হইয়া বসন্তকালে পুষ্পসমন্বিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

কৌরবনন্দন! অর্জ্জুন আঘাত করিতেছিলেন না; কিন্তু মেঘসন্ধি তাঁহাকে

সব্যসাচী তু সংক্রুদ্ধো বিকৃষ্য বলবদ্ধনুঃ।
হয়াংশ্চকার নির্জীবান্ সারথেশ্চ শিরোঽহরৎ ॥১৭॥
ধনুশ্চাস্য মহচ্চিত্রং ক্ষুরেণ প্রচকর্ত্ত হ।
হস্তাবাপং পতাকাঞ্চ ধ্বজং চাস্য ন্যপাতয়ৎ ॥১৮॥
স রাজা ব্যথিতো ব্যশ্বো বিধনুর্হতসারথিঃ।
গদামাদায় কৌন্তেয়মভিদুদ্রাব বেগবান্ ॥১৯॥
তস্যাপতত এবাশু গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্।
শরৈশ্চকর্ত্ত বহুধা বহুভির্গৃধ্রবাজিতৈঃ ॥২০॥
সা গদা শকলীভূতা বিশীর্ণমণিবন্ধনা।
ব্যালী বিমুচ্যমানেব পপাত ধরণীতলে ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সব্যেতি। বলবদত্যন্তম্, বিকৃষ্য আকৃষ্য ॥১৭॥

ধনুরিতি। ক্ষুরেণ ক্ষুরধারেণ বাণেন। হস্তাবাপং চর্ম্মময়হস্তাবরণম্ ॥১৮॥

স ইতি। ব্যশ্বো হতাশ্বঃ। কৌন্তেয়মর্জ্জুনম্ ॥১৯॥

তস্যেতি। আপতত আগচ্ছতঃ, হেমপরিষ্কৃতাং স্বর্ণভূষিতাম্। গৃধ্রবাজিতৈঃ গৃধ্রপক্ষি-পক্ষযুক্তৈঃ ॥২০॥

সেতি। শকলীভূতা খণ্ডত্বং প্রাপ্তা, বিশীর্ণং ছিন্নং মণিবন্ধনং মণিময়ী শৃঙ্খলা যস্যাঃ সা। ব্যালী সর্পী, বিমুচ্যমানা চর্ম্মণা ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

স ত্বিতি ॥১—৬॥ অদস্তাঽনুনয়ঃ অশিক্ষিতঃ ॥৭—১৯॥ গৃধ্রবাজিতৈঃ গৃধ্রপক্ষযুতৈঃ ॥২০—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫॥

আঘাত করিতেছিলেন; তথাপি অর্জ্জুন তত্রত্য বীরজনের দৃষ্টিতে সেইভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন ॥১৬॥

তাহার পর অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতিরিক্তরূপে ধনু আকর্ষণ করিয়া মেঘসন্ধির অশ্বগুলিকে বধ করিলেন এবং সারথির মস্তক হরণ করিলেন ॥১৭॥

ক্রমে তিনি ক্ষুরপ্রদ্বারা মেঘসন্ধির বিশাল ও বিচিত্র ধনু ছেদন করিলেন এবং হস্তাবাপ, পতাকা ও ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥

মেঘসন্ধির অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ধনুও ছিন্ন হইয়া গেলে, মেঘসন্ধি ব্যথিত হইয়া ও গদা লইয়া বেগে অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥

মেঘসন্ধি বেগে আসিতে লাগিলে অর্জ্জুন গৃধ্রপক্ষযুক্ত বহুতর বাণদ্বারা মেঘসন্ধির স্বর্ণালঙ্কৃত গদাকে বহু খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥২০॥

বিরথং বিধনুষ্কঞ্চ গদয়া পরিবর্জ্জিতম্ ।
নৈচ্ছত্তাড়য়িতুং ধীমানর্জ্জুনঃ সমরাগ্রণীঃ ॥২২॥
তত এনং বিমনসং ক্ষত্রধর্ম্মে ব্যবস্থিতম্ ।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যমব্রবীৎ কপিকেতনঃ ॥২৩॥
পর্য্যাপ্তঃ ক্ষত্রধর্ম্মোঽয়ং দর্শিতঃ পুত্র ! গম্যতাম্ ।
বহ্বেতৎ সমরে কর্ম্ম তব বালস্য পার্থিব ! ॥২৪॥
যুধিষ্ঠিরস্য সন্দেশো ন হন্তব্যা নৃপা ইতি ।
তেন জীবসি রাজন্ ! ত্বমপরাদ্ধোঽপি মে রণে ॥২৫॥
ইতি মত্বা তদাত্মানং প্রত্যাদিষ্টং স্ম মাগধঃ ।
তথ্যমিত্যভিগম্যৈনং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

বিরথমিতি । ধীমত্ত্বেনৈব জীবনরক্ষার্থং তাড়য়িতুং নৈচ্ছদিত্যাশয়ঃ ॥২২॥

তত ইতি । বিমনসং পরাজয়াদ্বিষণ্ণচিত্তম্, ক্ষত্রধর্ম্মে ব্যবস্থিতম্ অপরাঙ্মুখত্বাৎ ॥২৩॥

পর্য্যাপ্ত ইতি । পর্য্যাপ্তো যথেষ্টঃ, হে পুত্র ! পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ ! ॥২৪॥

যুধীতি । সন্দেশ আদেশবাক্যম্ ॥২৫॥

ইতীতি । প্রত্যাদিষ্টং যুদ্ধে প্রত্যাখ্যাতম্ । তথ্যং বাক্যমেতৎ সত্যম্, এনমর্জ্জুনম্ ॥২৬॥

সেই গদা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে এবং তাহার মণিময় শৃঙ্খল বিশীর্ণ হইলে, তখন চর্ম্মযুক্ত সর্পীর ন্যায় তাহা ভূতলে পতিত হইল ॥২১॥

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন রথ, ধনু ও গদাবিহীন মেঘসন্ধিকে তাড়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥২২॥

মেঘসন্ধি বিষণ্ণ চিত্ত হইয়াও যুদ্ধে উদ্যত হইলে, তখন অর্জ্জুন সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন—॥২৩॥

'পুত্র ! তুমি এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যথেষ্টরূপে দেখাইয়াছ, এখন চলিয়া যাও। রাজা ! তুমি বালক হইলেও যুদ্ধে তোমার এই কার্য্য প্রচুর হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি ॥২৪॥

রাজা ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশ রহিয়াছে যে, 'রাজগণকে বধ করিবেন না ।' সেই জন্যই তুমি আমার নিকট অপরাধী হইয়াও যুদ্ধে জীবিত রহিলে' ॥২৫॥

তখন মগধরাজ মেঘসন্ধি আপনাকে অর্জ্জুন প্রত্যাখ্যান করিলেন মনে করিয়া এবং অর্জ্জুনের এই বাক্য সত্য—ইহা ভাবিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অর্জ্জুনের নিকট যাইয়া তাঁহার পূজা করিলেন ॥২৬॥

(২৩)···ক্ষত্রধর্ম্মে সমাস্থিতম্—বঙ্গ বর্দ্ধ ।

পরাজিতোঽস্মি ভদ্রং তে নাহং যোদ্ধুমিহোৎসহে।
যচ্চ কৃত্যং ময়া তেঽস্ত তদ্ব্রূহি কৃতমেব তু ॥২৭॥
তমর্জ্জুনঃ সমাশ্বাস্য পুনরেবেদমব্রবীৎ।
আগন্তব্যং পরাং চৈত্রীমশ্বমেধে নৃপস্য নঃ ॥২৮॥
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তং হয়ম্।
ফাল্গুনঞ্চ যুধিশ্রেষ্ঠং বিধিবৎ সহদেবজঃ ॥২৯॥
ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কৌরবঃ।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্ ॥৩০॥
তত্র তত্র চ ভূরীণি ম্লেচ্ছসৈন্যান্যনেকশঃ।
বিজিগ্যে ধনুষা রাজন্! গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে মাগধপরাজয়ে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পরেতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। কৃত্যং কর্ত্তব্যম্, তন্ময়া কৃতমেবেতি চিন্তয়েতি ভাবঃ ॥২৭॥

তমিতি। চৈত্রীং চৈত্রমাসীয়পূর্ণিমাং প্রাপ্য। নঃ অস্মাকম্, নৃপস্য যুধিষ্ঠিরস্য ॥২৮॥

ইতীতি। হয়ম্ অশ্বমেধীয়ম্ অশ্বম্। ফাল্গুনম্ অর্জ্জুনম্, সহদেবজো মেঘসন্ধিঃ ॥২৯॥

তত ইতি। কৌরবোঽর্জ্জুনঃ। সকোশলান্ কোশলদেশসহিতান্ ॥৩০॥

'মহাবীর! আপনার মঙ্গল হউক। আমি পরাজিত হইয়াছি; সুতরাং আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। এখন আমাদ্বারা আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা বলুন এবং আমি তাহা করিয়াছি বলিয়াই মনে করুন' ॥২৭॥

অর্জ্জুন সেই মেঘসন্ধিকে আশ্বস্ত করিয়া, পুনরায় এই কথা বলিলেন—'মগধরাজ! আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে আমাদের রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে আপনি যাইবেন' ॥২৮॥

অর্জ্জুন এই কথা বলিলে সহদেবনন্দন মেঘসন্ধি 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া যথাবিধানে সেই অশ্ব ও যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পূজা করিলেন ॥২৯॥

তদনন্তর অর্জ্জুন সেইস্থান হইতে ইচ্ছানুসারে সমুদ্রতীর দিয়া পুনরায় বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশলদেশে গমন করিলেন ॥৩০॥

---

(৩০)...পুনরেব স কেসরী—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

* '...দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মাগধেনার্চ্চিতো রাজন্! পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় চারয়ামাস তং হয়ম্ ॥১॥
ততঃ স পুনরাবর্ত্ত্য হয়ঃ কামচরো বলী।
আসসাদ পুরীং রম্যাং চেদীনাং শুক্তিসাহ্বয়াম্ ॥২॥
শরভেণার্চ্চিতস্তত্র শিশুপালসুতেন সঃ।
যুদ্ধপূর্ব্বং তদা তেন পূজয়া চ মহাবলঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অনেকশঃ অনেকানেকযুদ্ধেষু ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

মাগধেনেতি। মাগধেন মগধরাজেন মেঘসন্ধিনা, শ্বেতবাহনোঽর্জ্জুনঃ ॥১॥

তত ইতি। চেদীনাং তদাখ্যদেশস্য, শুক্তিসাহ্বয়াং শুক্তিনাম্নীম্ ॥২॥

শরভেণেতি। শরভেণ তদাখ্যেন। যুদ্ধপূর্ব্বং যুদ্ধং কৃত্বা অর্চ্চিত ইত্যর্থঃ, মহাবলোঽর্জ্জুনঃ ॥৩॥

রাজা! অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুদ্বারা সেই সেই দেশে বহু যুদ্ধে বহুতর ম্লেচ্ছসৈন্য জয় করিলেন ॥৩১॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! অর্জ্জুন মেঘসন্ধিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দক্ষিণ দিক্ ধরিয়া সেই অশ্বটাকে চালাইলেন ॥১॥

তাহার পর কামচারী ও বলবান্ সেই অশ্ব পুনরায় ফিরিয়া চেদিদেশের শুক্তিনাম্নী মনোহর নগরীতে উপস্থিত হইল ॥২॥

তখন শিশুপালের পুত্র শরভ প্রথমে যুদ্ধ, পরে পূজার দ্রব্যদ্বারা মহাবল অর্জ্জুনের পূজা করিলেন ॥৩॥

ততোঽর্চ্চিতো যযৌ রাজন্! তদা স তুরগোত্তমঃ।
কাশীনঙ্গান্ কোসলাংশ্চ কিরাতানথ তঙ্গণান্ ॥৪॥
পূজাং তত্র যথান্যায়ং প্রতিগৃহ্য ধনঞ্জয়ঃ।
পুনরাবৃত্য কৌন্তেয়ো দশার্ণানগমত্তদা ॥৫॥
তত্র চিত্রাঙ্গদো নাম বলবানরিমর্দ্দনঃ।
তেন যুদ্ধমভূত্তস্য বিজয়স্যাতিভৈরবম্ ॥৬॥
তঞ্চাপি বশমানীয় কিরীটী পুরুষর্ষভঃ।
নিষাদরাজ্ঞো বিষয়মেকলব্যস্য জগ্মিবান্ ॥৭॥
একলব্যসুতশ্চৈনং যুদ্ধেন জগৃহে তদা।
তত্র চক্রে নিষাদৈঃ স সংগ্রামং লোমহর্ষণম্ ॥৮॥
ততস্তমপি কৌন্তেয়ঃ সমরেষ্বপরাজিতঃ।
জিগায় যুধি দুর্দ্ধর্ষো যজ্ঞবিঘ্নার্থমাগতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কাশীপ্রভৃতয়স্তদানীন্তনা দেশাঃ ॥৪॥

পূজামিতি। দশার্ণান্ তদাখ্যান্ দেশান্ ॥৫॥

তত্রেতি। চিত্রাঙ্গদো নাম রাজাসীদিতি শেষঃ ॥৬॥

তমিতি। বশমানীয় যুদ্ধেন। নিষাদরাজ্ঞ ইত্যদন্তত্বাভাব আর্ষঃ, বিষয়ং দেশম্, একলব্যস্য তদাখ্যস্য ॥৭॥

একেতি। জগৃহে জগ্রাহ। সঃ অর্জ্জুনঃ ॥৮॥

তত ইতি। যজ্ঞবিঘ্নার্থং বিড়ম্বনাবিধানাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

রাজা! তদনন্তর সেই উত্তম অশ্বটী চেদিরাজ্যে পূজিত হইয়া কাশী, অঙ্গ, কোসল, কিরাত ও তঙ্গণদেশে গমন করিল ॥৪॥

কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই সকল দেশে যথোচিত পূজা পাইয়া পুনরায় ফিরিয়া দশার্ণদেশে গমন করিলেন ॥৫॥

সেই দেশে বলবান্ ও শত্রুমর্দ্দন চিত্রাঙ্গদনামে রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥৬॥

নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই চিত্রাঙ্গদকেও বশীভূত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের দেশে গমন করিলেন ॥৭॥

তখন একলব্যের পুত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনকে গ্রহণ করিলেন। পরে অর্জ্জুন সেই দেশে নিষাদগণের সহিত লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥৮॥

স তং জিত্বা মহারাজ ! নৈষাদিং পাকশাসনিঃ।
অৰ্চ্চিতঃ প্রযযৌ ভূয়ো দক্ষিণং সলিলার্ণবম্ ॥১০॥
তত্রাপি দ্রবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষকৈরপি।
তথা কোল্লগিরেয়ৈশ্চ যুদ্ধমাসীৎ কিরীটিনঃ ॥১১॥
তাংশ্চাপি বিজয়ো জিত্বা নাতিতীব্রেণ কর্ম্মণা।
তুরঙ্গমবশেনাথ সুরাষ্ট্রানভিতো যযৌ।
গোকর্ণমথ চাসাদ্য প্রভাসমপি জগ্মিবান্ ॥১২॥
ততো দ্বারবতীং রম্যাং বৃষ্ণিবীরাভিপালিতাম্।
আসসাদ হয়ঃ শ্রীমান্ কুরুরাজস্য যজ্ঞিয়ঃ ॥১৩॥
তমুন্মথ্য হয়শ্রেষ্ঠং যাদবানাং কুমারকাঃ।
প্রযযুস্তাংস্তদা রাজন্ ! উগ্রসেনো ন্যবারয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। নৈষাদিং নিষাদস্যৈকলব্যস্য পুত্রম্, পাকশাসনিরর্জ্জুনঃ। অৰ্চ্চিতস্তেনৈব নৈষাদিনা ॥১০॥

তত্রেতি। দ্রবিড়াদয়ো দেশাস্তত্রত্যৈঃ, রৌদ্রৈর্ভীষণৈঃ ॥১১॥

তানিতি। বিজয়োঽর্জ্জুনঃ, কর্ম্মণা যুদ্ধেন। তুরঙ্গমবশেন অশ্বাধীনেন সৈন্যেন সহ। গোকর্ণং তদাখ্যং দেশম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

তত ইতি। হয়ঃ অশ্বঃ, শ্রীমান্ নানাভূষণৈর্ভূষিতঃ ॥১৩॥

তমিতি। উন্মথ্য গ্রহণাদিনা পীড়য়িত্বা। তান্ কৌরবসৈন্যান্, উগ্রসেনঃ কংসপিতা ॥১৪॥

তাহার পর দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধে অপরাজিত অর্জ্জুন যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য আগত সেই একলব্যের পুত্রকেও যুদ্ধে জয় করিলেন ॥৯॥

মহারাজ! তদনন্তর অর্জ্জুন সেই একলব্যের পুত্রকে জয় করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পুনরায় দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন ॥১০॥

সেই স্থানেও ভীষণপ্রকৃতি দ্রবিড়, অন্ধ্র, মহিষ ও কোল্লগিরিদেশীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইল ॥১১॥

অর্জ্জুন অনতিতীব্র যুদ্ধদ্বারা তাহাদিগকেও জয় করিয়া অশ্বানুগামী সৈন্যগণের সহিত সুরাষ্ট্রদেশের অভিমুখে গমন করিলেন। পরে গোকর্ণদেশে যাইয়া প্রভাসতীর্থেও উপস্থিত হইলেন ॥১২॥

তাহার পর নানাভূষণে ভূষিত যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণরক্ষিত মনোহর দ্বারকানগরীতে উপস্থিত হইল ॥১৩॥

রাজা! পরে যদুবংশীয় কুমারেরা সেই উত্তম অশ্বটিকে ধারণ করিয়া

ততঃ পুরাদ্বিনিক্রম্য বৃষ্ণ্যন্ধকপতিস্তদা।
সহিতো বসুদেবেন মাতুলেন কিরীটিনঃ ॥১৫॥
তৌ সমেত্য কুরুশ্রেষ্ঠং বিধিবৎ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
পরয়া ভরতশ্রেষ্ঠং পূজয়া সমবস্থিতৌ।
ততস্তাভ্যামনুজ্ঞাতো যযৌ যেন হয়ো গতঃ ॥১৬॥
ততঃ স পশ্চিমং দেশং সমুদ্রস্য তদা হয়ঃ।
ক্রমেণ ব্যচরৎ স্ফীতং ততঃ পঞ্চনদং যযৌ ॥১৭॥
তস্মাদপি স কৌরব্য ! গান্ধারবিষয়ং হয়ঃ।
বিচচার যথাকামং কৌন্তেয়ানুগতস্তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বৃষ্ণ্যন্ধকপতিঃ স উগ্রসেনঃ। সহিতো মিলিত আসীৎ ॥১৫॥

তাবিতি। তৌ উগ্রসেন-বসুদেবৌ। যযাবর্জ্জুনঃ, যেন দিগ্‌বিভাগেন হয়ো গতস্তেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

তত ইতি। সমুদ্রস্য সন্নিহিতমিতি শেষঃ। স্ফীতং ধনধান্যাদিভিঃ সমৃদ্ধম্ ॥১৭॥

তস্মাদিতি। গান্ধারবিষয়ং গান্ধারদেশম্। কৌন্তেয়েনার্জ্জুনেন, অনুগতঃ অনুসৃতঃ ॥১৮॥

কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইল, তখন উগ্রসেন তাহাদিগকে বারণ করিলেন ॥১৪॥

তদনন্তর বৃষ্ণিবংশ ও অন্ধকবংশের অধিপতি উগ্রসেন দ্বারকানগরী হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের মাতুল বসুদেবের সহিত মিলিত হইলেন ॥১৫॥

তাঁহারা প্রীতিনিবন্ধন ভরতবংশপ্রধান ও কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে সম্মান করিবার জন্য অবস্থান করিলেন। তদনন্তর সেই অশ্ব যে দিকে গমন করিল, অর্জ্জুনও উগ্রসেন এবং বসুদেবের অনুমতি লইয়া সেই দিকে গমন করিলেন ॥১৬॥

তাহার পর সেই অশ্ব সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী পশ্চিমদেশে যাইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তৎপরে ধনধান্যে পরিপূর্ণ পঞ্চনদদেশে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥১৭॥

কৌরবনন্দন ! সেই অশ্বটী সেই পঞ্চনদদেশ হইতেও যাইয়া গান্ধারদেশে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তেতো গান্ধাররাজেন যুদ্ধমাসীৎ কিরীটিনঃ।
ঘোরং শকুনিপুত্রেণ পূর্ব্ববৈরানুসারিণা ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বানুসরণে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শকুনেস্তনয়ো বীরো গান্ধারাণাং মহারথঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ গুড়াকেশং সৈন্যেন মহতাবৃতঃ।
হস্ত্যশ্বরথযুক্তেন পতাকাধ্বজমালিনা ॥১॥
অমৃষ্যমাণাস্তে যোধা নৃপস্য শকুনের্বধম্।
অভ্যয়ুঃ সহিতাঃ পার্থং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পূর্ব্ববৈরং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শকুনিবধাদিনিবন্ধনং শত্রুত্বম্ অনুসরতীতি তেন ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

শকুনেরিতি। গুড়াকেশমর্জ্জুনম্। পতাকাধ্বজানাং মালা শ্রেণিরস্যাস্তীতি তেন ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

তদনন্তর গান্ধাররাজ শকুনির পুত্র পূর্বশত্রুতা মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ॥১৯॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গান্ধারদেশের মধ্যে মহারথ শকুনির বীরপুত্র বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সৈন্যের মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও রথ ছিল এবং পতাকা ও ধ্বজের শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে-ছিল ॥১॥

---

* '…ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '…চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা বীভৎসুরপরাজিতঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য বচনং ন চ তে জগৃহুর্হিতম্ ॥৩॥
বার্য্যমাণাস্তু পার্থেন সান্ত্বপূর্ব্বমমর্ষিতাঃ।
পরিবার্য্য হয়ং জগ্মুস্ততশ্চুক্রোধ পাণ্ডবঃ ॥৪॥
ততঃ শিরাংসি দীপ্তাগ্রৈস্তেষাং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ।
ক্ষুরৈর্গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈর্নাতিযত্নাদিবার্জ্জুনঃ ॥৫॥
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন হয়মুৎসৃজ্য সম্ভ্রমাৎ।
ন্যবর্ত্তন্ত মহারাজ! শরবর্ষার্দ্দিতা ভৃশম্ ॥৬॥
বিতুদ্যমানৈস্তৈশ্চাপি গান্ধারৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
আদিশ্যাদিশ্য তেজস্বী শিরাংস্যেষাং ন্যপাতয়ৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অমৃষ্যেতি। অমৃষ্যমাণা অসহমানাঃ, শকুনের্বধং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ॥২॥
স ইতি। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ। বচনং "নৃপাস্ত্বয়া ন হন্তব্যা" ইতি বাক্যম্ ॥৩॥
বার্য্যেতি। অমর্ষিতাঃ ক্রুদ্ধাঃ। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, হয়ং তং যজ্ঞীয়মশ্বম্ ॥৪॥
তত ইতি। দীপ্তাগ্রৈরুজ্জ্বলমুখৈঃ। ক্ষুরৈঃ ক্ষুরধারৈঃ শরৈঃ ॥৫॥
ত ইতি। হয়ং তং যজ্ঞীয়মশ্বম্, সম্ভ্রমাৎ মরণভয়েন বিক্ষিপ্তচিত্তত্বাৎ ॥৬॥

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সহদেব শকুনিকে যে বধ করিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই যোদ্ধারা ধনু ধারণ করিয়া সম্মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে আসিয়াছিলেন ॥২॥

তখন ধর্ম্মাত্মা ও অপরাজিত অর্জ্জুন "তুমি যুদ্ধে রাজগণকে বধ করিবে না" এইরূপ যুধিষ্ঠিরের বাক্য তাঁহাদিগকে বলিলেন; কিন্তু সেই যোদ্ধারা সেই হিতকর বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না ॥৩॥

সেই গান্ধারদেশীয় যোদ্ধারা শকুনির বধে পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছিলেন; সুতরাং তখন অর্জ্জুন মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বারণ করিলেও তাঁহারা সেই অশ্বমেধীয় অশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া আগমন করিলেন। তাহার পর অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৪॥

তদনন্তর অর্জ্জুন অনতিযত্নেই যেন গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল মুখ ও ক্ষুরধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৫॥

মহারাজ! তখন তাঁহারা অর্জ্জুনের বাণবর্ষণে অত্যন্ত পীড়িত ও নিহত হইতে থাকিয়া অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সত্বর নিবৃত্তি পাইলেন ॥৬॥

---

(৪) বার্য্যমাণাপি পার্থেন—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

বধ্যমানেষু তেষ্বাজৌ গান্ধারেষু সমন্ততঃ।
স রাজা শকুনেঃ পুত্রঃ পাণ্ডবং প্রত্যবারয়ৎ ॥৮॥
তং যুধ্যমানং রাজানং ক্ষত্রধর্ম্মে ব্যবস্থিতম্।
পার্থোঽব্রবীন্ন মে বধ্যা রাজানো রাজশাসনাৎ ॥৯॥
অলং যুদ্ধেন তে বীর! ন তেঽস্ত্বদ্য পরাজয়ঃ।
ইত্যুক্তস্তদনাদৃত্য বাক্যমজ্ঞানমোহিতঃ।
স শক্রসমকর্ম্মাণং সমবাকিরদাশুগৈঃ ॥১০॥
তস্য পার্থঃ শিরস্ত্রাণমর্দ্ধচন্দ্রেণ পত্রিণা।
অপাহরদমেয়াত্মা জয়দ্রথশিরো যথা ॥১১॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগ্মুর্গান্ধারাঃ সর্ব্ব এব তে।
ইচ্ছতা তেন ন হতো রাজেত্যপি চ তে বিদুঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বিতুদ্যেতি। বিতুদ্যমানঃ প্রহারৈর্ব্যথ্যমানঃ। আদিশ্যাদিশ্য ত্বাং হন্মি ত্বাং হন্মীতি নির্দ্দিশ্য নির্দ্দিশ্য ॥৭॥

বধ্যেতি। আজৌ যুদ্ধে। পাণ্ডবমর্জ্জুনম্ ॥৮॥

তমিতি। রাজানং শকুনিপুত্রম্। রাজশাসনাদ্‌যুধিষ্ঠিরাদেশাৎ ॥৯॥

অলমিতি। শক্রস্য ইন্দ্রস্য সমং কর্ম্ম যস্য তমর্জ্জুনম্, আশুগৈর্বাণৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥

তস্যেতি। শিরস্ত্রাণং লৌহময়ং মস্তকাবরণম্, পত্রিণা বাণেন ॥১১॥

সেই গান্ধারদেশীয় যোদ্ধারা প্রহারদ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলে, তেজস্বী অর্জ্জুন নির্দ্দেশ করিয়া করিয়া তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

অর্জ্জুন যুদ্ধে সকল দিকে গান্ধারদেশীয় যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে লাগিলে, রাজা শকুনির পুত্র অর্জ্জুনকে বারণ করিতে লাগিলেন।৮॥

সেই রাজা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, অর্জ্জুন বলিলেন— "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে রাজারা আমার বধ্য নহেন ॥৯॥

অতএব বীর! আপনার যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধে যেন আপনার পরাজয় না হয়।" অর্জ্জুন এই কথা বলিলে, অজ্ঞানমোহিত সেই রাজা অর্জ্জুনের সেই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ইন্দ্রের তুল্য কার্য্যকারী অর্জ্জুনকে বাণদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১০॥

তখন অজ্ঞেয়স্বরূপ অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় গান্ধাররাজের শিরস্ত্রাণ ছেদন করিলেন ॥১১॥

---

(১২)…ইচ্ছতা তেন ন হতো রাজেত্যপি চ তং বিদুঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

গান্ধাররাজপুত্রস্তু পলায়নকৃতক্ষণঃ।
যযৌ তৈরেব সহিতস্ত্রস্তৈঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥১৩॥
তেষাস্তু তরসা পার্থস্তত্রৈব পরিধাবতাম্।
প্রজহারোত্তমাঙ্গানি ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥১৪॥
উচ্ছ্রিতাংস্তু ভুজান্ কেচিন্নাবুধ্যন্ত শরৈর্হৃতান্।
শিতৈর্গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈঃ পৃথুভিঃ পার্থচোদিতৈঃ ॥১৫॥
সম্ভ্রান্তনরনাগাশ্বমপতদ্বিদ্রুতং বলম্।
হতবিধ্বস্তভূয়িষ্ঠমাবর্ত্তত মুহুর্মুহুঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তং শিরস্ত্রাণাপহরণব্যাপারম্। তেনার্জ্জুনেন, রাজেতি হেতোর্ন হতঃ, বিদুর্জ্জানন্তি স্ম ॥১২॥

গান্ধারেতি। পলায়নে কৃতঃ ক্ষণোঽবসরো যেন সঃ। তৈঃ সৈন্যৈঃ ॥১৩॥

তেষামিতি। তরসা বেগেন, পরিধাবতাং পলায়মানানাম্। উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি ॥১৪॥

উচ্ছ্রিতানিতি। উচ্ছ্রিতান্ অর্জ্জুনবারণায় উত্তোলিতান্, হৃতান্ ছিন্নান্। পৃথুভির্বিশালৈঃ, পার্থচোদিতৈঃ অর্জ্জুননিক্ষিপ্তৈঃ ॥১৫॥

সম্ভ্রান্তেতি। সম্ভ্রান্তং বিচলিতং নরনাগাশ্বং পদাতি হস্তি ঘোটকং যত্র তৎ, বিদ্রুতং পলায়িতম্। হতা আহতা বিধ্বস্তা বিকৃতাঙ্গাশ্চ ভূয়িষ্ঠা বহুলা যত্র তৎ ॥১৬॥

সেই ব্যাপার দেখিয়া গান্ধারদেশীয় যোদ্ধারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে, রাজা বলিয়াই অর্জ্জুন ইচ্ছা করিয়া গান্ধার-রাজকে বধ করিলেন না ॥১২॥

গান্ধাররাজের পুত্র পলায়নের অবসর করিয়া ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত সেই সৈন্যগণের সহিত প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাঁহারা বেগে পলায়ন করিতে লাগিলে, অর্জ্জুন সেই অবস্থাতেই নতপর্ব্ব ভল্লসমূহদ্বারা তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

গান্ধাররাজের কতকগুলি সৈন্য অর্জ্জুনকে বারণ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলে, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত গাণ্ডীবনির্গত বিশাল ও তীক্ষ্ণ শরসমূহে তাহাদের সেই হস্তগুলি যে ছিন্ন হইতে লাগিল, তাহা তাহারা বুঝিতেও পারিল না ॥১৫॥

গান্ধারসেনার বহুতর হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে থাকিয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন অনেকে আহত ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া বার বার অর্জ্জুনের দিকে আসিতে লাগিল ॥১৬॥

---

(১৫) শরৈর্গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

নাভ্যদৃশ্যন্ত বীরস্য কেচিদগ্রেঽগ্র্যকর্ম্মণঃ।
রিপবঃ পাত্যমানা বৈ যে সহেয়ুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥১৭॥
ততো গান্ধাররাজস্য মন্ত্রিবৃদ্ধপুরঃসরা।
জননী নির্যযৌ ভীতা পুরস্কৃত্যার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥১৮॥
সা ন্যবারয়দব্যগ্রা তং পুত্রং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
প্রসাদয়ামাস চ তং জিষ্ণুমক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৯॥
তাং পূজয়িত্বা বীভৎসুঃ প্রসাদমকরোৎ প্রভুঃ।
শকুনেশ্চাপি তনয়ং সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥২০॥
ন মে প্রিয়ং মহাবাহো! যত্তে বুদ্ধিরিয়ং কৃতা।
প্রতিযোদ্ধুমমিত্রঘ্ন! ভ্রাতৈব ত্বং মমানঘ ॥২১॥
গান্ধারীং মাতরং স্মৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রকৃতেন চ।
তেন জীবসি রাজন্! ত্বং নিহতাস্ত্বনুগাস্তব ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। অগ্রে সম্মুখে, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং কর্ম্ম যস্য তস্য ॥১৭॥
তত ইতি। মন্ত্রিণো বৃদ্ধাশ্চ পুরঃসরা অগ্রবর্ত্তিনো যস্যাঃ সা। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য ॥১৮॥
সেতি। সা জননী, অব্যগ্রম্ অনাকুলম্। জিষ্ণুমর্জ্জুনম্ ॥১৯॥
তামিতি। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ, প্রসাদমনুগ্রহম্ ॥২০॥
নেতি। হে অমিত্রঘ্ন! শত্রুনাশক! ত্বং মম ভ্রাতৈব, ভ্রাতুর্দুর্য্যোধনস্য মাতুলপুত্রত্বাৎ ॥২১॥
গান্ধারীমিতি। ধৃতরাষ্ট্রকৃতেন স্নেহেনেতি শেষঃ, যুদ্ধান্নিবৃত্তোঽস্মীতি তাৎপর্য্যম্ ॥২২॥

তৎকালে যাহারা অর্জ্জুনকে সহ্য করিতে পারিত, সেইরূপ কোন বিপক্ষ-সৈন্যগণকেই শ্রেষ্ঠকার্য্যকারী মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখে দেখা যাইতে লাগিল না। কারণ, প্রায় সকলেই অর্জ্জুনের প্রহারে পাতিত হইতেছিল ॥১৭॥

তাহার পর সেই গান্ধাররাজের মাতা ভীত হইয়া মন্ত্রিগণ ও বৃদ্ধগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া উত্তম অর্ঘ্য লইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥১৮॥

তিনি রণস্থলে আসিয়া যুদ্ধে অনাকুল ও দুর্দ্ধর্ষ সেই পুত্রকে বারণ করিলেন এবং অক্লেশে কার্য্যকারী অর্জ্জুনকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

প্রভাবশালী অর্জ্জুন সেই গান্ধাররাজের মাতার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং সান্ত্বনা করিতে থাকিয়া শকুনির পুত্রকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

'শত্রুহন্তা মহাবাহু! তুমি যে প্রতিযুদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ বুদ্ধি করিয়াছ, তাহা আমার প্রীতিজনক হয় নাই। কারণ, নিষ্পাপ! তুমি সম্পর্কে আমার [ভ্রাতাই হও ॥২১॥

নৈবং ভূঃ শাম্যতাং বৈরং মা তে ভূদ্‌বুদ্ধিরীদৃশী।
গচ্ছেথাস্ত্বং পরাং চৈত্রীমশ্বমেধে নৃপস্য নঃ ॥২৩॥
ইত্যুক্ত্বানুযযৌ পার্থো হয়ং তং কামচারিণম্।
তে ন্যবর্ত্তন্ত গান্ধারা হতশিষ্টাঃ স্বকং পুরম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে শকুনিপুত্রপরাজয়ে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—৫—

ভারতকৌমুদী

নেতি। এবং মম শত্রুর্মা ভূঃ, আবয়োর্বৈরম্, শাম্যতাং নিবর্ত্ততাম্। চৈত্রীং চৈত্রমাসীয়-পূর্ণিমাং প্রাপ্য, নঃ অস্মাকম্, নৃপস্য যুধিষ্ঠিরস্য ॥২৩॥

ইতীতি। হতেভ্যঃ শিষ্টা অবশিষ্টাঃ, স্বকং স্বকীয়ম্ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

রাজা! মাতা গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহবশতঃ আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি হইয়াছি, সেই জন্যই তুমি জীবিত রহিয়াছ; কিন্তু তোমার অনুগামী সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে ॥২২॥

তুমি এইরূপ আর আমার বিপক্ষ হইও না, তোমার বুদ্ধিও যেন আর এরূপ হয় না। আমাদের শত্রুতা নিবৃত্ত হউক। আমাদের রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে পরবর্ত্তিনী চৈত্রমাসীয় পূর্ণিমাতে তুমি হস্তিনায় গমন করিও' ॥২৩॥

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কামচারী সেই অশ্বের অনুসরণ করিলেন এবং হতাবশিষ্ট সেই গান্ধারদেশীয় যোদ্ধারা আপন আপন নগরে ফিরিয়া গেলেন ॥২৪॥

—:*:—

(২৪) অয়ং শ্লোকঃ পরাধ্যায়প্রথমস্থানে বর্ত্ততে—বঙ্গ বর্দ্ধ, * অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি পি, '...চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ন্যবর্ত্তত ততো বাজী যেন নাগাহ্বয়ং পুরম্।
তং নিবৃত্তন্তু শুশ্রাব চারেণৈব যুধিষ্ঠিরঃ।
শ্রুত্বার্জ্জুনং কুশলিনং স চ হৃষ্টমনাভবৎ ॥১॥
বিজয়স্য চ তৎ কর্ম্ম গান্ধারবিষয়ে তদা।
শ্রুত্বা চান্যেষু দেশেষু স সুপ্রীতোঽভবত্তদা ॥২॥
এতস্মিন্নেব কালে তু দ্বাদশীং মাঘমাসিকীম্।
ইষ্টং গৃহীত্বা নক্ষত্রং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩॥
সমানীয় মহাতেজাঃ সর্ব্বান্ ভ্রাতৄন্ মহীপতিঃ।
ভীমঞ্চ নকুলঞ্চৈব সহদেবঞ্চ কৌরব! ॥৪॥
প্রোবাচেদং বচঃ কালে তদা ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
আমন্ত্র্য বদতাং শ্রেষ্ঠো ভীমং প্রহরতাং বরম্ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ন্যবর্ত্ততেতি। যেন দিগ্‌বিভাগেন নাগাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যং পুরং স্থিতম্, ততস্তেনৈব দিগ্‌বিভাগেন, বাজী অশ্বমেধীয়াশ্বঃ, ন্যবর্ত্তত। চারেণৈব গুপ্তচরমুখেনৈব। হৃষ্টমনাভবদিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

বিজয়স্যেতি। বিজয়স্যার্জ্জুনস্য, তৎ কর্ম্ম রাজ্ঞো জীবনরক্ষণম্। স যুধিষ্ঠিরঃ ॥২॥

এতস্মিন্নিতি। দ্বাদশীং শুক্লাম্, পরত্র পৌর্ণমাসীত্যভিধানাৎ। ইষ্টম্ অনুকূলত্বাদভিলষিতং পুষ্যং নক্ষত্রম্। সমানীয় স্বসমীপমিতি শেষঃ। আমন্ত্র্য সম্বোধ্য ॥৩—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর যে দিকে হস্তিনানগর ছিল, সেই দিকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরিল। সেই অশ্ব যে ফিরিয়াছে, সেই সংবাদ গুপ্তচরের মুখে যুধিষ্ঠির শুনিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে কুশলী শুনিয়া আনন্দিত চিত্ত হইলেন ॥১॥

গান্ধারদেশে ও অন্যান্য দেশে সেই সেই সময়ে অর্জ্জুনের সেই সকল কার্য্য (সেই সেই দেশীয় রাজগণকে তখন রক্ষা করার বিষয়) শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥২॥

আয়াতি ভীমসেনাসৌ সহাশ্বেন তবানুজঃ।
যথা মে পুরুষাঃ প্রাহুর্যে ধনঞ্জয়সারিণঃ ॥৬॥
উপস্থিতশ্চ কালোঽয়মভিতো বর্ত্ততে হয়ঃ।
মাঘী চ পৌর্ণমাসীয়ং মাসঃ শেষো বৃকোদর! ॥৭॥
তৎ প্রস্থাপ্যন্তু বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
বাজিমেধার্থসিদ্ধ্যর্থং দেশং পশ্যন্তু যজ্ঞিয়ম্ ॥৮॥
ইত্যুক্তঃ স তু তচ্চক্রে ভীমো নৃপতিশাসনম্।
হৃষ্টঃ শ্রুত্বা গুড়াকেশমায়ান্তং পুরুষর্ষভম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

আয়াতীতি। ধনঞ্জয়সারিণঃ অর্জ্জুনানুগামিন আসন্ ॥৬॥

উপেতি। অভিতঃ সম্মুখে, হয়ঃ স যজ্ঞীয়োঽশ্বঃ। ইয়ং মাঘী পৌর্ণমাসি চ প্রায়েণাগতেতি শেষঃ। অতএব মাসো মাঘোঽপি শেষঃ সংবৃত্তঃ। গৌণচান্দ্রপ্রকারেণেয়ং গণনা ॥৭॥

তদিতি। প্রস্থাপ্যন্তু যুষ্মাভিঃ প্রস্থাপ্যন্তাম্। বাজিমেধরূপো যোঽর্থো বিষয়ঃ তস্য সিদ্ধ্যর্থম্, যজ্ঞিয়ং যজ্ঞোপযোগিনম্ ॥৮॥

ইতীতি। নৃপতিশাসনং যুধিষ্ঠিরাদেশম্। গুড়াকেশমর্জ্জুনম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ন্যবর্ত্ততেতি ॥১—২॥ ইষ্টং নক্ষত্রং পুষ্যম্ ॥৩—৭॥ প্রস্থাপ্যন্তু প্রস্থাপয়ন্তু স্বার্থে ণিচ্, প্রতিষ্ঠন্ত্বিত্যর্থঃ ॥৮—৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৮॥

কৌরবনন্দন! এই সময়েই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিকপ্রধান ও মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মাঘমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি এবং অভীষ্ট পুষ্যানক্ষত্র পাইয়া, ভীম, নকুল ও সহদেবকে নিকটে আনয়ন করিয়া সেই সময়ে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৩—৫॥

'ভীমসেন! যাহারা অর্জ্জুনের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক লোক আসিয়া আমার নিকট যেরূপ বলিল, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, তোমার কনিষ্ঠ সহোদর অর্জ্জুন সেই যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত আসিতেছে ॥৬॥

বৃকোদর! যজ্ঞের কালও প্রায় উপস্থিত হইল। সেই যজ্ঞীয় অশ্ব এই সম্মুখে রহিয়াছে। এই মাঘমাসের পূর্ণিমাও আসিতেছে, মাঘমাসও প্রায় শেষ হইয়াছে ॥৭॥

অতএব তুমি বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ কর। তাঁহারা অশ্বমেধযজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত সেই যজ্ঞের উপযোগী স্থান দর্শন করুন' ॥৮॥

ততো যযৌ ভীমসেনঃ প্রাজ্ঞৈঃ স্থপতিভিঃ সহ।
ব্রাহ্মণানগ্রতঃ কৃত্বা কুশলান্ যজ্ঞকর্ম্মণি ॥১০॥
তং সশালচয়ং শ্রীমৎসপ্রতোলীসুঘট্টিতম্।
মাপয়ামাস কৌরব্যো যজ্ঞবাটং যথাবিধি ॥১১॥
প্রাসাদশতসংবাধং মণিপ্রবরকুট্টিমম্।
কারয়ামাস বিধিবদ্ধেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১২॥
স্তম্ভান্ কনকচিত্রাংশ্চ তোরণানি বৃহন্তি চ।
যজ্ঞায়তনদেশেষু দত্ত্বা শুদ্ধঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥১৩॥
অন্তঃপুরাণাং রাজ্ঞাঞ্চ নানাদেশসমীয়ুষাম্।
কারয়ামাস ধর্ম্মাত্মা তত্র তত্র যথাবিধি ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। স্থপতিভিঃ হর্ম্ম্যনির্ম্মাণশিল্পিভিঃ ॥১০॥

তমিতি। কৌরব্যো ভীমসেনঃ, শালচয়েন গৃহসমূহেন সহেতি তম্, প্রতোলীভিঃ রথ্যাভিঃ, সুঘট্টিতঃ সুষ্ঠু নির্ম্মিতো দেশঃ, শ্রীমান্ শোভাযুক্তশ্চাসৌ সপ্রতোলীসুঘট্টিতশ্চেতি তম্। যজ্ঞবাটং যজ্ঞীয়দেশম্, যথাবিধি মাপয়ামাস স্থপতিভিরিতি শেষঃ ॥১১॥

প্রাসাদেতি। প্রাসাদশতেন সংবাধং পূর্ণম্, মণিপ্রবরাণাং কুট্টিমা বদ্ধভূময়ো যত্র তম্ ॥১২॥

স্তম্ভানিতি। দত্ত্বা নিবেশ্য। অন্তঃপুরাণাং তদ্‌বাসিনীনাং স্ত্রীণাম্, নানাদেশেভ্যঃ সমীয়ুষাং সমাগতানাং বাসযোগ্যানি গৃহাণীতি শেষঃ ॥১৩—১৪॥

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভীমসেন নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিতেছেন শুনিয়া আনন্দিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন ॥৯॥

তাহার পর ভীমসেন যজ্ঞকার্য্যনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্থপতি-(রাজমিস্ত্রী) গণের সহিত গমন করিলেন ॥১০॥

ক্রমে ভীমসেন যে স্থানে বহুতর গৃহ ও সুন্দর সুন্দর পথ হইতে পারে, সেইরূপ সুন্দর যজ্ঞস্থান দেখিয়া তাহা যথাবিধানে মাপাইলেন ॥১১॥

পরে সেই যজ্ঞস্থানে শত শত অট্টালিকা এবং স্বর্ণরত্নভূষিত উৎকৃষ্ট মণিময় বেদী যথাবিধানে নির্ম্মাণ করাইলেন ॥১২॥

আর যজ্ঞস্থানে বিশুদ্ধ স্বর্ণ সন্নিবেশিত করাইয়া যোগ্যস্থানসমূহে স্বর্ণখচিত স্তম্ভ এবং বৃহৎ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মাণ করাইলেন। ক্রমে নানা দেশ হইতে আগত রাজগণ ও তাঁহাদের মহিষীগণের বাসোপযোগী গৃহ সকল সেই সেই স্থানে যথাবিধানে করাইলেন ॥১৩—১৪॥

ব্রাহ্মণানাঞ্চ বেশ্মানি নানাদেশসমীয়ুষাম্।
কারয়ামাস কৌন্তেয়ো বিধিবত্তান্যনেকশঃ ॥১৫॥
তথা সংপ্রেষয়ামাস দূতান্ নৃপতিশাসনাৎ।
ভীমসেনো মহাবাহো! রাজ্ঞামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ॥১৬॥
তে প্রিয়ার্থং কুরুপতেরাযযুর্নৃপসত্তম!।
রত্নান্যনেকান্যাদায় স্ত্রিয়োঽশ্বানায়ুধানি চ ॥১৭॥
তেষাং নির্বিশতাং তেষু শিবিরেষু মহাত্মনাম্।
নর্দ্দতঃ সাগরস্যেব দিবস্পৃগভবৎ স্বনঃ ॥১৮॥
তেষামভ্যাগতানাঞ্চ স রাজা কুরুবর্দ্ধনঃ।
ব্যাদিদেশান্নপানানি শয্যাশ্চাপ্যতিমানুষাঃ ॥১৯॥
বাহনানাঞ্চ বিবিধাঃ শালাঃ শালীক্ষুগোরসৈঃ।
উপেতা ভরতশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ স ধর্ম্মরাট্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণানামিতি। বেশ্মানি গৃহাণি। কৌন্তেয়ো ভীমসেনঃ ॥১৫॥

তথেতি। নৃপতিশাসনাদ্‌যুধিষ্ঠিরাদেশাৎ। রাজ্ঞাং নিমন্ত্রণায় ॥১৬॥

ত ইতি। তে রাজানঃ, কুরুপতের্যুধিষ্ঠিরস্য ॥১৭॥

তেষামিতি। নিবিশতাং প্রবিশতাম্, তেষাং রাজ্ঞাম্। নর্দ্দতো গর্জতঃ, দিবস্পৃগ গগনস্পর্শী ॥১৮॥

তেষামিতি। কুরুবর্দ্ধনো যুধিষ্ঠিরঃ। অতিমানুষা মানুষশয্যাতিক্রান্তসৌন্দর্য্যাঃ ॥১৯॥

বাহনানামিতি। শালা গৃহাণি, শালয়ো ধান্যানি ইক্ষব ইক্ষুদণ্ডা গোরসা দুগ্ধানি চ তৈঃ ॥২০॥

ভীমসেন নানা দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের জন্য যথাবিধানে বহুতর গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥১৫॥

মহাবাহু! ভীমসেন অনায়াসে কার্য্যকারী রাজগণের নিকটে যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে নিমন্ত্রণের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সেই সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত অনেক রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও অস্ত্র লইয়া আগমন করিলেন ॥১৭॥

সেই মহাত্মা রাজারা সেই সকল শিবিরে প্রবেশ করিবার সময়ে গর্জ্জনকারী সমুদ্রের ন্যায় গগনস্পর্শী কোলাহল হইতে লাগিল ॥১৮॥

কুরুবংশবর্দ্ধন রাজা যুধিষ্ঠির সেই অভ্যাগত রাজাদের জন্য অন্ন, পানীয় ও অলৌকিক শয্যা প্রেরণ করিবার আদেশ করিলেন ॥১৯॥

তথা তস্মিন্ মহাযজ্ঞে ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
সমাজগ্মুর্মুনিগণা বহবো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২১॥
যে চ দ্বিজাতিপ্রবরাস্তত্রাসন্ পৃথিবীপতে!।
সমাজগ্মুঃ সশিষ্যাংস্তান্ প্রতিজগ্রাহ কৌরবঃ ॥২২॥
সর্ব্বাংশ্চ তাননুযযৌ যাবদাবসথান্ প্রতি।
স্বয়মেব মহাতেজা দম্ভং ত্যক্ত্বা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩॥
ততঃ কৃত্বা স্থপতয়ঃ শিল্পিনোঽন্যে চ যে তদা।
কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজন্! ধর্ম্মরাজে ন্যবেদয়ন্ ॥২৪॥
তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্তু কৃতং সর্বমতন্দ্রিতঃ।
হৃষ্টরূপোঽভবদ্রাজা সহ ভ্রাতৃভিরাদৃতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তারঃ। "বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম" ইত্যমরঃ ॥২১॥
য ইতি। দ্বিজাতিপ্রবরা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ, তত্র তদানীম্, পৃথিব্যামাসন্ সমাজগ্মুশ্চ ॥২২॥
সর্ব্বানিতি। অনুযযৌ অভ্যর্থনার্থম্, যাবদাবসথান্ সর্ব্বান্ গৃহান্ ॥২৩॥
তত ইতি। স্থপতয়ঃ প্রাসাদনির্ম্মাতারঃ, অন্যে যে শিল্পিন আগতাঃ, তে তদা কৃৎস্নং সর্ব্বম্, যজ্ঞবিধিং যজ্ঞোপযোগি গৃহাদিনির্ম্মাণং কৃত্বা, ধর্ম্মরাজে ন্যবেদয়ন্ ॥২৪॥

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই রাজাদের হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগণের জন্য ধান্য, ইক্ষুদণ্ড ও দুগ্ধযুক্ত নানাবিধ গৃহের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন ॥২০॥

এবং বেদবক্তা বহুতর মুনি ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞে আগমন করিলেন ॥২১॥

রাজা! তৎকালে পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির শিষ্যবর্গের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২২॥

এবং মহাতেজা যুধিষ্ঠির অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেই প্রত্যেক গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহাদের সকলের নিকটেই গমন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

রাজা! তাহার পর স্থপতিরা এবং অন্য যে সকল শিল্পী আসিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞের উপযোগী সমস্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে জানাইতেছিল ॥২৪॥

(২৪) কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজ্ঞে ধর্ম্মজ্ঞায় ন্যবেদয়ন্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।
(২৫) ইতঃ পরং বৈশম্পায়ন উবাচ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিনঃ।
হেতুবাদান্ বহূনাহুঃ পরস্পরজিগীষবঃ ॥২৬॥
দদৃশুস্তং নৃপতয়ো যজ্ঞস্য বিধিমুত্তমম্।
দেবেন্দ্রস্যেব বিহিতং ভীমসেনেন ভারত! ॥২৭॥
দদৃশুস্তোরণান্যত্র শাতকুম্ভময়ানি তে।
শয্যাসনবিহারাংশ্চ সুবহূন্ রত্নসঞ্চয়ান্ ॥২৮॥
ঘটান্ পাত্রীঃ কটাহানি কলশান্ বর্দ্ধমানকান্।
ন হি কিঞ্চিদসৌবর্ণমপশ্যন্ বসুধাধিপাঃ ॥২৯॥
যূপাংশ্চ শাস্ত্রপঠিতান্ দারবান্ হেমভূষিতান্।
উপক্লৃপ্তান্ যথাকামং বিধিবদ্ভূরিবর্চ্চসঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অতন্দ্রিতঃ সর্ব্বেষু বিষয়েষু সতর্ক ইত্যর্থঃ। আদৃতঃ সর্ব্বেষু বিষয়েষু আদরবান্ ॥২৫॥

তস্মিন্নিতি। হেতুবাদিনো যুক্তিতর্কবক্তারঃ। পরস্পরং জিগীষবো জেতুমিচ্ছবঃ ॥২৬॥

দদৃশুরিতি। নৃপতয়ঃ অভ্যাগতা রাজানঃ ॥২৭॥

দদৃশুরিতি। শাতকুম্ভময়ানি স্বর্ণময়ানি, তে নৃপতয়ঃ ॥২৮॥

ঘটানিতি। পাত্রীর্ভোজনাদিপাত্রাণি, বর্দ্ধমানকান্ শরাবান্। অসৌবর্ণং সুবর্ণেনানির্ম্মিতম্। শাস্ত্রপঠিতান্ শাস্ত্রোক্তান্, দারবান্ যজ্ঞীয়বৃক্ষনির্ম্মিতান্। উপক্লৃপ্তান্ সজ্জটিতান্ ভূরিবর্চ্চসো বহুলদ্যুতীন্ ॥২৯—৩০॥

সকল বিষয়ে আগ্রহশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সকল কার্য্য করা হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া ভ্রাতাদের সহিত আনন্দিত হইতেছিলেন ॥২৫॥

সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে যুক্তিতর্ককারী বাগ্মী পণ্ডিতেরা পরস্পর জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া বহু হেতুবাদ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ভরতনন্দন! অভ্যাগত রাজগণ দেবরাজের যজ্ঞের ন্যায় সেই যজ্ঞের ভীমসেনকৃত উত্তম পরিপাটী সকল দেখিতে লাগিলেন ॥২৭॥

এবং তাঁহারা সেই যজ্ঞস্থানে স্বর্ণময় তোরণ, শয্যা, আসন, বিহারভবন ও বহুতর রত্নরাশি দর্শন করিতে থাকিলেন ॥২৮॥

ক্রমে আগত রাজারা দেখিলেন—ঘট, পাত্র, কটাহ, কলশ বা শরা—ইহার কোন বস্তুই অস্বুবর্ণ নির্ম্মিত নহে। তাঁহারা আরও দেখিলেন—শাস্ত্রোক্তপ্রকারে নির্ম্মিত, যজ্ঞীয় বৃক্ষসম্ভূত, স্বর্ণালঙ্কৃত, যথাবিধানে ও ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত উজ্জ্বল উজ্জ্বল বহুতর যূপ রহিয়াছে ॥২৯—৩০॥

স্থলজা জলজা যে চ পশবঃ কেচন প্রভো ! ।
সর্ব্বানেব সমানীতানপশ্যংস্তত্র তে নৃপাঃ ॥৩১॥
গাশ্চৈব মহিষীশ্চৈব তথা বৃদ্ধস্ত্রিয়োঽপি চ ।
ঔদকানি চ সত্ত্বানি শ্বাপদানি বয়াংসি চ ॥৩২॥
জরায়ুজাণ্ডজাতানি স্বেদজান্যুদ্ভিদানি চ ।
পর্ব্বতানূপজাতানি ভূতানি দদৃশুশ্চ তে ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
এবং প্রমুদিতং সর্ব্বং পশুগোধনধান্যতঃ ।
যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥৩৪॥
অনিশং দীয়তে চ স্ম তত্র ভোজ্যং পৃথগ্‌বিধম্ ।
ব্রাহ্মণানাং বিশাং চৈব বহুমৃষ্টান্নমৃদ্ধিমৎ ॥৩৫॥
পূর্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং তত্র ভুঞ্জতাম্ ।
দুন্দুভির্মেঘনির্ঘোষো মুহুর্মুহুরতাড্যত ।
বিননাদাসকৃচ্চাপি দিবসে দিবসে গতে ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

স্থলজা ইতি। স্থলজাশ্ছাগাদয়ঃ, জলজা মৎস্যপ্রভৃতয়ঃ, পশবঃ প্রাণিনঃ ॥৩১॥

গা ইতি। ঔদকানি জলস্থানি সত্ত্বানি অহিংস্রজন্তূন্, শ্বাপদানি হিংস্রজন্তূন্, বয়াংসি পক্ষিণঃ। জরায়ুজা বনমানুষাদয়স্তান্, অণ্ডজাতানি সর্পাদীনি, স্বেদজান্ কীটাদীন্, উদ্ভিদানি বৃক্ষলতাদীনি। পর্ব্বতেষু অনূপেষু জলপ্রায়দেশেষু চ জাতানি, ভূতানি প্রাণিনঃ ॥৩২—৩৩॥

এবমিতি। পশ্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। প্রমুদিতমানন্দিতম্ ॥৩৪॥

অনিশমিতি। ভোজ্যমন্নাদিকম্। বিশাং বৈশ্যানাম্, মৃষ্টান্নং পরমান্নম্, ঋদ্ধিমৎ উৎকৃষ্টম্ ॥৩৫॥

রাজা ! যে কিছু প্রাণী জলে বা স্থলে জন্মিয়াছে, সে সমস্তই সেই যজ্ঞে আনয়ন করা হইয়াছে—ইহা সেই রাজারা দেখিতে পাইলেন ॥৩১॥

ক্রমে সেই রাজারা দর্শন করিলেন—গো, মহিষী, বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, জলস্থিত অহিংস্র জন্তু, হিংস্র জন্তু, পক্ষী, বনমানুষপ্রভৃতি জরায়ুজ, সর্পপ্রভৃতি অণ্ডজ, কীটাদি স্বেদজ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং পর্ব্বতজাত ও জলপ্রায়দেশোৎপন্ন প্রাণিগণ সেই যজ্ঞে আনীত হইয়াছে ॥৩২—৩৩॥

এইরূপ সাধারণ পশু, গো, ধন ও ধান্য দর্শন করিয়া যে স্থানে সকলেই আনন্দিত হইতেছিল, সেই যজ্ঞায়তন দর্শন করিয়া অভ্যাগত রাজারা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন ॥৩৪॥

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণকে নানাবিধ খাদ্য ও উৎকৃষ্ট প্রচুর মিষ্টান্ন সর্ব্বদা দেওয়া হইতেছিল ॥৩৫॥

(৩৫) অত্র পূর্ব্বার্দ্ধপাঠঃ পি বঙ্গ বর্দ্ধ নাস্তি।

এবং স বব্রুতে যজ্ঞো ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
অন্নস্য সুবহূন্ রাজন্! উৎসর্গান্ পর্বতোপমান্।
দধিকুল্যাশ্চ দদৃশুঃ সর্পিষশ্চ হ্রদান্ জনাঃ ॥৩৭॥
জম্বুদ্বীপো হি সকলো নানাজনপদাযুতঃ।
রাজন্! অদৃশ্যতৈকস্থো রাজ্ঞস্তস্য মহামখে ॥৩৮॥
তত্র জাতিসহস্রাণি পুরুষাণাং ততস্ততঃ।
গৃহীত্বা ভাজনান্ জগ্মুর্বহূনি ভরতর্ষভ! ॥৩৯॥
স্রগ্বিণশ্চাপি তে সর্ব্বে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
পর্য্যবেষন্ দ্বিজাতীংস্তান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ণ ইতি। শতসহস্রে লক্ষে। দুন্দুভিরসকৃচ্চাপি বিননাদ। এতেন প্রত্যহং বহুলক্ষ-ব্রাহ্মণভোজনমভবদিতি সূচিতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬॥

এবমিতি। উৎসৃজ্যন্ত ইত্যুৎসর্গস্তান্ দানযোগ্যান্ রাশীন্। দধ্নাং কুল্যাঃ ক্ষুদ্রা নদীঃ। "কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ" ইত্যমরঃ। সর্পিষো ঘৃতস্য। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৭॥

জম্বুদ্বীপ ইতি। নানাজনপদৈর্ব্বহুদেশৈঃ আযুতঃ সংযুক্তঃ। মহামখে মহাযজ্ঞে ॥৩৮॥

তত্রেতি। ভাজনান্ অন্নাদিপাত্রাণি। পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥৩৯॥

স্রগ্বিণ ইতি। স্রগ্বিণো মালাধারিণঃ, সুমৃষ্টানি সুষ্ঠু পরিষ্কৃতানি মণিকুণ্ডলানি যেষাং তে ॥৪০॥

সেই যজ্ঞে ভোজনকারী ব্রাহ্মণগণের এক লক্ষ পূর্ণ হইলে, মেঘের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনিকারী দুন্দুভি বার বার বাদিত হইত। এইভাবে প্রত্যহ বহুবার দুন্দুভিধ্বনি হইত ॥৩৬॥

রাজা! ধীমান্ ধর্ম্মরাজের সেই অশ্বমেধযজ্ঞ এইভাবে চলিতে থাকিল। তখন সকল লোকই দেখিতে থাকিল যে, পর্ব্বতপ্রমাণ বহুতর অন্নরাশি, দধির ক্ষুদ্র নদী এবং ঘৃতের অনেক হ্রদ নানা স্থানে রহিয়াছে ॥৩৭॥

রাজা! নানা দেশসংযুক্ত সমগ্র জম্বুদ্বীপটাই যেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞে একস্থানস্থিত বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বহু জাতীয় পুরুষগণ ভোজনপাত্র লইয়া নানা স্থান হইতে সেই যজ্ঞে আসিয়াছিল ॥৩৯॥

কণ্ঠে মালাধারী এবং কর্ণে উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলসংযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র পরিবেষক উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলে সেই ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতেছিল ॥৪০॥

বিবিধান্যন্নপানানি পুরুষা যেঽনুযায়িনঃ।
তে বৈ নৃপোপভোজ্যানি ব্রাহ্মণানাং দদুশ্চ হ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বমেধারম্ভে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ.

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সমাগতান্ বেদবিদো রাজ্ঞশ্চ পৃথিবীশ্বরান্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনমভাষত ॥১॥
উপায়াতা নরব্যাঘ্রা য এতে পৃথিবীশ্বরাঃ।
এতেষাং ক্রিয়তাং পূজা পূজার্হা হি নরাধিপাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধানীতি। অনুযায়িনঃ পরিবেষকাণাম্। ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজ্যানীতি সম্বন্ধঃ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

সমিতি। বেদবিদো ব্রাহ্মণাঃ ॥১॥

উপেতি। নরব্যাঘ্রা মানুষশ্রেষ্ঠাঃ। পূজার্হাঃ সম্মানযোগ্যাঃ ॥২॥

তাহাদের যাহারা অনুগামী ছিল, সেই সকল পুরুষেরাও রাজগণের এবং ব্রাহ্মণগণের নানাবিধ খাদ্য, অন্ন ও পানীয় দিতেছিল' ॥৪১॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণগণ ও পৃথিবীর অধিপতি রাজগণকে সমাগত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন—॥১॥

'ভীম! এই যে সকল নরশ্রেষ্ঠ রাজগণ আসিয়াছেন, তোমরা ইঁহাদের সম্মান কর। কারণ, রাজারা সম্মান পাইবার যোগ্য' ॥২॥

---

* '…পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '…ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

ইত্যুক্তঃ স তথা চক্রে নরেন্দ্রেণ যশস্বিনা।
ভীমসেনো মহাতেজা যমাভ্যাং সহ পাণ্ডবঃ ॥৩॥
অথাভ্যগচ্ছদ্‌গোবিন্দো বৃষ্ণিভিঃ সহ ধর্ম্মজম্।
বলদেবং পুরস্কৃত্য সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বরঃ ॥৪॥
যুযুধানেন সহিতঃ প্রদ্যুম্নেন গদেন চ।
নিশঠেনাথ সাম্বেন তথৈব কৃতবর্ম্মণা ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
তেষামপি পরাং পূজাং চক্রে ভীমো মহারথঃ।
বিবিশুস্তে চ বেশ্মানি রত্নবন্তি চ সর্বশঃ ॥৬॥
যুধিষ্ঠিরসমীপে তু কথান্তে মধুসূদনঃ।
অর্জ্জুনং কথয়ামাস বহুসংগ্রামকর্ষিতম্ ॥৭॥
স তং পপ্রচ্ছ কৌন্তেয়ঃ পুনঃ পুনররিন্দমম্।
ধর্ম্মজঃ শক্রজং জিষ্ণুং সমাচষ্ট জগৎপতিঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নরেন্দ্রেণ যুধিষ্ঠিরেণ। যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্ ॥৩॥

অথেতি। গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ, ধর্ম্মজং যুধিষ্ঠিরম্। যুযুধানেন সাত্যকিনা, গদাদীনি নামানি ॥৪—৫॥

তেষামিতি। পরাম্ উত্তমাম্। বেশ্মানি গৃহাণি ॥৬॥

যুধীতি। কথান্তে আলাপমধ্যে। বহুভিঃ সংগ্রামৈঃ কর্ষিতং পরিশ্রান্তম্ ॥৭॥

স ইতি। ধর্ম্মজো যুধিষ্ঠিরঃ, শক্রজম্ ইন্দ্রাজ্জাতম্, জিষ্ণুমর্জ্জুনম্, জগৎপতিঃ কৃষ্ণঃ ॥৮॥

যশস্বী যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, মহাতেজা ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তাহার পর সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বলরামকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এবং বৃষ্ণি-বংশীয় প্রধানপুরুষগণ, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, সাম্ব ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করিলেন ॥৪—৫॥

সেই সময়ে মহারথ ভীম তাঁহাদেরও যথেষ্ট সম্মান করিলেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বরত্নশোভিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥৬॥

ক্রমে কৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের নিকটে বহু যুদ্ধে পরিশ্রান্ত অর্জ্জুনের কথা বলিলেন ॥৭॥

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী অর্জ্জুনের বিষয় বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণও তাঁহার বিষয় কহিলেন—॥৮॥

আগমদ্দ্বারকাবাসী মমাপ্তঃ পুরুষো নৃপ ।।
যোঽদ্রাক্ষীৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বহুসংগ্রামকর্ষিতম্ ॥৯॥
সমীপে চ মহাবাহুমাচষ্ট চ মম প্রভো ।।
কুরু কার্য্যাণি কৌন্তেয়! হয়মেধার্থসিদ্ধয়ে ॥১০॥
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচৈনং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
দিষ্ট্যা স কুশলী জিষ্ণুরুপায়াতি চ মাধব ! ॥১১॥
যদিদং সন্দিদেশাস্মিন্ পাণ্ডবানাং বলাগ্রণীঃ ।
তদাখ্যাতমিহেচ্ছামি ভবতা যদুনন্দন ! ॥১২॥
ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন বৃষ্ণ্যন্ধকপতিস্তদা ।
প্রোবাচেদং বচো বাগ্মী ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

আগমদিতি। আপ্তো বিশ্বস্তঃ। "আপ্তঃ প্রত্যয়িতস্ত্রিষু" ইত্যমরঃ ॥৯॥
সমীপ ইতি। মহাবাহুমর্জ্জুনম্, আচষ্ট বহুসংগ্রামকর্ষিত্বেনাকথয়ৎ ॥১০॥
ইতীতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ ॥১১॥
যদিতি। সন্দিদেশ বাচিকং প্রেষয়ামাস, অস্মিন্ মম সমীপে, বলাগ্রণীঃ সৈন্যাগ্রগণ্যঃ ॥১২॥
ইতীতি। বৃষ্ণীনামন্ধকানাঞ্চ পতিঃ কৃষ্ণঃ ॥১৩॥

'রাজা! যিনি বহু যুদ্ধে পরিশ্রান্ত অর্জ্জুনকে দেখিয়াছেন, আমার বিশ্বস্ত সেইরূপ একটী দ্বারকাবাসী লোক আসিয়াছেন ॥৯॥

রাজা! সেই লোকটী আমার নিকটে মহাবাহু অর্জ্জুনের বিষয় বলিয়াছেন; সে যাহা হউক, কুন্তীনন্দন! আপনি অশ্বমেধযজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য করিতে থাকুন' ॥১০॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মাধব! ভাগ্যবশতঃ অর্জ্জুন কুশলী থাকিয়া আসিতেছে ত? ॥১১॥

যদুনন্দন! পাণ্ডবসৈন্যের অগ্রগণ্য অর্জ্জুন আমার নিকটে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে, তাহা তুমি বল, ইহা আমি ইচ্ছা করি' ॥১২॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বাগ্মী কৃষ্ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন— ॥১৩॥

---

(৯) ··সমাপ্তঃ পুরুষো নৃপ!—নি।
(১০)···মহাবাহো! মাচষ্ট চ মম প্রভো!—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।
(১২)···তদাজ্ঞাতুমিহেচ্ছামি—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

ইদমাহ মহারাজ ! পার্থবাক্যং স্মরন্ নরঃ।
বাচ্যো যুধিষ্ঠিরঃ কৃষ্ণ ! কালে বাক্যমিদং মম ॥১৪॥
আগমিষ্যন্তি রাজানঃ সর্ব্বে বৈ কৌরবর্ষভ !।
প্রাপ্তানাং মহতাং পূজা কার্য্যা হ্যেতৎ ক্ষমং হি নঃ ॥১৫॥
ইত্যেতদ্বচনাদ্রাজা বিজ্ঞাপ্যো মম মানদ !।
যথা চাত্যয়িকং ন স্যাদর্ঘাহরণেঽভবৎ ॥১৬॥
কর্ত্তুমর্হতি তদ্রাজা ভবাংশ্চাপ্যনুমন্যতাম্।
রাজদ্বেষান্ন নশ্যেয়ুরিমা রাজন্ ! পুনঃ প্রজাঃ ॥১৭॥
ইদমন্যচ্চ কৌন্তেয় ! বচঃ স পুরুষোঽব্রবীৎ।
ধনঞ্জয়স্য নৃপতে ! তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। পার্থবাক্যমর্জ্জুনবচনম্, নরঃ স পুরুষঃ ॥১৪॥

আগমীতি। প্রাপ্তানামাগতানাম্, এতৎ পূজাকরণম্, ক্ষমমুচিতম্ ॥১৫॥

ইতীতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ত্বয়া বিজ্ঞাপ্যঃ। আত্যয়িকং মহাননর্থঃ, অর্ঘহরণে রাজসূয়-যজ্ঞে কৃষ্ণায়ার্ঘদানে যৎ শিশুপালকৃতমাত্যয়িকম্ ॥১৬॥

কর্ত্তুমিতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ভবান্ কৃষ্ণঃ। প্রজা লোকাঃ ॥১৭॥

ইদমিতি। পুরুষো দ্বারকাত আগতো জনঃ ॥১৮॥

'মহারাজ ! সেই লোকটী অর্জ্জুনের বাক্য স্মরণ করিয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন যে, 'কৃষ্ণ ! যথাসময়ে তুমি আমার এই বাক্য যুধিষ্ঠিরকে বলিবে ॥১৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! সকল রাজাই আমাদের যজ্ঞে আসিবেন। প্রধান লোকেরা আসিলে তাঁহাদের সম্মান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাই আমাদের উচিত ॥১৫॥

মানদাতা কৃষ্ণ ! তুমি আমার এই বাক্য অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জানাইবে যে, 'রাজসূয়যজ্ঞে অর্ঘদানসম্বন্ধে যেরূপ গুরুতর অনর্থ ঘটিয়াছিল, যাহাতে সেইরূপ অনর্থ আর না হয় ॥১৬॥

রাজা যুধিষ্ঠির তাহাই করিতে পারেন, তুমিও সেই বিষয়ে অনুমতি করিবে। কারণ, রাজা ! আগত রাজগণের বিদ্বেষবশতঃ পুনরায় লোকক্ষয় না হয়।১৭॥

কুন্তীনন্দন ! সেই লোকটী অর্জ্জুনের অন্য এই কথাও বলিয়াছেন, রাজা ! তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥১৮॥

উপযাস্যতি যজ্ঞং নো মণিপূরপতির্নৃপঃ।
পুত্রো মম মহাতেজা দয়িতো বভ্রুবাহনঃ ॥১৯॥
তং ভবান্ মদপেক্ষার্থং বিধিবৎ প্রতিপূজয়েৎ।
স তু ভক্তোঽনুরক্তশ্চ মম নিত্যমিতি প্রভো! ॥২০॥
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিনন্দ্যাস্য তদ্বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে যুধিষ্ঠিরাশ্বমেধে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতং প্রিয়মিদং কৃষ্ণ! যত্ত্বমর্হসি ভাষিতুম্।
তন্মেঽমৃতরসং পুণ্যং মনো হ্লাদয়তি প্রভো! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। নঃ অস্মাকং যজ্ঞম্। দয়িতঃ প্রিয়ঃ ॥১৯॥
তমিতি। ভবান্ যুধিষ্ঠিরঃ, মদপেক্ষার্থং মম প্রীতিনিমিত্তম্ ॥২০॥
ইতীতি। অস্য অর্জ্জুনস্য, তদ্বাক্যমভিনন্দ্য প্রশস্য ॥২১॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

মণিপুরের অধিপতি আমার প্রিয়পুত্র মহাতেজা রাজা বভ্রুবাহন আমাদের যজ্ঞে যাইবে ॥১৯॥

প্রভু! আপনি আমার প্রীতির নিমিত্ত যথাবিধানে তাহার সম্মান করিবেন। কারণ, সে সর্ব্বদাই আমার ভক্ত ও অনুরক্ত' ॥২০॥

অর্জ্জুনের এই বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহার সেই বাক্যের প্রশংসা করিয়া এই কথা বলিলেন' ॥২১॥

—:*:—

'...ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

বহূনি কিল যুদ্ধানি বিজয়স্য নরাধিপৈঃ।
পুনরাসন্ হৃষীকেশ ! তত্র তত্র চ মে শ্রুতম্ ॥২॥
কিং নিমিত্তং স নিত্যং হি পার্থঃ সুখবিবর্জ্জিতঃ।
অতীব বিজয়ো ধীমানিতি মে দূয়তে মনঃ।৩॥
সংচিন্তয়ামি কৌন্তেয়ং রহো জিষ্ণুং জনার্দ্দন !।
অতীবদুঃখভাগী স সততং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৪॥
কিংনু তস্য শরীরেঽস্তি সর্বলক্ষণপূজিতে।
অনিষ্টং লক্ষণং কৃষ্ণ ! যেন দুঃখান্যুপাশ্নুতে ॥৫॥
অতীবাসুখভোগী স সততং কুন্তিনন্দনঃ।
ন হি পশ্যামি বীভৎসোর্নিন্দ্যং গাত্রেষু কিঞ্চন।
শ্রোতব্যং চেন্ময়ৈতদ্বৈ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতমিতি। অমৃতস্যেব রসঃ স্বাদো যস্য তৎ, পুণ্যং সজ্জনসম্মানবিষয়ত্বাৎ পবিত্রম্ ॥১॥
বহূনীতি। বিজয়স্যার্জ্জুনস্য, নরাধিপৈঃ সহ। পুনঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাদপরম্ ॥২॥
কিমিতি। অতীবসুখবিবর্জ্জিতো বিশ্রামসুখশূন্যঃ। দূয়তে সন্তপ্যতে ॥৩॥
সমিতি। রহো নির্জনস্থানে, জিষ্ণুমর্জ্জুনম্, সংচিন্তয়ামি ॥৪॥
কিমিতি। সর্বৈর্লক্ষণৈঃ সুখচিহ্নৈঃ পূজিতে প্রশস্তে ॥৫॥
অতীবেতি। বীভৎসোরর্জ্জুনস্য, কিঞ্চন দুর্লক্ষণম্। ব্যাখ্যাতুং বক্তুম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'প্রভাবশালী কৃষ্ণ ! তুমি যাহা বলিবার যোগ্য, সেই প্রিয় বাক্য আমি শুনিলাম। পবিত্র ও অমৃতের তুল্য তোমার সেই বাক্য আমার মন আনন্দিত করিতেছে ॥১॥

হৃষীকেশ ! আমি শুনিয়াছি যে, সেই সেই স্থানে পুনরায় রাজগণের সহিত অর্জ্জুনের বহুতর যুদ্ধ হইয়াছে ॥২॥

পৃথানন্দন বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন কি নিমিত্ত সর্ব্বদাই অত্যন্ত সুখবিহীন হইল, ইহা ভাবিয়াই আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হয় ॥৩॥

জনার্দ্দন ! আমি নির্জনে বসিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের বিষয় চিন্তা করি যে, সে সর্বদাই অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতেছে ॥৪॥

কৃষ্ণ ! সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন অর্জ্জুনের দেহে কোন দুর্লক্ষণ আছে কি ? যাহাতে সে দুঃখভোগ করে ? ॥৫॥

---

(৩) অতীব বিজয়ো ধীমন্নিতি—বঙ্গ বর্দ্ধ।

ইত্যুক্তঃ স হৃষীকেশো ধ্যাত্বা সুমহদুত্তরম্ ।
রাজানং ভোজরাজন্যবর্দ্ধনো বিষ্ণুরব্রবীৎ ॥৭॥
নহ্যস্য নৃপতে ! কিঞ্চিদনিষ্টমুপলক্ষয়ে ।
ঋতে পুরুষসিংহস্য পিণ্ডিকেঽস্যাধিকে যতঃ ॥৮॥
স তাভ্যাং পুরুষব্যাঘ্রো নিত্যমধ্বসু বর্ত্ততে ।
ন চান্যদনুপশ্যামি যেনাসৌ দুঃখভাজনম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্, ভোজরাজন্যবর্দ্ধনো ভোজবংশীয়ক্ষত্রিয়সমৃদ্ধিকরঃ ॥৭॥

নহীতি। অনিষ্টং দুর্লক্ষণম্। পুরুষসিংহস্যার্জ্জুনস্য ঋতে এতদ্দুর্লক্ষণং বিনা। যতঃ অস্য অর্জ্জুনস্য পিণ্ডিকে জানুদ্বয়স্য পশ্চাদ্ভাগদ্বয়ম্ অধিকে অধিকস্থূলে। অতএবাসৌ দুঃখভাগীতি শেষঃ ॥৮॥

স ইতি। তাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং হেতুভ্যাম্, অধ্বসু পথিষু। অন্যদ্দুর্লক্ষণম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতমিতি ॥১—৬॥ ভোজরাজন্যানাং বর্দ্ধনঃ ॥৭॥ সংশ্লিষ্টমবিবিক্তম্, সংহৃষ্টমিতি পাঠেঽপি অতিপুষ্টত্বাদিতরলোপাদবিবিক্তত্বং ভবতি তদ্রহিতং পিণ্ডিকে জান্বোরধস্থঃ পশ্চাদ্ভাগীয়ো মাংসলঃ প্রদেশঃ পিণ্ডিকা তে উভে অস্যাধিকে স্বদেশাদধোভাগপর্য্যন্তং বহুলমালম্বমানে, পাঠান্তরে কায়তঃ শরীরাৎ অতি অতিপ্রমাণে ॥৮—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১০॥

অর্জ্জুন অত্যন্ত দুঃখভাগী ; অথচ তাহার গাত্রে কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাই না ; অতএব ইহা যদি আমার শ্রোতব্য হয়, তবে তুমি তাহা আমার নিকট বলিতে পার' ॥৬॥

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভোজবংশের উন্নতিবর্দ্ধক হৃষীকেশ কৃষ্ণ একটু চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সুপ্রশস্ত উত্তর বলিলেন—॥৭॥

'রাজা ! নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের এইটী ব্যতীত অন্য কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাই না। যেহেতু, উঁহার জানুযুগলের পশ্চাদ্ভাগ অত্যন্ত স্থূল—এই জন্যই ইনি সর্ব্বদা দুঃখভোগ করেন ॥৮॥

নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই দুর্লক্ষণবশতই সর্ব্বদা পথে পথে থাকেন, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাই না, যাহাতে ইনি দুঃখভোগ করিতে পারেন' ॥৯॥

---

(৮) নহ্যস্য নৃপতে ! কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্টমুপলক্ষয়ে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ইত্যুক্তঃ পুরুষশ্রেষ্ঠস্তদা কৃষ্ণেন ধীমতা।
প্রোবাচ বৃষ্ণিশার্দূলমেবমেতদিতি প্রভো! ॥১০॥
কৃষ্ণা তু দ্রৌপদী কৃষ্ণং তির্য্যক্ সাসূয়মৈক্ষত।
প্রতিজগ্রাহ তস্যাস্তং প্রণয়ং চাপি কেশিহা।
সখ্যুঃ সখা হৃষীকেশঃ সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ঃ ॥১১॥
তত্র ভীমাদয়স্তে তু কুরবো যাজকাশ্চ যে।
রেমুঃ শ্রুত্বা বিচিত্রাং তাং ধনঞ্জয়কথাং শুভাম্ ॥১২॥
তেষাং কথয়তামেব পুরুষোঽর্জ্জুনসংকথাম্।
উপায়াদ্বচনাদ্দূতো বিজয়স্য মহাত্মনঃ ॥১৩॥
সোঽভিগম্য কুরুশ্রেষ্ঠং নমস্কৃত্য চ বুদ্ধিমান্।
উপায়াতং নরব্যাঘ্রং ফাল্গুনং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। পুরুষশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ। বৃষ্ণিশার্দ্দূলং কৃষ্ণম্ ॥১০॥
কৃষ্ণেতি। তির্য্যক্ বক্রম্। সখ্যুর্দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়স্য অর্জ্জুনস্য। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
তত্রেতি। রেমুরাননন্দুঃ, তাং নানাদেশপর্য্যটনবিষয়াম্ ॥১২॥
তেষামিতি। অর্জ্জুনসংকথাম্ অর্জ্জুনবিষয়বাক্যম্। বিজয়স্যার্জ্জুনস্য বচনাৎ ॥১৩॥
স ইতি। উপায়াতমাগতম্; ফাল্গুনমর্জ্জুনম্ ॥১৪॥

রাজা! বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, তখন নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিলেন—'ইহা এইরূপই হইবে' ॥১০॥

এদিকে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা অসূয়ার সহিত বক্রভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন অর্জ্জুনের সখা এবং সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের ন্যায় আকৃতিশালী কেশিদানবহন্তা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সেই প্রণয়ের দৃষ্টিপাত গ্রহণ করিলেন ॥১১॥

এদিকে যে সকল যাজক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এবং ভীমপ্রভৃতি সেই কুরুবংশীয়েরা অর্জ্জুনের সেই বিচিত্র ও মঙ্গলময় কথা শুনিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন ॥১২॥

তাঁহারা অর্জ্জুনের কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়েই মহাত্মা অর্জ্জুনের আদেশ অনুসারে তাঁহারই দূতরূপে একটী পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥১৩॥

তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিস্তস্য হর্ষবাষ্পাকুলেক্ষণঃ।
প্রিয়াখ্যাননিমিত্তং বৈ দদৌ বহু ধনং তদা ॥১৫॥
ততো দ্বিতীয়ে দিবসে মহান্ শব্দো ব্যবর্দ্ধত।
আগচ্ছতি নরব্যাঘ্রে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে ॥১৬॥
ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতো বিবভৌ তস্য বাজিনঃ।
অভিতো বর্ত্তমানস্য যথোচ্চৈঃশ্রবসস্তথা ॥১৭॥
তত্র হর্ষকরীর্বাচো নরাণাং শুশ্রুবেঽর্জ্জুনঃ।
দিষ্ট্যাসি পার্থ! কুশলী ধন্যো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮॥
কোঽন্যো হি পৃথিবীং কৃৎস্নাং জিত্বা হি যুধি পার্থিবান্।
চারয়িত্বা হয়শ্রেষ্ঠমুপাগচ্ছেদৃতেঽর্জ্জুনাৎ ॥১৯॥
যে ব্যতীতা মহাত্মানো রাজানঃ সগরাদয়ঃ।
তেষামপীদৃশং কর্ম্ম ন কদাচন শুশ্রুম ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। হর্ষবাষ্পেণ আনন্দাশ্রুণা আকুলে ব্যাপ্তে ঈক্ষণে চক্ষুষী যস্য সঃ ॥১৫॥
তত ইতি। শব্দ আনন্দকোলাহলঃ। নরব্যাঘ্রে অর্জ্জুনে ॥১৬॥
তত ইতি। রেণুর্ধূলিঃ, বাজিনঃ অশ্বগণস্য। অভিতঃ সমন্ততঃ ॥১৭॥
তত্রেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, ধন্যো ভবতো লাভাৎ পুণ্যবান্ ॥১৮॥
ক ইতি। অর্জ্জুনাৎ ঋতে বিনা ॥১৯॥

সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষটী যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, 'নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়াছেন' ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির দূতের সেই বাক্য শুনিয়া আনন্দাশ্রুজলে আপ্লুতনয়ন হইয়া সেই দূতকে তখন বহুতর ধন দান করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর দ্বিতীয় দিনে নরশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান অর্জ্জুন আসিতে লাগিলে বিশাল কোলাহল হইতে লাগিল ॥১৬॥

ক্রমে উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সকল দিকে বিদ্যমান অর্জ্জুনের অশ্বসমূহের পদসঞ্চালনে ধূলি উত্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥১৭॥

তখন অর্জ্জুন লোকসমূহের আনন্দজনক বাক্য শুনিতে লাগিলেন যে, 'পৃথানন্দন! ভাগ্যবশতই আপনি কুশলী রহিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরও ধন্য ॥১৮॥

অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কোন্ লোক যুদ্ধে রাজগণকে জয় করিয়া সমগ্র পৃথিবী বশে আনিয়া অশ্বশ্রেষ্ঠকে বিচরণ করাইয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয় ॥১৯॥

নৈতদন্যে করিষ্যন্তি ভবিষ্যা বসুধাধিপাঃ।
যত্ত্বং কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! দুষ্করং কৃতবানসি ॥২১॥
ইত্যেবং বদতাং তেষাং পুংসাং কর্ণসুখা গিরঃ।
শৃণ্বন্ বিবেশ ধর্ম্মাত্মা ফাল্গুনো যজ্ঞসংস্তরম্ ॥২২॥
ততো রাজা সহামাত্যঃ কৃষ্ণশ্চ যদুনন্দনঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য তং প্রত্যুদ্যযতুস্তদা ॥২৩॥
সোঽভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
ভীমাদীংশ্চাপি সংপূজ্য পর্য্যষ্বজত কেশবম্ ॥২৪॥
তৈঃ সমেত্যার্চ্চিতস্তাংশ্চ প্রত্যর্চ্চ্যাথ যথাবিধি।
বিশশ্রাম মহাবাহুস্তীরং লব্ধ্বেব পারগঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অর্জ্জুনপ্রত্যাগমনে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

য ইতি। ব্যতীতা অতিক্রান্তা। ঈদৃশং কর্ম্ম পৃথিবীজয়রূপং কার্য্যম্ ॥২০॥
নেতি। ভবিষ্যা ভাবিনঃ। দুষ্করং পৃথিবীজয়রূপং কার্য্যম্ ॥২১॥
ইতীতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ, যজ্ঞসংস্তরম্ অশ্বমেধযজ্ঞস্থানম্ ॥২২॥
তত ইতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য, তমর্জ্জুনম্ ॥২৩॥
স ইতি। পিতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য। সংপূজ্য নমস্কৃত্য, পর্য্যষ্বজত আলিঙ্গৎ ॥২৪॥

মহাত্মা সগরপ্রভৃতি যে সকল রাজা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এই প্রকার কার্য্য কখনই শুনি নাই ॥২০॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনি যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, এইরূপ কার্য্য ভাবী অন্য রাজারাও করিতে সমর্থ হইবেন না' ॥২১॥

তত্রত্য লোকেরা এইরূপ বলিতে থাকিলে, ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন তাহাদের সেই শ্রুতিমধুর বাক্য সকল শুনিতে থাকিয়া যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

তদনন্তর অমাত্যগণের সহিত যুধিষ্ঠির এবং যদুনন্দন কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তখনই অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥২৩॥

তখন অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া এবং ভীমপ্রভৃতিকেও নমস্কার জানাইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৪॥

---

* '...সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, 'অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু স রাজা বভ্রুবাহনঃ।
মাতৃভ্যাং সহিতো ধীমান্ কুরূনভ্যাজগাম হ ॥১॥
তত্র বৃদ্ধান্ যথাবৎ স কুরূনন্যাংশ্চ পার্থিবান্।
অভিবাদ্য মহাবাহুস্তৈশ্চাপি প্রতিনন্দিতঃ।
প্রবিবেশ পিতামহ্যাঃ কুন্ত্যা ভবনমুত্তমম্ ॥২॥
স প্রবিশ্য মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং নিবেশনম্।
পিতামহীমভ্যবন্দৎ সাম্না পরমবল্গুনা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি। সমেত্য মিলিত্বা, তৈর্ধৃতরাষ্ট্রাদিভিঃ অর্চ্চিত আদৃতঃ। তীরং নদ্যাঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

এতস্মিন্নিতি। মাতৃভ্যাম্ উলূপীচিত্রাঙ্গদাভ্যাম্, কুরূন্ যুধিষ্ঠিরাদীন্ ॥১॥

তত্রেতি। বৃদ্ধান্ ধৃতরাষ্ট্রাদীন্। প্রতিনন্দিত আশির্ষা বর্দ্ধিতঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥

স ইতি। পিতামহীং কুন্তীম্, সাম্না কোমলবাক্যেন, পরমবল্গুনা অত্যন্তসুন্দরেণ ॥৩॥

পরে সকলে সম্মিলিত হইয়া অর্জ্জুনকে আদর করিলে মহাবাহু অর্জ্জুনও যথাবিধানে তাঁহাদের প্রত্যাদর করিয়া নদীর তীর পাইয়া পারগামীর ন্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই ধীমান্ রাজা বভ্রুবাহন মাতা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত মিলিত হইয়া কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তখন মহাবাহু বভ্রুবাহন যথাবিধানে বৃদ্ধ কৌরবগণ ও অন্যান্য রাজগণকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদের নিকটে আদৃত হইয়া পিতামহী কুন্তীর উত্তম ভবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥২॥

(১—২) প্রথমদ্বিতীয়শ্লোকৌ পূর্ব্বাধ্যায়শেষে সন্নিবেশিতৌ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

ততশ্চিত্রাঙ্গদা দেবী কৌরব্যস্যাত্মজাপি চ।
পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ সহিতে বিনয়েনোপজগ্মতুঃ।
সুভদ্রাঞ্চ যথান্যায়ং যাশ্চান্যাঃ কুরুযোষিতঃ ॥৪॥
দদৌ কুন্তী ততস্তাভ্যাং রত্নানি বিবিধানি চ।
দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ যাশ্চাপ্যন্যা দদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৫॥
ঊষতুস্তত্র তে দেব্যৌ মহার্হশয়নাসনে।
সুপূজিতে স্বয়ং কুন্ত্যা পার্থস্য হিতকাম্যয়া ॥৬॥
স চ রাজা মহাতেজাঃ পূজিতো বভ্রুবাহনঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহীপালমুপতস্থে যথাবিধি ॥৭॥
যুধিষ্ঠিরঞ্চ রাজানং ভীমাদীংশ্চাপি পাণ্ডবান্।
উপাগম্য মহাতেজা বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কৌরব্যস্য নাগস্য আত্মজা উলূপী। পৃথাং কুন্তীম্, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥

দদাবিতি। তাভ্যাম্ উলূপীচিত্রাঙ্গদাভ্যাম্। দদুঃ বিবিধানি রত্নানি ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫॥

ঊষতুরিতি। ঊষতুর্নিবাসং চক্রতুঃ। সুপূজিতে অতীবাদৃতে ॥৬॥

স ইতি। পূজিতঃ সর্ব্বৈরাদৃতঃ। উপতস্থে উপাসাঞ্চক্রে ॥৭॥

যুধীতি। মহাতেজা বভ্রুবাহনঃ ॥৮॥

মহাবাহু বভ্রুবাহন পাণ্ডবভবনে প্রবেশ করিয়া অতিসুন্দর ও কোমল বাক্য বলিয়া পিতামহী কুন্তীদেবীকে নমস্কার করিলেন ॥৩॥

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী মিলিত হইয়া কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্য যে সকল কৌরবস্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সবিনয়ে ও যথানিয়মে নমস্কার করিলেন ॥৪॥

তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্য যে সকল কৌরবস্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে নানাবিধ রত্ন দান করিলেন ॥৫॥

তখন স্বয়ং কুন্তীদেবী অর্জ্জুনের হিতকামনায় উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহারা মহামূল্য শয্যা ও আসনে অবস্থান করিলেন ॥৬॥

ক্রমে মহাতেজা রাজা বভ্রুবাহন বিশেষ আদৃত হইয়া যথাবিধানে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতে লাগিলেন ॥৭॥

---

(৫)·· যাশ্চাপ্যন্যা বহুস্ত্রিয়ঃ—নি।

স তৈঃ প্রেম্ণা পরিষ্বক্তঃ পূজিতশ্চ যথাবিধি।
ধনং চাস্মৈ দদুর্ভূরি প্রীয়মাণা মহারথাঃ ॥৯॥
তথৈব চ মহীপালঃ কৃষ্ণং চক্রগদাধরম্।
প্রদ্যুম্ন ইব গোবিন্দং বিনয়েনোপতস্থিবান্ ॥১০॥
তস্মৈ কৃষ্ণো দদৌ রাজ্ঞে মহার্হমতিপূজিতম্।
রথং হেমপরিষ্কারং দিব্যাশ্বযুজমুত্তমম্ ॥১১॥
ধর্ম্মরাজশ্চ ভীমশ্চ ফাল্গুনশ্চ যমৌ তথা।
পৃথক্ পৃথক্ চ তে চৈনং মানার্থাভ্যামযোজয়ন্ ॥১২॥
ততস্তৃতীয়ে দিবসে সত্যবত্যাত্মজো মুনিঃ।
যুধিষ্ঠিরং সমভ্যেত্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পরিষ্বক্ত আলিঙ্গিতঃ, পূজিত আদৃতঃ ॥৯॥

তথেতি। মহীপালো বভ্রুবাহনঃ। প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণপুত্রঃ, উপতস্থিবান্ প্রণনাম ॥১০॥

তস্মা ইতি। রাজ্ঞে বভ্রুবাহনায়, মহার্হং মহামূল্যম্। হেম্না স্বর্ণেন পরিষ্কারো ভূষণং যস্য তম্, দিব্যান্ উৎকৃষ্টান্ অশ্বান্ যুনক্তি আশ্লিষ্যতীতি তম্ ॥১১॥

ধর্ম্মেতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ, যমৌ নকুলসহদেবৌ। মানার্থাভ্যাং রাজসম্মানধনাভ্যাম্ ॥১২॥

তত ইতি। সত্যবত্যাত্মজঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ॥১৩॥

মহাতেজা বভ্রুবাহন রাজা যুধিষ্ঠির এবং ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্রভাবে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ॥৮॥

তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন ও যথাবিধানে সম্মান করিলেন এবং সেই মহারথেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দান করিলেন ॥৯॥

রাজা বভ্রুবাহন সেইরূপেই প্রদ্যুম্নের ন্যায় চক্রগদাধারী কৃষ্ণের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বিনয়নম্রভাবে নমস্কার করিলেন ॥১০॥

সেই সময়ে কৃষ্ণ বভ্রুবাহনকে মহামূল্য, বিশেষ আদৃত, স্বর্ণভূষিত ও উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত উত্তম একখানি রথ দান করিলেন ॥১১॥

পরে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বভ্রুবাহনের সম্মান ও তাঁহাকে ধনদান করিলেন ॥১২॥

তাহার পর তৃতীয় দিনে মহর্ষি ও বাগ্মী বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৩॥

অদ্যপ্রভৃতি কৌন্তেয়! যজ্ঞস্য সময়ো হি তে।
মুহূর্ত্তো যজ্ঞিয়ঃ প্রাপ্তশ্চোদয়ন্তীহ যাজকাঃ ॥১৪॥
অহীনো নাম রাজেন্দ্র! ক্রতুস্তেঽয়ং বিকল্পবান্।
বহুত্বাৎ কাঞ্চনস্যাস্য খ্যাতো বহুসুবর্ণকঃ ॥১৫॥
এবমত্র মহারাজ! দক্ষিণাং ত্রিগুণাং কুরু।
ত্রিত্বং ব্রজতু তে রাজন্! ব্রাহ্মণা হ্যত্র কারণম্ ॥১৬॥
ত্রীনশ্বমেধানত্র ত্বং সংপ্রাপ্য বহুদক্ষিণান্।
জ্ঞাতিবধ্যাকৃতং পাপং প্রহাস্যসি নরাধিপ! ॥১৭॥
পবিত্রং পরমং চৈতৎ পাবনং চৈতদুত্তমম্।
যদশ্বমেধাবভৃথং প্রাপ্স্যসে কুরুনন্দন! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। যজ্ঞিয়ো যজ্ঞযোগ্যঃ, প্রাপ্ত উপস্থিতঃ, চোদয়ন্তি যষ্টুং প্রেরয়ন্তি ॥১৪॥

অহীন ইতি। অহীনঃ পূর্ণাঙ্গঃ, তে ত্বয়া, বিকল্পবান্ বিবিধপ্রকারযুক্তঃ। কাঞ্চনস্য সুবর্ণস্য ॥১৫॥

এবমিতি। তে তবায়ং যজ্ঞঃ ত্রিত্বং ত্রিগুণত্বং ব্রজতু ত্রিগুণদক্ষিণাকরণাদেব। অত্র ত্রিগুণত্বলাভে ব্রাহ্মণা এব কারণম্, তৈস্তথাঙ্গীকরণ এব তথাত্বসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

ত্রিনিতি। ত্রীন্ অশ্বমেধান্ অশ্বমেধত্রয়ফলম্। জ্ঞাতীনাং বধ্যয়া হত্যয়া কৃতম্ ॥১৭॥

পবিত্রমিতি। পাবনং পাপনাশকম্। যদ্‌যস্মাৎ, অশ্বমেধস্য অবভৃথম্ অবসানস্নানম্ ॥১৮॥

কুন্তীনন্দন! অদ্য হইতে তোমার যজ্ঞের সময় ও এখন যজ্ঞের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাজ্ঞিকগণ তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে বলিতেছেন ॥১৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! নানাকল্পসমন্বিত তোমার এই যজ্ঞ ‘অহীন’ নামে বিখ্যাত হউক; আর এই যজ্ঞে স্বর্ণের প্রাচুর্য্য থাকায় ইহা ‘বহুসুবর্ণ’ নামেও প্রথিত হউক ॥১৫॥

মহারাজ! তুমি যজ্ঞে দক্ষিণার পরিমাণও তিন গুণ কর। রাজা! সেই কারণ তোমার এই যজ্ঞ তিনটী যজ্ঞের তুল্য হউক, এই বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই কারণ হইবেন ॥১৬॥

নরনাথ! তুমি বহুদক্ষিণাযুক্ত তিনটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া জ্ঞাতিবধনিবন্ধন পাপের ক্ষয় করিতে পারিবে ॥১৭॥

---

(১৫) বহুত্বাৎ কাঞ্চনাখ্যস্য খ্যাতো বহুসুবর্ণকঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

ইত্যুক্তঃ স তু তেজস্বী ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা।
দীক্ষাং বিবেশ ধর্ম্মাত্মা বাজিমেধাপ্তয়ে ততঃ ॥১৯॥
ততো যজ্ঞং মহাবাহুর্বাজিমেধং মহাক্রতুম্।
বহ্বন্নদক্ষিণং রাজা সর্ব্বকামগুণান্বিতম্ ॥২০॥
তত্র বেদবিদো রাজন্! চক্রুঃ কর্ম্মাণি যাজকাঃ।
পরিক্রামন্তি শাস্ত্রজ্ঞাঃ যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥২১॥
ন তেষাং স্খলিতং কিঞ্চিদাসীচ্চাপ্যকৃতং তথা।
ক্রমমুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ চক্রুস্তত্র দ্বিজর্ষভাঃ ॥২২॥
কৃত্বা প্রবর্গ্যং ধর্ম্ম্যাখ্যং যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
চক্রুস্তে বিধিবদ্রাজন্! তথৈবাভিষবং দ্বিজাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। দীক্ষামারম্ভম্, বিবেশ চকার ॥১৯॥
তত ইতি। বাজিমেধং যজ্ঞং নাম মহাক্রতুম্ আরেভে ইতি শেষঃ ॥২০॥
তত্রেতি। পরিক্রামন্তি সর্ব্বত্র বিচরন্তি স্ম ॥২১॥
নেতি। স্খলিতং বিকৃতম্। ক্রমমুক্তং পৌর্ব্বাপর্য্যবিহীনম্ ॥২২॥
কৃত্বেতি। প্রবর্গ্যং সর্ব্বাঙ্গসংযুক্তং কার্য্যবিশেষং বা। অভিষবং ত্রিকালস্নানম্ ॥২৩॥

কৌরবনন্দন! অশ্বমেধযজ্ঞের অবসানে তুমি যে 'অবভৃথ' নামে স্নান করিবে, তাহা পরম পবিত্র ও উত্তম পুণ্যজনক' ॥১৮॥

অমিতবুদ্ধি বেদব্যাস এইরূপ বলিলে তেজস্বী ও ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ॥১৯॥

তদনন্তর মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণাযুক্ত এবং কাম্য সর্ব্বগুণসমন্বিত অশ্বমেধযজ্ঞনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥২০॥

রাজা! বেদবিদ্ যাজ্ঞিকেরা সেই যজ্ঞে সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞস্থানে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥২১॥

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের কোন ত্রুটি হয় নাই, কোন অঙ্গ অকৃত রহে নাই, অঙ্গসমূহে পৌর্ব্বাপর্য্যহানিও হয় নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা সেই যজ্ঞে সমস্ত কার্য্যই যুক্তিযুক্তভাবে করিয়াছিলেন ॥২২॥

রাজা! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা যথাযথভাবে 'ধর্ম্মাখ্য' নামে ক্রিয়াকে সর্ব্বাঙ্গ-সংযুক্ত করিয়া যথাবিধানে ত্রৈকালিকস্নান করিতেন ॥২৩॥

---

(২১) পরিক্রামন্তঃ সর্ব্বজ্ঞা বিবিধং সাধুশিক্ষিতম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

অভিষূয় ততো রাজন্! সোমং সোমপসত্তমাঃ।
সবনান্যানুপূর্ব্বেণ চক্রুঃ শাস্ত্রানুসারিণঃ ॥২৪॥
ন তত্র কৃপণঃ কশ্চিন্ন দরিদ্রো বভূব হ।
ক্ষুধিতো দুঃখিতো বাপি প্রাকৃতো বাপি মানবঃ ॥২৫॥
ভোজনং ভোজনার্থিভ্যো দাপয়মাস শত্রুহা।
ভীমসেনো মহাতেজাঃ সততং রাজশাসনাৎ ॥২৬॥
সংস্তরে কুশলাশ্চাপি সর্ব্বকার্য্যাণি যাজকাঃ।
দিবসে দিবসে চক্রুর্যথাশাস্ত্রানুদর্শনাৎ ॥২৭॥
নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীৎ সদস্যস্তস্য ধীমতঃ।
নাব্রতো নানুপাধ্যায়ো ন চ বাদাবিচক্ষণঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। অভিষূয় ত্রিকালং স্নাত্বা, সোমং সোমরসং পপুরিতি শেষঃ। সবনানি সোমরসোৎপাদনানি ॥২৪॥

নেতি। কৃপণো ব্যয়কুণ্ঠিতঃ। প্রাকৃতঃ অশিক্ষিতঃ ॥২৫॥

ভোজনমিতি। রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য শাসনাদাদেশাৎ ॥২৬॥

সংস্তর ইতি। সংস্তরে যথাবদ্‌যজ্ঞানুষ্ঠানে, কুশলা নিপুণাঃ ॥২৭॥

নেতি। অত্র যজ্ঞে, অষড়ঙ্গবিৎ শিক্ষাকল্পাদ্যনভিজ্ঞঃ। "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ। জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥" অব্রতঃ শাস্ত্রবিহিতনিয়মশূন্যঃ, অনুপাধ্যায়ঃ অনধ্যাপকঃ, বাদে শাস্ত্রীয়বিচারে অবিচক্ষণঃ অনভিজ্ঞঃ ॥২৮॥

রাজা! তদনন্তর সোমপায়িশ্রেষ্ঠগণ স্নান করিয়া সোম পান করিতেন এবং শাস্ত্রানুসারী হইয়া যথানিয়মে সোমরস উৎপাদন করিতেন ॥২৪॥

সেই যজ্ঞে কেহই দানকুণ্ঠিত ছিল না, কোন দরিদ্র থাকে নাই, কোন মানুষই ক্ষুধার্ত্ত, দুঃখিত বা অবজ্ঞাত হয় নাই ॥২৫॥

মহাতেজা ও শত্রুহন্তা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে সর্বদাই ভোজনার্থীদিগকে ভোজনদ্রব্য দান করাইতেন ॥২৬॥

যজ্ঞকার্য্যে নিপুণ যাজকেরা শাস্ত্র দর্শন করিয়া প্রত্যহ সমস্ত কার্য্য করিতেন ॥২৭॥

সেই যজ্ঞে কোন সদস্যই ব্যাকরণপ্রভৃতি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, কিংবা কেহই শাস্ত্রোক্ত নিয়মশূন্য অনধ্যাপক বা বিচারে অবিচক্ষণ ছিলেন না ॥২৮॥

ততো যূপোচ্ছ্রয়ে প্রাপ্তে ষড়্‌বৈল্বান্ ভরতর্ষভ ! ।
খাদিরান্ বিল্বসমিতাংস্তাবতঃ সর্ববর্ণিনঃ ॥২৯॥
দেবদারুময়ৌ দ্বৌ তু যূপৌ কুরুপতের্মখে ।
শ্লেষ্মাতকময়ং চৈকং যাজকাঃ সমকল্পয়ন্ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
শোভার্থং চাপরান্ যূপান্ কাঞ্চনান্ ভরতর্ষভ ! ।
স ভীমঃ কারয়ামাস ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥৩১॥
তে ব্যরাজন্ত রাজর্ষের্বাসোভিরুপশোভিতাঃ ।
মহেন্দ্রানুগতা দেবা যথা সপ্তর্ষিভির্দিবি ॥৩২॥
ইষ্টকাঃ কাঞ্চনীশ্চাত্র চয়নার্থং কৃতা বিভো ! ।
শুশুভে চয়নং তচ্চ দক্ষস্যেব প্রজাপতেঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যূপোচ্ছ্রয়ে যূপোত্তোলনকালে প্রাপ্তে উপস্থিতে, বৈল্বান্ বিল্ববৃক্ষসম্ভবান্ ষট্, খাদিরান্ খদিরবৃক্ষনির্ম্মিতান্ তাবতঃ ষট্, বিল্বসমিতান্ বিল্বযূপতুল্যান্, সর্ব্ববর্ণিনঃ শুভ্রাদি-সকলবর্ণযুক্তান্। মখে অশ্বমেধযজ্ঞে। শ্লেষ্মাতকো বৃক্ষবিশেষস্তন্ময়ম্ ॥২৯—৩০॥

শোভেতি। কাঞ্চনস্য স্বর্ণস্যেম ইতি কাঞ্চনাস্তান্। শাসনাদাদেশাৎ ॥৩১॥

ত ইতি। তে যূপাঃ রাজর্ষের্যুধিষ্ঠিরস্য। সপ্তর্ষিভিরুপশোভিতা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৩২॥

ইষ্টকা ইতি। কাঞ্চনীঃ কাঞ্চন্যঃ স্বর্ণময্যঃ, চয়নার্থম্ অগ্নিস্থাপনার্থম্ ॥৩৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যূপ উত্তোলনের সময় উপস্থিত হইলে যাজকেরা বিল্ববৃক্ষের ছয়টী, সেই বিল্বযূপের তুল্য ও সমস্ত বর্ণবিশিষ্ট খদিরবৃক্ষের ছয়টী, দেবদারুবৃক্ষের দুইটী এবং বহুবার বৃক্ষের একটী যূপ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥২৯—৩০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে ভীমসেন শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত আরও অনেকগুলি স্বর্ণময় যূপ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥৩১॥

স্বর্গে ইন্দ্রের অনুগামী ও সপ্তর্ষিগণশোভিত দেবগণ যেমন শোভা পান, সেইরূপ রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞে সেই সকল যূপ বস্ত্রবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥৩২॥

রাজা! সেই যজ্ঞে অগ্নি চয়নের জন্য স্বর্ণময় ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়াছিল; সুতরাং দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞের ন্যায় সেই যজ্ঞেও সেই অগ্নিচয়নের পাত্রগুলি শোভা পাইতে লাগিল ॥৩৩॥

---

(৩৩)···চয়নার্থং কৃতাভবন্—বঙ্গ বর্দ্ধ।

চতুশ্চিত্যশ্চ তস্যাসীদষ্টাদশকরাত্মকঃ।
স রুক্মপক্ষো নিচিতস্ত্রিকোণো গরুড়াকৃতিঃ ॥৩৪॥
ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথাশাস্ত্রং মনীষিভিঃ।
তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে ॥৩৫॥
ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাস্তথা জলচরাশ্চ যে।
সর্ব্বাংস্তানভ্যযুঞ্জংস্তে তত্রাগ্নিচয়কর্ম্মণি ॥৩৬॥
যূপেষু নিয়তা চাসীৎ পশূনাং ত্রিশতী তথা।
অশ্বরত্নোত্তরা যজ্ঞে কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ ॥৩৭॥
স যজ্ঞঃ শুশুভে তস্য সাক্ষাদ্দেবর্ষিসঙ্কুলঃ।
গন্ধর্ব্বগণসঙ্গীতঃ প্রনৃত্তোঽপ্সরসাং গণৈঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

চতুরিতি। তস্য যজ্ঞস্য অষ্টাদশকরাত্মকঃ অষ্টাদশহস্তদীর্ঘঃ, রুক্মপক্ষঃ স্বর্ণখচিতপার্শ্বঃ, নিচিতঃ কুশব্যাপ্তঃ, চতুশ্চিত্যঃ অগ্নিচয়নার্থং বেদিচতুষ্টয়মাসীৎ ॥৩৪॥

তত ইতি। তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য যথা অগ্নিমুদ্দিশ্য ছাগ ইত্যাদিভাবেন ॥৩৫॥

ঋষভা ইতি। ঋষভা বৃষাঃ। অভ্যযুঞ্জন্ যথাস্থানমরক্ষন্, তে যাজকাঃ ॥৩৬॥

যূপেষ্বিতি। নিয়তা বদ্ধা, ত্রয়াণাং শতানাং সমাহার ইতি ত্রিশতী। অশ্বরত্নং বহুরাজ্যবিচরিতঃ স ঘোটকশ্রেষ্ঠঃ উত্তরং প্রধানং যস্যাঃ সা ॥৩৭॥

স ইতি। তস্য যুধিষ্ঠিরস্য, দেবর্ষিভির্নারদাদিভিঃ সঙ্কুলো ব্যাপ্তঃ ॥৩৮॥

সেই যজ্ঞে অষ্টাদশহস্তপরিমিত চারিটী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই বেদীগুলি ত্রিকোণ, গরুড়াকৃতি, কুশব্যাপ্ত ও স্বর্ণপক্ষ ছিল ॥৩৪॥

তদনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ যাজকেরা শাস্ত্রানুসারে যথাস্থানে পশুগুলিকে রাখিলেন অর্থাৎ যে সকল পশু ও পক্ষী আনয়ন করা হইয়াছিল, যাজ্ঞিকেরা সেই সেই দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া সেই পশুগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়াছিলেন ॥৩৫॥

শাস্ত্রোক্ত যে সকল বৃষ ও জলচরপ্রাণী আনয়ন করা হইয়াছিল, যাজকেরা সেই যজ্ঞে সেই সকল প্রাণীকেও যথাস্থানে রাখিলেন ॥৩৬॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে তিন শত পশু যূপে বন্ধন করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সেই দিগ্‌বিজয়ী উত্তম অশ্বটীকে প্রধানভাবে রাখা হইয়াছিল ॥৩৭॥

ক্রমে যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ শোভা পাইতে লাগিল। কারণ, দেবর্ষিগণ তাহাতে সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলেন, গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছিল এবং অপ্সরারা নাচিতেছিল ॥৩৮॥

স কিম্পুরুষসঙ্কীর্ণঃ কিন্নরৈশ্চোপশোভিতঃ।
সিদ্ধবিপ্রনিবাসৈশ্চ সমন্তাদভিসংবৃতঃ ॥৩৯॥
তস্মিন্ সদসি নিত্যাস্তু ব্যাসশিষ্যা দ্বিজর্ষভাঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতারঃ কুশলা যজ্ঞসংস্তরে ॥৪০॥
নারদশ্চ বভূবাত্র তুম্বুরুশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বাবসুশ্চিত্রসেনস্তথান্যে গীতকোবিদাঃ ॥৪১॥
গন্ধর্ব্বা গীতকুশলা নৃত্যেষু চ বিশারদাঃ।
রময়ন্তি স্ম তান্ বিপ্রান্ যজ্ঞকর্ম্মান্তরেষু বৈ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বমেধযজ্ঞারম্ভে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সিদ্ধানাং বিপ্রাণাঞ্চ নিবাসৈর্বাসভবনৈঃ ॥৩৯॥

তস্মিন্নিতি। নিত্যাঃ সর্ব্বদা স্থিতা আসন্নিতি শেষঃ ॥৪০॥

নারদ ইতি। বভূবেতি অস্‌ধাতোঃ পরোক্ষায়াং প্রয়োগঃ। তুম্বুরুপ্রভৃতয়ো গন্ধর্ব্বাঃ ॥৪১॥

গন্ধর্ব্বা ইতি। রময়ন্তি স্ম নৃত্যগীতাদিভিঃ সন্তোষয়ন্তি স্ম ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বহু কিন্নর বিচরণ করিতেছিল, অনেক কিন্নর শোভা সম্পাদন করিতে-ছিল এবং সকল দিকে সিদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণের বাসভবনে সেই যজ্ঞস্থান পরিপূর্ণ ছিল ॥৩৯॥

সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতা ও যজ্ঞকার্য্যে নিপুণ ব্যাসশিষ্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই সভায় সর্ব্বদা উপস্থিত ছিলেন ॥৪০॥

আর সেই যজ্ঞে নারদ, মহাতেজা তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও অন্যান্য গাননিপুণ লোকেরা আসিয়াছিলেন ॥৪১॥

গানে নিপুণ ও নৃত্যে বিশারদ গন্ধর্ব্বেরা সেই যজ্ঞকর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে আনন্দিত করিতেছিল ॥৪২॥

---

* '...অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বৰ্দ্ধ, '...একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ;

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রপয়িত্বা পশূনন্যান্ বিধিবদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥১॥

ততঃ সংশ্রপ্য তুরগং বিধিবদ্যাজকাস্তদা।
উপসংবেশয়াং চক্রুস্ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাম্।
কলাভিস্তিসৃভী রাজন্! যথাবিধি মনস্বিনীম্ ॥২॥

উদ্ধৃত্য তু বপাং তস্য যথাশাস্ত্রং দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রপয়ামাসুরব্যগ্রা বিধিবদ্ভরতর্ষভ! ॥৩॥

তং বপাধূমগন্ধন্তু ধর্ম্মরাজঃ সহানুজৈঃ।
উপাজিঘ্রদ্যথাশাস্ত্রং সর্বপাপাপহং তদা ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শ্রপয়িত্বেতি। শ্রপয়িত্বা ছিত্ত্বা চ তং দিগ্‌বিজয়িনম্, আলভন্ত অচ্ছিন্দন্ ॥১॥

তত ইতি। সংশ্রপ্য ছিত্ত্বা। তিসৃভিঃ কলাভিরংশৈঃ ভক্তিশ্রদ্ধামন্ত্রৈর্বিশিষ্টান্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥

উদ্ধৃত্যেতি। তস্য তুরঙ্গস্য বপাং বসাম্। শ্রপয়ামাসুঃ পেচুঃ ॥৩॥

তমিতি। উপাজিঘ্রদ্ আঘ্রাতবান্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ যথাবিধানে অন্যান্য পশুগণকে ছেদন করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই দিগ্‌বিজয়ী অশ্বটীকে ছেদন করিলেন ॥১॥

রাজা! তাহার পর যাজকেরা যথাবিধানে সেই অশ্বটীকে ছেদন করিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মন্ত্রসমন্বিতা মনস্বিনী দ্রৌপদীকে তখন সেইস্থানে যথাবিধানে উপবেশন করাইলেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ব্রাহ্মণেরা অনাকুল থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বটীর বসা (শরীরের ভিতরের ধাতুবিশেষ) উত্তোলন করিয়া যথাবিধানে সেই বসা অগ্নিতে পাক করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপাপনাশক সেই বসার ধূমের গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন ॥৪॥

---

(২) ··উপসংবেশয়ন্ রাজন্। ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

শিষ্টান্যঙ্গানি যান্যাসংস্তস্যাশ্বস্য নরাধিপ ! ।
তান্যগ্নৌ জুহুবুর্ধীরাঃ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ ॥৫॥
সংস্থাপ্যৈবং তস্য রাজ্ঞস্তং যজ্ঞং শক্রতেজসঃ ।
ব্যাসঃ সশিষ্যো ভগবান্ বর্দ্ধয়ামাস তং নৃপম্ ॥৬॥
ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাদাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ।
কোটীঃ সহস্রং নিষ্কাণাং ব্যাসায় তু বসুন্ধরাম্ ॥৭॥
প্রতিগৃহ্য ধরাং রাজন্ ! ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
অব্রবীদ্‌ভরতশ্রেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৮॥
বসুধা ভবতস্ত্বেষা সংন্যস্তা রাজসত্তম ! ।
নিষ্ক্রয়ো দীয়তাং মহ্যং ব্রাহ্মণা হি ধনার্থিনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শিষ্টানীতি। শিষ্টানি অবশিষ্টানি। জুহুবুশ্চিক্ষিপুঃ ॥৫॥

সংস্থাপ্যেতি। সংস্থাপ্য সমাপ্য, তস্য যুধিষ্ঠিরস্য, শক্রস্য ইন্দ্রস্যেব তেজো যস্য তস্য। বর্দ্ধয়ামাস অভিষেকাদিনা ॥৬॥

তত ইতি। নিষ্কাণাং স্বর্ণমুদ্রাণাম্ ॥৭॥

প্রতীতি। ধরাং ভূমিম্ ॥৮॥

বসুধেতি। সংন্যস্তা ময়ি স্থাপিতা। নিষ্ক্রয়ঃ পারিশ্রমিকং ধনম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রপয়িত্বেতি।১॥ সংজ্ঞপ্যেতি পাঠে হিংসিত্বা তুরগং তস্য সমীপে তিসৃভিঃ কলাভিঃ কলনাভিঃ মন্ত্রদ্রব্যশ্রদ্ধাখ্যাভিরুপেতাং দ্রৌপদীম্ উপসংবেশয়ন্, সার্দ্ধঃ শ্লোকঃ ॥২—৪॥ অঙ্গানি হৃদয়জিহ্বাবক্ষ-আদীনি ॥৫॥ সংস্থাপ্য সমাপ্য ॥৬॥ তুশব্দশ্চার্থো ঋত্বিগস্তরং সমুচ্চিনোতি,

---

নরনাথ ! সেই অশ্বটীর যে সকল অঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, বিদ্বান্ ষোল জন পুরোহিতের সকলেই সেই অঙ্গগুলিকে অগ্নিতে হোম করিলেন ॥৫॥

এইভাবে ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অভিষেক ও আশীর্ব্বাদদ্বারা তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥৬॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির যথাবিধানে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র কোটী স্বর্ণমুদ্রা এবং বেদব্যাসকে ভূমি দান করিলেন ॥৭॥

রাজা ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পৃথিবী গ্রহণ করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥৮॥

'রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার উপরে পৃথিবী স্থাপন করিয়াছ, এখন আমার পারিশ্রমিক ধন দান কর। কারণ, ব্রাহ্মণেরা ধনার্থী হইয়া থাকেন' ॥৯॥

যুধিষ্ঠিরস্তু তান্ বিপ্রান্ প্রত্যুবাচ মহামনাঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ মধ্যে রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্ ॥১০॥
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা স্মৃতা।
অর্জ্জুনেন জিতা চেয়মৃত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রাপিতা ময়া ॥১১॥
বনং প্রবেক্ষ্যে বিপ্রাগ্র্যাঃ! বিভজধ্বং মহীমিমাম্।
চতুর্দ্ধা পৃথিবীং কৃত্বা চাতুর্হোত্রপ্রমাণতঃ ॥১২॥
নাহমাদাতুমিচ্ছামি ব্রহ্মস্বং দ্বিজসত্তমাঃ!।
ইদং নিত্যং মনো বিপ্রাঃ! ভ্রাতৃণাঞ্চৈব মে সদা ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু ভ্রাতরো দ্রৌপদী চ সা।
এবমেতদিতি প্রাহুস্তদভূল্লোমহর্ষণম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। মহামনা উদারচিত্তঃ ॥১০॥

অশ্বেতি। স্মৃতা স্মৃতিশাস্ত্রোক্তা। প্রাপিতা প্রদত্তা জয়স্য স্বত্বহেতুত্বাৎ "সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ, অর্জ্জুনস্য চ নিজযোদ্ধৃত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

বনমিতি। পৃথিবীদানেঽপি বনস্যাস্বামিকতয়া তস্যাদানাৎ "অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যা নদ্যস্তীর্থানি যানি চ। সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্নহি তেষু পরিগ্রহঃ।" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতস্মৃতেস্তত্র প্রবেশে ন ব্রহ্মস্বগ্রহণমিতি ভাবঃ। বিভজধ্বং যূয়ং বিভজ্য গৃহ্লীত। চাতুর্হোত্রপ্রমাণতঃ তদাখ্যবেদপ্রমাণেন। ব্রহ্মস্বং ব্রাহ্মণধনম্ ॥১২—১৩॥

ইতীতি। এতৎ রাজবাক্যম্ এবং সত্যম্। লোমহর্ষণম্ আশ্চর্য্যজনকত্বাৎ ॥১৪॥

তখন উদারচিত্ত ও বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া মহাত্মা রাজাদের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—॥১০॥

'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিতে হয়, এদিকে অর্জ্জুন এই পৃথিবী জয় করিয়াছেন ; সুতরাং আমি পুরোহিতগণকে সেই পৃথিবী দান করিলাম ॥১১॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! চাতুর্হোত্র বেদপ্রমাণ অনুসারে পৃথিবীকে চারিভাগ করিয়া হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও সদস্যদিগকে তাহা দিয়াছি, আপনারা এই পৃথিবী সেইভাবে গ্রহণ করুন ; কিন্তু আমি বনে প্রবেশ করিব। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আমি ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, আমার ভ্রাতৃগণের সর্ব্বদাই এইরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে' ॥১২—১৩॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী বলিলেন যে, 'রাজার

ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সাধু সাধ্বিতি ভারত !।
তথৈব দ্বিজসঙ্ঘানাং শংসতাং বিবভৌ স্বনঃ ॥১৫॥
দ্বৈপায়নস্তথা কৃষ্ণঃ পুনরেব যুধিষ্ঠিরম্।
প্রোবাচ মধ্যে বিপ্রাণামিদং সংপূজয়ন্ মুনিঃ ॥১৬॥
দত্তৈষা ভবতা মহ্যং তাং তে প্রতিদদাম্যহম্।
হিরণ্যং দীয়তামেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো ধরাস্তু তে ॥১৭॥
ততোঽব্রবীদ্বাসুদেবো ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
যথাহ ভগবান্ ব্যাসস্তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৮॥
ইত্যুক্তঃ স কুরুশ্রেষ্ঠঃ প্রীতাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
কোটিং কোটিং গবাং প্রাদাদ্দক্ষিণাং ত্রিগুণীকৃতাম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দ্বিজসঙ্ঘানাং ব্রাহ্মণগণানাম্, শংসতাং প্রশংসতাম্, তথৈব স্বনঃ সাধুবাদঃ বিবভৌ প্রচকাশে ॥১৫॥

দ্বৈপেতি। কৃষ্ণো দ্বৈপায়নো ব্যাসঃ। সংপূজয়ন্ প্রশংসন্ ॥১৬॥

দত্তেতি। এষা ধরা। হিরণ্যং ধনম্ ॥১৭॥

তত ইতি। তপস্বী ব্রাহ্মণো ধরয়া কিং করিষ্যতি। অতএব সা তবাস্তু ধনমেভ্যো দীয়তামিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ইতীতি। ত্রিগুণীকৃতাং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টাপেক্ষয়েতি শেষঃ ॥১৯॥

এই বাক্য সত্য।' তখন তাঁহাদের সেই উক্তি সকলেরই রোমাঞ্চজনক হইল ॥১৪॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর আকাশে 'সাধু সাধু' ইত্যাকার বাক্য উত্থিত হইল এবং প্রশংসাকারী ব্রাহ্মণগণেরও সেই প্রকারই কোলাহল প্রকাশ পাইল ॥১৫॥

ক্রমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

'রাজা! তুমি আমাকে এই পৃথিবী দান করিয়াছ, আমি আবার তোমাকে তাহা দান করিলাম; সুতরাং পৃথিবী তোমারই থাকুক, তুমি এই ব্রাহ্মণগণকে ধন দান কর' ॥১৭॥

তাহার পর কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'ভগবান্ বেদব্যাস যাহা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন' ॥১৮॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া কোটি কোটি গোস্বরূপ তিন গুণ দক্ষিণা দান করিলেন ॥১৯॥

---

(১৯) কোটিকোটিগুণং প্রাদাদ্দক্ষিণাং ত্রিগুণীং ক্রতোঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ন করিষ্যতি তল্লোকে কশ্চিদন্যো নরাধিপঃ।
যৎকৃতং কুরুরাজেন মরুত্তস্যানুকুর্ব্বতা ॥২০॥
প্রতিগৃহ্য তু তদ্রত্নং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রদদৌ বিদ্বাংশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজংশ্চ তে ॥২১॥
ধরণ্যা নিষ্ক্রয়ং দত্ত্বা তদ্ধিরণ্যং যুধিষ্ঠিরঃ।
ধূতপাপো জিতস্বর্গো মুমুদে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥২২॥
ঋত্বিজস্তমপর্য্যন্তং সুবর্ণনিচয়ং তদা।
ব্যভজন্ত দ্বিজাতিভ্যো যথোৎসাহং যথাসুখম্ ॥২৩॥
যজ্ঞবাটে চ যৎকিঞ্চিদ্ধিরণ্যং সবিভূষণম্।
তোরণানি চ যূপাংশ্চ ঘটান্ পাত্রীস্তথেষ্টকাঃ।
যুধিষ্ঠিরাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্ব্বং তদ্ব্যভজন্ দ্বিজাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। মরুত্তস্য তদাখ্যস্য প্রাগুক্তস্য রাজ্ঞঃ। "তস্য চানুকরোতি" ইত্যাদিবৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥২০॥

প্রতীতি। চতুর্দ্ধা হোতৃ-তন্ত্রধার-ব্রহ্ম-সদস্যাখ্যপ্রকারচতুষ্টয়েন ॥২১॥

ধরণ্যা ইতি। ধরণ্যা ব্যাসেন প্রতিদত্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ, নিষ্ক্রয়ং মূল্যস্বরূপম্, হিরণ্যং ধনম্। ধূতপাপো নাশিতপাপঃ ॥২২॥

ঋত্বিজ ইতি। অপর্য্যন্তম্ অসীমম্, সুবর্ণনিচয়ং স্বর্ণমুদ্রাসমূহম্ ॥২৩॥

যজ্ঞেতি। যজ্ঞবাটে তদশ্বমেধযজ্ঞস্থানে, হিরণ্যং ধনম্, বিভূষণৈরলঙ্কারৈঃ সহেতি তৎ। ব্যভজন্ বিভজ্যাগৃহ্নন্। "মণ্ডপং মণ্ডপদ্রব্যমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥

মরুত্তরাজার অনুকরণকারী কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যাহা করিলেন, জগতে অন্য কোন রাজাই তাহা করিতে পারিবেন না ॥২০॥

জ্ঞানী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি সেই রত্ন প্রতিগ্রহ করিয়া তাহা পুরোহিতগণকে দান করিলেন। সেই পুরোহিতেরা আবার হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও সদস্যদিগের জন্য তাহা চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥২১॥

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীর মূল্যস্বরূপ সেই ধন দান করিয়া পাপবিহীন ও স্বর্গবিজয়ী হইয়া আনন্দিত হইলেন ॥২২॥

তখন পুরোহিতগণ উৎসাহ অনুসারে যথাসুখে ব্রাহ্মণগণকে সেই অসীম স্বর্ণমুদ্রাসমূহ বিভক্ত করিয়া দিলেন ॥২৩॥

অনন্তরং দ্বিজাতিভ্যঃ ক্ষত্রিয়াঃ জহ্রিরে বসু।
তথা বিট্‌শূদ্রসঙ্ঘাশ্চ তথান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
কালেন মহতা জহ্রুস্তৎসুবর্ণং ততস্ততঃ ॥২৫॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে মুদিতা জগ্মুরালয়ান্।
তর্পিতা বসুনা তেন ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ॥২৬॥
স্বমংশং ভগবান্ ব্যাসঃ কুন্ত্যৈ পাদাভিবাদিতঃ।
প্রদদৌ তস্য মহতো হিরণ্যস্য মহাদ্যুতিঃ ॥২৭॥
শ্বশুরাৎ প্রীতিদায়ং তং প্রাপ্য সা প্রীতমানসা।
চকার পুণ্যকং তেন সুমহৎ সঙ্ঘশঃ পৃথা ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অনন্তরমিতি। দ্বিজাতিভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ, অনন্তরং তদ্‌গ্রহণাৎ পরম্। বসু ধনম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

তত ইতি। আলয়ান্ স্বস্বগৃহান্। বসুনা ধনেন ॥২৬॥

স্বমিতি। পাদয়োরভিবাদিতঃ কুন্ত্যৈব নমস্কৃতঃ। হিরণ্যস্য ধনস্য, স্বমংশং কুন্ত্যৈ প্রদদৌ, তস্যাঃ পুত্রবধূতয়া স্নেহাস্পদত্বাৎ ॥২৭॥

শ্বশুরাদিতি। শ্বশুরাৎ বেদব্যাসাৎ, প্রীতিদায়ং প্রীতিদানম্। তেন ধনেন, সঙ্ঘশো লোকসমূহেভ্যো দানেন, সুমহৎ পুণ্যকং ধর্ম্মং চকার ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তেন সর্ব্বেভ্যো বসুন্ধরাং দদাবিত্যর্থঃ ॥৭—২৪। অনন্তরং দ্বিজাতিভ্যঃ বিপ্রেষু গৃহীত্বা নিবৃত্তেষু

ক্রমে যজ্ঞভবনে যে কিছু ধন, অলঙ্কার, স্বর্ণের তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইষ্টক ছিল, যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সে সমস্তই ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন ॥২৪॥

ব্রাহ্মণগণের গ্রহণের পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধন গ্রহণ করিলেন। আর ম্লেচ্ছগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা স্থান হইতে সেই বিক্ষিপ্ত সুবর্ণ কুড়াইয়া লইল ॥২৫॥

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির সেই ধন বিতরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, ব্রাহ্মণেরা সকলে আনন্দিত হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

পরে কুন্তী যাইয়া বেদব্যাসকে নমস্কার করিলে, মহাতেজা ভগবান্ বেদব্যাস সেই বিশাল ধনরাশির মধ্যে নিজের অংশ কুন্তীকে দান করিলেন ॥২৭॥

---

(২৫) তৃতীয়ার্দ্ধং পি বঙ্গ বর্দ্ধ নাস্তি।

(২৭)…কুন্ত্যৈ সাক্ষাদ্ধীমানতঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

গত্বা ত্ববভৃথং রাজা বিপাপ্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
সভাজ্যমানঃ শুশুভে মহেন্দ্রস্ত্রিদশৈরিব ॥২৯॥
পাণ্ডবাশ্চ মহীপালৈঃ সমেতৈরভিসংবৃতাঃ।
অশোভন্ত মহারাজ ! গ্রহস্তারাগণৈরিব ॥৩০॥
রাজভ্যোঽপি ততঃ প্রাদাদ্রত্নানি বিবিধানি চ।
গজানশ্বানলঙ্কারান্ স্ত্রিয়ো বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥৩১॥
তদ্ধনৌঘমপর্য্যন্তং পার্থঃ পার্থিবমণ্ডলে।
বিসৃজন্ শুশুভে রাজন্ ! যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩২॥
আনীয় চ তথা বীরং রাজানং বভ্রুবাহনম্।
প্রদায় বিপুলং বিত্তং গৃহান্ প্রাস্থাপয়ত্তদা ॥৩৩॥
দুঃশলায়াশ্চ তং পৌত্রং বালকং ভরতর্ষভ !।
স্বরাজ্যেঽথ পিতুর্ধীমান্ স্বস্রুঃ প্রীত্যা ন্যবেশয়ৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

গত্বেতি। অবভৃথম্ অবসানস্নানম্, গত্বা প্রাপ্য। সভাজ্যমানঃ সর্ব্বৈরভিনন্দ্যমানঃ ॥২৯॥
পাণ্ডবা ইতি। সমেতৈঃ সম্মিলিতৈঃ, অভিসংবৃতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৩০॥
রাজভ্য ইতি। প্রাদাদ্যুধিষ্ঠিরঃ। কাঞ্চনং স্বর্ণঞ্চ ॥৩১॥
তদিতি। অপর্য্যন্তমসীমম্, পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ। বৈশ্রবণঃ কুবেরঃ ॥৩২॥
আনীয়েতি। বিত্তং ধনম্, প্রাস্থাপয়ৎ প্রৈরয়ৎ ॥৩৩॥

এবং কুন্তী শ্বশুর বেদব্যাসের নিকট হইতে সেই প্রীতিদান পাইয়া তাহা আবার বহু বহু লোককে দান করিয়া গুরুতর পুণ্য সঞ্চয় করিলেন ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া 'অবভৃথ' নামক যজ্ঞান্ত স্নান করিয়া পাপশূন্য অবস্থায় দেবগণের সহিত সম্মিলিত দেবরাজের ন্যায় অভিনন্দিত হইতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

মহারাজ! পাণ্ডবগণ সম্মিলিত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্র পরিবেষ্টিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥৩০॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির রাজগণকেও নানাবিধ রত্ন, হস্তী, অশ্ব, অলঙ্কার, স্ত্রী, বস্ত্র ও স্বর্ণ দান করিলেন ॥৩১॥

রাজা! পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির রাজগণকে সেই অসীম ধনসমূহ দান করিতে থাকিয়া কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৩২॥

বীর ও রাজা বভ্রুবাহনকে আনিয়া প্রচুর ধন দান করিয়া তখন তাঁহাকে নিজভবনে প্রেরণ করিলেন ॥৩৩॥

নৃপতীংশ্চৈব তান্ সর্বান্ সুবিভক্তান্ সুপূজিতান্।
প্রস্থাপয়ামাস বশী কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৫॥
গোবিন্দঞ্চ মহাত্মানং বলদেবং মহাবলম্।
তথান্যান্ বৃষ্ণিবীরাংশ্চ প্রদ্যুম্নাদীন্ সহস্রশঃ ॥৩৬॥
পূজয়িত্বা মহারাজ! যথাবিধি মহাদ্যুতিঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা প্রাস্থাপয়দরিন্দমঃ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
এবং বভূব যজ্ঞঃ স ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
বহ্বন্নধনরত্নৌঘঃ সুরামৈরেয়সাগরঃ ॥৩৮॥
সর্পিঃপঙ্কা হ্রদা যত্র বভূবুশ্চান্নপর্বতাঃ।
রসালকর্দ্দমা নদ্যো বভূবুর্ভরতর্ষভ! ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

দুঃশলায়া ইতি। দুঃশলায়াঃ সিন্ধুরাজজয়দ্রথপত্ন্যাঃ। স্বসুর্ভগিন্যা দুঃশলায়া এব ॥৩৪॥

নৃপতীনিতি। সুবিভক্তান্ সুষ্ঠুভাবেন বিভজ্য দত্তধনান্ বিভক্তমার্গান্ বা। বশী স্বাধীনঃ ॥৩৫॥

গোবিন্দমিতি। বলদেবং রামম্। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৬—৩৭॥

এবমিতি। বহূনামন্নানাং ধনানাং রত্নানাঞ্চ ওঘঃ সমূহো যত্র সঃ। সুরাণাং সাধারণ-মদ্যানাং মৈরেয়াণাং তালাদিবৃক্ষজাতমদ্যানাঞ্চ সাগরো যত্র সঃ ॥৩৮॥

সর্পিরিতি। যত্র যজ্ঞে হ্রদাঃ, সর্পীংষি ঘৃতান্যেব পঙ্কাঃ কর্দ্দমা যেষু তে, অন্নপর্ব্বতাঃ পর্ব্বতপ্রমাণা অন্নরাশয়ঃ। রসালা ঘনীভূতক্ষীরাদয়ঃ কর্দ্দমা যাসু তাঃ ॥৩৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাততনয়া দুঃশলার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার বালক পৌত্রটীকে তাহারই পিতৃরাজ্যে স্থাপন করিলেন ॥৩৪॥

ক্রমে স্বাধীনচেতা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সেই সকল রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন পথে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! মহাতেজা ও শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ, মহাবল রাম এবং প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি অন্য সহস্র সহস্র যদুবংশীয় বীরগণকে সম্মানিত করিয়া প্রেরণ করিলেন ॥৩৬—৩৭॥

ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের সেই অশ্বমেধযজ্ঞ এইভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে বহুতর অন্ন, ধন ও রত্নের রাশি বিতরণ করা হইয়াছিল এবং সুরা ও মৈরেয়-মদ্যের সমুদ্র নির্ম্মিত হইয়াছে দেখা গিয়াছিল ॥৩৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে যজ্ঞে হ্রদগুলি ঘৃতরূপ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ ছিল, পর্ব্বতপ্রমাণ

ভক্ষ্যং খাণ্ডবরাগাণাং ক্রিয়তাং ভুজ্যতাং তথা।
পশূনাং বধ্যতাঞ্চৈব নান্তং দদৃশিরে জনাঃ ॥৪০॥
মত্তপ্রমত্তমুদিতং সুপ্রীতযুবতীজনম্।
মৃদঙ্গশঙ্খনাদৈশ্চ মনোরমমভূত্তদা ॥৪১॥
দীয়তাং ভুজ্যতাং চাপি তত্র শব্দো মহানভূৎ।
দীয়তাং দীয়তাং চেতি দিবারাত্রমবারিতম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ষ্যমিতি। ক্রিয়তাং ক্রিয়মাণানাম্, ভুজ্যতাং ভুজ্যমানানাঞ্চ, খাণ্ডবরাগাণাং তদানীন্তন-মধুরদ্রব্যবিশেষাণাম্, ভক্ষ্যং দদৃশির ইতি সম্বন্ধঃ। বধ্যতাং বধ্যমানানাম্। অত্র সর্ব্বত্রৈব ক্রিয়াসু পরস্মৈপদাত্মনেপদব্যতিক্রমা আর্ষাঃ ॥৪০॥

মত্তেতি। মত্তা মদ্যপানাদিনা, প্রমত্তা আমোদাতিরেকেণাসাবধানা মুদিতা আনন্দিতাশ্চ অত্র সন্তীতি তৎ। অর্শ-আদিত্বাদৎ। তৎ সুপ্রীতা যুবতীজনা যত্র তত্তাদৃশঞ্চ নগরম্ ॥৪১॥

দীয়তামিতি। অবারিতং বাক্যমভূদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

শিষ্টাৎ ক্ষত্রিয়াদয়ো গৃহীতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥২৫—৩৭॥ মৈরেয়ং বৃক্ষজং মদ্যম্ ॥৩৮—৩৯॥ খাণ্ডব-রাগঃ পিপ্পলীশুণ্ঠীযুক্তো মুদ্গযূষঃ খাণ্ডবঃ স এব শর্করয়াযুক্তো রাগঃ খাণ্ডবঃ ॥৪০—৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১২॥

অন্নের রাশি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কৃত্রিম নদীগুলিতে ক্ষীরের কর্দ্দম দেখা গিয়াছিল ॥৩৯॥

তখন লোকেরা দেখিতেছিল যে, বহু লোক খাণ্ডবরাগ (তদানীন্তন খাদ্য-বিশেষ) প্রস্তুত করিতেছিল এবং অনেকে তাহা ভোজন করিতেছিল; আর বধ্যমান পশুর শেষ দেখা যায় নাই ॥৪০॥

তখন লোকেরা মত্ত, প্রমত্ত ও মুদিত হইয়া বিচরণ করিতেছিল এবং যুবতীরা আনন্দিত হইয়া ঘুরিতেছিল; আর সেই নগরটী মৃদঙ্গ ও শঙ্খের শব্দে মনোহর হইয়াছিল ॥৪১॥

সেই যজ্ঞে 'দান কর, ভোজন কর' এইরূপ বিশাল কোলাহল সর্ব্বদাই এবং দিবারাত্র অবারিত ভাবে 'দান কর, দান কর' এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইতে থাকিল ॥৪২॥

---

(৪২) পুর্ব্বার্দ্ধং পি বঙ্গ বর্দ্ধ নাস্তি।

তং মহোৎসবসঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ।
কথয়ন্তি স্ম পুরুষা নানাদেশনিবাসিনঃ ॥৪৩॥
বর্ষিত্বা ধনধারাভিঃ কামৈ রত্নৈ রসৈস্তথা ।
বিপাপ্মা ভরতশ্রেষ্ঠঃ কৃতার্থঃ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে অশ্বমেধসমাপ্তৌ দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

জনমেজয় উবাচ ।
পিতামহস্য মে যজ্ঞে ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ।
যদাশ্চর্য্যমভূৎ কিঞ্চিত্তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তং যজ্ঞম্, মহোৎসবেন সঙ্কাশতে সম্যক্ শোভতে স্মেতি তম্, হৃষ্টৈঃ পুষ্টৈশ্চ জনৈরাকুলং ব্যাপ্তম্ ॥৪৩॥

বর্ষিত্বেতি । বর্ষিত্বা তত্তৎপ্রার্থিনাং হস্তাদীন্ পূরয়িত্বা, কামৈঃ কাম্যবস্তুভিঃ, রসৈরাস্বাদ্য-দ্রব্যৈঃ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

পিতেতি । পিতামহস্য প্রপিতামহপর্য্যায়স্য ॥১॥

নানা দেশবাসী লোকেরা বলিত যে, 'মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ মহোৎসবে পরিশোভিত এবং হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিপূর্ণ হইয়া চলিতেছে' ॥৪৩॥

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধনের স্রোত, রত্ন, খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য অভীষ্ট দ্রব্যদ্বারা প্রার্থিগণের আশা পূর্ণ করিয়া, পাপবিহীন ও চরিতার্থ হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥৪৪॥

—:*:—

* '... একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল! মহদাশ্চর্য্যমুত্তমম্।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে নিবৃত্তে যদভূৎ প্রভো! ॥২॥
তর্পিতেষু দ্বিজাগ্র্যেষু জ্ঞাতিসম্বন্ধিবন্ধুষু।
দীনান্ধকৃপণে বাপি তদা ভরতসত্তম!! ॥৩॥
ঘুষ্যমাণে মহাদানে দিক্ষু সর্ব্বাসু ভারত!।
পতৎসু পুষ্পবর্ষেষু ধর্ম্মরাজস্য মূর্দ্ধনি ॥৪॥
নীলাক্ষস্তত্র নকুলো রুক্মপার্শ্বস্তদানঘ!।
বজ্রাশনিসমং নাদমমুঞ্চদ্বসুধাধিপ! ॥৫॥ (বিশেষকম্)
সকৃদুৎসৃজ্য তং নাদং ত্রাসয়ানো মৃগদ্বিজান্।
মানুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ো মহান্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

শ্রূয়তামিতি। নিবৃত্তে সমাপ্তে ॥২॥

তর্পিতেষ্বিতি। কৃপণো ব্যয়কুণ্ঠঃ। ঘুষ্যমাণে প্রকাশ্যমানে। নীলাক্ষো নীলবর্ণনয়নঃ, নকুলো জন্তুবিশেষঃ, রুক্মপার্শ্বঃ স্বর্ণবর্ণপার্শ্বদেশঃ। বজ্রাশনিসমং বজ্রবিদ্যুন্নাদতুল্যম্ ॥৩—৫॥

সকৃদিতি। ত্রাসয়ানস্ত্রাসয়মানঃ, মৃগদ্বিজান্ পশুপক্ষিণঃ। মানুষস্যেদং মানুষম্, ধৃষ্টঃ প্রগল্ভঃ, বিলশয়ো গর্ত্তবাসী ॥৬॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! আমার প্রপিতামহ ধীমান্ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞে যে কিছু আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহা আপনি বলিতে পারেন' ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রভু রাজশ্রেষ্ঠ। সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, গুরুতর ও উত্তম যে আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥২॥

নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন রাজা! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বন্ধুবর্গ, দরিদ্র, অন্ধ ও ব্যয়কুণ্ঠিত লোকদিগকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিলে এবং সকল দিকে মহাদানের বিষয় ঘোষণা করিতে থাকিলে, আর ধর্ম্মরাজের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিলে, তখন নীলবর্ণ নয়ন ও স্বর্ণবর্ণ পার্শ্ব একটা নকুল (বেজী) সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বজ্র ও বিদ্যুতের শব্দের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিল ॥৩—৫॥

গর্ত্তবাসী, প্রগল্ভস্বভাব ও বিশাল সেই নকুল একবারমাত্র সেই গর্জন করিয়া পশু ও পক্ষিগণের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া মানুষের ন্যায় বাক্য বলিল—॥৬॥

শক্তুপ্রস্থেন বো নায়ং যজ্ঞস্তুল্যো নরাধিপাঃ।
উঞ্ছবৃত্তের্বদান্যস্য কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥৭॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নকুলস্য বিশাংপতে!।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ সর্ব্বে তে ব্রাহ্মণর্ষভাঃ ॥৮॥
ততঃ সমেত্য নকুলং পর্য্যপৃচ্ছন্ত তে দ্বিজাঃ।
কুতস্ত্বং সমনুপ্রাপ্তো যজ্ঞং সাধুসমাগমম্ ॥৯॥
কিং বলং পরমং তুভ্যং কিং শ্রুতং কিং পরায়ণম্।
কথং ভবন্তং বিদ্যাম যো নো যজ্ঞং বিগর্হসে ॥১০॥
অবিলুপ্যাগমং কৃৎস্নং বিবিধৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ কৃতম্।
যথাগমং যথান্যায়ং কর্ত্তব্যঞ্চ তথাকৃতম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

শক্ত্বিতি। হে নরাধিপাঃ, বো যুষ্মাকময়ং যজ্ঞঃ, কুরুক্ষেত্রনিবাসিনো বদান্যস্য দানশীলস্য উঞ্ছবৃত্তেঃ প্রাগুক্তরূপস্য ব্রাহ্মণস্য, শক্তুপ্রস্থেন প্রস্থপরিমিতশক্তুদানেনাপি ন তুল্যঃ। চতুর্ভিঃ প্রস্থৈরেকঃ প্রস্থঃ। অত্র হেতুঃ পরস্তাৎ স্ফুটীভবিষ্যতি ॥৭॥

তস্যেতি। হে বিশাংপতে প্রজানাথ জনমেজয়!। জগ্মুঃ প্রাপুঃ ॥৮॥

তত ইতি। সাধূনাং সমাগম উপস্থিতির্যত্র তম্ ॥৯॥

কিমিতি। বলং শক্তিঃ, তুভ্যং তব, শ্রুতং জ্ঞাতম্, পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ। বিদ্যাম বিদাম অবগচ্ছামেত্যর্থঃ, ভবন্তম্, নঃ অস্মাকম্ ॥১০॥

অবীতি। কৃৎস্নং সর্ব্বম্। আগমং শাস্ত্রম্, অবিলুপ্য অপরিহার্য্য, বিবিধৈর্যজ্ঞীয়ৈর্বিধিভিঃ কৃতম্, যথাগমং শাস্ত্রমনতিক্রম্য, কৃতম্ ইদং যজ্ঞকর্ম্মেতি শেষঃ ॥১১॥

'রাজগণ! তোমাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রবাসী, দানশীল ও উঞ্ছবৃত্তি এক ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ পরিমিত শক্তুদানেরও তুল্য নহে' ॥৭॥

নরনাথ! তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ সেই নকুলের সেই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৮॥

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণেরা সেই নকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'নকুল! তুমি কোথা হইতে এই সাধুজনপূর্ণ যজ্ঞে আসিয়াছ? ॥৯॥

তোমার প্রধান শক্তি কি? কি জ্ঞান? তোমার অবলম্বন কি? এবং আমরা তোমাকে কি প্রকারে জানিব, যে তুমি আমাদের যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? ॥১০॥

আমরা কোন শাস্ত্রকেই পরিত্যাগ না করিয়া নানাবিধ যজ্ঞীয় বিধি অনুসরণ করিয়াই এই যজ্ঞ করিয়াছি এবং শাস্ত্র ও ন্যায় অনুসারে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি ॥১১॥

পূজার্হাঃ পূজিতাশ্চাত্র বিধিবচ্ছাস্ত্রদর্শনাৎ।
মন্ত্রাহুতিহুতশ্চাগ্নির্দত্তং দেয়মমৎসরম্ ॥১২॥
তুষ্টা দ্বিজাতয়শ্চাত্র দানৈর্বহুবিধৈরপি।
ক্ষত্রিয়াশ্চ সুযুদ্ধেন শ্রাদ্ধৈশ্চাপি পিতামহাঃ ॥১৩॥
পালনেন বিশস্তুষ্টাঃ কামৈস্তুষ্টা বরস্ত্রিয়ঃ।
অনুক্রোশৈস্তথা শূদ্রা দানশেষৈঃ পৃথগ্‌জনাঃ ॥১৪॥
জ্ঞাতিসম্বন্ধিনস্তুষ্টাঃ শৌচেন চ নৃপস্য নঃ।
দেবা হবির্ভিঃ পুণ্যৈশ্চ রক্ষণৈঃ শরণাগতাঃ ॥১৫॥
যদত্র তথ্যং তদ্‌ব্রূহি সত্যং সত্যং দ্বিজাতিষু।
যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং পৃষ্টো ব্রাহ্মণকাম্যয়া ॥১৬॥
শ্রদ্ধেয়বাক্যঃ প্রাজ্ঞস্ত্বং দিব্যং রূপং বিভর্ষি চ।
সমাগতশ্চ বিপ্রৈস্ত্বং তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হসি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পূজেতি। মন্ত্রাহুতিভিঃ হুতস্তর্পিতঃ, তথা দেয়ং বস্তু অমৎসরম্ অবিদ্বেষং যথা স্যাত্তথা দত্তম্ ॥১২॥

তুষ্টা ইতি। সুযুদ্ধেন ন্যায়যুদ্ধেন, পিতামহাঃ পিতরঃ ॥১৩॥

পালনেনেতি। বিশঃ প্রজাঃ, অনুক্রোশৈর্দয়াভিঃ, পৃথগ্‌জনা নীচজাতয়ঃ ॥১৪॥

জ্ঞাতীতি। শৌচেন পবিত্রতয়া সদ্ব্যবহারেণেত্যর্থঃ। হবির্ভির্যজ্ঞৈঃ, পুণ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ॥১৫॥

যদিতি। সত্যং সত্যং বক্তব্যমিতি শেষঃ ॥১৬॥

শাস্ত্র দেখিয়া যথাবিধানে এই যজ্ঞে পূজনীয় লোকদিগের পূজা করিয়াছি, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি এবং বিনা বিদ্বেষে দাতব্য বস্তু দান করিয়াছি ॥১২॥

এবং এই যজ্ঞে নানাবিধ দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে, ন্যায়যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে আর শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ॥১৩॥

পালন করিয়া প্রজাগণকে, কামদানে উত্তম স্ত্রীদিগকে, দয়া করিয়া শূদ্রগণকে এবং অবশিষ্ট দানদ্বারা ইতরলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ॥১৪॥

আমাদের রাজার সদ্ব্যবহারে জ্ঞাতি ও সম্বন্ধীরা, যজ্ঞ ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মদ্বারা দেবতারা এবং প্রতিপালনদ্বারা শরণাগত লোকেরা সন্তুষ্ট আছেন ॥১৫॥

আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুসারে এ বিষয়ে যাহা সত্য তাহা বল। কারণ, ব্রাহ্মণগণের নিকটে সত্য সত্যই বলা উচিত ॥১৬॥

ইতি পৃষ্টো দ্বিজৈস্তৈঃ স প্রহসন্নকুলোঽব্রবীৎ।
নৈষা মৃষা ময়া বাণী প্রোক্তা দর্পেণ বা দ্বিজাঃ! ॥১৮॥
যন্ময়োক্তমিদং বাক্যং যুষ্মাভিশ্চাপ্যুপশ্রুতম্।
শক্তুপ্রস্থেন বো নায়ং যজ্ঞস্তুল্যো দ্বিজর্ষভাঃ! ॥১৯॥
ইত্যবশ্যং ময়ৈতদ্বো বক্তব্যং দ্বিজসত্তমাঃ!।
শৃণুতাব্যগ্রমনসঃ শংসতো মে যথাতথম্ ॥২০॥
অনুভূতঞ্চ দৃষ্টঞ্চ যন্ময়াদ্ভুতমুত্তমম্।
উঞ্ছবৃত্তের্বদান্যস্য কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥২১॥
স্বর্গং যেন দ্বিজঃ প্রাপ্তঃ সভার্য্যঃ সসুতস্নুষঃ।
যথা চার্দ্ধং শরীরস্য মমেদং কাঞ্চনীকৃতম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

শ্রদ্ধেয়েতি। শ্রদ্ধেয়ং বিশ্বাস্যং বাক্যং যস্য সঃ। সমাগতঃ সম্মিলিতঃ ॥১৭॥

ইতীতি। মৃষা মিথ্যা, দর্পেণ প্রাজ্ঞত্বাভিমানেন ॥১৮॥

যদিতি। অত্র যচ্ছব্দস্য পরবাক্যগতত্বেন পূর্ব্বানপেক্ষায় যুগ্মকত্বং তথৈব সাহিত্যদর্পণ-সিদ্ধান্তাৎ ॥১৯॥

ইতীতি। অব্যগ্রমনসো বিস্ময়েঽপ্যনাকুলচিত্তাঃ, শংসতো বদতঃ ॥২০॥

অন্বিতি। অনুভূতং যুক্ত্যাবগতম্, দৃষ্টং প্রত্যক্ষীকৃতঞ্চ ॥২১॥

স্বর্গমিতি। সুতেন পুত্রেণ স্নুষয়া পুত্রবধ্বা চ সহেতি সঃ। কাঞ্চনীকৃতং সুবর্ণবর্ণীকৃতম্ ॥২২॥

তুমি প্রাজ্ঞ, দিব্যরূপ ধারণ করিতেছ এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়াছ; সুতরাং তোমার বাক্য আমাদের বিশ্বাসযোগ্য; অতএব তুমি সত্য কথা বলিতে পার' ॥১৭॥

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সেই নকুল হাস্য করিতে থাকিয়া বলিল—'ব্রাহ্মণগণ! আমি এই বাক্য মিথ্যা বলি নাই বা গর্ব্বে কহি নাই ॥১৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আমি এই যে বাক্য বলিয়াছি, আপনারাও যাহা শুনিয়াছেন অর্থাৎ আপনাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রবাসী, দানশীল ও উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একমুষ্টি শক্তুদানেরও তুল্য নহে ॥১৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নিকটে ইহা আমার অবশ্যই বক্তব্য। সে যাহা হউক, আমি সত্য বলিতেছি, আপনারা স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন ॥২০॥

আমি কুরুক্ষেত্রনিবাসী, দানশীল ও উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের যে গুরুতর অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখিয়াছি ও যুক্তিদ্বারা বুঝিয়াছি, (তাহা আপনারা শ্রবণ করুন) ॥২১॥

---

(২২) ··ইতঃ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিঃ। নকুল উবাচ—নি। নকুল উবাচ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

হন্ত বঃ কথয়িষ্যামি দানস্য ফলমুত্তমম্।
ন্যায়লব্ধস্য সূক্ষ্মস্য বিপ্রদত্তস্য যদ্দ্বিজাঃ! ॥২৩॥
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মজ্ঞৈর্বহুভির্বৃতে।
উঞ্ছবৃত্তির্দ্বিজঃ কশ্চিৎ কাপোতিরভবত্তদা ॥২৪॥
সভার্য্যঃ সহপুত্রেণ সস্নুষস্তপসি স্থিতঃ।
বভূব শুক্লবৃত্তঃ স ধর্ম্মাত্মা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ষষ্ঠে কালে সদা বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে তৈঃ সহ সুব্রতঃ ॥২৫॥
ষষ্ঠে কালে কদাচিত্তু তস্যাহারো ন বিদ্যতে।
ভুঙ্‌ক্তেঽন্যস্মিন্ কদাচিৎ স ষষ্ঠে কালে দ্বিজোত্তমঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

হন্তেতি। হন্তশব্দো হর্ষে। সূক্ষ্মস্য অল্পস্য, বিপ্রেণ দত্তস্য কৃতস্য ॥২৩॥

ধর্ম্মেতি। কপোতস্যাপত্যং কাপোতিঃ, কপোতপুত্রবৎ যঃ খলু ভূমিপতিতমেকৈকং ধান্যাদিকমাদায় জীবনং ধারয়তি স এব কাপোতিরুঞ্ছবৃত্তিশ্চোচ্যতে ॥২৪॥

সেতি। স্নুষয়া পুত্রবধ্বা সহেতি সস্নুষঃ। শুক্লবৃত্তঃ সদ্‌বৃত্তঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পিতামহস্তেত্যাদিগ্রন্থতাৎপর্য্যং ক্লেশার্জ্জিতং ন্যায়তঃ শ্রদ্ধয়া সৎপাত্রেঽর্পিতম্ অশ্বমেধাদপ্যধিকমিতি ক্রোধজয়শ্চ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ইতি ॥১—২১॥ মযেদং যত্রেতি শেষঃ ॥২২—২৩॥

কুরুক্ষেত্রবাসী এক ব্রাহ্মণ যে কর্ম্মের ফলে ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে আমার শরীরের এই অর্দ্ধাংশকে স্বর্ণবর্ণ করিয়াছে ॥২২॥

ব্রাহ্মণগণ! সেই ব্রাহ্মণকৃত ন্যায়লব্ধ অত্যল্প দ্রব্যের উত্তম দানফল আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি ॥২৩॥

কপোতের ন্যায় ক্ষেত্রে পতিত এক একটী ধান্য গ্রহণ করিয়া যিনি জীবন ধারণ করেন, সেই জাতীয় লোককে কাপোতি ও উঞ্ছবৃত্তি বলা হয়। পূর্ব্বে বহু ধর্ম্মজ্ঞ লোকে পরিপূর্ণ ও ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রতীর্থে সেই জাতীয় এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ॥২৪॥

নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় সেই ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত থাকিয়া তপস্যা করিতেন এবং সেই সদাচারী ব্রাহ্মণ চিরদিন দিনের ষষ্ঠ যামার্দ্ধে সেই ভার্য্যাপ্রভৃতির সহিত ভোজন করিতেন ॥২৫॥

---

(২৩) হন্ত বো বর্ত্তয়িষ্যামি—বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

কপোতধর্ম্মিণস্তস্য দুর্ভিক্ষে সতি দারুণে।
নাবিদ্যত তদা বিপ্রাঃ! সঞ্চয়স্তন্নিবোধত ॥২৭॥
ক্ষীণৌষধিসমাবাপো দ্রব্যহীনোঽভবত্তদা।
কালে কালেঽস্য সংপ্রাপ্তে নৈব বিদ্যেত ভোজনম্ ॥২৮॥
ক্ষুধাপরিগতাঃ সর্ব্বে প্রাতিষ্ঠন্ত তদা তু তে।
উঞ্ছং তদা শুক্লপক্ষে মধ্যং তপতি ভাস্করে ॥২৯॥
উষ্ণার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিপ্রস্তপসি সংস্থিতঃ।
উঞ্ছমপ্রাপ্তবানেব ব্রাহ্মণঃ ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ষষ্ঠ ইতি। ষষ্ঠে কালে দিবসস্য ষষ্ঠে যামার্দ্ধে, আহারো ন বিদ্যতে আহার্য্যাভাবাৎ। অন্যস্মিন্ দিবসে ॥২৬॥

কপোতেতি। কপোতধর্ম্মিণঃ কপোতবদুঞ্ছবৃত্তেঃ। সঞ্চয়ঃ খাদ্যসংগ্রহঃ ॥২৭॥

ক্ষীণেতি। ক্ষীণ ওষধিসমাবাপো ধান্যসঞ্চয়ো যস্য সঃ, দ্রব্যহীনো ধনশূন্যঃ। কালে ভোজনসময়ে ॥২৮॥

ক্ষুধেতি। ক্ষুধাং পরিগতাঃ প্রাপ্তাঃ। উঞ্ছং ক্ষেত্রাদেকৈকং ধান্যং সংগৃহীতমিতি শেষঃ, মধ্যং গগনস্য ॥২৯॥

উষ্ণেতি। ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতো বভূবেতি শেষঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

কাপোতিঃ কপোতবদেকৈকং কণকমাদত্তে স কাপোতিঃ ॥২৪—২৯॥ উঞ্ছং কণশ আদানং

সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের কোন দিন ষষ্ঠ যামার্দ্ধে ভোজন হইত না, আবার অন্য কোন দিন ষষ্ঠ যামার্দ্ধে ভোজন হইত ॥২৬॥

ব্রাহ্মণগণ! কোন সময়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলিতে লাগিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একেবারেই খাদ্য সঞ্চয় ছিল না। তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা শ্রবণ করুন ॥২৭॥

তৎকালে তাঁহার সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ হইয়াছিল, গৃহে ধনও ছিল না; সুতরাং দিনের ষষ্ঠ যামার্দ্ধ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের ভোজন হইত না ॥২৮॥

সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থানে থাকিয়া জগৎ সন্তপ্ত করিতে লাগিলে এবং শুক্লপক্ষ চলিতে থাকিলে, তাঁহারা সকলেই ক্ষেত্র হইতে এক একটী ধান্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥২৯॥

ক্ষুধার্ত্ত ও সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে যাইয়াও উঞ্ছ (এক

(২৭) কদাচিদ্ধর্ম্মিণস্তস্য—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (২৮) ··ক্ষীণৌষধিসমাবেশে—বঙ্গ বর্দ্ধ।
(২৯)···উঞ্ছংতদা শুক্লপক্ষে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

স তথৈব ক্ষুধাবিষ্টঃ সার্দ্ধং পরিজনেন হ।
ক্ষপয়ামাস তং কালং কৃচ্ছ্রপ্রাণো দ্বিজোত্তমঃ ॥৩১॥
অথ ষষ্ঠে গতে কালে যবপ্রস্থমুপার্জ্জয়ৎ।
যবপ্রস্থন্তু তং শক্তূনকুর্ব্বন্ত তপস্বিনঃ ॥৩২॥
কৃতজপ্যাহ্নিকাস্তে তু হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি।
কুড়বং কুড়বং সর্ব্বে ব্যভজন্ত তপস্বিনঃ ॥৩৩॥
অথাগচ্ছদ্দ্বিজঃ কশ্চিদতিথির্ভুঞ্জতাং তদা।
তে তং দৃষ্ট্বাতিথিং প্রাপ্তং প্রহৃষ্টমনসোঽভবন্ ॥৩৪॥
তেঽভিবাদ্য সুখপ্রশ্নং পৃষ্ট্বা তমতিথিং তদা।
বিশুদ্ধমনসো দান্তাঃ শ্রদ্ধাদমসমন্বিতাঃ ॥৩৫॥
অনসূয়া গতক্রোধাঃ সাধবো বীতমৎসরাঃ।
ত্যক্তমানমদক্রোধা ধর্ম্মজ্ঞা দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩৬॥
সব্রহ্মচর্য্যং গোত্রং তে তস্য খ্যাত্বা পরস্পরম্।
কুটীং প্রবেশয়ামাসুঃ ক্ষুধার্ত্তমতিথিং তদা ॥৩৭॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তং কালং ভোজনসময়ম্, কৃচ্ছ্রপ্রাণঃ কষ্টপ্রাপ্তপ্রাণঃ ॥৩১॥
অথেতি। উপার্জ্জয়ৎ ভিক্ষয়া। যবানাং প্রস্থম্ আঢ়কচতুর্ভাগম্, শক্তূন্ লাজচূর্ণানি ॥৩২॥
কৃতেতি। কুড়বং কুড়বং প্রসৃতং প্রসৃতং মুষ্টিমুষ্টিপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥৩৩॥
অথেতি। ভুঞ্জতাং শক্তুভোজনপ্রবৃত্তানাং তেষামন্তিকে ॥৩৪॥

একটী করিয়া আশানুরূপ ধান্য) ত পাইলেনই না, অধিকন্তু ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে আরও পীড়িত হইলেন ॥৩০॥

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ পরিজনগণের সহিত ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লিষ্ট থাকিয়াই সেই ভোজনের সময় অতিবাহিত করিলেন ॥৩১॥

তদনন্তর দিনের ষষ্ঠ যামার্দ্ধ অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া একপ্রস্থ (চারি কোষ পরিমাণ) যব সংগ্রহ করিলেন। পরে সেই তপস্বীরা সেই একপ্রস্থ যবকে শক্তু (ছাতু) করিলেন ॥৩২॥

পরে সেই তপস্বীরা যথাবিধানে আহ্নিক, জপ ও হোম করিয়া প্রত্যেকে এক এক কুড়ব (এক এক কোষ) করিয়া সেই শক্তু ভাগ করিয়া লইলেন ॥৩৩॥

পরে তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই সময়ে কোন ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আগমন করিলেন। তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণরূপী অতিথিকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩৪॥

ইদমর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ বৃষী চেয়ং তবানঘ !।
শুচয়ঃ শক্তবশ্চেমে নিয়মোপার্জ্জিতাঃ প্রভো !।
প্রতিগৃহ্লীষ্ব ভদ্রং তে ময়া দত্তা দ্বিজর্ষভ ! ॥৩৮॥
ইত্যুক্তঃ প্রতিগৃহ্যাথ শক্তূনাং কুড়বং দ্বিজঃ।
ভক্ষয়ামাস রাজেন্দ্র ! ন চ তুষ্টিং জগাম সঃ ॥৩৯॥
স উঞ্ছবৃত্তিস্তং প্রেক্ষ্য ক্ষুধাপরিগতং দ্বিজম্।
আহারং চিন্তয়ামাস কথং তুষ্টো ভবেদিতি ॥৪০॥
তস্য ভার্য্যাব্রবীদ্বাক্যং মদ্‌ভাগো দীয়তামিতি।
গচ্ছত্বেষ যথাকামং পরিতুষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। বীতমৎসরাস্ত্যক্তদ্বেষাঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ সহেতি সব্রহ্মচর্য্যম্, তস্যাতিথেঃ সমীপে, খ্যাত্বা উক্ত্বা ॥৩৫—৩৭॥

ইদমিতি। বৃষী ঋষিযোগ্যমাসনম্। "ঋষীণামাসনং বৃষী" ইত্যমরঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮॥

ইতীতি। কুড়বং তেষামেকভাগং প্রসৃতপরিমিতম্, দ্বিজঃ অতিথিঃ ॥৩৯॥

স ইতি। উঞ্ছবৃত্তির্গৃহস্থো ব্রাহ্মণঃ ॥৪০॥

তস্যেতি। পরিতুষ্টঃ ক্ষুধানিবৃত্তেতি ভাবঃ ॥৪১॥

পরে তাঁহারা সেই অতিথিকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাযুক্ত, অসূয়াশূন্য, ক্রোধবিহীন, বিদ্বেষবর্জিত, অভিমানরহিত ও মত্ততাশূন্য সেই ধর্ম্মজ্ঞ ও সাধুস্বভাব ব্রাহ্মণেরা সেই অতিথির নিকটে আপনাদের ব্রহ্মচর্য্য ও গোত্রের বিষয় বলিয়া সেই ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে কুটীরে প্রবেশ করাইলেন ॥৩৫—৩৭॥

'নিষ্পাপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য এবং এই আসন; আর প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ! শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে অর্জিত এই শক্তুগুলি আমি আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হউক' ॥৩৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ! গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, অতিথি ব্রাহ্মণ সেই এক কোষ ছাতু ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥৩৯॥

তখন সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্ষুধাযুক্তই দেখিয়া 'কি প্রকারে ইনি তৃপ্তিলাভ করিবেন, এইভাবে অতিথির খাদ্যের বিষয় চিন্তা করিলেন ॥৪০॥

ইতি ব্রুবন্তীং তাং সাধ্বীং ভার্য্যাং স দ্বিজসত্তমঃ।
ক্ষুধাপরিগতাং জ্ঞাত্বা তান্ শক্তূন্নাভ্যনন্দত ॥৪২॥
আত্মানুমানতো বিদ্বান্ স তু বিপ্রর্ষভস্তদা।
জানন্ বৃদ্ধাং ক্ষুধার্ত্তাঞ্চ শ্রান্তাং গ্লানাং তপস্বিনীম্।
ত্বগস্থিভূতাং বেপন্তীং ততো ভার্য্যামুবাচ হ ॥৪৩॥
অপি কীটপতঙ্গানাং মৃগাণাঞ্চৈব শোভনে!।
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাশ্চ পোষ্যাশ্চ ন ত্বেবং বক্তুমর্হতি ॥৪৪॥
অনুকম্প্যো নরঃ পত্ন্যা পুষ্টো রক্ষিত এব চ।
প্রপতেদ্যশসো দীপ্তাৎ স চ লোকান্ন চাপ্নুয়াৎ ॥৪৫॥
ধর্ম্মকামার্থকার্য্যাণি শুশ্রূষাকুলসন্ততিঃ।
দারেম্বধীনো ধর্ম্মশ্চ পিতৃণামাত্মনস্তথা ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। স গৃহস্থঃ। নাভ্যনন্দত দাতুং নৈচ্ছৎ ॥৪২॥

আত্মেতি। আত্মানুমানতঃ স্বকীয়াবস্থাজ্ঞানাৎ। তপস্বিনীং শোচ্যাম্। বেপন্তীং দৌর্ব্বল্যেন বেপমানাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৩॥

অপীতি। কীটাশ্চ পতঙ্গাঃ পক্ষিণশ্চ তেষাম্, মৃগাণাং পশূনাম্ ॥৪৪॥

অন্বিতি। যশ্চ তাং পত্নীং ন রক্ষতি, স লোকান্ স্বর্গান্ ন চাপ্নুয়াৎ ॥৪৫॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মাদীনি দারাধীনানীতি শেষঃ। ধর্ম্মঃ সেবাদিঃ, পিতৃণাং জীবতাম্ ॥৪৬॥

তখন তাঁহার ভার্য্যা এই কথা বলিলেন—'আমার ভাগ ইঁহাকে দান করুন, ইনি তৃপ্তিলাভ করিয়া ইচ্ছানুসারে গমন করুন' ॥৪১॥

সাধ্বী ভার্য্যা এইরূপ বলিলে, সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভার্য্যাকে ক্ষুধার্ত্ত জানিয়া তাঁহার ভাগ অতিথিকে দিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥৪২॥

তখন সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নিজের অবস্থার অনুভব অনুসারে সেই ভার্য্যাকে বৃদ্ধা, ক্ষুধার্ত্তা, পরিশ্রান্তা, অবসন্না, অস্থিচর্ম্মসারা, কম্পমানা ও শোচনীয়া জানিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৪৩॥

'শোভনে! পশু, পক্ষী এবং কীটদিগেরও স্ত্রীগণকে ভরণ ও পোষণ করা উচিত; অতএব তুমি এইরূপ বলিতে পার না ॥৪৪॥

পুরুষ স্ত্রীকর্তৃক আদৃত, রক্ষিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে, এ কথা সত্য; কিন্তু আবার যে পুরুষ সেই স্ত্রীর ভরণপোষণ না করে, সে উজ্জ্বল যশ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং স্বর্গ লাভ করিতে পারে না ॥৪৫॥

ন বেত্তি কর্ম্মতো ভার্য্যারক্ষণে যোঽক্ষমঃ পুমান্ ।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকাংশ্চৈব গচ্ছতি ॥৪৭॥
ইত্যুক্তা সা ততঃ প্রাহ ধর্ম্মার্থৌ নৌ সমৌ দ্বিজ ।।
শক্তুপ্রস্থচতুর্ভাগং গৃহাণেমং প্রসীদ মে ॥৪৮॥
সত্যং রতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ স্বর্গশ্চ গুণনির্জ্জিতঃ ।
স্ত্রীণাং পতিসমাধানং কাঙ্ক্ষিতঞ্চ দ্বিজর্ষভ ! ॥৪৯॥
ঋতুর্মাতুঃ পিতুর্বীজং দৈবতং পরমং পতিঃ ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদান্নারীণাং রতিপুত্রফলং তথা ॥৫০॥
পালনাদ্ধি পতিস্ত্বং মে ভর্ত্তাসি ভরণাচ্চ মে ।
পুত্রপ্রদানাদ্বরদস্তস্মাৎ শক্তূন্ প্রযচ্ছ মে ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। যঃ পুমান্ কর্ম্মতঃ অন্নাচ্ছাদনদানাদিনা ভার্য্যারক্ষণে অক্ষমঃ, স কিমপি ন বেত্তি ॥৪৭॥

ইতীতি। নৌ আবয়োঃ। শক্তুপ্রস্থস্য চতুর্ভাগং চতুর্থমংশম্ ॥৪৮॥

সত্যমিতি। গুণনির্জ্জিতো ধর্ম্মেণায়ত্তীকৃতঃ। পত্যুঃ সমং তুল্যম্ আধানং সত্যাদীনাং সম্পাদনং কর্ত্তব্যম্, ময়া চ তৎকাঙ্ক্ষিতম্ ॥৪৯॥

ঋতুরিতি। মাতুঃ ঋতু রজঃ, পিতুশ্চ বীজম্,; তাভ্যাঞ্চ সন্তানো জায়তে; তেন চ স্ত্রীপুরুষয়োঃ সমানা কর্ত্তব্যতেতি ভাবঃ ॥৫০॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, বংশরক্ষক সন্তান এবং জীবিত পিতৃগণ ও নিজের সেবা—এ সমস্তই ভার্য্যার অধীন ॥৪৬॥

যে পুরুষ ভরণপোষণাদি কার্য্যদ্বারা ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে কর্ত্তব্য বিষয় জানে না, গুরুতর নিন্দা ভোগ করে এবং নরকে গমন করিয়া থাকে' ॥৪৭॥

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, তখন তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আপনার ও আমার ধর্ম্ম ও অর্থ সমান; অতএব আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হউন, এই শক্তুপ্রস্থের চারিভাগের একভাগ গ্রহণ করুন ॥৪৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সত্য, রতি, ধর্ম্ম এবং গুণলভ্য স্বর্গ—এই সমস্ত বিষয়ে পতির তুল্যই পত্নীর কর্ত্তব্যতা রহিয়াছে এবং আমিও তাহাই করিতে ইচ্ছা করি ॥৪৯॥

মাতার রজ এবং পিতার বীজ—এই দুই হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়; সুতরাং এবিষয়েও স্ত্রী-পুরুষের সমান কর্ত্তব্যতা। সে যাহা হউক, স্ত্রীদিগের পতিই পরমদেবতা এবং পতির অনুগ্রহেই স্ত্রীদিগের রতি ও পুত্ররূপ ফল হয় ॥৫০॥

জরাপরিগতো বৃদ্ধঃ ক্ষুধার্ত্তো দুর্ব্বলো ভৃশম্।
উপবাসপরিশ্রান্তো যদা ত্বমপি কর্শিতঃ ॥৫২॥
ইত্যুক্তঃ স তয়া শক্তূন্ প্রগৃহ্যেদং বচোঽব্রবীৎ।
দ্বিজ! শক্তূনিমান্ ভূয়ঃ প্রতিগৃহ্নীষ্ব সত্তম! ॥৫৩॥
স তান্ প্রগৃহ্য ভুক্ত্বা চ ন তুষ্টিমগমদ্দ্বিজঃ।
তমুঞ্ছবৃত্তিরালক্ষ্য ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৫৪॥
পুত্র উবাচ।
শক্তূনিমান্ প্রগৃহ্য ত্বং দেহি বিপ্রায় সত্তম!।
ইত্যেব সুকৃতং মন্যে তস্মাদেতৎ করোম্যহম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

পালনাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বথা দয়িতত্বাৎ ॥৫১॥

জরেতি। জরাং জীর্ণতাং পরিগতঃ প্রাপ্তঃ। যদা যতঃ। তথা চ যথা তাদৃশো ভবান্ স্বভাগং দদাতি, তদা তাদৃশ্যা মমাপি ভাগং দাতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥৫২॥

ইতীতি। হে দ্বিজ! অতিথিব্রাহ্মণ, ভূয়ঃ পুনঃ ॥৫৩॥

স ইতি। সঃ অতিথিঃ। উঞ্ছবৃত্তির্গৃহস্থো ব্রাহ্মণঃ ॥৫৪॥

শক্তূনিতি। বিপ্রায় অতিথয়ে। সুকৃতং সুষ্ঠু ক্রিয়াম্, এতদ্দানম্ ॥৫৫॥

আপনি পালন করেন বলিয়া আমার পতি, ভরণ করেন বলিয়া আমার ভর্ত্তা এবং পুত্র দান করিয়াছেন বলিয়া বরদাতা; অতএব আপনি আমার শক্তু উঁহাকে দান করুন ॥৫১॥

আপনিও যখন জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বল, উপবাসে ক্লান্ত এবং কৃশ। (তখন আপনি আমার ভাগও দিতে পারেন)' ॥৫২॥

ভার্য্যা এই কথা বলিলে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ স্ত্রীর শক্তু লইয়া অতিথিকে এই কথা বলিলেন—'সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি পুনরায় এই শক্তু গ্রহণ করুন' ॥৫৩॥

তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ সেই শক্তু লইয়া ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তখন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে অতৃপ্ত জানিয়া চিন্তান্বিত হইলেন ॥৫৪॥

সেই সময়ে তাঁহার পুত্র বলিল—'সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই শক্তু গ্রহণ করিয়া, এই অতিথিব্রাহ্মণকে দান করুন, ইহাই আমি সমীচীন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি এবং সেই জন্যই আমি আমার ভাগ দান করিতেছি ॥৫৫॥

ভবান্ হি পরিপাল্যো মে সর্ব্বদৈব প্রযত্নতঃ।
সাধূনাং কাঙ্ক্ষিতং যস্মাৎ পিতুর্বৃদ্ধস্য পালনম্ ॥৫৬॥
পুত্রার্থো বিহিতো হ্যেষ বার্দ্ধকে পরিপালনম্।
শ্রুতিরেষা হি বিপ্রর্ষে! ত্রিষু লোকেষু শাশ্বতী ॥৫৭॥
প্রাণধারণমাত্রেণ শক্যং কর্ত্তুং তপস্ত্বয়া।
প্রাণো হি পরমো ধর্ম্মঃ স্থিতো দেহেষু দেহিনাম্ ॥৫৮॥

পিতোবাচ।

অপি বর্ষসহস্রী ত্বং বাল এব মতো মম।
উৎপাদ্য পুত্রং হি পিতা কৃতকৃত্যো ভবেৎ সুতাৎ ॥৫৯॥
বালানাং ক্ষুদ্বলবতী জানাম্যেতদহং প্রভো!।
বৃদ্ধোঽহং ধারয়িষ্যামি ত্বং বলী ভব পুত্রক! ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

ভবানিতি। সাধূনাং সমূহেনেতি শেষঃ ॥৫৬॥

পুত্রেতি। পুত্রস্যার্থঃ প্রয়োজনম্। শাশ্বতী চিরন্তনী ॥৫৭॥

প্রাণেতি। ধর্ম্মো ধর্ম্মসাধনকারণম্ ॥৫৮॥

অপীতি। বর্ষাণাং সহস্রমস্যাস্তীতি বর্ষসহস্রী সহস্রবর্ষবয়স্কঃ সন্নপীত্যর্থঃ ॥৫৯॥

বালানামিতি। হে প্রভো! নীতিজ্ঞানপ্রভাবসম্পন্ন!। ধারয়িষ্যামি ভোজনং বিনাপি প্রাণানিতি শেষঃ, বলী ভব ভোজনেন ॥৬০॥

কারণ, আপনি সর্ব্বদাই আমার সযত্নে পরিপালনীয়। যেহেতু, বৃদ্ধ পিতার প্রতিপালন করা সাধুগণের অভীষ্ট ॥৫৬॥

ব্রহ্মর্ষি! বৃদ্ধকালে পিতাকে পরিপালন করাই পুত্রের প্রয়োজন বলিয়া বিধাতা বিধান করিয়াছেন। ত্রিভুবনে এই শ্রুতিও চিরকাল চলিয়া আসিতেছে ॥৫৭॥

আপনি কেবল প্রাণ ধারণ করিয়াই তপস্যা করিতে পারিবেন। কারণ, এক প্রাণই দেহীদিগের দেহে পরম ধর্ম্মসাধকরূপে রহিয়াছে' ॥৫৮॥

পিতা বলিলেন—'বৎস! তুমি সহস্র বৎসর বয়স্ক হইয়াও আমার নিকট বালক বলিয়াই অবধারিত থাকিবে। এদিকে পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া সেই পুত্রের গুণেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন ॥৫৯॥

প্রভাবশালী পুত্র! আমি ইহা জানি যে, বালকদিগের ক্ষুধা প্রবল হয়; আর আমি বৃদ্ধ বলিয়া বিনা ভোজনেও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব; কিন্তু তুমি ভোজন করিয়া সবল থাক ॥৬০॥

জীর্ণেন বয়সা পুত্র ! ন মাং ক্ষুদ্বাধতেঽপি চ।
দীর্ঘকালং তপস্তপ্তং ন মে মরণতো ভয়ম্ ॥৬১॥

পুত্র উবাচ।

অপত্যমস্মি তে পুংসস্ত্রাণাৎ পুত্র ইতি স্মৃতঃ।
আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাত্ত্রাহ্যাত্মানমিহাত্মনা ॥৬২॥

পিতোবাচ।

রূপেণ সদৃশস্ত্বং মে শীলেন চ দমেন চ।
পরীক্ষিতশ্চ বহুধা শক্তূনাদদ্মি তে সুত ! ॥৬৩॥
ইত্যুক্ত্বাদায় তান্ শক্তূন্ প্রীতাত্মা দ্বিজসত্তমঃ।
প্রহসন্নিব বিপ্রায় স তস্মৈ প্রদদৌ তদা ॥৬৪॥
ভুক্ত্বা তানপি শক্তূন্ স নৈব তুষ্টো বভূব হ।
উঞ্ছবৃত্তিস্তু ধর্ম্মাত্মা ব্রীড়ামনুজগাম হ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

জীর্ণেনেতি। অথ ভোজনাভাবে যদি ভবতো মরণং ভবেদিত্যাহ দীর্ঘেতি ॥৬১॥

অপত্যমিতি। পুমাংসং ত্রায়ত ইতি পুত্র ইতি ব্যুৎপত্তিঃ। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ ॥৬২॥

রূপেণেতি। দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন। বহুধা পরীক্ষিতস্ত্বম্ অনেন প্রকারেণ, আদদ্মি গৃহ্লামি ॥৬৩॥

ইতীতি। তান্ পুত্রভাগরূপান্। তস্মৈ অতিথয়ে ॥৬৪॥

ভুক্ত্বেতি। উঞ্ছবৃত্তির্গৃহস্থো ব্রাহ্মণঃ, ব্রীড়ামনুজগাম অতিথেঃ ক্ষুন্নিবৃত্তিকরণাসামর্থ্যাৎ ॥৬৫॥

পুত্র! বৃদ্ধ বয়স বলিয়া ক্ষুধা আমাকে পীড়ন করিতে পারে না; তার পর, আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছি বলিয়া আমার মৃত্যুভয়ও নাই' ॥৬১॥

পুত্র বলিল—'ব্রহ্মর্ষি! আমি আপনার সন্তান। সন্তান পুরুষকে পরিত্রাণ করে বলিয়া তাহাকে পুত্র বলা হয়; আবার পুত্রকে আত্মা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে; সুতরাং আপনি আত্মাদ্বারাই আত্মরক্ষা করুন' ॥৬২॥

পিতা বলিলেন—'পুত্র! তুমি রূপ, স্বভাব ও ইন্দ্রিয়দমনের গুণে আমার তুল্যই বট; কিন্তু আমি এইভাবে বহু প্রকারে তোমায় পরীক্ষা করিলাম। সে যাহা হউক, আমি তোমার শক্তু গ্রহণ করিতেছি' ॥৬৩॥

এই কথা বলিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া গৃহস্থব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্রের সেই শক্তুগুলি লইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন তখন সেই অতিথিব্রাহ্মণকে দান করিলেন ॥৬৪॥

তং বৈ বধূঃ স্থিতা সাধ্বী ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া।
শক্তূনাদায় সংহৃষ্টা শ্বশুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৬॥
সন্তানাত্তব সন্তানং মম বিপ্র ! ভবিষ্যতি।
শক্তূনিমানতিথয়ে গৃহীত্বা সম্প্রযচ্ছ মে ॥৬৭॥
তব প্রসাদান্নির্বৃত্তা মম লোকাঃ কিলাক্ষয়াঃ।
পৌত্রেণ তানবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৬৮॥
ধর্ম্মাদ্যা হি যথা ত্রেতা বহ্নিত্রেতা তথৈব চ।
তথৈব পুত্রপৌত্রাণাং স্বর্গস্ত্রেতা কিলাক্ষয়ঃ ॥৬৯॥
পিতৄন্ ঋণাত্তারয়তি পুত্র ইত্যনুশুশ্রুম।
পুত্রপৌত্রৈশ্চ নিয়তং সাধুলোকানুপাশ্নুতে ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। বধূঃ স্নুষা, স্থিতা সমীপে ॥৬৬॥

সন্তানাদিতি। তব সন্তানাৎ পুত্রাৎ, মম সন্তানমপত্যম্। অতস্তব প্রীতিকরণং মমাবশ্যকমিতি ভাবঃ ॥৬৭॥

তবেতি। নির্বৃত্তাঃ সম্পন্নাঃ, লোকাঃ স্বর্গাঃ ॥৬৮॥

ধর্ম্মেতি। যথা ধর্ম্মাদ্যা ত্রেতা ধর্ম্মার্থকামরূপাস্ত্রয়ঃ পুরুষার্থাঃ অক্ষয়স্বর্গজনকাঃ, তথৈব বহ্নিত্রেতা দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্য-আহবনীয়রূপাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ স্বর্গজনকাঃ, তথৈব পুত্রপৌত্রাণাং বহুবচনাৎ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাণাম্, ত্রেতা ত্রয়ম্, অক্ষয়ঃ স্বর্গস্তজ্জনিকা কিল। ভবৎপ্রসাদাদেব তেষাং সম্ভবাৎ ভবৎপ্রীতিসম্পাদকং মমাবশ্যকমিত্যাশয়ঃ ॥৬৯॥

পিতৄনিতি। পুত্রপৌত্রৈঃ পুত্রস্থ। তেন চ পুত্র-পৌত্র প্রপৌত্রৈরিত্যর্থঃ ॥৭০॥

তখন সেই অতিথিব্রাহ্মণ সেই শক্তুগুলি ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। সেই সময়ে ধর্ম্মাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইলেন ॥৬৫॥

তখন নিকটবর্ত্তিনী সাধ্বী পুত্রবধূ ব্রাহ্মণের সন্তোষ কামনায় হৃষ্টচিত্তে নিজের শক্তুগুলি লইয়া সেই শ্বশুরকে এই কথা বলিল—॥৬৬॥

‘ব্রাহ্মণ! আপনার সন্তান হইতে আমার সন্তান জন্মিবে; অতএব আপনি আমার এই শক্তুগুলি লইয়া অতিথিকে দান করুন ॥৬৭॥

আপনারই অনুগ্রহে আমার অক্ষয় স্বর্গসকল হইবে; আবার মানুষ পৌত্রদ্বারা সেইরূপ স্বর্গ লাভ করে, যে স্বর্গে যাইয়া শোক অনুভব করে না ॥৬৮॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী পুরুষার্থ যেমন অক্ষয়স্বর্গজনক হয়, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিনটী অগ্নিও সেইরূপই অক্ষয়স্বর্গজনক হইয়া থাকে, আবার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র—এই তিনটী সন্তানও তেমনই অক্ষয়স্বর্গজনক হয় ॥৬৯॥

শ্বশুর উবাচ।

বাতাতপবিশীর্ণাঙ্গীং ত্বাং বিবর্ণাং নিরীক্ষ্য বৈ।
কর্শিতাং সুব্রতাচারে! ক্ষুধাবিহ্বলচেতসম্ ॥৭১॥
কথং শক্তূন্ গ্রহীষ্যামি ভূত্বা ধর্ম্মোপঘাতকঃ।
কল্যাণবৃত্তে! কল্যাণি! নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥৭২॥ (যুগ্মকম্)
ষষ্ঠে কালে ব্রতবতীং শৌচশীলতপোঽন্বিতাম্।
কৃচ্ছ্রবৃত্তিং নিরাহারাং দ্রক্ষ্যামি ত্বাং কথং শুভে! ॥৭৩॥
বালা ক্ষুধার্ত্তা নারী চ রক্ষ্যা ত্বং সততং ময়া।
উপবাসপরিশ্রান্তা ত্বং হি বান্ধবনন্দিনী ॥৭৪॥

স্নুষোবাচ।

গুরোর্ম্ম গুরুস্ত্বং বৈ যতো দৈবতদৈবতম্।
দেবাতিদেবস্তস্মাত্ত্বং শক্তূনাদৎস্ব মে প্রভো! ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

বাতেতি। কর্শিতাং ক্লিষ্টাম্, হে সুব্রতাচারে!। ধর্ম্মোপঘাতকস্তব কষ্টজননাৎ ॥৭১—৭২॥

ষষ্ঠ ইতি। ব্রতবতীম্ অনাহারনিয়মযুক্তাম্। কৃচ্ছ্রবৃত্তিং কষ্টে বর্ত্তমানাম্ ॥৭৩॥

বালেতি। উপবাসেন পরিশ্রান্তা অবসন্না, বান্ধবানাং ভ্রাত্রাদীনাং নন্দিনী আনন্দকারিণী ॥৭৪॥

আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্র পিতৃগণকে ঋণ হইতে উদ্ধার করে এবং মানুষ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদ্বারা নিশ্চয়ই উত্তম স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে' ॥৭০॥

শ্বশুর বলিলেন—'সুনিয়মাচারে! তোমার অঙ্গ সকল বায়ুতে ও রৌদ্রে বিশীর্ণ হইয়াছে, বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় তুমি ক্লেশ ভোগ করিতেছ, আর চিত্তও আকুল হইয়াছে, তোমাকে এইরূপ দেখিয়া ধর্ম্মনাশক হইয়া আমি কিপ্রকারে তোমার শক্তু গ্রহণ করিব; অতএব কল্যাণস্বভাবে কল্যাণি! তুমি এইরূপ বলিতে পার না ॥৭১—৭২॥

কল্যাণি! দিনের ষষ্ঠ যামার্দ্ধেও তুমি অনাহারব্রত পালন করিতেছ; পবিত্রতা, সৎস্বভাবে ও তপস্যায় রহিয়াছ, তথাপি তুমি কষ্ট ভোগ করিতেছ, আমি তোমাকে এই অবস্থায় কিপ্রকারে দেখিব? ॥৭৩॥

তুমি বালিকা, নারী ও ক্ষুধার্ত্তা; সুতরাং সর্ব্বদাই তোমাকে রক্ষা করা আমার উচিত; বিশেষতঃ, তুমি বন্ধুবর্গের আনন্দকারিণী হইয়াও উপবাসে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ' ॥৭৪॥

দেহঃ প্রাণশ্চ ধর্ম্মশ্চ শুশ্রূষার্থমিদং গুরোঃ।
তব বিপ্র! প্রসাদেন লোকান্ প্রাপ্স্যামহে শুভান্ ॥৭৬॥
অবেক্ষ্যা ইতি কৃত্বাহং দৃঢ়ভক্তেতি বা দ্বিজ!।
চিন্ত্যা মমেযমিতি বা শক্তূনাদাতুমর্হসি ॥৭৭॥

শ্বশুর উবাচ।

অনেন নিত্যং সাধ্বি! ত্বং শীলবৃত্তেন শোভসে।
যা ত্বং ধর্ম্মব্রতোপেতা গুরুবৃত্তিমবেক্ষসে ॥৭৮॥
তস্মাৎ শক্তূন্ গ্রহীষ্যামি বধু! নার্হসি বঞ্চনাম্।
গণয়িত্বা মহাভাগে! ত্বাং হি ধর্ম্মভৃতাংবরে! ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

গুরোরিতি। ত্বং মম গুরোঃ পত্যুঃ গুরুঃ পিতা, তত এব দৈবতস্য দেবতায়া অপি দৈবতং দেবতা ॥৭৫॥

দেহ ইতি। ইদং ত্রয়ং গুরোঃ শুশ্রূষার্থম্। অতো দেহাদিনাশেঽপি তব সন্তোষঃ করণীয় ইত্যাশয়ঃ ॥৭৬॥

অবেক্ষ্যেতি। অবেক্ষ্যা স্নেহেন দ্রষ্টব্যা। চিন্ত্যা সন্তোষ্যত্বেন চিন্তনীয়া ॥৭৭॥

অনেনেতি। শীলবৃত্তেন স্বভাবচরিত্রেণ। গুরোর্বৃত্তিং শ্বশুরস্য মনোভাবম্ ॥৭৮॥

তস্মাদিতি। শক্তূন্ ত্বদ্‌ভাগে স্থিতান্, বঞ্চনাং ত্বদীয়শক্তুগ্রহণরূপাং প্রতারণাম্ ॥৭৯॥

পুত্রবধূ বলিল—'প্রভু! যেহেতু আপনি আমার গুরুরও গুরু, দেবতারও দেবতা এবং দেবগণের মধ্যেও অতিদেবতা; অতএব আপনি আমার শক্তু-গ্রহণ করুন ॥৭৫॥

ব্রাহ্মণ! দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম—এই তিনটী গুরুর শুশ্রূষার নিমিত্ত। সে যাহা হউক, আপনার অনুগ্রহে আমি মঙ্গলময় লোক লাভ করিব ॥৭৬॥

ব্রাহ্মণ! আমি আপনার পর্য্যবেক্ষণীয়া ও অত্যন্ত ভক্তা, কিংবা এ আমার চিন্তনীয়া—এই সমস্ত ভাবিয়া আপনি শক্তুগুলি গ্রহণ করিতে পারেন' ॥৭৭॥

শ্বশুর বলিলেন—'সাধ্বি! তুমি তোমার এই স্বভাব ও চরিত্রের গুণে সর্ব্বদাই শোভা পাইতেছ। যে তুমি ধর্ম্মনিয়মসম্পন্না থাকিয়া গুরুজনের মনোবৃত্তির অপেক্ষা করিয়া চলিয়া থাক ॥৭৮॥

অতএব বধূ! তুমি বঞ্চনার যোগ্য নও; বিশেষতঃ মহাভাগে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠে! তোমার গুরুত্ব অনুসরণ করিয়া আমি তোমার শক্তু গ্রহণ করিতেছি' ॥৭৯॥

---

(৭৯) ত্বং হি ধর্ম্মভৃতাংবরা—পি।

ইত্যুক্ত্বা তামুপাদায় শক্তূন্ প্রাদাদ্দ্বিজাতয়ে।
ততস্তুষ্টোঽভবদ্বিপ্রস্তস্য সাধোর্মহাত্মনঃ ॥৮০॥
প্রীতাত্মা স তু তং বাক্যমিদমাহ দ্বিজর্ষভম্।
বাগ্মী তদা দ্বিজশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥৮১॥
শুদ্ধেন তব দানেন ন্যায়োপাত্তেন ধর্ম্মতঃ।
যথাশক্তি বিসৃষ্টেন প্রীতোঽস্মি দ্বিজসত্তম ! ॥৮২॥
অহো দানং ঘুষ্যতে তে স্বর্গে স্বর্গনিবাসিভিঃ।
গগনাৎ পুষ্পবর্ষঞ্চ পশ্যেদং পতিতং ভুবি ॥৮৩॥
সুরর্ষিদেবগন্ধর্বা যে চ দেবপুরঃসরাঃ।
স্তুবন্তো দেবদূতাশ্চ স্থিতা দানেন বিস্মিতাঃ ॥৮৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। দ্বিজাতয়ে অতিথয়ে। তস্য গৃহস্থস্য সাধোঃ সম্বন্ধে ॥৮০॥
প্রীতেতি। তং গৃহস্থম্। দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ অতিথিরূপী, পুরুষবিগ্রহো মানুষমূর্ত্তিঃ ॥৮১॥
শুদ্ধেনেতি। শুদ্ধেন নিষ্পাপেন, ন্যায়োপাত্তেন ন্যায়ার্জিতদ্রব্যসম্বন্ধিনা ॥৮২॥
অহো ইতি। পুষ্পবর্ষং ভবদুপরিকৃতম্ ॥৮৩॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ত্তুমিতি শেষঃ। শুক্লস্য জ্যেষ্ঠস্য পক্ষে ॥৩০—৭৭॥ অবেক্ষ্যা পালনীয়া, চিন্ত্যা পরীক্ষণীয়া ॥৭৮॥ হে বরে শ্রেষ্ঠে মহাভাগে! ত্বাং ধর্ম্মভৃতাং মধ্যে গণয়িত্বা শক্তূন্ গ্রহীষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥৭৯—১১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

এই কথা বলিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর সেই শক্তুগুলি লইয়া অতিথিব্রাহ্মণকে দান করিলেন। তাহার পর সেই অতিথিব্রাহ্মণ সাধু ও মহাত্মা গৃহস্থব্রাহ্মণের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন ॥৮০॥

তখন ব্রাহ্মণরূপী, মানুষমূর্ত্তি ও বাক্‌পটু স্বয়ং ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গৃহস্থব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলেন—॥৮১॥

'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! শক্তি অনুসারে সম্পাদিত তোমার এই নির্দ্দোষ ও ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যদানে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥৮২॥

ব্রাহ্মণ! স্বর্গবাসীরা স্বর্গলোকে তোমার এই দানের কথা ঘোষণা করিতেছেন এবং তাঁহারা তোমার উপরে আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই ভূতলে পতিত হইয়াছে, দেখ ॥৮৩॥

ব্রহ্মর্ষয়ো বিমানস্থা ব্রহ্মলোকচরাশ্চ যে।
কাঙ্ক্ষন্তে দর্শনং তুভ্যং দিবং ব্রজ দ্বিজর্ষভ ! ॥৮৫॥
পিতৃলোকগতাঃ সর্ব্বে তারিতাঃ পিতরস্ত্বয়া।
অনাগতাশ্চ বহবঃ সুবহূনি যুগান্যুত ॥৮৬॥
ব্রহ্মচর্য্যেণ দানেন যজ্ঞেন তপসা তথা।
অসঙ্করেণ ধর্ম্মেণ তস্মাদ্‌গচ্ছ দিবং দ্বিজ ! ॥৮৭॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া যত্ত্বং তপশ্চরসি সুব্রত ! ।
তস্মাদ্দেবাশ্চ দানেন প্রীতা ব্রাহ্মণসত্তম ! ॥৮৮॥
সর্ব্বমেতদ্ধি যস্মাত্তে দত্তং শুদ্ধেন চেতসা।
কৃচ্ছ্রকালে ততঃ স্বর্গো বিজিতঃ কর্ম্মণা ত্বয়া ॥৮৯॥

ভারতকৌমুদী

সুরেতি। দেবানাং পুরঃসরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। স্তবন্তো ভবন্তং প্রশংসন্তঃ ॥৮৪॥

ব্রহ্মেতি। তুভ্যং তব, দিবং স্বর্গম্ ॥৮৫॥

ব্রহ্মেতি। অনাগতা ভবিষ্যন্তঃ, বহবস্তদ্বংশজাতাঃ পুরুষাঃ, সুবহূনি যুগানি যাবৎ তারিতা ইতি সম্বন্ধঃ ॥৮৬॥

ব্রহ্মেতি। অসঙ্করেণ অধর্ম্মসংসর্গশূন্যেন ॥৮৭॥

শ্রদ্ধয়েতি। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন, পরয়া উত্তময়া ॥৮৮॥

সর্ব্বমিতি। তে ত্বয়া, শুদ্ধেন দ্বেষরোষশূন্যেন। কৃচ্ছ্রকালে ক্ষুধয়া কষ্টপ্রাপ্তিসময়ে ॥৮৯॥

ক্ষুধেতি। নির্ণুদতি অপহরতি, ব্যপোহতি নাশয়তি। ক্ষুধয়া পরিগতমাক্রান্তং জ্ঞানং যস্য সঃ, ধৃতিং ধৈর্য্যম্ ॥৯০॥

দেবর্ষিগণ, সাধারণ দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ, আর যাঁহারা দেবগণের অগ্রগণ্য তাঁহারা ও দেবদূতেরা তোমার এই দানের গুণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছেন ॥৮৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! বিমানস্থিত ব্রহ্মর্ষিরা এবং যাঁহারা ব্রহ্মলোকে বিচরণ করেন, তাঁহারা তোমার দর্শন কামনা করেন ; অতএব তুমি স্বর্গে গমন কর ॥৮৫॥

তুমি পিতৃলোকস্থিত সমস্ত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়াছ এবং বহুতর যুগ পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী বহু পুরুষকে'ও উদ্ধারের সম্ভাবনা করিয়াছ ॥৮৬॥

ব্রাহ্মণ ! ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ ও তপস্যানিবন্ধন তুমি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার ফলে তুমি স্বর্গে গমন কর ॥৮৭॥

সুব্রত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! পরমশ্রদ্ধাসহকারে তপস্যা করিয়া আসিতেছ এবং দান করিয়া থাক, সেই হেতু দেবতারা তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ॥৮৮॥

ক্ষুধা নির্ণুদতি প্রজ্ঞাং ধর্ম্মবুদ্ধিং ব্যপোহতি।
ক্ষুধাপরিগতজ্ঞানো ধৃতিং ত্যজতি চৈব হ ॥৯০॥
বুভুক্ষাং জয়তে যস্তু স স্বর্গং জয়তে ধ্রুবম্।
যদা দানরুচিঃ স্যাদ্বৈ তদা ধর্ম্মো ন সীদতি ॥৯১॥
অনবেক্ষ্য সুতস্নেহং কলত্রস্নেহমেব চ।
ধর্ম্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা তৃষ্ণা ন গণিতা ত্বয়া ॥৯২॥
দ্রব্যাগমো নৃণাং সূক্ষ্মঃ পাত্রে দানং ততঃ পরম্।
কালঃ পরতরো দানাচ্ছ্রদ্ধা চৈব ততঃ পরা ॥৯৩॥
স্বর্গদ্বারং সুসূক্ষ্মং হি নরৈর্মোহান্ন দৃশ্যতে।
স্বর্গার্গলং লোভবীজং রাগগুপ্তং দুরাসদম্ ॥৯৪॥

ভারতকৌমুদী

বুভুক্ষামিতি। বুভুক্ষাং ক্ষুধাম্। দানে রুচিরভিপ্রায়ো যস্য সঃ, ন সীদতি ন ক্ষীয়তে।৯১॥

অনবেক্ষ্যেতি। গুরুং সর্ব্বাপেক্ষয়ৈব মহান্তম্, তৃষ্ণা আত্মনোঽপি পিপাসা ॥৯২॥

দ্রব্যেতি। দ্রব্যাগমো ধনলাভঃ, সূক্ষ্ম আনন্দজননে স্বল্পো হেতুঃ, পরম্ আনন্দজননে অধিকং কারণম্ ॥৯৩॥

স্বর্গেতি। স্বর্গস্য অর্গলং প্রতিবন্ধকং লোভ এব বীজং যস্য তৎ, রাগেণ ভোগেচ্ছয়া গুপ্তং রক্ষিতং বারিতমিতি যাবৎ ॥৯৪॥

যেহেতু বিশুদ্ধ চিত্তে এই কষ্টের সময়ে এই সমস্ত দান করিলে, সেই হেতু তুমি এই কর্ম্মের গুণে স্বর্গ জয় করিয়াছ ॥৮৯॥

ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধি হরণ করে, ধর্ম্মবুদ্ধি লোপ করে এবং ক্ষুধাক্রান্তবুদ্ধি মানুষ ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া থাকে ॥৯০॥

যে লোক ক্ষুধা জয় করিতে পারে, সে লোক নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়া থাকে এবং যখন মানুষের দানে রুচি হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম ক্ষীণ হয় না ॥৯১॥

ব্রাহ্মণ। তুমি পুত্রস্নেহ এবং ভার্য্যাস্নেহের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল ধর্ম্মকেই প্রধান মনে করিয়া নিজের পিপাসারও গণনা কর নাই ॥৯২॥

মানুষের পক্ষে ধন লাভ আনন্দের স্বল্প কারণ, সৎপাত্রে দান করা তদপেক্ষা আনন্দের অধিক কারণ, কাল সেই দান অপেক্ষাও প্রধান হেতু, শ্রদ্ধা তাহা হইতেও অধিক কারণ হইয়া থাকে ॥৯৩॥

স্বর্গদ্বার অত্যন্ত সূক্ষ্ম; সুতরাং মানুষেরা মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পায়

(৯০) ক্ষুধাপরিগতাত্মানঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

তস্তু পশ্যন্তি পুরুষা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ব্রাহ্মণাস্তপসা যুক্তা যথাশক্তি প্রদায়িনঃ ॥৯৫॥
সহস্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ।
দদ্যাদপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্ব্বে তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৬॥
রন্তিদেবো হি নৃপতিরপঃ প্রাদাদকিঞ্চনঃ।
শুদ্ধেন মনসা বিপ্র! নাকপৃষ্ঠং ততো গতঃ ॥৯৭॥
ন ধর্ম্মঃ প্রীয়তে তাত! দানৈর্দত্তৈর্মহাফলৈঃ।
ন্যায়লব্ধৈর্যথা সূক্ষ্মৈঃ শ্রদ্ধাপূতৈঃ স তুষ্যতি ॥৯৮॥
গোপ্রদানসহস্রাণি দ্বিজেভ্যোঽদদান্নৃগো নৃপঃ।
একাং দত্ত্বা স পারক্যাং নরকং সমপদ্যত ॥৯৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তং স্বর্গম্। ব্রাহ্মণা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, প্রদায়িনো দানকর্ত্তারঃ ॥৯৫॥

সহস্রেতি। সহস্রে সহস্রধনদানে শক্তির্যস্য সঃ, শতং ধনানি দদ্যাৎ, শতে শতধনদানে শক্তির্যস্য সঃ, দশাপি চ ধনানি দদ্যাৎ। যশ্চ শক্ত্যা অপো জলমাত্রং দদ্যাৎ, ততো নাধিকং দাতুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ ॥৯৬॥

রন্তীতি। অপো জলম্, অকিঞ্চনঃ নিঃস্বঃ সন্। নাকপৃষ্ঠং স্বর্গলোকম্ ॥৯৭॥

নেতি। দত্তৈঃ কৃতৈঃ, মহাফলৈর্বিশালৈরিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মৈঃ স্বল্পৈঃ, স ধর্ম্মঃ ॥৯৮॥

গবিতি। গোপ্রদানসহস্রাণি সহস্রগোদানানি, অদাৎ অকরোৎ। পারক্যাং পরকীয়াম্। সহস্রগোমধ্যে ভ্রমাদেকাং পরস্বামিকাং গামদাদিতি পরদ্রব্যহরণাৎ পাপং জাতমিত্যাশয়ঃ ॥৯৯॥

না; তারপর স্বর্গরোধ বিষয়ে লোভই হেতু হয় এবং ঐহিক ভোগেচ্ছা তাহা বারণ করে; অতএব স্বর্গলাভ দুষ্কর ॥৯৪॥

ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, শক্তি অনুসারে দাতা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষেরাই সেই স্বর্গ দেখিতে পান ॥৯৫॥

সহস্র দানে সমর্থ শত দান করেন এবং শত দানে শক্তিশালী লোক অন্ততঃ দশ দিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি শক্তি অনুসারে জলমাত্র দান করেন, তাঁহারা সকলেই সমান ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥৯৬॥

ব্রাহ্মণ! রাজা রন্তিদেব নিঃস্ব হইয়া শুদ্ধচিত্তে জলমাত্র দান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন ॥৯৭॥

বৎস! ধর্ম্ম ন্যায়লব্ধ ও শ্রদ্ধাপূত স্বল্প দানেও যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্যায়লব্ধ, বিরক্তিদূষিত বিশাল দানে সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥৯৮॥

নৃগরাজা ব্রাহ্মণগণকে এক সহস্র গোদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে একটিমাত্র পরকীয়া গো দান করিয়া তিনি নরকে গিয়াছিলেন ॥৯৯॥

আত্মমাংসপ্রদানেন শিবিরৌশীনরো নৃপঃ।
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাল্লোঁকান্মোদতে দিবি সুব্রতঃ ॥১০০॥
বিভবো ন নৃণাং পুণ্যং স্বশক্ত্যা স্বর্জ্জিতং সতাম্।
ন যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্বিপ্র! যথা ন্যায়েন সঞ্চিতৈঃ ॥১০১॥
ক্রোধাদ্দানফলং হন্তি লোভাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি।
ন্যায়বৃত্তির্হি তপসা দানবিৎ স্বর্গমশ্নুতে ॥১০২॥
ন রাজসূয়ৈর্বহুভিরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন চাশ্বমেধৈর্বহুভিঃ ফলং সমমিদং তব ॥১০৩॥
শক্তুপ্রস্থেন বিজিতো ব্রহ্মলোকস্ত্বয়াক্ষয়ঃ।
বিরজো ব্রহ্মসদনং গচ্ছ বিপ্র! যথাসুখম্ ॥১০৪॥

ভারতকৌমুদী

আত্মেতি। আত্মমাংসপ্রদানেন শ্যেনপক্ষিণে, ঔশীনর উশীনরপুত্রঃ। উপাখ্যানমিদং প্রাগ্ দ্রষ্টব্যম্ ॥১০০॥

বিভব ইতি। বিভবো ধনমেব, স্বর্জ্জিতং সুষ্ঠু অর্জিতং ন্যায়েনাজ্জিতমিত্যর্থঃ পুণ্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥১০১॥

ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্দত্তম্। অর্জনে ন্যায়বৃত্তিঃ, দানবিৎ দানকারী ॥১০২॥

নেতি। ইষ্ট্বা দেবান্ পূজয়িত্বা। ইদং তব শক্তুদানং ন সমং ফলং ন তত্তৎসমানফল-জনকম্, কিন্তু অধিকফলজনকমেবেত্যর্থঃ ॥১০৩॥

শক্ত্বিতি। শক্তুপ্রস্থেন অনেন শক্তুপ্রস্থদানেন। বিরজো রজোগুণবিহীনং কামক্রোধাদি-শূন্যম্ ॥১০৪॥

উশীনরের পুত্র ব্রতপরায়ণ শিবিরাজা শ্যেনপক্ষীকে নিজের মাংস প্রদান করায় পুণ্যবানদিগের লোকে যাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন ॥১০০॥

ব্রাহ্মণ! ধনই মানুষের পুণ্যজনক নহে; কিন্তু আপন শক্তিদ্বারা ন্যায্য-ভাবে অর্জিত ধনই সজ্জনের পুণ্যজনক এবং ন্যায্যভাবে অর্জিত ধনদ্বারা যেমন পুণ্য হয়, নানাবিধ যজ্ঞদ্বারাও সেরূপ পুণ্য হয় না ॥১০১॥

ক্রোধে দান করিলে সেই দান দানের ফল নষ্ট করে এবং লোভে দান করিলে, মানুষ তাহার ফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে না; কিন্তু তপস্বী ও ন্যায্যভাবে অর্জ্জয়িতা মানুষ দান করিয়া স্বর্গ লাভ করে ॥১০২॥

ব্রাহ্মণ! প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহুতর রাজসূয় কিংবা বহুতর অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াও মানুষ তোমার এই শক্তুদানফলের সমান ফল লাভ করিতে পারে না ॥১০৩॥

সর্ব্বেষাং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দিব্যং যানমুপস্থিতম্ ।
আরোহত যথাকামং ধর্ম্মোঽস্মি দ্বিজ ! পশ্য মাম্ ॥১০৫॥
তারিতো হি ত্বয়া দেহো লোকে কীর্ত্তিঃ স্থিরা চ তে ।
সভার্য্যঃ সহপুত্রেশ্চ সস্নুষশ্চ দিবং ব্রজ ॥১০৬॥
ইত্যুক্তবাক্যে ধর্ম্মে তু যানমারুহ্য স দ্বিজঃ ।
সদারঃ সসুতশ্চৈব সস্নুষশ্চ দিবং গতঃ ॥১০৭॥
তস্মিন্ বিপ্রে গতে স্বর্গং সসুতে সস্নুষে তদা ।
ভার্য্যাচতুর্থে ধর্ম্মজ্ঞে ততোঽহং নিঃসৃতো বিলাৎ ॥১০৮॥
ততস্তু শক্তুগন্ধেন ক্লেদেন সলিলস্য চ ।
দিব্যপুষ্পবিমর্দ্দাচ্চ সাধোর্দ্দানলবৈশ্চ তৈঃ ।
বিপ্রস্য তপসা তস্য শিরো মে কাঞ্চনীকৃতম্ ॥১০৯॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেষামিতি। বো যুষ্মাকম্, দিব্যং স্বর্গীয়ম্, যানং বিমানম্ ॥১০৫॥

তারিত ইতি। তারিতঃ সংসারক্লেশাৎ। স্নুষয়া পুত্রবধ্বা সহেতি সস্নুষঃ ॥১০৬॥

ইতীতি। ইতি ইত্থমুক্তং বাক্যং যেন তস্মিন্, যানং স্বর্গীয়বিমানম্ ॥১০৭॥

তস্মিন্নিতি। ভার্য্যা চতুর্থী যস্য তস্মিন্, অহং নকুলঃ, বিলাৎ গর্ত্তাৎ ॥১০৮॥

তত ইতি। সলিলস্য ধর্ম্মায় দত্তস্য জলস্য, ক্লেদেন কর্দ্দমেন। দিব্যানাং স্বর্গীয়াণাং পুষ্পাণাং বিমর্দ্দাৎ সংস্পর্শাৎ, সাধোর্ব্রাহ্মণস্য দানলবৈর্দত্তশক্তুকণৈঃ। কাঞ্চনীকৃতং স্বর্ণবর্ণীকৃতম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০৯॥

ব্রাহ্মণ! তুমি এই শক্তুদানের ফলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ; অতএব এখন যথাসুখে কামক্রোধবিহীন ব্রহ্মলোকে গমন কর ॥১০৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তোমাদের সকলের জন্যই স্বর্গীয় বিমান উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তোমরা ইচ্ছানুসারে আরোহণ কর, আর ব্রাহ্মণ! আমি ধর্ম্ম, আমাকে দেখ ॥১০৫॥

ব্রাহ্মণ! তুমি নিজের দেহটিকে সংসারের কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার কীর্ত্তিও জগতে চিরস্থায়িনী হইয়াছে। এখন তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গে গমন কর' ॥১০৬॥

ধর্ম্ম এইরূপ বাক্য বলিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ১০৭॥

ধর্ম্মজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গে গমন করিলে, তাহার পর আমি আমার গর্ত্ত হইতে নির্গত হইলাম ॥১০৮॥

তস্য সত্যাভিসন্ধস্য শক্তুদানেন চৈব হ।
শরীরার্দ্ধঞ্চ মে বিপ্রাঃ! শাতকুম্ভময়ং কৃতম্ ॥১১০॥
পশ্যতেমং সুবিপুলং তপসা তস্য ধীমতঃ।
কথমেবংবিধং স্যাদ্বৈ পার্শ্বমন্যদিতি দ্বিজাঃ! ॥১১১॥
তপোবনানি যজ্ঞাংশ্চ হৃষ্টোঽভ্যেমি পুনঃ পুনঃ।
যজ্ঞং ত্বহমিমং শ্রুত্বা কুরুরাজস্য ধীমতঃ।
আশয়া পরয়া প্রাপ্তো ন চাহং কাঞ্চনীকৃতঃ ॥১১২॥
ততো ময়োক্তং তদ্বাক্যং প্রহস্য ব্রাহ্মণর্ষভাঃ!।
শক্তুপ্রস্থেন যজ্ঞোঽয়ং সম্মিতো নেতি সর্ব্বথা ॥১১৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সত্যে অভিসন্ধা সর্ব্বদৈবাভিলাষো যস্য তস্য। শাতকুম্ভময়ং স্বর্ণময়ং তদ্-বর্ণম্ ॥১১০॥

পশ্যতেতি। ইমং পার্শ্বম্, সুবিপুলং বিস্তৃতম্। অন্যৎ অন্যথা ॥১১১॥

তপ ইতি। তপোবনানি যজ্ঞাংশ্চান্যেষাম্, অভ্যেমি পরীক্ষিতুং গচ্ছামি। আশয়া তাদৃশফলপ্রাপ্তিলোভেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১২॥

তত ইতি। কিং তদ্‌বাক্যমিত্যাহ শক্ত্বিতি। শক্তুপ্রস্থেন উঞ্ছবৃত্তিব্রাহ্মণস্য শক্তু-প্রস্থদানেন, সম্মিতস্তুল্যঃ ॥১১৩॥

তদনন্তর শক্তুর গন্ধ, জলজনিত কর্দ্দম, স্বর্গীয় পুষ্পের সংস্পর্শ, সাধুপ্রদত্ত সেই শক্তুর কণা এবং সেই ব্রাহ্মণের তপস্যার গুণে আমার মস্তক স্বর্ণবর্ণ হইয়া গেল ॥১০৯॥

ব্রাহ্মণগণ! সেই সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত শক্তুর সংস্পর্শে আমার দেহের অর্দ্ধও স্বর্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥১১০॥

ব্রাহ্মণগণ! আপনারা দেখুন, সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণের তপস্যার গুণে আমার এই বিস্তৃত পার্শ্বদেশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে; তাহা না হইলে আমার পার্শ্ব-দেশ এইরূপ হইবে কেন? ॥১১১॥

আমি তদবধি হৃষ্টচিত্তে অন্যান্য লোকের তপোবন ও যজ্ঞে বার বার যাইয়া থাকি; সুতরাং আমি ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞের বিষয় শুনিয়া গুরুতর আশায় আসিয়াছিলাম; কিন্তু এ যজ্ঞ আমার ত কোন অঙ্গই স্বর্ণবর্ণ করিল না! ॥১১২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! সেই জন্যই আমি হাস্য করিয়া সেই বাক্য বলিয়াছিলাম।

(১১০) শরীরার্দ্ধ মে বিপ্রাঃ!—বঙ্গ বর্দ্ধ।

শক্তুপ্রস্থলবৈস্তৈর্হি তদাহং কাঞ্চনীকৃতঃ।
নহি যজ্ঞো মহানেষ সদৃশস্তৈর্মতো মম ॥১১৪॥
ইত্যুক্ত্বা নকুলঃ সর্বান্ যজ্ঞে দ্বিজবরাংস্তদা।
জগামাদর্শনং তেষাং বিপ্রাস্তে চ যযুর্গৃহান্ ॥১১৫॥
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু সন্তোষঃ শীলমার্জ্জবম্।
তপো দমশ্চ সত্যঞ্চ প্রদানঞ্চেতি সম্মিতম্ ॥১১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে নকুলাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শক্ত্বিতি। শক্তুপ্রস্থস্য লবৈঃ কণৈঃ। তৈঃ শক্তুপ্রস্থলবৈঃ ॥১১৪॥

ইতীতি। যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধে। অদর্শনং দৃষ্টেরবিষয়ম্ ॥১১৫॥

অবস্থাবিশেষে স্বল্পদানস্যাপ্যুৎকর্ষমাহ অদ্রোহ ইতি। শীলং সৎস্বভাবঃ, আর্জ্জবং সরলতা। দম ইন্দ্রিয়দমনম্, প্রদানম্ অবস্থাবিশেষে প্রকৃষ্টং বিতরণম্, ইত্যেতৎ সর্ব্বং সম্মিতং তুল্যম্। যজ্ঞাড়ম্বরদর্শনেন তৎসম্পাদকানাং বিপ্রাণাং গর্ব্বচূর্ণনায় নকুলাখ্যানমিদমিতি প্রতীয়তে ॥১১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বাস্তবিকই এই যজ্ঞ সর্ব্বপ্রকারেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই শক্তুদানের তুল্য নহে ॥১১৩॥

কারণ, সেই শক্তুপ্রস্থের কণাগুলি তখন আমাকে স্বর্ণবর্ণ করিয়াছিল; কিন্তু এই যজ্ঞ তাহা করে নাই; সুতরাং এই বিশাল যজ্ঞ সেই শক্তুর সমান বলিয়া আমার মনে হইল না' ॥১১৪॥

সেই অশ্বমেধযজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিয়া নকুল সকলেরই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল এবং সেই ব্রাহ্মণরাও আপন আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১১৫॥

সর্ব্বভূতে দ্রোহ না করা, সর্ব্বদা সন্তোষ, সৎস্বভাব, সরলতা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য এবং অবস্থাবিশেষে স্বল্প দান—এই সমস্তই সমান' ॥১১৬॥

---

(১১৫) ইতঃ পরম্—বৈশম্পায়ন উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া পরপুরঞ্জয়!। যদাশ্চর্য্যমভূত্তত্র বাজিমেধে মহাক্রতৌ॥ ন বিস্ময়স্তে নৃপতে! যজ্ঞে কার্য্যঃ কথঞ্চন। ঋষিকোটিসহস্রাণি তপোভির্যে দিবং গতাঃ॥ ইতি শ্লোকদ্বয়মধিকং বঙ্গ বর্দ্ধ—নি।

* '...নবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ✱ঃ—

জনমেজয় উবাচ।

যজ্ঞে সক্তা নৃপতয়স্তপঃসক্তা মহর্ষয়ঃ।
শান্তিং ব্যবস্থিতা বিপ্রাঃ শমে দম ইতি প্রভো ! ॥১॥
তস্মাদ্‌যজ্ঞফলৈস্তুল্যং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।
ইতি মে বর্ত্ততে বুদ্ধিস্তথা চৈতদসংশয়ম্ ॥২॥
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা তু বহবো রাজানো দ্বিজসত্তম !।
ইহ কীর্ত্তিং পরাং প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গমপাপ্নুয়ুঃ ॥৩॥
দেবরাজঃ সহস্রাক্ষঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দেবরাজ্যং মহাতেজাঃ প্রাপ্তবানখিলং বিভুঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অনেনাধ্যায়েন পূর্ব্বাধ্যায়ে নকুলকৃতা যুধিষ্ঠিরাশ্বমেধস্য নিন্দা সমর্থিতা। যজ্ঞ ইতি। সক্তা ব্যাপৃতাঃ। শান্তিং নিরুপদ্রবতাম্, ব্যবস্থিতা আশ্রিতাঃ, শমে অন্তরিন্দ্রিয়দমনে, দমে বহিরিন্দ্রিয়দমনে চ বিপ্রা ব্যবস্থিতাঃ ॥১॥

তস্মাদিতি। তস্মাৎ তপঃপ্রভৃতীনাং কেবলপারত্রিকফলজননাৎ যজ্ঞস্য তু ঐহিক-পারত্রিকোভয়ফলসম্পাদনাৎ। তুল্যং ফলম্, তপস্যাদীনাং কস্যাপীতি শেষঃ ॥২॥

যজ্ঞৈরিতি। ইষ্ট্বা দেবান্ পূজয়িত্বা, ইহ লোকে, প্রেত্য পরলোকে চ ॥৩॥

দেবেতি। দেবানাং রাজ্যং রাজত্বম্, বিভুঃ প্রভাবশালী ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ! রাজারা যজ্ঞে ব্যাপৃত হন, মহর্ষিরা তপস্যায় আসক্ত থাকেন, আর ব্রাহ্মণেরা শান্তি অবলম্বন করিয়া অন্তরিন্দ্রিয় দমন এবং বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥১॥

অতএব এই জগতে যজ্ঞফলের সমান কোন কার্য্যের ফলই দেখা যায় না, ইহাই আমার ধারণা এবং এই ধারণা নিঃসন্দেহও বটে ॥২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! বহু রাজা যজ্ঞ করিয়া ইহলোকে উত্তম কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করেন ॥৩॥

প্রভাবশালী ও মহাতেজা সহস্রাক্ষ ইন্দ্র প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞদ্বারা সমস্ত দেবগণের রাজত্ব লাভ করিয়াছেন ॥৪॥

---

(৩)···রাজানো দ্বিজসত্তমাঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

যদা যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমার্জ্জুনপুরঃসরঃ।
সদৃশো দেবরাজেন সমৃদ্ধ্যা বিক্রমেণ চ ॥৫॥
অথ কস্মাৎ স নকুলো গর্হয়ামাস তং ক্রতুম্।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যজ্ঞস্য বিধিমগ্র্যং বৈ ফলং চাপি নরাধিপ!।
গদতঃ শৃণু মে রাজন্! যথাবদিহ ভারত! ॥৭॥
পুরা শক্রস্য যজতঃ সর্ব্ব ঊচুর্ম্মহর্ষয়ঃ।
ঋত্বিক্ষু কর্ম্মব্যগ্রেষু বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥৮॥
হূয়মানে তথা বহ্নৌ হোত্রে গুণসমন্বিতে।
দেবেষ্বাহূয়মানেষু স্থিতেষু পরমর্ষিষু ॥৯॥
সুপ্রতীতৈস্তথা বিপ্রৈঃ স্বাগমৈঃ সুস্বরৈর্নৃপ!।
অশ্রান্তৈশ্চাপি লঘুভিরধ্বর্য্যুবৃষভৈস্তথা ॥১০॥
আলম্ভসময়ে তস্মিন্ গৃহীতেষু পশুষ্বথ।
মহর্ষয়ো মহারাজ! বভূবুঃ কৃপয়ান্বিতাঃ ॥১১॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি। যদা যতঃ, ভীমার্জ্জুনৌ পুরঃসরৌ যস্য সঃ। এতেন বিক্রমে দেবরাজসাদৃশ্যং প্রতিপাদিতম্। অথেতি প্রশ্নে। পূর্ব্বং যদেত্যভিধানাদত্র তদেতি বোধ্যম্। নকুলঃ প্রাগধ্যায়োক্তঃ ॥৫—৬॥

যজ্ঞস্যেতি। অগ্র্যং প্রধানম্। গদতঃ কথয়তঃ ॥৭॥

পুরেতি। ঋত্বিক্ষু পুরোহিতেষু, কর্ম্মব্যগ্রেষু হোমাদিকার্য্যব্যাপৃতেষু, বিততে বাহুল্যং গতে ॥৮॥

হূয়েতি। হোতুরিদং হোত্রং হোমস্তস্মিন্, গুণসমন্বিতে উৎকর্ষযুক্তে। সুপ্রতীতৈর্বিখ্যাতৈঃ,

ভীমার্জ্জুনসমন্বিত রাজা যুধিষ্ঠির যখন সমৃদ্ধি ও বিক্রমে দেবরাজের সদৃশই ছিলেন, তখন সেই নকুল কেন মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল? ॥৫—৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ভরতনন্দন রাজা! আমি যথাযথভাবে এখন যজ্ঞের বিধি ও ফল বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৭॥

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন পুরোহিতেরা বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে এবং যজ্ঞ বিস্তৃত হইয়া উঠিলে, ঋষিরা সকলেই বলিয়াছিলেন—॥৮॥

ততো দীনান্ পশূন্ দৃষ্ট্বা ঋষয়স্তে তপোধনাঃ ।
ঊচুঃ শক্রং সমাগম্য নায়ং যজ্ঞবিধিঃ শুভঃ ॥১২॥
অপরিজ্ঞানমেতত্তে মহান্তং ধর্ম্মমিচ্ছতঃ ।
নহি যজ্ঞে পশুগণা বিধিদৃষ্টাঃ পুরন্দর ! ॥১৩॥
ধর্ম্মোপঘাতকস্ত্বেষ সমারম্ভস্তব প্রভো ! ।
নায়ং ধর্ম্মকৃতো যজ্ঞো ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ॥১৪॥
আগমেনৈব তে যজ্ঞং কুর্ব্বন্তু যদি চেচ্ছসি ।
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মস্তে সুমহান্ ভবেৎ ॥১৫॥
যজ বীজৈঃ সহস্রাক্ষ ! ত্রিবর্ষপরমোষিতৈঃ ।
এষ ধর্ম্মো মহান্ শক্র ! মহাগুণফলোদয়ঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স্বাগমৈঃ সুষ্ঠুভাবেন বেদপাঠৈঃ। অশ্রান্তৈরবিরতৈঃ, লঘুভিঃ সুন্দরৈঃ, অধ্বর্য্যুবৃষভৈর্যজুর্ব্বেদীয়-হোতৃশ্রেষ্ঠৈঃ। আলম্ভসময়ে পশুচ্ছেদনকালে ॥৯—১১॥

তত ইতি। দীনান্ আশঙ্কয়া কাতরীভূতান্। ন শুভঃ হিংসাযুক্তত্বাৎ ॥১২॥

অপরীতি। পশুগণা যজ্ঞে হন্তব্যতয়া নহি বিধিদৃষ্টাঃ ॥১৩॥

ধর্ম্মেতি। এষ পশুঘাতরূপঃ। ধর্ম্মায় কৃতো ধর্ম্মকৃতঃ ॥১৪॥

আগমেনেতি। আগমেন শাস্ত্রানুসারেণ, কুর্ব্বন্তু ঋষয় ইতি শেষঃ ॥১৫॥

'নরনাথ মহারাজ! অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকিলে, হোম উৎকর্ষযুক্ত হইতে লাগিলে, দেবগণ ও মহর্ষিগণ আহূত হইয়া উপস্থিত হইলে, সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা সুস্বরে বেদপাঠ করিতে লাগিলে, সুশিক্ষিত যজুর্ব্বেদীয় যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠেরা অবিরত কার্য্য করিতে থাকিলে, পশুচ্ছেদনের সময়ে পশুগণকে গ্রহণ করিলে, মহর্ষিরা পশুগণের উপরে দয়ালু হইলেন ॥৯—১১॥

তাহার পর তপোধন সেই ঋষিরা পশুগণকে কাতর দেখিয়া, ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া বলিলেন—'আপনার এই যজ্ঞ মঙ্গলজনক হইবে না ॥১২॥

দেবরাজ! আপনি গুরুতর ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা করেন বটে; কিন্তু আপনার এই বিষয়টী জানা নাই যে, যজ্ঞে পশুহত্যা শাস্ত্রে দেখা যায় না ॥১৩॥

দেবরাজ! আপনার এই উপক্রম ধর্ম্মনাশক এবং এই যজ্ঞ ধর্ম্মের জন্য করা হইতেছে না। কারণ, হিংসাকে ধর্ম্ম বলা হয় না ॥১৪॥

আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঋষিরা শাস্ত্রানুসারে আপনার যজ্ঞ করুন। শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ করিলে আপনার গুরুতর ধর্ম্ম হইবে ॥১৫॥

(১৬) যজ্ঞং বীজৈঃ সহস্রাক্ষ!—নি।

শতক্রতুস্তু তদ্বাক্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
উক্তং ন প্রতিজগ্রাহ মানান্মোহবশং গতঃ ॥১৭॥
তেষাং বিবাদঃ সুমহান্ শক্রযজ্ঞে তপস্বিনাম্।
জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈর্বাপি যষ্টব্যমিতি ভারত ! ॥১৮॥
তে তু খিন্না বিবাদেন ঋষয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা সন্ধায় শক্রেণ পপ্রচ্ছুর্নৃপতিং বসুম্ ॥১৯॥
ধর্ম্মসংশয়মাপন্নান্ সত্যং ব্রূহি মহামতে ! ।
মহাভাগ ! কথং যজ্ঞেষ্বাগমো নৃপসত্তম ! ।
যষ্টব্যং পশুভির্মুখ্যৈরথো বীজৈ রসৈরিতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞেতি। বীজৈর্ধান্যাদিভিঃ, ত্রিবর্ষপরমোষিতৈঃ পূর্ণং বৎসরত্রয়ং যাবৎ রক্ষিতৈঃ ॥১৬॥

শতেতি। তত্ত্বদর্শিভিঃ শাস্ত্রমর্ম্মাভিজ্ঞৈঃ। মানাৎ দেবরাজত্বেনাভিজ্ঞত্বগর্ব্বাৎ ॥১৭॥

তেষামিতি। জঙ্গমৈঃ পশুভিঃ, স্থাবরৈর্ধান্যাদিভিঃ। "অজেন যষ্টব্য"মিতি বিধৌ অজপদস্য ছাগপদতয়া পিষ্টতণ্ডুলপরতয়া চ নির্ণয়াদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ত ইতি। খিন্না পক্ষদ্বয়েঽপি সমানবাদিত্বাৎ দুঃখিতা। সন্ধায় সন্ধিং কৃত্বা, বসুম্ উপরিচরং নাম ॥১৯॥

ধর্ম্মেতি। কথং কীদৃশঃ, আগমঃ শাস্ত্রার্থঃ। বীজৈর্ধান্যাদিভিঃ, রসৈর্লতাদিনির্য্যাসৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র! আপনি তিন বৎসরের পুরাতন ধান্যদ্বারা যজ্ঞ করুন; এইরূপ যজ্ঞই গুরুতর ধর্ম্মজনক হইবে এবং আপনার বিশেষ উৎকর্ষ ও ফল উৎপাদন করিবে' ॥১৬॥

কিন্তু ইন্দ্র গর্ব্ববশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের সেই বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না ॥১৭॥

কারণ, ভরতনন্দন! ইন্দ্রের সেই যজ্ঞে উপস্থিত তপস্বিগণের মধ্যে এইরূপ গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, একপক্ষ বলিতেছিলেন—জঙ্গম-(পশু) দ্বারা যজ্ঞ করিবে, আর অপর পক্ষ বলিতেছিলেন—স্থাবর-(ধান্যাদি) দ্বারা যজ্ঞ করিবে ॥১৮॥

সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পরস্পর বিবাদনিবন্ধন দুঃখিত হইয়া সন্ধি করিয়া ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া চেদিরাজ উপরিচরবসুর নিকট সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥১৯॥

---

(১৭)···মানমোহবশং গতঃ—নি।

তচ্ছ্রুত্বা তু বসুস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্।
যথোপনীতৈর্যষ্টব্যমিতি প্রোবাচ পার্থিবঃ ॥২১॥
এবমুক্ত্বা স নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
উক্ত্বাথ বিতথং প্রশ্নং চেদীনামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥২২॥
তস্মান্ন বাচ্যং হ্যেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ে।
প্রজাপতিমপাহায় স্বয়ম্ভুবমৃতে প্রভুম্ ॥২৩॥
তেন দত্তানি দানানি পাপেনাশুদ্ধবুদ্ধিনা।
তানি সর্ব্বাণ্যনাদৃত্য নশ্যন্তি বিপুলান্যপি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। বলাবলং পশুবীজরসানাং যুক্তাযুক্তত্বম্। যথোপনীতৈর্যথাসম্ভবৈঃ ॥২১॥

এবমিতি। রসাতলং প্রবিবেশ অহিংসাবাদিনাম্ ঋষীণাং শাপাৎ। ইতি পূর্ব্বমুক্তং দ্রষ্টব্যম্। বিতথং মিথ্যা, প্রশ্নং প্রশ্নোত্তরম্ ॥২২॥

তস্মাদিতি। প্রজাপতিং ব্রহ্মাণম্ ঋতে বিনা, প্রভুং সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভাবশালিনম্ ॥২৩॥

তেনেতি। তেন দেবরাজেন। তানি অহিংসাবাদিনাং মতানি, নশ্যন্তি নিষ্ফলানি ভবন্তি স্ম ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞ ইতি। "যজ্ঞে সক্তা নৃপতয়ঃ" ইত্যধ্যায়ো হিংসামিশ্রস্বধর্ম্মস্য নিন্দার্থম্ ॥১—১৫॥ ত্রিবর্গপরমোষিতৈঃ পুরাণৈঃ ॥১৬—১৯॥ রসৈঃ পয়োঘৃতাদিভিঃ ॥২০—২১॥ বিতথং হিংস্রাহিংস্রয়োঃ ক্রমেণাতুল্যত্বাপাদনাদনৃতম্ ॥২২—৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

'মহামতি মহাভাগ রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি সত্য বলুন, যজ্ঞ বিষয়ে শাস্ত্রার্থ কিরূপ? পশু, উত্তম বীজ কিংবা রসদ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে?' ॥২০॥

উপরিচরবসু তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া, উভয়পক্ষের ন্যায্যত্ব ও অন্যায্যত্বের বিচার না করিয়া বলিলেন—'ঐ তিনের মধ্যে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাদ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে' ॥২১॥

প্রভাবশালী চেদিরাজ উপরিচরবসু এইরূপ বলিয়া অর্থাৎ মিথ্যা প্রশ্নোত্তর করিয়া অহিংসাবাদী ঋষিগণের শাপে পাতালে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

অতএব একমাত্র স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোন এক ব্যক্তি বহু শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও তাঁহার কোন সন্দেহস্থলে একতর বলা উচিত নহে ॥২৩॥

তস্যাধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য হিংসকস্য দুরাত্মনঃ।
দানেন কীর্ত্তির্ভবতি ন প্রেত্যেহ চ দুর্ম্মতেঃ ॥২৫॥
অন্যায়োপগতং দ্রব্যমভীক্ষ্ণং যো হ্যপণ্ডিতঃ।
ধর্ম্মাভিশঙ্কী যজতে ন স ধর্ম্মফলং লভেৎ ॥২৬॥
ধর্ম্মবৈতংসিকো যস্তু পাপাত্মা পুরুষাধমঃ।
দদাতি দানং বিপ্রেভ্যো লোকবিশ্বাসকারণম্ ॥২৭॥
পাপেন কর্ম্মণা বিপ্রো ধনং প্রাপ্য নিরঙ্কুশঃ।
রাগমোহান্বিতঃ সোঽন্তে কলুষাং গতিমশ্নুতে ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
অপি সঞ্চয়বুদ্ধির্হি লোভমোহবশং গতঃ।
যজ্ঞং করোতি ভূতানি পাপেনাশুদ্ধবুদ্ধিনা ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য কার্য্যকর্তৃমাত্রস্য। প্রেত্য পরলোকে ইহলোকে চ ফলং ন ভবতি ॥২৫॥

অন্যায়েতি। অন্যায়েন চৌর্য্যাদিনা উপগতং লব্ধম্, অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ। ধর্ম্মাভিশঙ্কী ধর্ম্মাভিসন্ধায়ী ॥২৬॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মবৈতংসিকো ধর্ম্মকপটঃ। নিরঙ্কুশো বাধারহিতঃ ॥২৭—২৮॥

অপীতি। সঞ্চয়ে ক্রমশো রক্ষণেন ধনবৃদ্ধৌ বুদ্ধির্যস্য সঃ। অশুদ্ধবুদ্ধিনা পাপেন ভৃত্যবর্গেণ ভূতানি পীড়য়ন্নিতি শেষঃ ॥২৯॥

অহিংসাকারী ঋষিগণের সমস্ত মত অগ্রাহ্য করিয়া অশুদ্ধবুদ্ধি ও পাপচিত্ত ইন্দ্রকর্তৃক কৃত প্রচুর দানগুলিও নিষ্ফল হইয়াছিল ॥২৪॥

হিংসাকারী, অধর্ম্মপ্রবৃত্ত, দুর্বুদ্ধি ও দুরাত্মা সেই কার্য্যকর্ত্তার দানে যশ হইতে পারে বটে; কিন্তু ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফল হয় না ॥২৫॥

যে মূর্খ বার বার অন্যায্যভাবে ধন লাভ করিয়া ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া সেই ধনদ্বারা যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারে না ॥২৬॥

যে পাপাত্মা পুরুষাধম ধর্ম্মের ছল করিয়া লোকের বিশ্বাসের জন্য ব্রাহ্মণগণকে দান করে, কিংবা যে ব্রাহ্মণ পাপকার্য্যদ্বারা ধন লাভ করিয়া রাগ ও মোহযুক্ত হইয়া অবাধে দান করিতে থাকে, সেই লোক বা সেই ব্রাহ্মণ অন্তিমকালে পাপের গতি ভোগ করে ॥২৭—২৮॥

এবং যে মানুষ পাপাত্মা ও কলুষিত চিত্ত ভৃত্যগণদ্বারা প্রাণিগণের পীড়ন করিতে থাকিয়া ধনসঞ্চয়াভিলাষী ও লোভমোহবশীভূত হইয়া যজ্ঞ করে, তাহারও অন্তিমকালে দুর্গতি হইয়া থাকে ॥২৯॥

---

(২৯)...উদ্বেজয়তি ভূতানি—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

এবং লব্ধ্বা ধনং মোহাদ্‌যো হি দদ্যাদ্‌যজেত বা।
ন তস্য স ফলং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে পাপধনাগমাৎ ॥৩০॥
উঞ্ছং মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ।
দানং বিভবতো দত্ত্বা নরাঃ স্বর্যান্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥৩১॥
এষ ধর্ম্মো মহাযোগো দানং ভূতদয়া তথা।
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতৎ সনাতনম্ ॥৩২॥
শ্রূয়ন্তে হি পুরাবৃত্তা বিশ্বামিত্রাদয়ো নৃপাঃ।
বিশ্বামিত্রোঽসিতশ্চৈব জনকশ্চ মহীপতিঃ।
কক্ষসেনার্ষ্টিষেণৌ চ সিন্ধুদ্বীপশ্চ পার্থিবঃ ॥৩৩॥
এতে চান্যে চ বহবঃ সিদ্ধিং পরমিকাং গতাঃ।
নৃপাঃ সত্যৈশ্চ দানৈশ্চ ন্যায়লব্ধৈস্তপোধনাঃ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। তস্য দানস্য যজ্ঞস্য বা। প্রেত্য পরলোকে ফলং ন ভুঙ্‌ক্তে ॥৩০॥

উঞ্ছমিতি। উঞ্ছং স্বামিনা পরিত্যাগাৎ পরং গৃহীতম্, উদপাত্রং জলপাত্রম্। বিভবতঃ সম্পদনুসারেণ ॥৩১॥

এষ ইতি। এষ উচ্যমানো ধর্ম্মঃ, মহান্ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, ভূতেষু প্রাণিষু দয়া। অনুক্রোশস্তরুলতাদিষপি দয়া। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। এতৎ মহাযোগাদিকম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

শ্রূয়ন্ত ইতি। পুরাবৃত্তা পূর্ব্বকালে স্থিতাঃ। অথ কে ত ইত্যাহ বিশ্বেতি। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ। পরমিকামুত্তমাম্ ॥৩৩—৩৪॥

আর যে লোক মোহবশতঃ অন্যায্যভাবে ধন লাভ করিয়া দান বা যজ্ঞ করে, পাপকার্য্যদ্বারা ধন লাভ করায় সেই লোকও পরলোকে যাইয়া সেই দান বা যজ্ঞের ফলভোগ করে না ॥৩০॥

ধার্ম্মিক ও তপস্বী মানুষেরা উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা ফল, মূল, শাক ও জলপাত্র সংগ্রহপূর্ব্বক সম্পদনুসারে দান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন ॥৩১॥

বিশুদ্ধ যোগ, দান, প্রাণিগণের উপরে এবং তরুলতাপ্রভৃতি বিষয়ে দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা—এইগুলি ধর্ম্ম; অর্থাৎ এইগুলি সনাতন ধর্ম্মের সনাতন কারণ ॥৩২॥

আমরা শুনিতে পাই—পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি রাজারা ছিলেন অর্থাৎ বিশ্বামিত্র, অসিত, জনকরাজা, কক্ষসেন, আর্ষ্টিষেণ ও সিন্ধুদ্বীপরাজা—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যে চাশ্রিতাস্তপঃ।
দানধর্ম্মাগ্নিনা শুদ্ধাস্তে স্বর্গং যান্তি ভারত! ॥৩৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে হিংসামিশ্রধর্ম্মনিন্দায়াং চতুর্দ্দশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥০॥ *

—০—

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।
ধর্ম্মাগতেন ত্যাগেন ভগবন্! সর্ব্বমস্তি চেৎ।
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব কুশলো হ্যসি ভাষিতুম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণা ইতি। দানধর্ম্ম এবাগ্নিস্তেন। শুদ্ধা দগ্ধকল্মষাঃ ॥৩৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মাগতেন ন্যায়লব্ধেন ধনেন যস্ত্যাগো দানং তেন, সর্ব্বং ফলম্ ॥১॥

ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুতর রাজা তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিয়া সত্য ও ন্যায়লব্ধ ধনদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৩—৩৪॥

ভরতনন্দন! যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—তপস্যা অবলম্বন করিয়া দানধর্ম্মরূপ অগ্নিদ্বারা পাপ দগ্ধ করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥৩৫॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—'ভগবন্! ন্যায়লব্ধ ধনদানেই যদি সর্ব্বপ্রকার ফল হয়, তাহা হইলে এই সকল বিষয় আপনি আমার নিকট বলুন। আপনি ত বলিতে নিপুণ ॥১॥

* '...একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

তস্যোঞ্ছবৃত্তের্যদ্‌বৃত্তং শক্তুদানে ফলং মহৎ।
কথিতস্ত মম ব্রহ্মন্‌! তথ্যমেতদশংসয়ম্‌ ॥২॥
কথং হি সর্ব্বযজ্ঞেষু নিশ্চয়ঃ পরমো ভবেৎ।
এতদর্হসি মে বক্তুং নিখিলেন দ্বিজর্ষভ! ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌।
অগস্ত্যস্য মহাযজ্ঞে পুরাবৃত্তমরিন্দম! ॥৪॥
পুরাগস্ত্যো মহাতেজা দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্‌।
প্রবিবেশ মহারাজ! সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥৫॥
তত্রাগ্নিকল্পা হোতার আসন্‌ সত্রে মহাত্মনঃ।
মূলাহারাঃ ফলাহারাশ্চাশ্মকুট্টা মরীচিপাঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। উঞ্ছবৃত্তের্ব্রাহ্মণস্য, বৃত্তং জাতম্‌। তথ্যং সত্যম্‌ ॥২॥

কথমিতি। পরমো নিশ্চয়ঃ ফললাভস্য। নিখিলেন প্রকারেণ ॥৩॥

অত্রেতি। পুরা পূর্ব্বকালে, বৃত্তং জাতম্‌ ॥৪॥

পুরেতি। দীক্ষামারম্ভম্‌, দ্বাদশবার্ষিকীং দ্বাদশবর্ষব্যাপি যজ্ঞসম্বন্ধিনম্‌। প্রবিবেশ চকার ॥৫॥

তত্রেতি। সত্রে যজ্ঞে। অশ্মকুট্টা পাষাণপেষণনিষ্পাদিততণ্ডুলান্নভোজিনঃ, মরীচিপাঃ সূর্য্যকিরণমাত্রপায়িনঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ধর্ম্মেতি। "ধর্ম্মাগতে"নেত্যধ্যায়ঃ সর্ব্বসাধনহীনা অপি মহান্তো যজ্ঞং নির্ব্বর্ত্তয়ন্ত্যেবেতি বক্তুমারভ্যতে ॥১—৫॥ মরীচিপাশ্চন্দ্রমরীচিপানমাত্রতৃপ্তাঃ ॥৬॥ পরিপূষ্টং চেদেব গৃহ্নন্তি নান্যথা তে

ব্রাহ্মণ! আপনি সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুদানে যে মহাফল হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট বলিলেন, তাহা সত্য, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সমস্ত যজ্ঞে কি প্রকারে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়, ইহা আপনি আমার নিকটে সর্ব্বপ্রকারে বলিতে পারেন' ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শত্রুদমন রাজা! পূর্ব্বকালে মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞে যাহা ঘটিয়াছিল, এই বিষয়েও পণ্ডিতেরা সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিয়া থাকেন ॥৪॥

মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাতেজা ও সকল প্রাণীর হিতে নিরত মহর্ষি অগস্ত্য এক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেন ॥৫॥

পরিপৃষ্টিকা বৈঘসিকাঃ প্রসংখ্যানাস্তথৈব চ।
যতয়ো ভিক্ষবশ্চাত্র বভূবুঃ পর্য্যবস্থিতাঃ ॥৭॥
সর্বে প্রত্যক্ষধর্ম্মাণো জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দমে স্থিতাশ্চ সর্বে তে হিংসাদম্ভবিবর্জিতাঃ ॥৮॥
বৃত্তে শুদ্ধে স্থিতা নিত্যমিন্দ্রিয়ৈশ্চাপ্যবাধিতাঃ।
উপাতিষ্ঠন্ত তং যজ্ঞং যজন্তস্তে মহর্ষয়ঃ ॥৯॥
যথাশক্ত্যা ভগবতা তদন্নং সমুপার্জ্জিতম্।
তস্মিন্ সত্রে তু যদ্‌বৃত্তং যদ্‌যোগ্যঞ্চ তদাহভবৎ।
তথা হ্যনেকৈর্ম্মু নিভির্মহান্তঃ ক্রতবঃ কৃতাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি। ভবতে দদানীতি পরিপৃষ্টেন প্রশ্নেন দত্তং গৃহ্নন্তীতি পরিপৃষ্টিকাঃ, বৈঘসিকা যজ্ঞশেষমাত্রভোজিনঃ। প্রসংখ্যানা গণনয়া দত্তগ্রাহিণঃ। যতয়ো জিতেন্দ্রিয়াঃ। অত্র প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৭॥

সর্ব্ব ইতি। যোগবলাৎ প্রত্যক্ষো ধর্ম্মো যেষাং তে। দমে চিত্তদমনে ॥৮॥

বৃত্ত ইতি। বৃত্তে জীবিকানির্ব্বাহোপায়ে, অবাধিতা রূপাদ্যাকর্ষণাভাবাদপীড়িতাঃ ॥৯॥

যথেতি। ভগবতা অগস্ত্যেন, তস্য মুনিগণস্যান্নম্। সত্রে যজ্ঞে, বৃত্তং ন্যায্যম্, তৎসংগৃহীতমভবৎ। তৃতীয়ার্দ্ধেন তেষামভিজ্ঞত্বাতিশয়ঃ সূচিতঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥

মহাত্মা অগস্ত্যের সেই যজ্ঞে ফলাহারী, মূলাহারী, পাষাণচূর্ণিত তণ্ডুলান্নভোজী ও সূর্য্যকিরণপায়ী অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণেরা হোতা ছিলেন ॥৬॥

আর অযাচিতগ্রাহী, যজ্ঞশেষভোজী ও গণিতমাত্রগ্রাহী জিতেন্দ্রিয়গণ এবং সন্ন্যাসিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন ॥৭॥

যোগবলে তাঁহাদের সকলেরই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইত, সকলেই ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছিলেন, চিত্তদমনে নিরত থাকিতেন এবং সকলেই হিংসা ও কপটতাশূন্য ছিলেন ॥৮॥

বিশুদ্ধ বৃত্তিতে থাকিতেন এবং ইন্দ্রিয়গণ কোন সময়েই তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত না। এইরূপ সেই মহর্ষিরা সেই যজ্ঞ করিতে থাকিয়া অগস্ত্যভবনে উপস্থিত ছিলেন ॥৯॥

ভগবান্ অগস্ত্যও শক্তি অনুসারে সেই যাজ্ঞিক মুনিগণের অন্ন সংগ্রহ করিতেন। এইভাবে সেই যজ্ঞে যাহা ন্যায্য এবং যাহা যোগ্য সেই সমস্ত দ্রব্যই সংগৃহীত হইত। আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেক মুনিই পূর্ব্বেও বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

এবংবিধে হ্যগস্ত্যস্য বর্ত্তমানে তথাধ্বরে।
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষস্তদা ভরতসত্তম ! ॥১১॥
ততঃ কর্ম্মান্তরে রাজন্ ! অগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ।
কথেয়মভিনির্ব্বৃত্তা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১২॥
অগস্ত্যো যজমানোঽসৌ দদাত্যন্নং বিমৎসরঃ।
ন চ বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ কথমন্নং ভবিষ্যতি ॥১৩॥
সত্রং চেদং মহদ্বিপ্রাঃ ! মুনের্দ্বাদশবার্ষিকম্।
ন বর্ষিষ্যতি দেবশ্চ বর্ষাণ্যেতানি দ্বাদশ ॥১৪॥
এতদ্ভবন্তঃ সঞ্চিন্ত্য মহর্ষেরস্য ধীগতঃ।
অগস্ত্যস্যাতিতপসঃ কর্ত্তুমর্হন্ত্যনুগ্রহম্ ॥১৫॥
ইত্যেবমুক্তে বচনে ততোঽগস্ত্যঃ প্রতাপবান্।
প্রোবাচ বাক্যং স তদা প্রসাদ্য শিরসা মুনীন্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। তথাধ্বরে তাদৃশযজ্ঞে। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥১১॥

তত ইতি। কর্ম্মান্তরে যজ্ঞকর্ম্মমধ্যে। কথা আলোচনা, অভিনির্ব্বৃত্তা পরস্পরং জাতা ॥১২॥

অগস্ত্য ইতি। বিমৎসরো বিদ্বেষশূন্যঃ। পর্জ্জন্যো মেঘঃ। অন্নাভাবে খস্মাকং ভোজনং ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

সত্রমিতি। দ্বাদশবার্ষিকং দ্বাদশবর্ষব্যাপকম্। দেব ইন্দ্রঃ ॥১৪॥

এতদিতি। অনুগ্রহং কর্ত্তুমর্হন্তি অন্নত্রভোজনসম্পাদনাৎ ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অগস্ত্যের সেইরূপ যজ্ঞ এইভাবে চলিতে লাগিলে, তখন ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিলেন না ॥১১॥

রাজা ! তাহার পর মহাত্মা অগস্ত্যের যজ্ঞকর্ম্মমধ্যে শুদ্ধচিত্ত মুনিগণের পরস্পর এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল ॥১২॥

'এই অগস্ত্য যজ্ঞ করিতে থাকিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে আমাদিগকে অন্নদান করিতেছেন, অথচ মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে না, এ অবস্থায় কি প্রকারে আমাদের অন্ন হইবে ? ॥১৩॥

ব্রাহ্মণগণ ! অগস্ত্যমুনির এই যজ্ঞও বিশাল এবং দ্বাদশবর্ষব্যাপী ; অথচ (আমাদের মনে হয়) এই দ্বাদশ বৎসরই ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিবেন না ॥১৪॥

ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা এই বিষয় চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ও মহাতপা এই মহর্ষি অগস্ত্যের উপরে অনুগ্রহ করিতে পারেন' ॥১৫॥

যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ।
চিন্তাযজ্ঞং করিষ্যামি বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১৭॥
যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ।
স্পর্শযজ্ঞং করিষ্যামি বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১৮॥
যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ।
ধ্যেয়াত্মনাহরিষ্যামি যজ্ঞানেতান্ যতব্রতঃ ॥১৯॥
বীজযজ্ঞো ময়ায়ং বৈ বহুবর্ষসমাচিতঃ।
বীজৈর্হিতং করিষ্যামি নাত্র বিঘ্নো ভবিষ্যতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। প্রসাদ্য যথা স্বগৃহে ভোজনং বিহায় স্থানান্তরে ভোজনং ন কুর্ব্বন্তীত্যর্থে প্রসন্নীকৃত্য ॥১৬॥

যদীতি। বাসব ইন্দ্রঃ। চিন্তাযজ্ঞং মানসপূজাবন্মানসযজ্ঞম্। তদা চ ভবতামত্রোপস্থিতি-র্নাবশ্যকীতি ভাবঃ ॥১৭॥

যদীতি। স্পর্শযজ্ঞং যজ্ঞকর্ম্মণীব স্রুক্‌স্রুবাদিস্পর্শমাত্রং যজ্ঞম্ ॥১৮॥

যদীতি। ধ্যেয়াত্মনা ধ্যানরূপেণ, আহরিষ্যামি করিষ্যামি ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিপৃষ্টিকাঃ। পাঠান্তরে পরিপৃচ্ছিকা অপি ত এব। প্রসংখ্যানাস্তৎকালমাত্রসংগ্রহাঃ। অপ্রক্ষালা ইতি পাঠে শেষহীনাঃ ॥৭—১৬॥ চিন্তাযজ্ঞং মানসং সঙ্কল্পমাত্রেণৈব দেবানৃষীংশ্চ তর্পয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥১৭॥ স্পর্শযজ্ঞম্ উপাহৃতদ্রব্যস্য ব্যয়মকৃত্বা তৎস্পর্শেনৈব তাংস্তর্পয়িষ্যামি। এবং দৃষ্টিযজ্ঞেঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥১৮॥ সিদ্ধদ্রব্যাভাবে ধ্যানমাত্রেণ দ্রব্যাণ্যাহরিষ্যামীত্যাহ—ধ্যেয়েতি। পাঠান্তরে ব্যায়ামেন শরীরক্লেশেন। ধ্যেয়াত্মনেত্যস্য প্রপঞ্চোঽপবেত্যাদিঃ ॥১৯--৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

সেই মহর্ষিরা এইরূপ বাক্য বলিলে, তাহার পর প্রতাপশালী সেই অগস্ত্য মস্তকদ্বারা সেই মুনিগণকে প্রসন্ন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

'যদি ইন্দ্র বার বৎসর যাবৎ বর্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি মানসিক যজ্ঞ করিব, বেদে এইরূপ সনাতন বিধি আছে ॥১৭॥

যদি ইন্দ্র বার বৎসর যাবৎ বর্ষা না করেন, তবে আমি যজ্ঞোপকরণ স্পর্শরূপ যজ্ঞ করিব, এইরূপও বেদে সনাতন বিধি রহিয়াছে ॥১৮॥

যদি ইন্দ্র বার বৎসর যাবৎ বর্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি ধ্যানদ্বারা এই সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥১৯॥

নেদং শক্যং বৃথা কর্তুং মম সত্রং কথঞ্চন।
বর্ষিষ্যতীহ বা দেবো ন বা বর্ষং ভবিষ্যতি ॥২১॥
অথবাভ্যর্থনামিন্দ্রো ন করিষ্যতি কামতঃ।
স্বয়মিন্দ্রো ভবিষ্যামি জীবয়িষ্যামি চ প্রজাঃ ॥২২॥
যো যদাহারজাতশ্চ স তথৈব ভবিষ্যতি।
বিশেষঞ্চৈব কর্ত্তাস্মি পুনঃ পুনরতীব হি ॥২৩॥
অদ্যেহ স্বর্ণমভ্যেতু যচ্চান্যদ্বসু কিঞ্চন।
ত্রিষু লোকেষু যচ্চাস্তি তদিহাগম্যতাং স্বয়ম্ ॥২৪॥
দিব্যাশ্চাপ্সরসাং সঙ্ঘা গন্ধর্ব্বাশ্চ সকিন্নরাঃ।
বিশ্বাবসুশ্চ যে চান্যে তেঽপ্যুপাসন্তু মে মখম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বীজৈতি। বীজযজ্ঞো ধান্যাদিসম্পাদ্যং সত্রম্, বহুবর্ষসমাচিতো দ্বাদশবর্ষব্যাপিত্বেনারব্ধঃ। বীজৈর্হি ধান্যাদিভিরেব ॥২০॥

নেতি। বৃথা কর্ত্তুং বারিবর্ষণাভাবাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

অথবেতি। অভ্যর্থনাং মদীয়প্রার্থনাম্, ন করিষ্যতি ন পূরয়িষ্যতি ॥২২॥

য ইতি। যো যাদৃশ আহারো যস্য স চাসৌ জাতশ্চেতি সঃ। বিশেষং স্নানপানাদিকার্য্য-সম্পাদনম্, কর্ত্তাস্মি করিষ্যামি ॥২৩॥

অদ্যেতি। বসু ধনম্। আগম্যতাম্ আগচ্ছতু ॥২৪॥

দিব্যা ইতি। উপাসন্তু উপাসতাং সেবন্তাম্, মখং যজ্ঞম্ ॥২৫॥

আমি ধান্যাদি বীজদ্বারা বহু বর্ষব্যাপিরূপে এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি; সুতরাং বীজদ্বারাই তাহা করিব, ইহাতে কোন বিঘ্ন হইবে না ॥২০॥

কেহই কোন প্রকারে আমার এই যজ্ঞকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তার পর, ইন্দ্র বর্ষা করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন ॥২১॥

অথবা ইন্দ্র যদি ইচ্ছানুসারে আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আমি নিজেই ইন্দ্র হইব এবং সমস্ত লোককে বাঁচাইব ॥২১॥

যে প্রাণী যাদৃশ দ্রব্যভোজী হইয়া জন্মিয়াছে, সে সেইরূপই হইবে। আমি বার বার পূর্ণমাত্রায় বিশেষ কার্য্য সকল করিব ॥২৩॥

আজ আমার এই যজ্ঞে স্বর্ণ উপস্থিত হউক, অন্য যে কিছু ধন আছে, তাহাও আগমন করুক এবং ত্রিভুবনে যাহা আছে, তাহাও নিজেই আসুক ॥২৪॥

স্বর্গীয় অপ্সরাগণ, কিন্নরগণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ, বিশ্বাবসু এবং অন্য যে সকল আমোদকারী আছে, তাহারাও আসিয়া আমার যজ্ঞের সেবা করুক ॥২৫॥

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ যৎ কিঞ্চিদ্বসু বিদ্যতে।
সর্ব্বং তদিহ যজ্ঞেষু স্বয়মেবোপতিষ্ঠতু।
স্বর্গঃ স্বর্গসদশ্চৈব ধর্ম্মশ্চ স্বয়মেব তু ॥২৬॥
ইত্যুক্তে সর্ব্বমেবৈতদভবত্তপসা মুনেঃ।
তস্য দীপ্তাগ্নিমহসস্ত্বগস্ত্যস্যাতিতেজসঃ ॥২৭॥
ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টা দদৃশুস্তপসো বলম্।
বিস্মিতা বচনং প্রাহুরিদং সর্ব্বে মহার্থবৎ ॥২৮॥
ঋষয় ঊচুঃ। *
প্রীতাঃ স্ম তব বাক্যেন ন ত্বিচ্ছামস্তপোবনম্।
তৈরেব যজ্ঞৈস্তুষ্টাঃ স্ম ন্যায়েনেচ্ছামহে বয়ম্ ॥২৯॥
যজ্ঞং দীক্ষাং তথা হোমান্ যচ্চান্যন্মৃগয়ামহে।
ন্যায়েনোপার্জ্জিতাহারাঃ স্বকর্ম্মাভিরতা বয়ম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

উত্তরেভ্য ইতি। উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্য উত্তরকুরুদেশাৎ, বসু ধনম্। স্বর্গসদঃ স্বর্গবাসিনঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

ইতীতি। অভবৎ উপস্থিতমিতি শেষঃ। দীপ্তস্য উজ্জ্বলস্য অগ্নেরিব মহস্তেজো যস্য তস্য ॥২৭॥

তত ইতি। মহার্থবৎ বিশেষাভিধেয়যুক্তম্ ॥২৮॥

প্রীতা ইতি। তপোবনং স্বমাশ্রমং গন্তুমিতি শেষঃ। তৈর্মানসযজ্ঞাদিভিঃ, ইচ্ছামহে তাদৃশানেব যজ্ঞান্ কর্ত্তুমিচ্ছামঃ ॥২৯॥

উত্তরকুরুদেশে যে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই এই যজ্ঞে নিজে নিজে উপস্থিত হউক এবং স্বর্গ, স্বর্গবাসিগণ ও ধর্ম্ম নিজে নিজে আসিয়াই যজ্ঞের সেবা করুন' ॥২৬॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও অত্যন্ত তেজস্বী সেই অগস্ত্যমুনির তপোবলে এই সমস্তই উপস্থিত হইল ॥২৭॥

তাহার পর সেই মুনিরা সকলে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া তপস্যার শক্তি দেখিলেন এবং বিশেষার্থযুক্ত এই বাক্য বলিলেন ॥২৮॥

ঋষিগণ বলিলেন—'মহর্ষি! আমরা আপনার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলাম। এখন আমরা আর আপন আপন তপোবনে যাইতে ইচ্ছা করি না। আপনার সেই সকল মানসিক যজ্ঞপ্রভৃতিদ্বারাই সন্তুষ্ট হইব এবং ন্যায় অনুসারে সেইরূপ যজ্ঞই করিতে ইচ্ছা করিব ॥২৯॥

---

* এষ পাঠঃ নি নাস্তি। (২৯)…ন ত্বিচ্ছামস্তপোঽব্যয়ম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

বেদাংশ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ ন্যায়তঃ প্রার্থয়ামহে ।
ন্যায়েনোত্তরকালঞ্চ গৃহেভ্যো নিঃসৃতা বয়ম্ ॥৩১॥
ধর্ম্মদৃষ্টৈর্বিধিদ্বারৈস্তপস্তপ্স্যামহে বয়ম্ ।
ভবতঃ সম্যগিষ্টা তু বুদ্ধির্হিংসাবিবর্জ্জিতা ॥৩২॥
এতামহিংসাং যজ্ঞেষু ব্রুয়াস্ত্বং সততং প্রভো ! ।
প্রীতাস্ততো ভবিষ্যামো বয়ন্তু দ্বিজসত্তম ! ।
বিসর্জ্জিতাঃ সমাপ্তৌ চ সত্রাদস্মাদ্ব্রজামহে ॥৩৩॥
তথা কথয়তাং তেষাং দেবরাজঃ পুরন্দরঃ ।
ববর্ষ সুমহাতেজা দৃষ্ট্বা তস্য তপোবলম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞমিতি । যজ্ঞং স্বল্পকালীনং সত্রম্, দীক্ষাং বহুকালীনযজ্ঞারম্ভম্, মৃগয়ামহে কর্ত্তুমন্বিষ্যামঃ ॥৩০॥

বেদানিতি । বেদান্ অধিগন্তুমিতি শেষঃ । গৃহেভ্যো নিঃসৃতা পরিব্রাজকাভূতাঃ ॥৩১॥

ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু দৃষ্টৈঃ প্রকারৈঃ, বিধয় এব দ্বারাণি তৈঃ ॥৩২॥

এতামিতি । ব্রুয়া যজমানমাত্রেষু । সমাপ্তৌ অস্যৈব সত্রস্য, ব্রজামহে যথেষ্টং ব্রজামঃ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

তথেতি । ববর্ষ মেঘবারিবর্ষণং চকার, তস্য অগস্ত্যস্য ॥৩৪॥

আমরা ন্যায় অনুসারে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এবং আপন আপন কার্য্যে নিরত থাকিয়া, অল্প কালের যজ্ঞ, বহুকাল সাধ্য যজ্ঞারম্ভ, হোম এবং অন্য যাহা কিছু সৎকার্য্য ইচ্ছা করি, তাহা করিতে থাকিব ॥৩০॥

আমরা ন্যায় অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদার্থজ্ঞান প্রার্থনা করি । সেই জন্যই আমরা পরবর্ত্তী কালে আপন আপন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যাইব ॥৩১॥

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তপস্যা করিব। আপনি কিন্তু হিংসাবিহীন বুদ্ধি যে অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন কার্য্যই করিয়াছেন ॥৩২॥

প্রভাবশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্ব্বদাই সকল যজমানের যজ্ঞে এই অহিংসার উপদেশ দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে, পরে আপনি বিদায় দিলে আমরা এই যজ্ঞ হইতে অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাইব' ।৩৩॥

তাঁহারা সেইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাতেজা দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবল দেখিয়া বারি বর্ষণ করিলেন ॥৩৪॥

আসমাপ্তেশ্চ যজ্ঞস্য তস্যামিতপরাক্রমঃ।
নিকামবর্ষী পর্জ্জন্যো বভূব জনমেজয় ! ॥৩৫॥
প্রসাদয়ামাস চ তমগস্ত্যং ত্রিদশেশ্বরঃ।
স্বয়মভ্যেত্য রাজর্ষে ! পুরস্কৃত্য বৃহস্পতিম্ ॥৩৬॥
ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তান্ বিসসর্জ্জ মহামুনীন্।
অগস্ত্যঃ পরমপ্রীতঃ পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥৩৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে অগস্ত্যস্য অহিংসাযজ্ঞে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।
কোঽসৌ নকুলরূপেণ শিরসা কাঞ্চনেন বৈ।
প্রাহ মানুষবদ্বাচমেতৎ পৃষ্টো বদস্ব মে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আসমাপ্তেরিতি। পর্জ্জন্যো মেঘদেবতাপুরন্দরঃ, নিকামবর্ষী প্রচুরবৃষ্টিকারী ॥৩৫॥
প্রসাদেতি। ত্রিদশেশ্বরো দেবরাজঃ, পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য ॥৩৬॥
তত ইতি। পূজয়িত্বা সম্ভাষণদক্ষিণাদানাদিনা সম্মান্য ॥৩৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং জনমেজয় ! অমিতপরাক্রমশালী মেঘের দেবতা ইন্দ্র অগস্ত্যের যজ্ঞ সমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রচুর বর্ষা করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

আর রাজর্ষি ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নিজেই আসিয়া সেই অগস্ত্যকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

তাহার পর যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে অগস্ত্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যথাবিধানে সম্মান করিয়া সেই মহর্ষিগণকে বিদায় করিলেন ॥৩৭॥

---

* অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি বঙ্গ বৰ্দ্ধ, '…চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতৎ পূর্ব্বং ন পৃষ্টোঽহং ন চাস্মাভিঃ প্রভাষিতম্।
শ্রূয়তাং নকুলো যোঽসৌ যথা বাক্ তস্য মানুষী ॥২॥
শ্রাদ্ধং সঙ্কল্পয়ামাস জমদগ্নিঃ পুরা কিল।
হোমধেনুস্তমাগাচ্চ স্বয়মেব দুদোহ তাম্ ॥৩॥
তৎ পয়ঃ স্থাপয়ামাস নবে ভাণ্ড দৃঢ়ে শুচৌ।
ক্রোধো নকুলরূপেণ পিঠরং পর্য্যকর্ষয়ৎ ॥৪॥
জিজ্ঞাসুস্তমৃষিশ্রেষ্ঠং কিং কুর্য্যাদ্বিপ্রিয়ে কৃতে।
ইতি সঞ্চিন্ত্য দুর্ম্মেধা ধর্ষয়ামাস তৎ পয়ঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি। নকুলরূপেণ কাঞ্চনেন স্বর্ণবর্ণেন, শিরসা চ বিশিষ্টঃ ॥১॥

এতদিতি। ন পৃষ্টো ভবতা, অতএবাস্মাভির্ন প্রভাষিতমুক্তম্ ॥২॥

শ্রাদ্ধমিতি। সঙ্কল্পয়ামাস কর্ত্তুমিয়েষ ॥৩॥

তদিতি। তস্য হোমধেনোঃ পয়ো দুগ্ধম্। পিঠরং দুগ্ধপাত্রম্ ॥৪॥

জিজ্ঞাসুরিতি। জিজ্ঞাসুর্জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ, বিপ্রিয়ে অপ্রিয়ে কার্য্যে কৃতে, স ঋষিঃ কিং কুর্য্যাৎ। দুর্ম্মেধা দুর্বুদ্ধিঃ, ধর্ষয়ামাস বলেন জগ্রাহ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! স্বর্ণবর্ণ মস্তক ও নকুলরূপী ঐ কোন্ ব্যক্তি মানুষের ন্যায় বাক্য বলিয়াছিল, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন' ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! ইহা তুমিও পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা কর নাই, আমিও বলি নাই। এখন ঐ নকুল যে এবং যেভাবে মানুষের ন্যায় তাহার বাক্য হইয়াছিল, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥২॥

পূর্ব্বকালে মহর্ষি জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হোমধেনু তাঁহার নিকট আসিয়াছিল এবং নিজেই তিনি তাহাকে দোহন করিয়াছিলেন ॥৩॥

তখন জমদগ্নি সেই দুগ্ধ নূতন, দৃঢ় ও পবিত্র একটী ভাণ্ডে রাখিলেন। সেই সময়ে ক্রোধ নকুলরূপে আসিয়া সেই পাত্র আকর্ষণ করিল ॥৪॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিলে তিনি কি করেন, ইহা ভাবিয়া দুর্বুদ্ধি নকুল সেই দুগ্ধ হরণ করিল ॥৫॥

---

(৪) তচ্চ ক্রোধস্বরূপেণ পিঠরং ধর্ম্ম আবিশৎ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

(৫)…ইতি সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মঃ স—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

তথাজ্ঞায় মুনিঃ ক্রোধং নৈবাস্য স চুকোপ হ ।
স তু ক্রোধস্ততো রাজন্! ব্রাহ্মণীং মূর্ত্তিমাস্থিতঃ ।
জিতে তস্মিন্ ভৃগুশ্রেষ্ঠমভ্যভাষদমর্ষণঃ ॥৬॥
জিতোঽস্মীতি ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ভৃগবো হ্যতিরোষণাঃ ।
লোকে মিথ্যাপ্রবাদোঽয়ং যত্ত্বয়াস্মি বিনির্জ্জিতঃ ॥৭॥
বশে স্থিতোঽহং ত্বয্যদ্য ক্ষমাবতি মহাত্মনি ।
বিভেমি তপসঃ সাধো! প্রসাদং কুরু মে প্রভো! ॥৮॥

জমদগ্নিরুবাচ ।

সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি মে ক্রোধ! গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ ।
ন ত্বয়াপকৃতং মেঽদ্য ন চ মে মন্যুরস্তি বৈ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিতি। ব্রাহ্মণস্যেয়মিতি ব্রাহ্মণী তাম্। অমর্ষণঃ ক্রোধঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
জিত ইতি। ভৃগবো ভৃগুবংশীয়াঃ। বিনির্জ্জিতো মাং প্রতি কোপাকরণেন ॥৭॥
বশ ইতি। বশে স্থিতো বিনির্জ্জিতত্বাৎ ॥৮॥
সাক্ষাদিতি। মে ময়া, বিগতজ্বরস্তিরোহিতসন্তাপঃ। মন্যুস্ত্বাং প্রতি ক্রোধঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ক ইতি। কোঽসাবিত্যাদিশেষকথা ক্রোধজয়স্যোৎকর্ষব নার্থা ॥১—৩॥ পিঠরং পাত্রং ধর্ম্ম আবিশত্তৎ পয়ঃ পীতবানিত্যর্থঃ ॥৪—৬॥ রোষণত্বমেব মিথ্যা রোষস্য জিতত্বাত্ত্বয়া ॥৭—১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৬॥

সমাপ্তঞ্চ অশ্বমেধপর্ব্ব ॥

তখন জমদগ্নি সেই নকুলকে ক্রোধ জানিয়া, তাহার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন না। রাজা! তাহার পর সেই ক্রোধ এক ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণ করিল। এইভাবে সেই ক্রোধকে জয় করিলে, ক্রোধ জমদগ্নিকে বলিল—॥৬॥

'ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে জয় করিয়াছেন। আপনি যেহেতু আমাকে জয় করিয়াছেন, সেই হেতু 'ভৃগুবংশীয়েরা অত্যন্ত কোপনস্বভাব' এই যে প্রবাদ লোকে চলিতেছে, তাহা মিথ্যা ॥৭॥

সাধু প্রভু! আপনি ক্ষমাশীল ও মহাত্মা; সুতরাং আমি আজ আপনার অধীন হইয়া গেলাম। আমি তপস্যার ভয় করি; অতএব আপনি আমার উপরে অনুগ্রহ করুন' ॥৮॥

জমদগ্নি বলিলেন—'ক্রোধ! আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তুমি

(৬) শেষচরণদ্বয়ং নি নাস্তি।

যান্ সমুদ্দিশ্য সঙ্কল্পঃ পয়সোঽস্য কৃতো ময়া।
পিতরস্তে মহাভাগাস্তেভ্যো বুধ্যস্ব গম্যতাম্ ॥১০॥
ইত্যুক্তো জাতসন্ত্রাসস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
পিতৃণামভিষঙ্গাচ্চ নকুলত্বমুপাগতঃ ॥১১॥
স তান্ প্রসাদয়ামাস শাপস্যান্তো ভবেদিতি।
তৈশ্চাপ্যুক্তঃ ক্ষিপন্ ধর্ম্মং শাপস্যান্তমবাপ্স্যসি ॥১২॥
তৈশ্চোক্তো যজ্ঞিয়ান্ দেশান্ ধর্ম্মারণ্যং তথৈব চ।
জুগুপ্সমানো ধাবন্ স তং যজ্ঞং সমুপাসদৎ ॥১৩॥
ধর্ম্মপুত্রমথাক্ষিপ্য শক্তুপ্রস্থেন তেন সঃ।
মুক্তঃ শাপাত্ততঃ ক্রোধো ধর্ম্মো হ্যাসীদ্যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যানিতি। পয়সো দুগ্ধস্য। তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ, বুধ্যস্ব মৎসঙ্কল্পং জানীহি ॥১০॥

ইতীতি। অভিষঙ্গাৎ মনঃসঙ্কল্পাৎ শাপাদিত্যর্থঃ ॥১১॥

স ইতি। তৈঃ পিতৃভিঃ, ধর্ম্মং ক্ষিপন্ নিন্দন্ ॥১২॥

তৈরিতি। তৈঃ পিতৃভিঃ, ধর্ম্মারণ্যং নৈমিষাদি। জুগুপ্সমানো নিন্দন্, তং যুধিষ্ঠিরাশ্বমেধম্ ॥১৩॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্, আক্ষিপ্য বিনিন্দ্য, শক্তুপ্রস্থেন উঞ্ছবৃত্তিকৃতশক্তুদানেন ॥১৪॥

এখন সন্তাপশূন্য হইয়া গমন কর। তুমি আজ আমার কোন অপকার কর নাই; সুতরাং তোমার উপরে আমার ক্রোধ নাই ॥৯॥

আমি যাঁহাদের উদ্দেশে এই দুগ্ধদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই পিতৃগণ মহাত্মা; তুমি তাঁহাদের নিকট আমার সঙ্কল্পের বিষয় জানিবে। এখন গমন কর' ॥১০॥

জমদগ্নি এই কথা বলিলে, ক্রোধ ভীত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল এবং পিতৃগণের অভিসম্পাতে নকুলমূর্ত্তি হইয়া গেল ॥১১॥

তাহার পর নকুলমূর্ত্তি ক্রোধ 'আমার শাপের অবসান হউক' এই কথা বলিয়া পিতৃগণকে প্রসন্ন করিল। তখন পিতৃগণও বলিলেন যে, 'ক্রোধ! তুমি ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া শাপের অবসান প্রাপ্ত হইবে' ॥১২॥

পিতৃগণ এইরূপ বলিলে, ক্রোধ যজ্ঞস্থান ও ধর্ম্মারণ্য সকলের নিন্দা করিতে থাকিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল ॥১৩॥

এবমেতত্তদা বৃত্তং যজ্ঞে তস্য মহাত্মনঃ।
পশ্যতাং চাপি নস্তত্র নকুলোঽন্তর্হিতস্তদা ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে নকুলোপাখ্যানে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।

অশ্বমেধে পুরাবৃত্তে কেশবং কেশিসূদনম্।
ধর্ম্মসংশয়মুদ্দিশ্য কিমপৃচ্ছৎ পিতামহঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। বৃত্তম্ আশ্চর্য্যবৃত্তান্তো জাতঃ। নঃ অস্মাকম্ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

অশ্বেতি। পুরা পূর্ব্বং বৃত্তে সমাপ্তে। পিতামহঃ প্রপিতামহো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১॥

ক্রমে ক্রোধ সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুপ্রস্থদানের উদাহরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিয়া সেই শাপ হইতে মুক্ত হইল। কারণ, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-স্বরূপই ছিলেন ॥১৪॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এইরূপ এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইয়াছিল। তখন আমাদের সমক্ষেই সেই নকুল সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিল ॥১৫॥

—ঃ*ঃ—

* '...দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ, '...পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

ঞ বঙ্গদেশীয়পুস্তকেষু উত্তরাদিদেশীয়পুস্তকেষু চ পর্ব্বণ্যস্মিন্নয়মংশো ন দৃশ্যতে; দৃশ্যতে তু কেবলং দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব। তথাপি আদিপর্ব্বণি দ্বিতীয়াধ্যায়ে "সুদর্শনং তথাখ্যানং বৈষ্ণবং ধর্ম্মমেব চ" ইতি বঙ্গদেশাদিসর্ব্বপুস্তকেষ্বেব বৈষ্ণবধর্ম্মাখ্যানদর্শনাৎ তত্র নির্দ্দিষ্ট-শ্লোকসংখ্যানামপূরণাচ্চাস্মাভিরয়মংশোঽত্র সন্নিবেশিতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পশ্চিমেনাশ্বমেধেন যদা স্নাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদা রাজা নমস্কৃত্য কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥২॥
ভগবন্! বৈষ্ণবা ধর্ম্মাঃ কিংফলাঃ কিংপরায়ণাঃ।
কিংধর্ম্মমধিকৃত্যাথ ভবতোৎপাদিতাঃ পুরা ॥৩॥
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যঃ প্রিয়োঽস্মি মধুসূদন!।
শ্রোতব্যা যদি মে কৃষ্ণ! তন্মে কথয় সুব্রত! ॥৪॥
পবিত্রাঃ কিল তে ধর্ম্মাঃ সর্বপাপপ্রণাশনাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মোত্তমাঃ পুণ্যা ভগবংস্ত্বন্মুখোদ্গতাঃ ॥৫॥
যান্ শ্রুত্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নো মাতৃহা গুরুতল্পগঃ।
পাকভেদী কৃতঘ্নশ্চ সুরাপো ব্রহ্মবিক্রয়ী ॥৬॥
মিত্রবিশ্বাসঘাতী চ বীরহা ভ্রূণহা তথা।
তপোবিক্রয়িণশ্চৈব দানবিক্রয়িণস্তথা ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

পশ্চিমেনেতি। পশ্চিমেন অবসিতেন, অশ্বমেধেন হেতুনা, স্নাতঃ অবভৃথস্নানং কৃতবান্ ॥২॥
ভগবন্নিতি। কিংপরায়ণাঃ কিমাশ্রয়াঃ। ধর্ম্মমাচারম্ ॥৩॥
যদীতি। এতদ্ধর্ম্মকথনেনৈব ময়ি তবানুগ্রহপ্রকাশো ভবেদিতি ভাবঃ ॥৪॥
পবিত্রা ইতি। পুণ্যা উভয়লোক এব পবিত্রাঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—'অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, আমার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসন্দেহ বিষয়ে কেশিহন্তা কৃষ্ণের নিকট কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?' ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির যখন অবভৃথস্নান করিলেন, তখন তিনি নমস্কার করিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥২॥

'ভগবন্! বৈষ্ণবধর্ম্মের ফল কি? তাহার আশ্রয় কি? এবং তুমি কোন্ আচার অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছ? ॥৩॥

সুব্রত মধুসূদন কৃষ্ণ! আমি যদি তোমার অনুগ্রহের পাত্র ও প্রিয় হই এবং আমার যদি সেই ধর্ম্ম শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে তুমি তাহা আমার নিকট বল ॥৪॥

ভগবন্! তোমার মুখনির্গত সেই ধর্ম্ম পবিত্র, সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৫॥

আত্মবিক্রয়িণো মূঢ়া জীবেদ্‌যশ্চ বিকর্ম্মভিঃ।
পাপাঃ শঠা নৈকৃতিকা দাম্ভিকা দূষকস্তথা ॥৮॥
রসভেদকরা যে চ যে চ স্যুর্ব্রহ্মঘাতকাঃ।
শূদ্রপ্রেষ্যকরাশ্চোরা বিপ্রা যে চ পুরোহিতাঃ ॥৯॥
নিক্ষেপহারিণঃ স্ত্রীঘ্নাস্তথা যে পারদারিকাঃ।
এতে চান্যে চ পাপা যে মুচ্যন্তে তেঽপি কিল্বিষাৎ।
তানাচক্ষ্ব সুরশ্রেষ্ঠ! ত্বদ্ভক্তস্য মমাচ্যুত! ॥১০॥ (কুলকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবং কথিতে দেবে ধর্ম্মপুত্রেণ সংসদি।
বসিষ্ঠাদ্যাস্তপোযুক্তা মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥১১॥
শ্রোতুকামাঃ পরং গুহ্যং বৈষ্ণবং ধর্ম্মমুত্তমম্।
তথা ভাগবতাশ্চৈব ততস্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যানিতি। গুরুতল্পগো গুরুভার্য্যাগামী। পাকভেদী সৎকার্য্যে ব্রাহ্মণাদিভোজনায় ক্রিয়মাণপাকবিঘ্নকর্ত্তা, ব্রহ্মবিক্রয়ী বেদবিক্রেতা। মিত্রং বিশ্বাসঞ্চ হন্তীতি সঃ, বীরহা বীরস্য গুপ্তহত্যাকারী। দানবিক্রয়িণো দানধর্ম্মবিক্রেতারঃ। বিকর্ম্মভিঃ জাত্যুক্তকর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্মভিঃ। নৈকৃতিকাঃ প্রবঞ্চকাঃ, দাম্ভিকাশ্ছলকারিণঃ, দূষকাঃ পরদোষাবিষ্কর্ত্তারঃ। রসভেদকরাঃ পরস্পরানুরাগভঙ্গকারিণঃ। নিক্ষেপহারিণো বিশ্বাসেন রক্ষিতদ্রব্যহর্ত্তারঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬—১০॥

ইতীতি। দেবে কৃষ্ণে। গুহ্যং গোপনীয়ম্। পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টন্ত ॥১১—১২॥

ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মাতৃহত্যাকারী, গুরুভার্য্যাগামী, সৎকার্য্যের পাকের বিঘ্নকর্ত্তা, কৃতঘ্ন, সুরাপায়ী, বেদবিক্রয়ী, মিত্রহন্তা, বিশ্বাসঘাতক, বীর ব্যক্তির গুপ্তঘাতক, ভ্রূণহত্যাকারী, তপস্যাবিক্রয়ী, দানধর্ম্মবিক্রয়ী, আত্মবিক্রয়ী, মূঢ়, যে ব্যক্তি জাতিবিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে সেই ব্যক্তি, পাপাত্মা, শঠ, প্রতারক, ছলকারী, পরদোষাবিষ্কারী, যাহারা অন্যের অনুরাগ নষ্ট করে, যাহারা ব্রহ্মহত্যা করে, যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের দাসত্ব করে, চোর হয় এবং বহু লোকের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে, গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করে, স্ত্রীহত্যা করে এবং পরদারগমন করে—ইহারা এবং অন্যান্য পাপকারীরা যে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়, দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আমি তোমার ভক্ত বলিয়া আমার নিকট সেই সকল ধর্ম্ম বল' ॥৬—১০॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তত্ত্বতস্তব ভাবেন পাদমূলমুপাগতম্।
যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নিগ্ধং বা ভক্তবৎসল! ॥১৩॥
ধর্ম্মগুহ্যানি সর্বাণি বেত্তুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ধর্ম্মান্ কথয় মে দেব! যদ্যনুগ্রহভাগহম্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং পৃষ্টস্তু ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মপুত্রেণ কেশবঃ।
উবাচ ধর্ম্মান্ সূক্ষ্মার্থান্ ধর্ম্মপুত্রস্য হর্ষিতঃ ॥১৫॥
এবং তে যস্য কৌন্তেয়! যত্নো ধর্ম্মেষু সুব্রত!।
তস্য তে দুর্লভো লোকে ন কশ্চিদপি বিদ্যতে ॥১৬॥
ধর্ম্মঃ শ্রুতো বা দৃষ্টো বা কথিতো বা কৃতোঽপি বা।
অনুমোদিতো বা রাজেন্দ্র! নয়তীন্দ্রপদং পরম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বত ইতি। ভাবেন ভক্ত্যা। গুহ্যানি ধর্ম্মাণীতি ধর্ম্মগুহ্যানি অগ্নিষ্টোকাদিবৎ বিশেষণস্য পরনিপাতঃ ॥১৩—১৪॥

এবমিতি। সূক্ষ্মার্থান্ সূক্ষ্মবস্তুরূপান্, ধর্ম্মপুত্রস্যাস্তিকে ॥১৫॥

এবমিতি। দুর্লভঃ পদার্থঃ ॥১৬॥

ধর্ম্ম ইতি। দৃষ্টো জ্ঞাতঃ। তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সভায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে, তপস্বী ও তত্ত্বদর্শী বসিষ্ঠপ্রভৃতি মুনিগণ এবং ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ পরম গোপনীয় উত্তম বৈষ্ণবধর্ম্ম শুনিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥১১—১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ভক্তবৎসল! যথার্থই আমি তোমার প্রতি ভক্তিবশতঃ তোমার পাদমূলে আসিয়াছি, তুমি যদি আমাকে ভক্ত ও স্নেহযুক্ত বলিয়া জান এবং আমি যদি তোমার অনুগ্রহভাগী হই, তাহা হইলে আমার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম বল। আমি যথার্থভাবে গুপ্ত সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করি' ॥১৩—১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিকটে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥১৫॥

'সুব্রত কুন্তীনন্দন! যে আপনার ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ যত্ন হইয়াছে, সেই আপনার ত্রিভুবনে কোন বস্তুই দুর্লভ নহে ॥১৬॥

ধর্ম্মঃ পিতা চ মাতা চ ধর্ম্মো নাথঃ সুহৃত্তথা।
ধর্ম্মো ভ্রাতা সখা চৈব ধর্ম্মঃ স্বামী পরন্তপ! ॥১৮॥
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মাদ্‌ভোগাঃ সুখানি চ।
ধর্ম্মাদৈশ্বর্য্যমেবাগ্র্যং ধর্ম্মাৎ স্বর্গগতিঃ পরা ॥১৯॥
ধর্ম্মোঽয়ং সেবিতঃ শুদ্ধস্ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
ধর্ম্মাদ্‌দ্বিজত্বং দেবত্বং ধর্ম্মঃ পাবয়তে নরম্‌ ॥২০॥
যদা চ ক্ষীয়তে পাপং কালেন পুরুষস্য তু।
তদা সঞ্জায়তে বুদ্ধির্ধর্ম্মং কর্ত্তুং যুধিষ্ঠির! ॥২১॥
জন্মান্তরসহস্রৈস্তু মনুষ্যত্বং হি দুর্ল্লভম্‌।
তদ্‌গত্বাপীহ যো ধর্ম্মং ন করোতি স বঞ্চিতঃ ॥২২॥
কুৎসিতা যে দরিদ্রাশ্চ বিরূপা ব্যাধিতাস্তথা।
পরদ্বেষ্যাশ্চ মূর্খাশ্চ ন তৈর্ধর্ম্মঃ কৃতঃ পুরা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্ম ইতি। নাথঃ প্রভুঃ সর্ব্বত্র হিতকারিত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ধর্ম্মাদিতি। ঐশ্বর্য্যং প্রভুত্বম্‌, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্‌। সর্ব্বত্র ভবতীতি শেষঃ ॥১৯॥

ধর্ম্ম ইতি। দ্বিজত্বং ব্রাহ্মণত্বম্‌, পাবয়তে পবিত্রং করোতি ॥২০॥

যদেতি। কালেন দুঃখভোগাৎ, পাপং ক্ষীয়তে ॥২১॥

জন্মেতি। তন্মনুষ্যত্বং গত্বাপি লব্ধ্বাপি ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্ম শ্রুত, জ্ঞাত, কথিত, কৃত বা অনুমোদিত হউক, মানুষকে ইন্দ্রপদে উপনীত করে ॥১৭॥

শত্রুসন্তাপক রাজা! ধর্ম্ম মানুষের পিতা, মাতা, প্রভু, সুহৃৎ, ভ্রাতা, সখা ও অধিপতিস্বরূপ ॥১৮॥

ধর্ম্ম হইতে মানুষের অর্থ, কাম, ভোগ, সুখ, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য এবং উত্তম স্বর্গ লাভ হয় ॥১৯॥

এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সেবা করিলে এই ধর্ম্ম মানুষকে মহাভয় হইতে রক্ষা করে। ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণত্ব, এমন কি দেবত্ব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্ম মানুষকে পবিত্র করে ॥২০॥

মহারাজ! দুঃখভোগনিবন্ধন কালক্রমে মানুষের যখন পাপক্ষয় হয়, তখন ধর্ম্ম করিবার জন্য তাহার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥২১॥

সহস্র জন্মদ্বারাও মনুষ্যত্ব লাভ করা দুষ্কর; সুতরাং যে লোক এই জগতে সেই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও ধর্ম্ম সঞ্চয় করে না, সে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥২২॥

যে চ দীর্ঘায়ুষঃ শূরাঃ পণ্ডিতা ভোগিনস্তথা।
নীরোগা রূপসম্পন্নাস্তৈর্ধর্ম্মঃ সুকৃতঃ পুরা ॥২৪॥
এবং ধর্ম্মঃ কৃতঃ শুদ্ধো নয়তে গতিমুত্তমাম্।
অধর্ম্মং সেবতে যস্তু তির্য্যগ্‌যোন্যাং পতত্যসৌ ॥২৫॥
ইদং রহস্যং কৌন্তেয়! শৃণু ধর্ম্মমনুত্তমম্।
কথয়িষ্যে পরং ধর্ম্মং তব ভক্তস্য পাণ্ডব! ॥২৬॥
ইষ্টস্ত্বমসি মেঽত্যর্থং প্রপন্নশ্চাপি মাং সদা।
পরমার্থমপি ব্রূয়াং কিং পুনর্ধর্ম্মসংহিতাম্ ॥২৭॥
ইদং মে মানুষং জন্ম কৃতমাত্মনি মায়য়া।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় দুষ্টানাং নাশনায় চ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কুৎসিতা ইতি। বিরূপাঃ কাণখঞ্জাদয়ঃ। পুরা পূর্ব্বজন্মনি ॥২৩॥
য ইতি। ভোগিনঃ সুখিনঃ। সুকৃতঃ সুষ্ঠুভাবেন বিহিতঃ ॥২৪॥
এবমিতি। নয়তে মানুষং প্রাপয়তি ॥২৫॥
ইদমিতি। রহসি ভবং রহস্যং গোপনীয়ম্ ॥২৬॥
ইষ্ট ইতি। ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, প্রপন্নঃ শরণতয়া প্রাপ্তঃ ॥২৭॥
ইদমিতি। মে ময়া, আত্মনি স্বস্মিন্ ॥২৮॥

যাহারা কুৎসিত, দরিদ্র, বিকৃতমূর্ত্তি, রোগী, পরের বিদ্বেষভাজন ও মূর্খ, তাহারা পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিল না ॥২৩॥

আর যাহারা দীর্ঘায়ু, বীর, পণ্ডিত, সুখী, নীরোগ ও রূপবান্, তাহারা পূর্ব্বজন্মে সমীচীনভাবে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিল ॥২৪॥

এইরূপ নির্দ্দোষ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে সেই ধর্ম্ম মানুষের উত্তম গতি সম্পাদন করে, আর যে লোক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে লোক তির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৫॥

কুন্তীনন্দন! এই গোপনীয় সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। পাণ্ডুনন্দন! আপনি আমার ভক্ত বলিয়া আপনার নিকট পরম ধর্ম্ম বলিব ॥২৬॥

রাজা! আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্ব্বদা আমার শরণাপন্ন; সুতরাং আমি আপনার নিকট পরমার্থও বলিতে পারি, তাহাতে ধর্ম্মের বিষয়ে আর কি বলিব ॥২৭॥

আমি ধর্ম্মসংস্থাপন ও দুষ্ট দমনের জন্য মায়া করিয়া নিজের এই মনুষ্যজন্ম সম্পাদন করিয়াছি ॥২৮॥

মানুষ্যং ভাবমাপন্নং যে মাং গৃহ্নন্ত্যবজ্ঞয়া।
সংসারান্তর্হি তে মূঢ়াস্তির্য্যগ্‌যোনিষ্বনেকশঃ ॥২৯॥
যে চ মাং সর্ব্বভূতস্থং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা।
মদ্‌ভক্তাংস্তান্ সদা যুক্তান্ মৎসমীপং নয়াম্যহম্ ॥৩০॥
মদ্‌ভক্তা ন বিনশ্যন্তি মদ্‌ভক্তা বীতকল্মষাঃ।
মদ্‌ভক্তানান্ত মানুষ্যে সফলং জন্ম পাণ্ডব! ॥৩১॥
অপি পাপেষ্বভিরতা মদ্‌ভক্তাঃ পাণ্ডুনন্দন!।
মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্বৈঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥৩২॥
জন্মান্তরসহস্রেষু তপসা ভাবিতাত্মনাম্।
ভক্তিরুৎপদ্যতে তাত! মনুষ্যাণাং ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥
যচ্চ রূপং পরং গুহ্যং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
ন দৃশ্যতে তথা দেবৈর্মদ্‌ভক্তৈর্দৃশ্যতে যথা ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

মানুষ্যমিতি। গৃহ্নন্তি জানন্তি। সংসারান্তঃ সংসারমধ্যে, তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়ন্ত ইতি শেষঃ ॥২৯॥

য ইতি। সর্ব্বভূতস্থং জীবাত্মরূপেণ। যুক্তান্ যোগসমন্বিতান্ ॥৩০॥

মদিতি। বীতকল্মষাস্ত্যক্তপাপা ভবন্তি। মানুষ্যে মনুষ্যলোকে ॥৩১॥

অপীতি। পাপেষু কর্ম্মসু। মুচ্যন্তে ত্যজ্যন্তে ॥৩২॥

জন্মেতি। ভাবিতাত্মনাং শোধিতচিত্তানাম্ ॥৩৩॥

যদিতি। কূটস্থং হৃদয়স্থিতম্ ॥৩৪॥

যাহারা অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাকে মানুষ বলিয়া মনে করে, সেই মূর্খেরা সংসারমধ্যে অনেক বার তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়া থাকে ॥২৯॥

আর যাহারা জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে সর্ব্বপ্রাণীতে দর্শন করে, সর্ব্বদা যোগসমন্বিত ও মদ্‌ভক্ত সেই সকল লোককে আমি আমার নিকটে লইয়া যাই ॥৩০॥

পাণ্ডুনন্দন! আমার ভক্তেরা বিনষ্ট হয় না, আমার ভক্তেরা পাপহীন হইয়া থাকে এবং আমার ভক্তগণেরই মনুষ্যলোকে জন্ম সফল হয় ॥৩১॥

পাণ্ডুনন্দন! আমার ভক্তেরা পাপকার্য্যে নিরত হইয়াও, পদ্মপত্র যেমন জলবিহীন হয়, তেমন সমস্ত পাপবিহীন হইয়া থাকে ॥৩২॥

বৎস! সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যার গুণে যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, সেই মনুষ্যগণেরই আমার প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৩॥

অপরং যচ্চ মে রূপং প্রাদুর্ভাবেষু দৃশ্যতে।
তদর্চ্চয়ন্তি সর্ব্বার্থৈঃ সর্বভূতানি পাণ্ডব ! ॥৩৫॥
কল্পকোটিসহস্রেষু ব্যতীতেষ্বাগতেষু চ।
দর্শয়ামীহ তদ্রূপং যচ্চ পশ্যন্তি মে সুরাঃ ॥৩৬॥
স্থিত্যুৎপত্তিব্যয়করং যো মাং জ্ঞাত্বা প্রপদ্যতে।
অনুগৃহ্লাম্যহং তং বৈ সংসারান্ মোচয়ামি চ ॥৩৭॥
অহমাদির্হি দেবানাং সৃষ্টা ব্রহ্মাদয়ো ময়া।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য জগৎ সর্ব্বং সৃজাম্যহম্ ॥৩৮॥
তমোমূলোঽহমব্যক্তো রজোমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
ঊর্দ্ধং সত্ত্বং বিনা লোভং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যতঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

অপরমিতি। প্রাদুর্ভাবেষু অবতারেষু। সর্বার্থৈঃ সর্ব্বপ্রযত্নৈঃ ॥৩৫॥

কল্পেতি। আগতেষু ভবিষ্যৎসু। দর্শয়ামি কঞ্চিদ্ভক্তমিতি শেষঃ ॥৩৬॥

স্থিতীতি। যো মাং স্থিত্যুৎপত্তিব্যয়করম্ উৎপত্তিস্থিতিনাশজনকম্, জ্ঞাত্বা, প্রপদ্যতে আশ্রয়তি ॥৩৭॥

অহমিতি। প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মকং প্রধানম্, অবষ্টভ্য আশ্রিত্য ॥৩৮॥

তম ইতি। অহং, লোভং জননপ্রবৃত্তিং বিনা তল্লোভে গুণবৈষম্যাৎ, তমো গুণ এব মূলং নিম্নদেশো যস্য সঃ, মধ্যে রজো রজোগুণরূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তথা ঊর্দ্ধং সত্ত্বরূপঃ, ব্রহ্মৈবাদিরূপমি

আমার যে রূপটী পরম গোপনীয়, হৃদয়স্থিত, অচল ও চিরস্থায়ী ; আমার ভক্তেরা সেই রূপটী যেমন দেখিতে পায়, দেবতারাও তেমন সে রূপ দেখিতে পান না ॥৩৪॥

পাণ্ডুনন্দন ! আমার অপর যে রূপ নানা অবতারে দেখা যায়, সমস্ত প্রাণী সর্ব্বপ্রযত্নে সেই রূপের অর্চ্চনা করে ॥৩৫॥

দেবতারা আমার যে রূপ দর্শন করেন, সেইরূপ আমি আমার ভক্তকে বহু কালে দেখাইয়া থাকি ॥৩৬॥

যে লোক আমাকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী জানিয়া আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকি ॥৩৭॥

আমি দেবগণের আদি, আমি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি নিজের প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥৩৮॥

মূর্দ্ধানং মে বিদ্ধি দিবং চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে।
গাবোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো বক্ত্রং মারুতঃ শ্বসনঞ্চ মে ॥৪০॥
দিশো মে বাহবশ্চাষ্টৌ নক্ষত্রাণি চ ভূষণম্।
অন্তরিক্ষমুরো বিদ্ধি সর্ব্বভূতাবকাশকম্।
মার্গো মেঘানিলাভ্যাস্তু যন্মমোদরমব্যয়ম্ ॥৪১॥
পৃথিবীমণ্ডলং যদ্বৈ দ্বীপার্ণবনগৈর্যুতম্।
সর্ব্বসন্ধারণোপেতং পাদৌ মম যুধিষ্ঠির ! ॥৪২॥
স্থিতো হ্যেকগুণঃ খেঽহং দ্বিগুণশ্চাস্মি মারুতে।
ত্রিগুণোঽগ্নৌ স্থিতোঽহং বৈ সলিলে চ চতুর্গুণঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

যস্ত স চাসৌ স্তম্ভো নীচধারঃপর্য্যন্তঃ শেষো যস্ত স চেতি তথোক্তঃ, অব্যক্তো মূলপ্রকৃতিঃ ॥৩৯॥

মূর্দ্ধানমিতি। দিবং স্বর্গম্। শ্বসনং নিশ্বাসঃ ॥৪০॥

দিশ ইতি। উরো বক্ষঃ, সর্বেষাং ভূতানাম্ অবকাশকম্ অবকাশজনকম্। যদব্যয়ম্ অনশ্বরং মমোদরম্, তন্মেঘানিলাভ্যাং জলধরমারুতয়োর্মার্গঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥

পৃথিবীতি। নগাঃ শৈলবৃক্ষাঃ ॥৪২॥

স্থিত ইতি। খে আকাশে, একগুণঃ শব্দঃ, মারুতে বায়ৌ দ্বিগুণঃ শব্দস্পর্শৌ। অগ্নৌ ত্রিগুণঃ শব্দস্পর্শরূপাণি, চতুর্গুণঃ শব্দস্পর্শরূপরসাঃ ॥৪৩॥

আমি মূলপ্রকৃতি; তমোগুণ আমার নিম্নে, রজোগুণ মধ্যে এবং সত্ত্বগুণ উপরে; জননপ্রবৃত্তি ব্যতীত এই গুণসকল সমান থাকে; আর ইহার উপরে ব্রহ্মা এবং নিম্নে অনন্তরূপ স্তম্ভ ॥৩৯॥

পাণ্ডুনন্দন! আপনি ইহা অবগত হউন যে, স্বর্গ আমার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য আমার নয়নযুগল, গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ আমার মুখ এবং বায়ু আমার নিশ্বাস ॥৪০॥

আটটী দিক্ আমার বাহু, নক্ষত্র সকল আমার অলঙ্কার, সমস্ত পদার্থের অবকাশদাতা আকাশ আমার বক্ষ এবং আমার অবিনশ্বর যে উদর, তাহা মেঘ ও বায়ুর পথ জানিবেন ॥৪১॥

রাজা! দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদিযুক্ত এবং সমস্ত পদার্থের ধারণকারী যে ভূমণ্ডল, তাহা আমার চরণযুগল ॥৪২॥

আমি আকাশে শব্দরূপে আছি, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শরূপে রহিয়াছি, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপরূপে থাকি এবং জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসরূপে অবস্থান করি ॥৪৩॥

শব্দাদ্যা যে গুণাঃ পঞ্চ মহাভূতেষু পঞ্চসু।
তন্মাত্রসংস্থিতঃ সোঽহং পৃথিব্যাং পঞ্চধা স্থিতঃ ॥৪৪॥
অহং সহস্রশীর্ষস্তু সহস্রবদনেক্ষণঃ।
সহস্রবাহূদরধৃক্ সহস্রোরুঃ সহস্রপাৎ ॥৪৫॥
ধৃত্বোর্ব্বীং সর্ব্বতঃ সম্যগত্যতিষ্ঠং দশাঙ্গুলম্।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থঃ সর্ব্বব্যাপী ততোঽস্ম্যহম্ ॥৪৬॥
অচিন্ত্যোঽহমনন্তোঽহমজরোঽহমজো হ্যহম্।
অনাদ্যোঽহমবধ্যোঽহমপ্রমেয়োঽহমব্যয়ঃ ॥৪৭॥
নির্গুণোঽহং নিগূঢ়াত্মা নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো নৃপ !।
নিষ্কলো নির্ব্বিকারোঽহং নিদানমমৃতস্য তু ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

শব্দেতি। মহাভূতেষু আকাশাদিষু। তন্মাত্রেষু তদাখ্যেষু পঞ্চসু গুণেষু সংস্থিতঃ পঞ্চধা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধৈঃ প্রকারৈঃ ॥৪৪॥

অহমিতি। অত্র সর্ব্বত্র সহস্রশব্দো বহুপরঃ ॥৪৫॥

ধৃত্বেতি। দশাঙ্গুলম্ অতীবসূক্ষ্মম্। "অণোরণীয়ান্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মভূতস্তিষ্ঠতীতি সঃ ॥৪৬॥

অচিন্ত্য ইতি। অপ্রমেয়ঃ অজ্ঞেয়ঃ, অব্যয়ঃ অনশ্বরঃ ॥৪৭॥

নির্গুণ ইতি। নিগূঢ়াত্মা জীবরূপঃ, নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখাদিহীনঃ। নিষ্কলো নিরংশঃ, অমৃতস্য মোক্ষস্য, নিদানং কারণম্ ॥৪৮॥

পঞ্চমহাভূতে শব্দপ্রভৃতি যে পঞ্চ গুণ আছে, সেইগুলির নাম তন্মাত্র, আমি তাহাতেও থাকি এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপে অবস্থান করি ॥৪৪॥

আমার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র নয়ন, সহস্র বাহু, সহস্র বক্ষ এবং সহস্র চরণ ॥৪৫॥

আমি সমীচীনভাবে সকল দিকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া ক্ষুদ্ররূপে রহিয়াছি এবং আমি সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মস্বরূপ, সেই জন্যই আমি সর্ব্বব্যাপী ॥৪৬॥

আমি অচিন্তনীয়, অসীম, অজর, জন্মবিহীন, অনাদি, অবধ্য, অজ্ঞেয় ও অনশ্বর ॥৪৭॥

রাজা! আমি নির্গুণ, নিগূঢ়, সুখদুঃখাদিশূন্য, মমতাবিহীন, অংশরহিত, বিকারবর্জ্জিত এবং মুক্তির কারণ ॥৪৮॥

সুধা চাহং স্বধা চাহং স্বাহা চাহং নরাধিপ ! ।
তেজসা তপসা চাহং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ।
স্নেহপাশৈগুর্ণবদ্ধো ধারয়াম্যাত্মমায়য়া ॥৪৯॥
চতুরাশ্রমধর্ম্মোঽহং চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ।
চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্যজ্ঞশ্চতুরাশ্রমভাবনঃ ॥৫০॥
সংহৃত্যাহং জগৎ সর্বং কৃত্বা বৈ গর্ভমাত্মনঃ ।
শয়ামি দিব্যযোগেন প্রলয়েষু যুধিষ্ঠির ! ॥৫১॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তাং ব্রাহ্মীং রাত্রিং মহার্ণবে ।
স্থিত্বা সৃজামি ভূতানি জঙ্গমানি স্থিরাণি চ ॥৫২॥
কল্পে কল্পে চ ভূতানি সংহরামি সৃজামি চ ।
ন চ মাং তানি জানন্তি মায়য়া মোহিতানি মে ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

সুধেতি। চতুর্বিধং জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপম্। গুণৈঃ সত্ত্বাদিগুণময়েন প্রধানেন বদ্ধঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥

চতুরিতি। অহং চতুরাশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং ধর্ম্মঃ, চাতুর্হোত্রং যজ্ঞবিশেষস্তস্য ফলম্ অশ্নাতি ভুনক্তীতি সঃ। চতুর্মূর্ত্তিঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-প্রজাপতিরূপঃ, চতুর্যজ্ঞঃ প্রাগুক্তচাতুর্হোত্র-স্বরূপঃ, তথা চতুরো ব্রহ্মচর্য্যাদীন্ আশ্রমান্ ভাবয়তি উৎপাদয়তীতি সঃ ॥৫০॥

সংহৃত্যেতি। সংহৃত্য বিনাশ্য, গর্ভমুদরস্থম্। শয়ামি স্বপিমি ॥৫১॥

সহস্রেতি। ব্রহ্মণ ইয়ং ব্রাহ্মী তাম্। স্থিরাণি স্থাবরাণি ॥৫২॥

কল্প ইতি। ভূতানি প্রাণিনঃ। তানি ভূতানি ॥৫৩॥

নরনাথ! আমি সুধা, আমি স্বধা, আমি স্বাহা এবং আমি প্রকৃতিকর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া তেজ, তপস্যা, স্নেহ ও আত্মমায়াদ্বারা জরায়ুজপ্রভৃতি চতুর্বিধভূত সমূহ ধারণ করি ॥৪৯॥

আমি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভৃতি চারিটী আশ্রমের ধর্ম্মস্বরূপ, চাতুর্হোত্রযজ্ঞের ফল ভোগ করি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রজাপতি এই চারিটী আমার মূর্ত্তি এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটী আশ্রম আমিই সৃষ্টি করিয়াছি ॥৫০॥

রাজা! আমি প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ সংহার করিয়া এবং তাহা নিজের উদরের ভিতর রাখিয়া অলৌকিক যোগপ্রভাবে শয়ন করিয়া থাকি ॥৫১॥

সহস্র যুগপরিমিত ব্রহ্মার রাত্রিকালে আমি মহাসমুদ্রে শয়িত থাকিয়া তাহার পর স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণকে সৃষ্টি করি ॥৫২॥

মম চৈবান্ধকারস্য মার্গিতব্যস্য নিত্যশঃ।
প্রশান্তস্যেব দীপস্য গতির্নৈবোপলভ্যতে ॥৫৪॥
ন তদস্তি ক্বচিদ্‌রাজন্‌! যত্রাহং ন প্রতিষ্ঠিতঃ।
ন চ তদ্‌বিদ্যতে ভূতং ময়ি যন্ন প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥৫৫॥
যাবন্মাত্রং ভবেদ্‌ভূতং স্থূলং সূক্ষ্মমিদং জগৎ।
জীবভূতো হ্যহং তস্মিংস্তাবন্মাত্রং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৫৬॥
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে।
যদ্‌ভূতং যদ্‌ভবিষ্যচ্চ তৎসর্বমহমেব তু ॥৫৭॥
ময়া সৃষ্টানি ভূতানি মন্ময়ানি চ ভারত!।
মামেব ন বিজানন্তি মায়য়া মোহিতানি বৈ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি। অন্ধকারস্য মায়ারূপস্য তপসঃ, মার্গিতব্যস্য মুমুক্ষুভিরন্বেষ্টব্যস্য ॥৫৪॥
নেতি। ভূতং প্রাণী ক্ষিত্যাদ্যন্যতমাত্মা। "তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে" ইতি শ্রুতেঃ ॥৫৫॥
যাবদিতি। স্থূলং সুরনরাদি, সূক্ষ্মং পিপীলিকাদি ॥৫৬॥
কিমিতি। ভূতমতীতম্‌ সন্দংশপাতন্যায়াৎ বর্ত্তমানঞ্চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ ॥৫৭॥
ময়েতি। মন্ময়ানি "আত্মৈব জায়তে পুত্রঃ" ইতি ন্যায়াৎ ॥৫৮॥

আমি প্রত্যেক কল্পে প্রাণিগণকে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি; কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত সেই প্রাণীরা আমাকে জানিতে পারে না ॥৫৩॥

মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদাই আমার মায়ার অন্বেষণ করেন; কিন্তু নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় সেই মায়ার গতি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না ॥৫৪॥

রাজা! আমি যাহাতে থাকি না, সে রূপ পদার্থ কোথাও নাই এবং যে প্রাণী আমাতে থাকে না, তেমন প্রাণীও নাই ॥৫৫॥

এই জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম যত প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রাণীতেই আমি জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি ॥৫৬॥

রাজা! এই বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে। ইহা আমি সত্য বলিতেছি যে, যাহা অতীত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে, সে সমস্তই আমি ॥৫৭॥

ভরতনন্দন! আমি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছি; সুতরাং সে প্রাণীরা আমার স্বরূপ; তথাপি তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমাকেই জানে না ॥৫৮॥

এবং সর্বং জগদিদং সদেবাসুরমানুষম্ ।
মত্তঃ প্রভবতে রাজন্ ! ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥৫৯॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে সপ্তদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমাত্মোদ্ভবং সর্বং জগদুদ্দিশ্য কেশবঃ ।
ধর্ম্মান্ ধর্ম্মাত্মজস্যাথ পুণ্যানকথয়ৎ প্রভুঃ ॥১॥
শৃণু পাণ্ডব ! তত্ত্বেন পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
কথ্যমানং ময়া পুণ্যং ধর্ম্মশাস্ত্রফলং মহৎ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । মত্তো মম সকাশাৎ, প্রভবতে উৎপদ্যতে ॥৫৯॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

এবমিতি । উদ্দিশ্য উক্ত্বা । ধর্ম্মাত্মজস্য সমীপে, পুণ্যান্ শৃণ্বতোঽপি পুণ্যজনকান্ ॥১॥
শৃণ্বিতি । তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন । পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥২॥

রাজা ! দেবতা, অসুর ও মানুষের সহিত এই সমগ্র জগৎ এইভাবে আমা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আমাতেই লয় পায়' ॥৫৯॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রভাবশালী কৃষ্ণ এইভাবে সমগ্র জগৎ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে পুণ্যজনক বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥১॥

'পাণ্ডুনন্দন ! পবিত্র, পাপনাশক ও পুণ্যজনক ধর্ম্মশাস্ত্রের ফলস্বরূপ মহাধর্ম্ম আমি যথার্থরূপে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥২॥

যঃ শৃণোতি শুচিভূর্ত্বা একচিত্তস্তপোযুতঃ।
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধর্ম্মং জ্ঞেয়ং যুধিষ্ঠির! ॥৩॥
শ্রদ্দধানস্য তস্যেহ যৎ পাপং পূর্বসঞ্চিতম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ সর্বং মদ্‌ভক্তস্য বিশেষতঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং শ্রুত্বা বচঃ পুণ্যং সত্যং কেশবভাষিতম্।
প্রহৃষ্টমনসো ভূত্বা চিন্তয়ন্তোঽদ্ভুতং পরম্ ॥৫॥
দেবব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
ভূতা যক্ষগ্রহাশ্চৈব গুহ্যকা ভুজগাস্তথা ॥৬॥
বালখিল্যা মহাত্মানো যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তথা ভাগবতাশ্চাপি পঞ্চকালমুপাসকাঃ ॥৭॥
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসাঃ।
শ্রোতুকামাঃ পরং ধর্ম্মং বৈষ্ণবং ধর্ম্মশাসনম্।
হৃদি কর্ত্তুঞ্চ তদ্বাক্যং প্রণেমুঃ শিরসা নতাঃ ॥৮॥ (কলাপকম্)
ততস্তান্ বাসুদেবেন দৃষ্টান্ দিব্যেন চক্ষুষা।
বিমুক্তপাপানালোক্য প্রণম্য শিরসা হরিম্।
পপ্রচ্ছ কেশবং ধর্ম্মং ধর্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। স্বর্গমিত্যাদিষু ত্রিষেব জননার্থে যপ্রত্যয়ঃ। শ্রদ্দধানস্য বিশ্বসতঃ ॥৩—৪॥

এবমিতি। পরম্ অত্যন্তম্। ভুজগা নাগাঃ। পঞ্চকালং প্রাতঃ-সঙ্গব-মধ্যাহ্নাপরাহ্ণ-সায়াহ্নেষু। হৃদি কর্ত্তুং মনসি চিরং স্থাপয়িতুম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫—৮॥

ধর্ম্মরাজ! যিনি পবিত্র, একাগ্রচিত্ত ও তপস্যাযুক্ত হইয়া স্বর্গ, যশ ও আয়ুজনক এই জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, শ্রদ্ধাশীল সেই ব্যক্তির বিশেষতঃ আমার ভক্তলোকের পূর্বসঞ্চিত যে পাপ থাকে, সত্বরই সে সমস্ত বিনষ্ট হয়' ॥৩—৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণোক্ত এইরূপ সত্য ও পুণ্যজনক বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত হইবে ইহা ভাবিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া সকল দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত, যক্ষ, গ্রহ, গুহ্যক, নাগ, মহাত্মা যোগী ও তত্ত্বদর্শী বালখিল্য ও দিনের মধ্যে পাঁচটী সময়ে ভগবানের উপাসক সাধুগণ কৌতুকযুক্ত হইয়া উত্তম বৈষ্ণবধর্ম্ম শুনিবার ইচ্ছা করিয়া মস্তক অবনত করিয়া কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন ॥৫—৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশী ব্রাহ্মণস্যাথ ক্ষত্রিয়স্যাপি কীদৃশী।
বৈশ্যস্য কীদৃশী দেব! গতিঃ শূদ্রস্য কীদৃশী ॥১০॥
কথং বধ্যেত পাশেন ব্রাহ্মণস্তু যমালয়ে।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা শূদ্রো বা বধ্যতে কথম্।
এতৎ কর্ম্মফলং ব্রূহি লোকনাথ! নমোঽস্তু তে ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পৃষ্টোঽথ কেশবো হ্যেবং ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা।
উবাচ সংসারগতিং চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্ম্মজাম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বাসুদেবেন দর্শনাদেব বিমুক্তপাপানিতি ভাবঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥
কীদৃশীতি। গতির্লোকান্তরং গতস্যাবস্থা ॥১০॥
কথমিতি। কথং কীদৃশম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
পৃষ্ট ইতি। সংসারাৎ যমালয়গমনাৎ গতিমবস্থাম্ ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তাহার পর কৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিলে, তত্রত্য সকলেই পাপবিহীন হইলেন। প্রতাপশালী যুধিষ্ঠির তাহা জানিয়া মস্তকদ্বারা কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দেব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যমালয়ে কি প্রকার অবস্থা হয়? ॥১০॥

লোকনাথ! যমালয়ে যমের অনুচরেরা পাশদ্বারা ব্রাহ্মণকে কিপ্রকার বন্ধন করে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকেই বা কিপ্রকার বন্ধন করিয়া থাকে? এই কর্ম্মফল তুমি আমার নিকট বল, তোমাকে নমস্কার' ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধীমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ম্মজনিত পরলোকের অবস্থা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১২॥

ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

ভগবানুবাচ।

শৃণু বর্ণক্রমেণৈব ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং বর!।
নাস্তি কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণস্য তু দুষ্কৃতম্ ॥১॥
শিখাযজ্ঞোপবীতা যে সন্ধ্যাং যে চাপ্যুপাসতে।
যৈশ্চ পূর্ণাহুতিঃ প্রাপ্তা বিধিবজ্জুহ্বতে চ যে ॥২॥
বৈশ্বদেবঞ্চ যে চক্রুঃ পূজয়ন্ত্যতিথীংশ্চ যে।
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলাশ্চ জপযজ্ঞপরাশ্চ যে ॥৩॥
সায়ংপ্রাতর্হুতাশাশ্চ শূদ্রভোজনবর্জ্জিতাঃ।
দম্ভানৃতবিমুক্তাশ্চ স্বদারনিরতাশ্চ যে।
পঞ্চযজ্ঞপরা যে চ যেঽগ্নিহোত্রমুপাসতে ॥৪॥
দহন্তি দুষ্কৃতং যেষাং হূয়মানাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
নষ্টদুষ্কৃতকর্ম্মাণো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥৫॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

শৃণ্বিতি। ব্রাহ্মণস্য বক্ষ্যমাণপ্রকারস্য বিপ্রস্য। অত্র ব্রাহ্মণপদং ক্ষত্রিয়াদীনামপ্যুপলক্ষণম্। এবমেব তেষামপি স্বস্বধর্ম্মাণাং বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দুষ্কৃতং পাপম্ ॥১॥

শিখেতি। শিখাযজ্ঞোপবীতানি এষাং সন্তীতি তে। অর্শ আদিত্বাদৎ। প্রাপ্তা অগ্নিহোত্রেষনুষ্ঠিতাঃ। স্বাধ্যায়শীলা বেদপাঠসমন্বিতাঃ। হুতং হুতাবশিষ্টম্ অশ্নন্তীতি তে, শূদ্রভোজনেন শূদ্রান্নভক্ষণেন বর্জ্জিতাঃ। দম্ভানৃতাভ্যাং ছদ্মমিথ্যাব্যবহারাভ্যাং বিমুক্তাঃ। পঞ্চযজ্ঞপরা অধ্যাপনাদিনিরতাঃ। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥" ইতি মনূক্তাঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। ত্রয়ো দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়রূপাঃ ॥২—৫॥

ভগবান্ বলিলেন—'ধার্ম্মিকপ্রধান নরশ্রেষ্ঠ! আপনি বর্ণক্রমে ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। বক্ষ্যমাণ প্রকার ব্রাহ্মণের কোন পাপই থাকিতে পারে না ॥১॥

যাঁহাদের সর্ব্বদা শিখা ও যজ্ঞোপবীত থাকে, যাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যা করেন, যাঁহারা অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন, যাঁহারা যথাবিধানে হোম করেন, যাঁহারা বলিবৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা অতিথিসেবা করিয়া থাকেন,

ব্রহ্মলোকে পুনঃ কামং গন্ধর্বৈর্ব্রহ্মগায়কৈঃ।
উদ্‌গীয়মানাঃ প্রযতৈঃ পূজ্যমানাঃ স্বয়ম্ভুবা।
ব্রহ্মলোকে প্রমোদন্তে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৬॥
ক্ষত্রিয়োঽপি স্থিতো রাজ্যে স্বধর্ম্মপরিপালকঃ।
সম্যক্ প্রজাঃ পালয়িতা ষড়্‌ভাগনিরতঃ সদা ॥৭॥
যজ্ঞদানরতো ধীরঃ স্বদারনিরতঃ সদা।
শাস্ত্রানুসারী তত্ত্বজ্ঞঃ প্রজাকার্য্যপরায়ণঃ ॥৮॥
বিপ্রেভ্যঃ কামদো নিত্যং ভৃত্যানাং ভরণে রতঃ।
সত্যসন্ধঃ শুচির্নিত্যং লোভদম্ভবিবর্জ্জিতঃ।
ক্ষত্রিয়োঽপ্যুত্তমাং যাতি গতিং দেবনিষেবিতাম্ ॥৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি। কামং যথেষ্টম্, ব্রহ্মগায়কৈর্ব্রহ্মলোকীয়গানকারিভিঃ। আভূতসংপ্লবং প্রলয়পর্য্যন্তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

ক্ষত্রিয় ইতি। পালয়িতেতি তাচ্ছীল্যে তৃন্‌প্রত্যয়াৎ প্রজা ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধেন দ্বিতীয়ৈব। ষড়্‌ভাগে উৎপন্নশস্যানাং প্রজাভ্যঃ ষষ্ঠভাগগ্রহণে নিরতঃ। তত্ত্বজ্ঞঃ প্রজানামবস্থাভিজ্ঞঃ। কামদ ইচ্ছানুসারেণ দাতা। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭—৯॥

যাঁহারা প্রত্যহ বেদপাঠ করেন, যাঁহারা জপযজ্ঞপরায়ণ হন, যাঁহারা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিয়া তাহার অবশিষ্ট ভোজন করেন, যাঁহারা শূদ্রান্ন ভোজন করেন না, যাঁহারা ছল ও মিথ্যা ব্যবহার করেন না, যাঁহারা আপন ভার্য্যায় নিরত থাকেন, যাঁহারা অধ্যাপনা, পিতৃতর্পণ, হোম, বলিবৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা করিয়া থাকেন, যাঁহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন এবং দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিনটী অগ্নিতে হোম করায় যাঁহাদের পাপ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই পাপবিহীন ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥২—৫॥

তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাদের আদর করেন। তত্রত্য গায়ক গন্ধর্ব্বেরা সংযত হইয়া তাঁহাদের নিকটে ইচ্ছানুসারে গান করে—এই অবস্থায় সেই ব্রাহ্মণেরা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমোদ করিয়া থাকেন ॥৬॥

যে ক্ষত্রিয় রাজপদে থাকিয়া আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, সমীচীনভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন, প্রজাগণের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যপ্রভৃতির

তত্র দিব্যাপ্সরোভিস্তু গন্ধর্ব্বৈশ্চ বিশেষতঃ।
সেব্যমানো মহাতেজাঃ ক্রীড়তে শক্রপূজিতঃ ॥১০॥
চতুর্যুগানি বৈ ত্রিংশৎ ক্রীড়িত্বা তত্র দেববৎ।
ইহ মনুষ্যলোকে তু চতুর্বেদী দ্বিজো ভবেৎ ॥১১॥
কৃষিগোপালনিরতো ধর্ম্মান্বেষণতৎপরঃ।
দানধর্ম্মেঽপি নিরতো বিপ্রশুশ্রূষকস্তথা ॥১২॥
সত্যসন্ধঃ শুচির্নিত্যং লোভদম্ভবিবর্জ্জিতঃ।
ঋজুঃ স্বদারনিরতো হিংসাদ্রোহবিবর্জ্জিতঃ ॥১৩॥
বণিগ্‌ধর্ম্মাননুমুঞ্চন্ বৈ দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
বৈশ্যঃ স্বর্গতিমাপ্নোতি পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)
চতুর্যুগানি বৈ ত্রিংশৎ ক্রীড়িত্বা দশ পঞ্চ চ।
ইহ মনুষ্যলোকে চ রাজা ভবতি বীর্য্যবান্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তত্র দেবলোকে। শক্রপূজিত ইন্দ্রাদৃতঃ ॥১০॥
চতুরিতি। চতুর্ব্বেদী চতুর্ব্বেদবিৎ, দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ ॥১১॥
কৃষীতি। গোপালো গোপালনম্। ঋজুঃ সরলঃ। নমুঞ্চন্ অত্যজন্ ॥১২—১৪॥
চতুরিতি। অত্র সংখ্যানির্দ্দেশো বহুত্বমাত্রপরঃ ॥১৫॥

ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করেন, যজ্ঞে ও দানে নিরত থাকেন, ধীরপ্রকৃতি হন, সর্ব্বদা আপন ভার্য্যাতে আসক্ত রহেন, শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া চলেন, রাজ্যের সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করেন, প্রজার কার্য্যসম্পাদনে ব্যাপৃত থাকেন, ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন, সর্ব্বদা ভৃত্যবর্গকে ভরণ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ, পবিত্র ও লোভ-প্রতারণাবিহীন হন, সেই ক্ষত্রিয়ও দেবলোকে উত্তম গতি লাভ করেন ॥৭—৯॥

মহাতেজা ক্ষত্রিয় সেই দেবলোকে থাকার সময়ে স্বর্গীয় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ বিশেষভাবে তাঁহার সেবা করে এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁহার সম্মান করেন ॥১০॥

এইভাবে সেই ক্ষত্রিয় অতিদীর্ঘ কাল সেই দেবলোকে দেবতার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া, এই মনুষ্যলোকে চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥১১॥

কৃষি ও গোপালননিরত, ধর্ম্মানুসন্ধানপরায়ণ, দানধর্ম্মে ব্যাপৃত, ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষাকারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বদা পবিত্র, লোভচ্ছলবিহীন, সরল স্বভাব, নিজ ভার্য্যাসক্ত, হিংসাদ্রোহরহিত, বাণিজ্যকারী এবং দেব-ব্রাহ্মণপূজক বৈশ্য স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন ও সেই স্থানে অপ্সরাগণ তাঁহার সেবা করে ॥১২—১৪॥

সুবর্ণকোট্যঃ পঞ্চাশদ্রত্নানাঞ্চ শতং তথা।
হস্ত্যশ্বরথসংযুক্তো মহাভোগাংশ্চ সেবতে ॥১৬॥
ত্রয়াণামপি বর্ণানাং শুশ্রূষানিরতঃ সদা।
বিশেষতস্তু বিপ্রাণাং দাসবদ্‌যস্তু তিষ্ঠতি ॥১৭॥
অযাচিতপ্রদাতা চ সত্যশৌচসমন্বিতঃ।
গুরুদেবার্চ্চনরতঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥
পরপীড়ামকৃত্বৈব ভৃত্যবর্গং বিভর্ত্তি যঃ।
শূদ্রোঽপি স্বর্গমাপ্নোতি জীবানামভয়প্রদঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)
স স্বর্গলোকে ক্রীড়িত্বা বর্ষকোটিং মহাতপাঃ।
ইহ মনুষ্যলোকে তু বৈশ্যো ধনপতির্ভবেৎ ॥২০॥
এবং ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি মহৎ সংসারমোক্ষণম্।
ন চ ধর্ম্মাৎ পরং কিঞ্চিৎ পাপকর্ম্মব্যপোহনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সুবর্ণেতি। শতং কোটয়ঃ। সেবতে অনুভবতি ॥১৬॥

ত্রয়াণামিতি। বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্। অযাচিত এব প্রদাতা সঃ। ভৃত্যবর্গং ভার্য্যাদিকম্ ॥১৭—১৯॥

স ইতি। মহাতপা মুনিরিবেতি শেষঃ ॥২০॥

এবমিতি। সংসারমোক্ষণং সংসারনিবৃত্তিহেতুঃ। পাপকর্ম্মণাং ব্যপোহনং বিনাশকম্ ॥২১॥

সেই বৈশ্য স্বর্গলোকে দীর্ঘ কাল বিহার করিয়া এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের পর বলবান্ রাজা হইয়া থাকেন ॥১৫॥

সেই সময়ে তাঁহার পঞ্চাশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও শত কোটি রত্নের সম্পত্তি হয় এবং তিনি হস্তী, অশ্ব ও রথযুক্ত হইয়া বিপুল সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥১৬॥

যে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সর্ব্বদা পরিচর্য্যায় নিরত থাকে, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় সর্বদা ভৃত্যের ন্যায় ব্যাপৃত রহে, অযাচিতভাবে দান করে, সত্য ও শৌচসমন্বিত হয়, গুরু ও দেবপূজায় নিরত থাকে, পরদার গমন করে না এবং যে শূদ্র পরপীড়ন না করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করে, প্রাণিগণের অভয়দাতা সেই শূদ্রও স্বর্গলাভ করিয়া থাকে ॥১৭—১৯॥

সেই শূদ্র মহাতপা মুনির ন্যায় বহু কাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া এই মনুষ্যলোকে বৈশ্য হইয়া জন্মিয়া মহাধনী হইয়া থাকে ॥২০॥

এইরূপ ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মই সংসার হইতে মুক্তির প্রধান কারণ হয় না এবং ধর্ম্মকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মই পাপনাশক হইতে পারে না ॥২১॥

তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যো মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
নহি ধর্ম্মানুরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্ল্লভম্ ॥২২॥
স্বয়ম্ভুবিহিতো ধর্ম্মো যো যস্যেহ নরেশ্বর!।
স তেন ক্ষপয়েৎ পাপং সম্যগাচরিতেন চ ॥২৩॥
সহজং যদ্ভবেৎ কর্ম্ম ন তত্ত্যাজ্যং হি কেনচিৎ।
স এব তস্য ধর্ম্মো হি তেন সিদ্ধিং স গচ্ছতি ॥২৪॥
বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মস্তু পাপকর্ম্ম ব্যপোহতি।
এবমেব তু ধর্ম্মোঽপি ক্ষীয়তে পাপবর্দ্ধনাৎ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
উনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। মানুষ্যং মনুষ্যত্বম্। ধর্ম্মানুরক্তানাং মনুষ্যাণাম্ ॥২২॥

স্বয়মিতি। স্বয়ম্ভুবা ব্রহ্মণা বিহিতঃ। ক্ষপয়েৎ নাশয়েৎ ॥২৩॥

সহজমিতি। সহজং স্বজাতিবিহিতং পরশুশ্রূষাদি, কেনচিৎ শূদ্রাদিনা। সিদ্ধিং স্বর্গাদিম্ ॥২৪॥

বিগুণ ইতি। বিগুণোঽপি নিকৃষ্টোঽপি, স্বধর্ম্মঃ পরশুশ্রূষাদিঃ, ব্যপোহতি নাশয়তি ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি উনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

অতএব দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মই করিবে। কারণ, ধর্ম্মানুরক্ত লোকদিগের জগতে কিছুই দুর্ল্লভ হয় না ॥২২॥

নরনাথ! বিধাতা এই জগতে যাহার যে ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, সেই লোক সম্যগনুষ্ঠিত সেই ধর্ম্মদ্বারাই নিজের পাপক্ষয় করিবে ॥২৩॥

যেটী নিজের জাতিবিহিত কর্ম্ম, কেহই তাহা ত্যাগ করিবে না। কারণ, সেই কর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মদ্বারাই সে সিদ্ধিলাভ করে ॥২৪॥

এবং স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহা পাপ নাশ করে। এইরূপই পাপ বৃদ্ধি পাইলে ধর্ম্মক্ষয় হয়' ॥২৫॥

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্! দেবদেবেশ! শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে।
শুভস্যাপ্যশুভস্যাপি ক্ষয়বৃদ্ধী যথাক্রমম্ ॥১॥

ভগবানুবাচ।

শৃণু পার্থিব! তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মসূক্ষ্মং সনাতনম্।
দুর্বিজ্ঞেয়তমং নিত্যং যত্র মগ্না মহাজনাঃ ॥২॥
যথৈব শীতমুদকমুষ্ণেন বহুনা বৃতম্।
ভবেত্তু তৎক্ষণাদুষ্ণং শীতত্বঞ্চ বিনশ্যতি ॥৩॥
যথোষ্ণং বা ভবেদল্পং শীতেন বহুনা বৃতম্।
শীতলঞ্চ ভবেৎ সর্বমুষ্ণত্বঞ্চ বিনশ্যতি ॥৪॥
এবঞ্চ যদ্‌ভবেদ্‌ভূরি সুকৃতং বাপি দুষ্কৃতম্।
তদল্পং ক্ষপয়েচ্ছীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ভগবন্নিতি। ক্ষয়বৃদ্ধী তয়োঃ কারণম্ ॥১॥

শৃণ্বিতি। সূক্ষ্মং ধর্ম্মং ধর্ম্মসূক্ষ্মং তৎ অগ্নিষ্টোমাদিবৎ বিশেষণস্য পরনিপাতঃ। মগ্না মূঢ়াঃ, মহাজনাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি ॥২॥

যথেতি। বহুনা উদকেন, বৃতং সংযুক্তম্। উষ্ণমুদকম্। ভূরি প্রচুরম্, সুকৃতং পুণ্যম্, দুষ্কৃতং পাপম্ ॥৩—৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ভগবন্ দেবদেবেশ্বর! মঙ্গলই হউক বা অমঙ্গলই হউক, তাহার ক্ষয় ও বৃদ্ধির হেতু যথাক্রমে শুনিবার জন্য আমার কৌতুক জন্মিয়াছে' ॥১॥

ভগবান্ বলিলেন—'রাজা! অভিজ্ঞ লোকেরাও যে বিষয়ে সর্ব্বদা মুগ্ধ হইয়া থাকেন, অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও সনাতন সেই সকল সূক্ষ্মধর্ম্ম আপনি শ্রবণ করুন ॥২॥

অল্প শীতল জল প্রচুর উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হইয়া যায় এবং শীতলত্ব নষ্ট হয়, আবার অল্প উষ্ণ জল প্রচুর

সমত্বে সতি রাজেন্দ্র ! তয়োঃ সুকৃতপাপয়োঃ।
গুহিতস্য ভবেদ্বৃদ্ধিঃ কীর্ত্তিতস্য ভবেৎ ক্ষয়ঃ ॥৬॥
খ্যাপনেনানুতাপেন প্রায়ঃ পাপং বিনশ্যতি।
তথা কৃতস্তু রাজেন্দ্র ! ধর্ম্মো নশ্যতি মানদ ! ॥৭॥
তাবুভৌ গুহিতৌ সম্যগ্ বৃদ্ধিং যাতো ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ন পাপং গূহয়েদ্বুধঃ ॥৮॥
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন কীর্ত্তয়েৎ ক্ষয়কারণাৎ।
তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তয়েৎ পাপং নিত্যং ধর্ম্মঞ্চ গূহয়েৎ ॥৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

সমত্ব ইতি। সমত্বে সমানত্বে। গুহিতস্য গোপিতস্য সুকৃতস্য পাপস্য বা, কীর্ত্তিতস্য বাচা প্রকাশিতস্য সুকৃতস্য পাপস্য বা ॥৬॥

খ্যাপনেনেতি। খ্যাপনেন লোকসমাজে প্রকাশনেন। তথা কৃতঃ খ্যাপিতঃ অনুতাপিতশ্চ ॥৭॥

তাবিতি। যাতঃ প্রাপ্নুতঃ। গূহয়েদ্গোপয়েদ্ ॥৮॥

তস্মাদিতি। ক্ষয়কারণাৎ ক্ষয়মুদ্দিশ্য। আর্ষত্বাৎ পুনরুক্তিঃ সোঢ়ব্যা ॥৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

শীতল জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ শীতল হয় এবং উষ্ণত্ব নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পুণ্যই হউক বা পাপই হউক, যাহা প্রচুর হইবে, তাহা সত্বর অল্পকে নষ্ট করিবে, এই বিষয়ে কোন বিচার করিবে না ॥৩—৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই পুণ্য ও পাপ সমান হইলে তাহার মধ্যে যেটা গোপন করা হইবে, তাহার বৃদ্ধি হইবে, আর যেটা প্রকাশ করা হইবে, তাহার ক্ষয় হইবে ॥৬॥

মানদাতা রাজশ্রেষ্ঠ ! প্রকাশ করা বা অনুতাপ করায় প্রায় পাপই বিনষ্ট হয় এবং সেই উভয় করিলে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৭॥

পাপ ও পুণ্য উভয়ই গোপন করিলে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; অতএব বুদ্ধিমান্ লোক সর্ব্বপ্রযত্নে পাপ গোপন করিবেন না ॥৮॥

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য ধর্ম্মপুত্রোঽচ্যুতস্য তু।
পপ্রচ্ছ পুনরপ্যন্যং ধর্ম্মং ধর্ম্মাত্মজো হরিম্। ১॥
বৃথা চ কতি জন্মানি বৃথা দানানি কানি চ।
বৃথা চ জীবিতং কেষাং নরাণাং পুরুষোত্তম ! ॥২॥
কীদৃশীষু হ্যবস্থাসু দানং দত্তং জনার্দ্দন !।
ইহ লোকেঽনুভবতি পুরুষঃ পুরুষোত্তম ! ॥৩॥
গর্ভস্থঃ কিং সমশ্নাতি কিং বাল্যে বাপি কেশব !।
যৌবনস্থোঽপি কিং কৃষ্ণ ! বার্দ্ধকে বাপি কিং ভবেৎ ॥৪॥
সাত্ত্বিকং কীদৃশং দানং রাজসং কীদৃশং ভবেৎ।
তামসং কীদৃশং দেব ! তর্পয়িষ্যতি কিং প্রভো ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রচ্ছের্দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ ধর্ম্মং হরিমিতি কর্ম্মদ্বয়ম্ ॥১॥
বৃথেতি। বৃথা নিষ্ফলানি ॥২॥
কীদৃশীষ্বিতি। অনুভবতি তদ্দানফলমিতি শেষঃ ॥৩॥
গর্ভস্থ ইতি। কিং কীদৃশং ফলম্ ॥৪॥

সুতরাং যত্নপূর্ব্বক ক্ষয় উদ্দেশ্যে পাপ কীর্ত্তন করিবে এবং ধর্ম্ম সর্ব্বদা গোপন করিবে' ॥৯॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাঁহার নিকট অন্যান্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—॥১॥

'পুরুষোত্তম। কত প্রকার জন্ম নিষ্ফল, কোন্ কোন্ দান নিরর্থক এবং কোন্ কোন্ মানুষের জীবনই বা বৃথা ? ॥২॥

জনার্দ্দন পুরুষোত্তম। কি প্রকার অবস্থায় দান করিলে, মানুষ ইহলোকেই তাহার ফল অনুভব করে ? ॥৩॥

কেশব। মানুষ গর্ভে থাকিয়া কি ফল ভোগ করে, বাল্যকালে কোন্ ফল পায়, যৌবন বা বৃদ্ধ অবস্থায় কি কি ফল পাইয়া থাকে ? ॥৪॥

উত্তমং কীদৃশং দানং তেষাং বা কিং ফলং ভবেৎ।
কিং দানং নয়তি হ্যূর্দ্ধং কিং গতিং মধ্যমাং নয়েৎ।
গতিং জঘন্যামথবা দেবদেব! ব্রবীহি মে ॥৬॥
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
ত্বদীয়ং বচনং সত্যং পুণ্যঞ্চ মধুসূদন! ॥৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ধর্ম্মং প্রযত্নেন পৃষ্টঃ পাণ্ডুসুতেন বৈ।
উবাচ বাসুদেবোঽথ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মাত্মজস্য তু ॥৮॥

ভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্! যথান্যায়ং বচনং তথ্যমুত্তমম্।
কথ্যমানং ময়া পুণ্যং সর্বপাপব্যপোহনম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সাত্ত্বিকমিতি। তর্পয়িষ্যতি তত্তদ্দানং কর্ত্তৃ ॥৫॥
উত্তমমিতি। কিং দানমিত্যনুবৃত্তিঃ। জঘন্যামধমাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
এতদিতি। অথ মদ্বাক্যে কথং বিশ্বাস ইত্যাহ ত্বদীয়মিতি ॥৭॥
এবমিতি। ধর্ম্মাত্মজস্য সমীপ ইতি শেষঃ ॥৮॥
শৃণ্বিতি। তথ্যং সত্যম্। সর্ব্বেষাং পাপানাং ব্যপোহনং বিনাশকম্ ॥৯॥

প্রভু! কিপ্রকার দান সাত্ত্বিক, কীদৃশ দান রাজসিক, কিপ্রকার দানই বা তামসিক, কোন্ প্রকার দানই বা দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করে? ॥৫॥

দেবদেব! কিপ্রকার দান উত্তম, তাহার ফলই বা কিপ্রকার হয়, কোন্ দান ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, কোন্ প্রকার দান মধ্যম অবস্থায় উপনীত করে এবং কোন্ দানই বা অধম গতি প্রাপ্ত করায়—এই সকল বিষয় তুমি আমার নিকট বল ॥৬॥

মধুসূদন! এই সকল বিষয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি। কেন না, এই সকল বিষয় জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে। তোমার বাক্য সত্য ও পুণ্যজনক' ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির যত্নপূর্বক ধর্ম্মবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন—'রাজা! আমি সত্য, উত্তম, পুণ্যজনক ও সর্ব্বপাপনাশক বাক্য যথানিয়মে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥৯॥

বৃথা চ দশ জন্মানি চত্বারি চ নরাধিপ ! ।
বৃথা দানানি পঞ্চাশৎ পঞ্চৈব চ যথাক্রমম্ ॥১০॥
বৃথা চ জীবিতং যেষাং তে চ ষট্ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
অনুক্রমেণ বক্ষ্যামি তানি সর্ব্বাণি পার্থিব ! ॥১১॥
ধর্ম্মঘ্নানাং বৃথা জন্ম লুব্ধানাং পাপিনাং তথা ।
বৃথা পাকঞ্চ যেঽশ্নন্তি পরদাররতাশ্চ যে ।
পাকভেদকরা যে চ যে চ স্যুঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ ॥১২॥
মৃষ্টমশ্নাতি যশ্চৈকঃ ক্লিশ্যমানৈস্তু বান্ধবৈঃ ।
পিতরং মাতরঞ্চৈব উপাধ্যায়ং গুরুং তথা ।
মাতুলং মাতুলানীঞ্চ যো নিহন্যাচ্ছপেত বা ॥১৩॥
ব্রাহ্মণশ্চৈব যো ভুক্তা সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ ।
নিঃস্বাহো নিঃস্বধশ্চৈব শূদ্রাণামন্নভুগ্ দ্বিজঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বৃথেতি। বৃথা নিষ্ফলানি ॥১০॥

বৃথেতি। জীবিতং জীবনম্ ॥১১॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মঘ্নানাম্ অন্যস্য ধর্ম্মনাশকানাম্। বৃথাপাকং দেব-পিত্রতিথিভিনৈরপেক্ষ্যেণ পক্কমন্নম্। পাকভেদকরা দেবতাদ্যুদ্দেশে সমারব্ধস্য পাকস্য বিঘ্নজনকাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

মৃষ্টমিতি। মৃষ্টং মধুরদ্রব্যম্, ক্লিশ্যমানৈর্বান্ধবৈস্তাদৃশভোজনদর্শনেন বান্ধবেষু ক্লিশ্যমানেষ্বিত্যর্থঃ। নিহন্যাৎ প্রহরেৎ, শপেত তিরস্কুর্য্যাৎ, তস্য জন্ম বৃথেত্যর্থঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥

নরনাথ! চতুর্দ্দশ প্রকার জন্ম নিরর্থক এবং পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রকার দান নিরর্থক। এই বিষয়ে যথাক্রমে বলিব ॥১০॥

রাজা! যাহাদের জীবন নিষ্ফল, তাহারা ছয় প্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ক্রমশঃ বলিতেছি ॥১১॥

ধর্ম্মনাশক, লুব্ধ ও পাপীদিগের জন্ম নিষ্ফল। যাহারা দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিদিগকে দান না করিয়া ভোজন করে, যাহারা পরদারনিরত, যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে আরব্ধ পাকের বিঘ্ন করে এবং যাহারা সত্যবর্জ্জিত, তাহাদের জন্ম নিষ্ফল ॥১২॥

যে ব্যক্তি বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মধুর দ্রব্য ভোজন করে এবং যে লোক পিতা, মাতা, অধ্যাপক, অন্য গুরুজন, মাতুল ও মাতুলানীকে আঘাত করে বা তিরস্কার করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক ॥১৩॥

মম বা শঙ্করস্যাথ ব্রহ্মণো বা যুধিষ্ঠির ! ।
অথবা ব্রাহ্মণানাস্তু যে ন ভক্তা নরাধমাঃ ।
বৃথা জন্মান্যথৈতেষাং পাপিনাং বিদ্ধি পাণ্ডব ! ॥১৫॥
অশ্রদ্ধয়াপি যদ্দত্তমবমানেন বাপি যৎ ।
দম্ভার্থমপি যদ্দত্তং যৎপাষণ্ডিহৃতং নৃপ ! ॥১৬॥
শূদ্রাচারায় যদ্দত্তং যদ্দত্ত্বা চানুকীর্ত্তিতম্ ।
রোষযুক্তস্তু যদ্দত্তং যদ্দত্তমনুশোচিতম্ ॥১৭॥
দম্ভার্জ্জিতঞ্চ যদ্দত্তং যচ্চ বাপ্যনৃতার্জ্জিতম্ ।
ব্রাহ্মণস্বঞ্চ যদ্দত্তং চৌর্য্যেণাপ্যার্জ্জিতঞ্চ যৎ ॥১৮॥
অভিশস্তাহৃতং যত্তু যদ্দত্তং পতিতে দ্বিজে ।
নির্ব্রহ্মাভিহৃতং যত্তু যদ্দত্তং সর্ব্বযাচকৈঃ ॥১৯॥
ব্রাত্যৈস্তু যদ্ধৃতং দানমারূঢ়পতিতৈশ্চ যৎ ।
যদ্দত্তং স্বৈরিণীভর্ত্তুঃ শ্বশুরানসুবর্ত্তিনে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণ ইতি । নিঃস্বাহো হোমরহিতঃ, নিঃস্বধঃ শ্রাদ্ধবর্জ্জিতশ্চ ॥১৪॥

মমেতি । উত্তমগত্যসম্ভবেনৈতেষাং বৃথা জন্মানীতি ভাবঃ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

অশ্রদ্ধয়েতি । দম্ভার্থং ছলপ্রয়োগার্থম্ উৎকোচরূপম্, পাষণ্ডিহৃতং বৃথারক্তপটাদিধারি প্রাপ্তম্ । অনুকীর্ত্তিতং বাচা প্রকাশিতম্ । দম্ভার্জ্জিতং ছলেন লব্ধম্, অনৃতার্জ্জিতং প্রতারণয়া প্রাপ্তম্ । অভিশস্তাৎ অপবাদগ্রস্তাৎ আহৃতং গৃহীতম্ । নির্ব্রহ্মণা বেদসংস্কাররহিতেন অভিহৃতং প্রাপ্তম্ । ব্রাত্যৈঃ পতিতসাবিত্রীকৈঃ, আরূঢ়পতিতৈঃ পতিতজনাশ্রয়দাতৃভিঃ । স্বৈরিণীভর্ত্তুঃ কুলটাস্বামিনঃ । শ্বশুরানহুবর্ত্তিনে শ্বশুরবিরোধিনে । গ্রামযাচকেন হৃতং প্রাপ্তম্ ।

যে লোক ব্রাহ্মণ হইয়া সন্ধ্যাবিহীন হয়, হোম বা শ্রাদ্ধ করে না কিংবা শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহার জন্ম নিষ্ফল ॥১৪॥

পাণ্ডুনন্দন ! যে সকল নরাধম আমার, শিবের, ব্রহ্মার কিংবা ব্রাহ্মণগণের ভক্ত না হয়, সেই সকল পাপীর জন্ম নিরর্থক ॥১৫॥

রাজা ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত, অপমানপুরঃসর দত্ত, ছলপ্রয়োগের জন্য দত্ত, বৃথা রক্তপটাদিধারীকে দত্ত, শূদ্রের ন্যায় আচারবিশিষ্টকে দত্ত, যে দান করিয়া প্রকাশ করা হয়, ক্রোধপূর্ব্বক দত্ত, যাহা দান করিয়া অনুতাপ করা হয়, ছলপূর্ব্বক অর্জ্জিত ধনদান, প্রতারণাপূর্ব্বক অর্জ্জিত ধন দান, ব্রাহ্মণদ্রব্যদান, চোরিত বস্তু দান, অপবাদগ্রস্তের নিকট হইতে আনয়ন করিয়া সেই ধন দান,

যদ্গ্রামযাচকহুতং যৎকৃতঘ্নহুতং তথা।
উপপাতকিনে দত্তং বেদবিক্রয়িণে চ যৎ ॥২১॥
স্ত্রীজিতায় চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং রাজসেবিনে।
গণকায় চ যদ্দত্তং যচ্চ কারণিকায় চ ॥২২॥
বৃষলীপতয়ে দত্তং যদ্দত্তং শস্ত্রজীবিনে।
ভৃতকায় চ যদ্দত্তং ব্যালগ্রাহিহুতঞ্চ যৎ ॥২৩॥
পুরোহিতায় যদ্দত্তং চিকিৎসকহুতঞ্চ যৎ।
যদ্বণিক্কর্ম্মিণে দত্তং ক্ষুদ্রমন্ত্রোপজীবিনে ॥২৪॥
যচ্ছূদ্রজীবিনে দত্তং যচ্চ দেবলকায় চ।
দেবদ্রব্যাশিনে যচ্চ যদ্দত্তং চিত্রকর্ম্মিণে ॥২৫॥
রঙ্গোপজীবিনে দত্তং যচ্চ মাংসোপজীবিনে।
সেবকায় চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং ব্রাহ্মণব্রুবে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কারণিকায় রাজাধিকরণস্থিতায় বিচারকায়। ভৃতকায় বেতনভোগিনে, ব্যালগ্রাহিহুতং সর্পজীবিপ্রাপ্তম্। পুরোহিতায় পতিতায়। ক্ষুদ্রমন্ত্রোপজীবিনে নিকৃষ্টজনমন্ত্রিণে। দেবলকায় বেতনগ্রহণেন দেবপূজকায় ব্রাহ্মণায়। দেবদ্রব্যাশিনে চৌর্য্যেণদেবদ্রব্যভোজিনে। ব্রাহ্মণব্রুবমাহ প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতং বচনম্—"গর্ভাধাদিসংস্কারৈর্যুক্তশ্চ নিয়মব্রতৈঃ। নাধ্যাপয়তি

পতিত ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, বেদোক্তসংস্কারবিহীন ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, সর্ব্বযাচকেরা যাহা দান করে, যথাকালে অকৃত সংস্কার ব্যক্তিকে যাহা দান করা হয়, পতিতের আশ্রয় ছাড়া যে দান করে, ব্যভিচারিণীর স্বামীকে যে দান করা হয়, শ্বশুরের প্রতিকূল ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, গ্রামযাজককে যাহা দান করা হয়, কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, উপপাতকী লোককে যে দান করা হয়, বেদবিক্রয়ী ব্যক্তিকে যাহা দান করা হয়, স্ত্রৈণ ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, রাজসেবককে যে দান করা হয়, গণককে যাহা দেওয়া হয়, অধিকরণিককে যাহা দেওয়া হয়, শূদ্রকন্যা-বিবাহকারীকে যাহা দান করা হয়, অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, বেতনভোগী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, সর্পজীবী ব্রাহ্মণ যাহা গ্রহণ করে, পতিত পুরোহিতকে যাহা দেওয়া হয়, চিকিৎসক ব্রাহ্মণ যাহা গ্রহণ করেন, বাণিজ্যকারী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয়, নিকৃষ্ট লোকের মন্ত্রীকে যাহা দেওয়া হয়, শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয়, দেবল ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, দেবদ্রব্যভোজীকে যে দান করা হয়, চিত্রোপজীবীকে যাহা দেওয়া হয়, নাট্যজীবীকে যাহা দান করা হয়,

অদেশিনে চ যদ্দত্তং দত্তং বার্দ্ধুষিকায় চ।
যদনাচারিণে দত্তং যত্তু দত্তমনগ্নয়ে ॥২৭॥
অসন্ধ্যোপাসিনে দত্তং যচ্ছূদ্রগ্রামসেবিনে।
যন্মিথ্যালিঙ্গিনে দত্তং দত্তং সর্ব্বাশিনে চ যৎ ॥২৮॥
নাস্তিকায় চ যদ্দত্তং ধর্ম্মবিক্রয়িণে চ যৎ।
বরাকায় চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং কূটসাক্ষিণে ॥২৯॥
গ্রামকূটায় যদ্দত্তং দানং পার্থিবপুঙ্গব !।
বৃথা ভবতি তৎ সর্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩০॥ (কুলকম্)
বিপ্রাণামধরা এতে লোলুপা ব্রাহ্মণাধমাঃ।
নাত্মানং তারয়ন্ত্যেতে ন দাতারং যুধিষ্ঠির ! ॥৩১॥
এতেভ্যো দত্তমাত্রাণি দানানি সুবহূন্যপি।
বৃথা ভবন্তি রাজেন্দ্র ! ভস্মন্যাজ্যাহুতির্যথা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥" অদেশিনে কুদেশবাসিনে, অনগ্নয়ে দাননিন্দা সাগ্নয়ে দানপ্রশংসার্থা ব্যস্ততিথের্নিন্দা যুগ্মতিথেঃ প্রশংসার্থেব। বার্দ্ধুষিকায় কুসীদবৃত্তয়ে। মিথ্যালিঙ্গিনে বৃথারক্তবস্ত্রাদিধারিণে, সর্ব্বাশিনে অভক্ষ্যভক্ষকায়। বরাকায় কৃপণায়, কূটসাক্ষিণে মিথ্যাসাক্ষ্যদায়িনে। গ্রামে যঃ কূটঃ কপটেন পরপ্রতারকস্তস্মৈ ॥১৬—৩০॥

বিপ্রাণামিতি। অধরা নীচাঃ। আত্মানং ন তারয়ন্তি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

এতেভ্য ইতি। বৃথা নিষ্ফলানি, আজ্যাহুতির্ঘৃতপ্রক্ষেপঃ ॥৩২॥

মাংসবিক্রয়ীকে যাহা দেওয়া হয়, সেবককে যাহা দান করা হয়, অধ্যাপনাবিহীন ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, কুদেশবাসীকে যাহা দান করা হয়, সুদখোরকে যাহা দেওয়া হয়, অনাচারীকে যাহা দান করা হয়, নিরগ্নিকে যাহা দেওয়া হয়, অসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয়, শূদ্রগ্রামবাসী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, মিথ্যাবেশধারীকে যাহা দান করা হয়, সর্বভোজীকে যাহা দেওয়া হয়, নাস্তিককে যাহা দান করা হয়, ধর্ম্মবিক্রয়ীকে যাহা দেওয়া হয়, কৃপণকে যে দান করা হয়, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে যাহা দেওয়া হয় এবং রাজশ্রেষ্ঠ ! গ্রামের মধ্যে পরপ্রতারককে যাহা দেওয়া হয়, সেই সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না ॥১৬—৩০॥

রাজা! এই সকল লোভী নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মধ্যে নীচ। ইহারা আপনাকে বা দাতাকে উদ্ধার করিতে পারে না ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ইহাদিগকে প্রচুর দান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় ॥৩২॥

এতেষু যৎফলং কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি কথঞ্চন।
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ তদ্বিলুম্পন্তি হর্ষিতাঃ ॥৩৩॥
বৃথা হ্যেতানি দত্তানি কথিতানি সমাসতঃ।
জীবিতন্তু বৃথা যেষাং তচ্ছৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির ! ॥৩৪॥
যে মাং ন প্রতিপদ্যন্তে শঙ্করং বা নরাধমাঃ।
ব্রাহ্মণান্ বা মহীদেবান্ বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৫॥
হেতুশাস্ত্রেষু যে সক্তাঃ কুদৃষ্টিপথমাশ্রিতাঃ।
দেবান্ নিন্দন্ত্যনাচারা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৬॥
কুশলৈঃ কৃতশাস্ত্রাণি পঠিত্বা যে নরাধমাঃ।
বিপ্রান্ নিন্দন্তি যজ্ঞাংশ্চ বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৭॥
যে দুর্গাং বা কুমারং বা বায়ুমগ্নিং জলং রবিম্।
পিতরং মাতরঞ্চৈব গুরুমিন্দ্রং নিশাকরম্।
মূঢ়া নিন্দন্ত্যনাচারা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

এতেষ্বিতি। "দানং যজ্ঞঃ" ইত্যাদিস্মৃতৌ দানমাত্রস্যৈব ফলজনকত্বকথনাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৩॥
বৃথেতি। এতানি এতৎসম্প্রদানকানি, সমাসতঃ সংক্ষেপেণ ॥৩৪॥
য ইতি। প্রতিপদ্যন্তে ভক্ত্যা সমাশ্রয়ন্তি ॥৩৫॥
হেত্বিতি। হেতুশাস্ত্রেষু নাস্তিকাদিপ্রণীতেষু, কুদৃষ্টিপথং বেদবাক্যাদৌ দোষদর্শনমার্গম্ ॥৩৬॥
কুশলৈরিতি। কুশলৈঃ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাননিপুণৈর্ম্মুনিভিঃ ॥৩৭॥
য ইতি। নিশাকরং চন্দ্রম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮॥

তবে ইহাদিগকে দান করিলে কোন প্রকারে যে কিছু ফল হয়, রাক্ষসগণ ও পিশাচগণ আনন্দিত হইয়া তাহা হরণ করে ॥৩৩॥

মহারাজ ! এই আমি সংক্ষেপে বৃথা দান সকল বলিলাম। এখন যাহাদের জীবন বৃথা, তাহাদের বিষয় শ্রবণ করুন ॥৩৪॥

যে সকল নরাধম আমাকে বা মহাদেবকে কিংবা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক আশ্রয় না করে, তাহারা নিষ্ফল জীবন ধারণ করিয়া থাকে ॥৩৫॥

যাহারা হেতুবাদে নিরত, বেদবাদে দোষদৃষ্টিপরায়ণ এবং দেবগণকে নিন্দা করে, সেই অনাচারী মানুষেরা বৃথা জীবিত থাকে ॥৩৬॥

যে নরাধমেরা মুনিগণকৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এবং শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞসমূহকে নিন্দা করে, তাহাদের জীবন নিষ্ফল হইয়া যায় ॥৩৭॥

বিদ্যমানে ধনে যস্তু দানধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
মৃষ্টমশ্নাতি যশ্চৈকো বৃথা জীবতি সোঽপি চ।
বৃথা জীবিতমাখ্যাতং দানকালং ব্রবীমি তে ॥৩৯॥
তমোঽনিবিষ্টচিত্তেন দত্তং দানন্তু যদ্ভবেৎ।
তদস্য ফলমশ্নাতি নরো গর্ভগতো নৃপ! ॥৪০॥
ঈর্ষ্যামৎসরসংযুক্তো দম্ভার্থং চার্থকারণাৎ।
দদাতি দানং যো মর্ত্ত্যো বালভাবে তদশ্নুতে ॥৪১॥
ভোক্তুং ভোগমশক্তস্তু ব্যাধিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্।
দদাতি দানং যো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধভাবে তদশ্নুতে ॥৪২॥
শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুচিঃ স্নাতঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
দদাতি দানং যো মর্ত্ত্যো যৌবনে স তদশ্নুতে ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

বিদ্যেতি। মৃষ্টং মধুরদ্রব্যম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥
তম ইতি। তমোঽনিবিষ্টচিত্তেন মোহশূন্যমনসা জনেন। অস্য দানস্য তৎফলম্ ॥৪০॥
ঈর্ষ্যেতি। দম্ভার্থং ছলপ্রয়োগার্থম্। তৎ তদ্দানফলম্ ॥৪১॥
ভোক্তুমিতি। ভোগং ভোগসুখম্ ॥৪২॥
শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধাযুক্তদানফলে বিশ্বাসান্বিতঃ ॥৪৩॥

যাহারা দুর্গা, কার্ত্তিক, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য্য, পিতা, মাতা, গুরু, ইন্দ্র ও চন্দ্রকে নিন্দা করে, সেই মূঢ় ও অনাচারী মনুষ্যেরা বৃথা জীবন ধারণ করে ॥৩৮॥

ধন বিদ্যমান থাকিতে যে দান করে না কিংবা যে লোক একাকী মধুর দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা বৃথা জীবনধারণ করিয়া থাকে। রাজা! এই আপনার নিকট বৃথা জীবনের বিষয় বলিলাম, এখন দান জন্য ফল ভোগের কাল বলিতেছি ॥৩৯॥

রাজা! মানুষ মোহশূন্য চিত্তে যে দান করিবে, সেই মানুষ জন্মান্তরে গর্ভে থাকিয়া সেই দানের ফলভোগ করিবে ॥৪০॥

যে লোক ঈর্ষ্যাবিদ্বেষযুক্ত হইয়া দান করে, কিংবা ছলপ্রয়োগের জন্য অথবা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে দান করে, সেই লোক জন্মান্তরে বাল্যকালে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥৪১॥

মানুষ রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভোগ করিতে না পারিয়া যে দান করে, জন্মান্তরে বৃদ্ধকালে তাহার ফল পায় ॥৪২॥

স্বয়ং নীত্বা তু যদ্দানং ভক্ত্যা পাত্রে প্রদীয়তে।
তৎ সার্ব্বকালিকং বিদ্ধি দানমাগরণান্তিকম্ ॥৪৪॥
রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসঞ্চ যুধিষ্ঠির!।
দানং দানফলঞ্চৈব গতিঞ্চ ত্রিবিধাং শৃণু ॥৪৫॥
দানং দাতব্যমিত্যেব মতিং কৃত্বা দ্বিজায় বৈ।
উপকারবিযুক্তায় যদ্দত্তং তদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥৪৬॥
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় বহুভৃত্যায় পাণ্ডব!।
দীয়তে যৎপ্রহৃষ্টেন তৎসাত্ত্বিকমুদাহৃতম্ ॥৪৭॥
বেদাক্ষরবিহীনায় যত্তু পূর্ব্বোপকারিণে।
সমৃদ্ধায় চ যদ্দত্তং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥৪৮॥
সম্বন্ধিনে চ যদ্দত্তং প্রমত্তায় চ পাণ্ডব!।
ফলার্থিভিরপাত্রায় তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

স্বয়মিতি। সার্ব্বকালিকং জন্মান্তরে সর্বকালীনফলজননম্ ॥৪৪॥
রাজসমিতি। গতিমবস্থাম্ ॥৪৫॥
দানমিতি। উপকারবিযুক্তায় উপকাররহিতায় ॥৪৬॥
শ্রোত্রিয়ায়েতি। শ্রোত্রিয়মাহ দেবলঃ—"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥" বহুভৃত্যায় বহুপোষ্যায় ॥৪৭॥
বেদেতি। বেদাক্ষরবিহীনায় সর্ব্বথা বেদজ্ঞানরহিতায় ॥৪৮॥

যে লোক শ্রদ্ধাযুক্ত, পবিত্র, স্নাত ও প্রসন্ন চিত্ত হইয়া যে দান করে, পরজন্মে যৌবনকালে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥৪৩॥

দাতব্য দ্রব্য লইয়া যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সৎপাত্রে যে দান করা হয়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ে সেই দানের ফল হয় বলিয়া জানিবেন ॥৪৪॥

মহারাজ। দান ও দানের ফল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ হয় এবং তাহার গতিও ত্রিবিধ শ্রবণ করুন ॥৪৫॥

দান করিতে হইবে এইরূপ মনে করিয়া উপকাররহিত ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান ॥৪৬॥

পাণ্ডুনন্দন। শ্রোত্রিয়, দরিদ্র এবং বহু পোষ্যবর্গযুক্ত ব্রাহ্মণকে হৃষ্টচিত্তে যে দান করা হয়, সে দানও সাত্ত্বিক দান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৪৭॥

বেদজ্ঞানবিহীন বা পূর্ব্বোপকারী কিংবা সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহা রাজসিক দান ॥৪৮॥

বৈশ্বদেববিহীনায় দানমশ্রোত্রিয়ায় চ।
দীয়তে তস্করায়াপি তদ্দানং তামসং স্মৃতম্ ॥৫০॥
সরোষমবধূতঞ্চ ক্লেশযুক্তমবজ্ঞয়া।
সেবকায় চ যদ্দত্তং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৫১॥
দেবাঃ পিতৃগণাশ্চৈব মুনয়শ্চাগ্নয়স্তথা।
সাত্ত্বিকং দানমশ্নন্তি তুষ্যন্তি চ নরেশ্বর! ॥৫২॥
দানবা দৈত্যসঙ্ঘাশ্চ গ্রহা যক্ষাঃ সরাক্ষসাঃ।
রাজসং দানমশ্নন্তি বর্জ্জিতং পিতৃদৈবতৈঃ ॥৫৩॥
পিশাচাঃ প্রেতসঙ্ঘাশ্চ কশ্মলা যে মলীমসাঃ।
তামসং দানমশ্নন্তি গতিঞ্চ ত্রিবিধাং শৃণু ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

সম্বন্ধিন ইতি। সম্বন্ধিনে শ্যালকাদয়ে, প্রমত্তায় সর্ব্বকার্য্যেষসাবধানায় ॥৪৯॥
বৈশ্বেতি। বৈশ্বদেববিহীনায় ভূতযজ্ঞরহিতায় ॥৫০॥
সরোষমিতি। অবধূতং কুৎসয়া ভূম্যাদৌ পাতিতম্ ॥৫১॥
দেবা ইতি। অশ্নন্তি গৃহ্নন্তি ॥৫২॥
দানবা ইতি। পিতৃদৈবতৈর্বর্জ্জিতং তদ্দানং ত্যক্তং ভবেৎ ॥৫৩॥
পিশাচা ইতি। কশ্মলা ভূতবিশেষাঃ, মলীমসাস্তাদৃশা এব ॥৫৪॥

পাণ্ডুনন্দন! কোন প্রকার উপকার পাইবার আশায় সম্বন্ধী, প্রমত্ত বা অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাও রাজসিক দান ॥৪৯॥

ভূতযজ্ঞবিহীন বা অশ্রোত্রিয় কিংবা চৌরকে যে দান করা হয়, তাহা তামসিক দান ॥৫০॥

ক্রোধ, নিন্দা, কষ্টদান ও অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান করা হয় কিংবা সেবককে যাহা দেওয়া হয়, সেই দান তামসিক দান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৫১॥

নরনাথ! দেবগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ ও অগ্নিসমূহ সাত্ত্বিক দান গ্রহণ করেন এবং সাত্ত্বিক দানে সন্তুষ্ট হন ॥৫২॥

দৈত্য, দানব, গ্রহ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ রাজসিক দান ভোগ করে; কিন্তু দেবগণ ও পিতৃগণ তাহা ত্যাগ করেন ॥৫৩॥

পিশাচ, প্রেত, ভূত ও মলিন প্রাণীরা তামসিক দান গ্রহণ করে। রাজা! এখন আপনি ত্রিবিধ গতি শ্রবণ করুন ॥৫৪॥

সাত্ত্বিকানাস্তু দানানামুত্তমং ফলমশ্নুতে।
মধ্যমং রাজসানাস্তু তামসানাস্তু পশ্চিমম্ ॥৫৫॥
অভিগম্যোপনীতানাং দানানামুত্তমং ফলম্।
মধ্যমস্তু সমাহূয় জঘন্যং যাচতে ফলম্ ॥৫৬॥
অযাচিতপ্রদাতা যঃ স যাতি গতিমুত্তমাম্।
সমাহূয় তু যো দদ্যান্মধ্যমাং স গতিং ব্রজেৎ।
যাচিতো যশ্চ বৈ দদ্যাজ্জঘন্যাং স গতিং ব্রজেৎ ॥৫৭॥
উত্তমা দৈবিকী জ্ঞেয়া মধ্যমা মানুষী গতিঃ।
গতির্জঘন্যা তির্য্যক্ষু গতিরেষা ত্রিধা স্মৃতা ॥৫৮॥
পাত্রভূতেষু বিপ্রেষু সংস্থিতেষ্বাহিতাগ্নিষু।
যত্তু নিক্ষিপ্যতে দানমক্ষয়ং সংপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

সাত্ত্বিকানামিতি। অশ্নুতে দাতা ভুনক্তি। পশ্চিমমধমম্ ॥৫৫॥
অভীতি। উপনীতানাং সম্পাদিতানাম্। জঘন্যমধমম্ ॥৫৬॥
অযাচিতেতি। জঘন্যামধমাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৭॥
উত্তমেতি। দৈবিকী দেবতারূপা। তির্য্যক্ষু মনুষ্যেতরপ্রাণিষু ॥৫৮॥
পাত্রেতি। পাত্রমাহ দায়ভাগধৃতং বচনম্—"বিদ্যাশীলো ধর্ম্মযুক্তঃ প্রশান্তঃ শান্তো দান্তঃ সত্যবাদী কৃতজ্ঞঃ। বৃত্তিগ্লানো গোহিতো গোশরণ্যো দাতা যজ্বা ব্রাহ্মণঃ পাত্রমাহুঃ ॥" ॥৫৯॥

দাতা সাত্ত্বিক দানের উত্তম ফল, রাজসিক দানের মধ্যম ফল এবং তামসিক দানের অধম ফল ভোগ করেন ॥৫৫॥

দাতা গ্রহীতার নিকটে যাইয়া যে দান করেন, তাহার উত্তম ফল, আহ্বান করিয়া আনিয়া যে দান করেন, তাহার মধ্যম ফল এবং প্রার্থীকে যে দান করেন, তাহার অধম ফল হয় ॥৫৬॥

যিনি অযাচিত অবস্থায় দান করেন, তিনি উত্তম গতি লাভ করেন, যিনি আহ্বানপূর্ব্বক দান করেন, তিনি মধ্যম গতি প্রাপ্ত হন, আর যিনি প্রার্থিত হইয়া দান করেন, তিনি অধম গতি পাইয়া থাকেন ॥৫৭॥

দেবত্ব লাভ উত্তম গতি, মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি মধ্যম গতি এবং মনুষ্যভিন্ন অন্য প্রাণিত্ব লাভ অধম গতি। এই ত্রিবিধ গতি জানিবেন ॥৫৮॥

পাত্রস্বরূপ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ থাকিতে, তাহাতে যে দত্ত দ্রব্য অর্পণ করা হয়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে ॥৫৯॥

শ্রোত্রিয়াণাং দরিদ্রাণাং ভরণং কুরু পার্থিব ! ।
সম্বন্ধানাং দ্বিজাতীনাং কুর্য্যাস্তেষাস্তু রক্ষণম্ ॥৬০॥
দরিদ্রান্ বিত্তহীনাংশ্চ প্রদানৈঃ সুষ্ঠু পূজয় ।
আতুরস্যৌষধৈঃ কার্য্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥৬১॥
পাপং প্রতিগৃহীতারং প্রদাতুরুপগচ্ছতি ।
প্রতিগ্রহীতুর্যৎপুণ্যং প্রদাতারমুপৈতি তৎ ।
তস্মাদ্দানং সদা কার্য্যং পরত্র হিতমিচ্ছতা ॥৬২॥
বেদবিদ্যাবদাতেষু সদা শূদ্রান্নবর্জ্জিষু ।
প্রযত্নেন বিধাতব্যো মহাদানময়ো নিধিঃ ॥৬৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোত্রিয়াণামিতি। শ্রোত্রিয়লক্ষণং প্রাগুক্তম্। তেষাং শ্রোত্রিয়ভূতানাম্ ॥৬০॥
দরিদ্রানিতি। বিত্তহীনান্ সহায়রহিতান্। আতুরস্য রোগার্ত্তস্য ॥৬১॥
পাপমিতি। তস্মাৎ আত্মনো নিষ্পাপত্বাভিপ্রায়াৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬২॥
বেদেতি। বেদবিদ্যয়া অবদাতেষু নির্ম্মলেষু বিপ্রেষু। নিধির্ধনাধারপাত্রম্ ॥৬৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজা ! আপনি দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের ভরণ করুন ; আর সম্বন্ধ সেইরূপ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে থাকুন ॥৬০॥

দান করিয়া ধনহীন ও সহায়হীন লোকদিগকে সমীচীনভাবে সম্মানিত করুন। কারণ, রোগার্ত্ত লোকেরই ঔষধের প্রয়োজন ; নীরোগ লোকের ঔষধদ্বারা কি হয় ? ॥৬১॥

দাতার পাপ গ্রহীতার উপরে যায় এবং গ্রহীতার যে পুণ্য থাকে, তাহা দাতার উপরে আইসে ; অতএব পরলোকে হিতাভিলাষী লোক সর্ব্বদা দান করিবেন ॥৬২॥

বেদবিদ্যাবিশুদ্ধ ও শূদ্রান্নবর্জ্জনকারী ব্রাহ্মণগণের উপরে দাতারা সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক প্রচুর দানরূপ নিধি স্থাপন করিবেন' ॥৬৩॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ✽ঃ—

ভগবানুবাচ।

যেষাং দারাঃ প্রতীক্ষন্তে সহস্রস্যেব লম্ভনম্।
ভুক্তশেষস্য ভক্তস্য তান্নিমন্ত্রয় পাণ্ডব! ॥১॥
আমন্ত্র্য তু নিরাশানি ন কর্ত্তব্যানি ভারত!।
কুলানি সুদরিদ্রাণি তেষামাশা হতা ভবেৎ ॥২॥
মদ্‌ভক্তা যে নরশ্রেষ্ঠ! মদ্‌গতা মৎপরায়ণাঃ।
মদ্‌যাজিনো মন্নিয়মাস্তান্ প্রযত্নেন পূজয়েৎ ॥৩॥
তেষান্তু পাবনায়াহং নিত্যমেব যুধিষ্ঠির!।
উভে সন্ধ্যেঽধিতিষ্ঠামি হ্যস্কন্নং তদ্‌ব্রতং মম ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

যেষামিতি। সহস্রস্য সহস্রধনস্য লম্ভনং লাভমিব, ভক্তস্য অন্নস্য লম্ভনং প্রতীক্ষন্তে ॥১॥

আমন্ত্র্যেতি। নিরাশানি খাদ্যানর্পণেন। তথাকরণে কুলানি সুদরিদ্রাণি ভবেয়ুরিতি শেষঃ ॥২॥

মদিতি। মদ্‌গতা মদাশ্রিতাঃ। ময়ি নিয়মা উপবাসাদয়ো যেষাং তে ॥৩॥

তেষামিতি। তেষাং মদ্‌ভক্তাদীনাম্। মম তদধিষ্ঠানম্ অস্কন্নমভ্রষ্টং ব্রতম্ ॥৪॥

ভগবান্ বলিলেন—'পাণ্ডুনন্দন! যাহাদের ভার্য্যারা সহস্র ধনলাভের ন্যায় ভুক্তাবশিষ্ট অন্নলাভের প্রতীক্ষা করেন, সেই সকল লোককে আপনি নিমন্ত্রণ করিবেন ॥১॥

ভরতনন্দন! নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে নিরাশ করিবেন না। কারণ, যাহারা নিরাশ করে, তাহাদের বংশ অত্যন্ত দরিদ্র হয় এবং তাহাদের আশাও নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥২॥

নরশ্রেষ্ঠ! যাহারা আমার ভক্ত, আমার আশ্রিত, আমাতে নিরত, আমার পূজক এবং আমার উদ্দেশে উপবাসাদি করে, আপনি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের সম্মান করিবেন ॥৩॥

রাজা! আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাহাদের নিকটে অধিষ্ঠান করি, তাহাই আমার অভ্রষ্ট ব্রত ॥৪॥

তস্মাদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং মদ্‌ভক্তৈর্বীতকল্মষৈঃ।
সন্ধ্যাকালে তু জপ্তব্যং সততং চাত্মশুদ্ধয়ে ॥৫॥
অন্যেষামপি বিপ্রাণাং কিল্বিষং হি বিনশ্যতি।
উভে সন্ধ্যেঽপ্যুপাসীত তস্মাদ্বিপ্রো বিশুদ্ধয়ে ॥৬॥
দৈবে শ্রাদ্ধেঽপি বিপ্রঃ স নিযোক্তব্যোঽজুগুপ্সয়া।
জুগুপ্সিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধং দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৭॥
ভারতং মানবো ধর্ম্মো বেদাঃ সাঙ্গাশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥৮॥
ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত মেধাবী কৃশানপি কদাচন ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। অষ্টাক্ষরং "ওঁ নমো নারায়ণায়" ইতি রূপম্ ॥৫॥

অন্যেষামিতি। অন্যেষাং দেবতান্তরভক্তানাম্। কুতঃ কিল্বিষং বিনশ্যতীত্যাহ উভে ইতি ॥৬॥

দৈব ইতি। অজুগুপ্সয়া অনিন্দয়া। যো বিপ্রো জুগুপ্সিতো নিন্দিতঃ স্যাৎ সঃ অগ্নিরিন্ধনমিব শ্রাদ্ধং দহতি ॥৭॥

ভারতমিতি। ভারতং ভরতপ্রণীতং নীতিশাস্ত্রম্, মানবো ধর্ম্মো মনূক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রম্, সাঙ্গা বেদাঃ, চিকিৎসিতম্ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রঞ্চ এতানি চত্বারি শাস্ত্রাণি, আজ্ঞাসিদ্ধানি আদেশমাত্রেণৈব নিষ্পন্নানি সফলানি। কিন্তু হেতুভির্যুক্তিতর্কৈঃ এতানি ন হন্তব্যানি ন খণ্ডনীয়ানি ॥৮॥

ক্ষত্রিয়মিতি। মেধাবী বুদ্ধিমান্ জনঃ, কৃশান্ দুর্ব্বলানপি ॥৯॥

আমার নিষ্পাপ ভক্তগণ সন্ধ্যাকালে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আমার অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ॥৫॥

এইরূপ করিলে অন্য দেবতার ভক্ত ব্রাহ্মণগণেরও পাপ বিনষ্ট হয়; অতএব ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আমার উপাসনা করিবেন ॥৬॥

কোনরূপ নিন্দা না করিয়া দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে সেই প্রকার ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবে। নিন্দাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করে, তেমন সেই ব্রাহ্মণ সেই কার্য্য দগ্ধ করেন ॥৭॥

ভরতপ্রণীত নীতিশাস্ত্র, মনূক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, অঙ্গসম্পন্ন বেদ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারিটী শাস্ত্রের আদেশ অবাধে পালন করিবে; কিন্তু যুক্তিতর্কদ্বারা এই শাস্ত্রগুলির খণ্ডন করিবে না ॥৮॥

এতত্ত্রয়ং হি পুরুষং নির্দ্দহেদবমানিতম্ ।
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥১০॥
স্বগৃহে বা প্রবাসে বা দিবারাত্রৌ তথাপি বা ।
শ্রদ্ধয়া ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যা মদ্‌ভক্তা যে চ পাণ্ডব ! ॥১১॥
নাস্তি বিপ্রসমং দৈবং নাস্তি বিপ্রসমো গুরুঃ ।
নাস্তি বিপ্রাৎ পরো বন্ধুর্নাস্তি বিপ্রাৎ পরো নিধিঃ ॥১২॥
নাস্তি বিপ্রাৎ পরং তীর্থং ন পুণ্যং ব্রাহ্মণাৎ পরম্ ।
নাস্তি বিপ্রাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি বিপ্রাৎ পরা গতিঃ ॥১৩॥
পাপকর্ম্মসমাক্ষিপ্তং পতন্তং নরকে নরম্ ।
ত্রায়তে পাত্রমপ্যেকং পাত্রভূতে হি তদ্‌দ্বিজে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । এতত্ত্রয়ং কর্ত্তৃ, অবমানিতং সৎ পুরুষং মানুষং নির্দহেৎ প্রভাবাতিরেকাৎ ॥১০॥

স্বেতি । যে চ মদ্‌ভক্তা ব্রাহ্মণভিন্না অপি তেঽপি পূজ্যাঃ ॥১১॥

নেতি । দৈবং ভাগ্যং বরদানেন আশাপূরণাৎ, গুরুঃ সর্ব্বদা সদুপদেশাৎ । বন্ধুঃ সততং হিতসাধনাৎ, নিধিঃ ইচ্ছানুসারেণ দয়াধনগ্রহণাৎ ॥১২॥

নেতি । তীর্থং সংসর্গমাত্রেণ পুণ্যসাধনম্, পুণ্যং কর্ম্মণা পুণ্যজনকম্ । ধর্ম্মঃ সদুপদেশেন ধর্ম্মজনকঃ ॥১৩॥

পাপেতি । পাপকর্ম্মণা সমাক্ষিপ্তং প্রেরিতম্ । পাত্রং প্রাগুক্তলক্ষণম্ । তাদৃশে পাত্রভূতে দ্বিজে সতি তৎ ফলং ভবতীতি শেষঃ ॥১৪॥

ক্ষত্রিয়, সর্প ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল হইলেও বুদ্ধিমান্ মানুষ কোন সময়েই তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না ॥৯॥

কারণ, এই তিনটী অপমানিত হইলে তাঁহারা মানুষকে দগ্ধ করেন ; অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ যত্নপূর্ব্বক এই তিনটীর অপমান করিবেন না ॥১০॥

পাণ্ডুনন্দন ! নিজগৃহে বা বিদেশে, দিনে কিংবা রাত্রিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে এবং যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা ব্রাহ্মণভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে সম্মান করিবে ॥১১॥

ব্রাহ্মণের সমান দৈব নাই, ব্রাহ্মণের তুল্য গুরু নাই, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রধান বন্ধু নাই এবং ব্রাহ্মণ হইতে উত্তম নিধি নাই ॥১২॥

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই, ব্রাহ্মণ হইতে প্রধান পুণ্যজনক কেহ নাই, ব্রাহ্মণ হইতে উত্তম ধর্ম্ম নাই এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উত্তম গতি নাই ॥১৩॥

বালাহিতাগ্নয়ো যে চ শান্তাঃ শূদ্রান্নবর্জ্জিতাঃ।
মামর্চ্চয়ন্তি মদ্‌ভক্তাস্তেভ্যো দত্তমিহাক্ষয়ম্ ॥১৫॥
প্রদানৈঃ পূজিতো বিপ্রো বন্দিতো বাপি সৎকৃতঃ।
সম্ভাষিতো বা দৃষ্টো বা মদ্‌ভক্তো দিবমুন্নয়েৎ ॥১৬॥
যে পঠন্তি নমস্যন্তি ধ্যায়ন্তি পুরুষাস্তু মাম্।
স তান্ স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥
মদ্‌ভক্তা মদ্‌গতপ্রাণা মদ্‌গীতা মৎপরায়ণাঃ।
বীজযোনিবিশুদ্ধাত্মা যে শ্রোত্রিয়াঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
শূদ্রান্নবিরতা নিত্যং তে পুনন্তীহ দর্শনাৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বালেতি। বালা অপি আহিতাগ্নয়স্তে। "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্ত কার্য্যং বিপ্রস্ত পঞ্চমে" ইতি মনুবচনাৎ পঞ্চমবর্ষেঽনুপনীতানামাহিতাগ্নিত্বং বালত্বঞ্চ সম্ভবতীতি বোধ্যম্ ॥১৫॥

প্রদানৈরিতি। বন্দিতো নমস্কারাদিনা, সৎকৃত আদৃতঃ ॥১৬॥

য ইতি। পঠন্তি মম স্তোত্রাদিকম্। স প্রসিদ্ধো নরঃ ॥১৭॥

মদিতি। ময়ি গীতং গানং যেষাং তে। বীজযোনিভ্যাং বিশুদ্ধা বিশুদ্ধবীজযোনিজাতা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

পাপ কার্য্য মানুষকে নরকে পাতিত করিতে লাগিলে, একটী পাত্রও তাহাকে রক্ষা করে। পাত্রস্বরূপ ব্রাহ্মণ থাকিলেই তাদৃশ ফল হয় ॥১৪॥

যাঁহারা সাগ্নিক ও শান্তচিত্ত হন এবং শূদ্রান্ন ভোজন করেন না, তাঁহারা বালক হইলেও তাঁহাদিগকে কিংবা যাহারা আমার ভক্ত হইয়া আমার সেবা করে, তাহাদিগকে দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয় ॥১৫॥

যে লোক দান করিয়া আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে পূজা করে কিংবা নমস্কার করিয়া সেবা ও আদর করে, কিংবা সম্ভাষণ বা দর্শন করে, সেই লোক স্বর্গলাভ করিয়া থাকে ॥১৬॥

যাহারা আমার স্তোত্রপাঠ কিংবা আমাকে নমস্কার বা ধ্যান করে, সেই সকল লোকের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কিংবা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥১৭॥

আমার ভক্ত, মদ্‌গতপ্রাণ, আমার বিষয়ে গানকারী কিংবা মৎপরায়ণ, নির্দ্দোষ বীজযোনি হইতে উৎপন্ন যে সকল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হন ও শূদ্রান্ন ভোজনে বিরত থাকেন, তাঁহারা দর্শন করিয়াই সর্বদা মানুষকে পবিত্র করেন ॥১৮॥

স্বয়ং নীত্বা বিশেষেণ দানং তেষাং গৃহেম্বথ।
নিবাপয়েত্তু যদ্‌ভক্ত্যা তদ্দানং কোটিসম্মিতম্ ॥১৯॥
জাগ্রতঃ স্বপতো বাপি প্রবাসেষু গৃহেম্বথ।
হৃদয়ে ন প্রণশ্যামি যস্য বিপ্রস্য ভাবতঃ ॥২০॥
স পূজিতো বা দৃষ্টো বা স্পৃষ্টো বাপি দ্বিজোত্তমঃ।
সম্ভাষিতো বা রাজেন্দ্র! পুনাত্যেব নরং সদা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
এবং সর্ব্বাস্ববস্থাসু সর্ব্বদানানি পাণ্ডব!।
মদ্‌ভক্তেভ্যঃ প্রদত্তানি স্বর্গমার্গপ্রদানি বৈ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে দ্বাবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতকৌমুদী

স্বয়মিতি। দীয়ত ইতি দানং দেয়দ্রব্যম্, তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং শ্রোত্রিয়াণাম্। নিবাপয়ে-
দর্পয়েৎ ॥১৯॥

জাগ্রত ইতি। ন প্রণশ্যামি লুপ্তো ন ভবামি, ভাবতঃ স্বভাবতঃ। নরং পূজকা-
দিকম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি। সর্ব্বদানানি সর্ব্বপ্রকারদানযোগ্যদ্রব্যাণি ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যিনি সেই প্রকার ব্রাহ্মণের গৃহে দানের দ্রব্য নিজে লইয়া যাইয়া ভক্তি-
পূর্ব্বক যে দান করেন, তাহা কোটিদানের তুল্য ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শয়নে বা জাগরণে কিংবা প্রবাসে বা গৃহে স্বভাবতঃ যে
ব্রাহ্মণের হৃদয় হইতে আমি লুপ্ত না হই, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূজা, দর্শন, প্রশ্ন
বা সম্ভাষণ করিলেই তিনি সর্বদা মানুষকে পবিত্র করেন ॥২০—২১॥

পাণ্ডুনন্দন! এইভাবে সমস্ত অবস্থাতে আমার ভক্তদিগকে সর্ব্বপ্রকার বস্তু
দান করিলে, তাহা দাতাকে স্বর্গপথে প্রেরণ করিয়া থাকে' ॥২২॥

—:*:—

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ✱ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈবং সাত্ত্বিকং দানং রাজসং তামসং তথা।
পৃথক্ পৃথক্ ত্বেব গতিং ফলঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ ॥১॥
অবিতৃপ্তঃ প্রহৃষ্টাত্মা পুণ্যং ধর্ম্মামৃতং পুনঃ।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মরতঃ কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
বীজযোনিবিশুদ্ধানাং লক্ষণানি বদস্ব মে।
বীজদোষেণ লোকেশ! জায়ন্তে চ কথং নরাঃ ॥৩॥
আচারদোষং দেবেশ! বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষঞ্চ গুণদোষৌ চ কেশব! ॥৪॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কৃৎস্নস্য বর্ত্তমানাঃ প্রতিগ্রহে।
কেন বিপ্রা বিশেষেণ তরন্তে তারয়ন্তি চ।
এতান্ কথয় দেবেশ! ত্বদ্‌ভক্তস্য নমোঽস্তু তে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। গতিং তেষাং দানানাং পরিণতিম্। পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥১—২॥
বীজেতি। বীজযোনিবিশুদ্ধানাং নির্দ্দোষবীজযোনিসমুৎপন্নানাম্। কথং কীদৃশাঃ ॥৩॥
আচারেতি। বিশেষম্ উৎকর্ষাপকর্ষৌ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মে নিরত যুধিষ্ঠির এইরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দান এবং সেই সকল দানের পৃথক্ পৃথক্ পরিণতি ও ফল শুনিয়া তৃপ্তি লাভ না করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় কৃষ্ণের নিকটে পুণ্যজনক অমৃতস্বরূপ ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন—॥১—২॥

'জগদীশ্বর! তুমি আমার নিকটে নির্দ্দোষ বীজ ও যোনি হইতে উৎপন্ন লোকদিগের লক্ষণ সকল বল। বীজদোষে মানুষ কিপ্রকার হইয়া জন্মগ্রহণ করে? ॥৩॥

দেবেশ্বর! তুমি আচারের সর্বপ্রকার দোষ বল এবং কেশব! ব্রাহ্মণগণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এবং গুণ ও দোষ বিবৃত কর ॥৪॥

ভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্! যথাবৃত্তং বীজযোনিশুভাশুভম্।
যেন তিষ্ঠতি লোকোঽয়ং বিনশ্যতি চ পাণ্ডব! ॥৬॥
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যস্তু বিপ্রো যথাবিধি।
স বীজং নাম বিজ্ঞেয়ং তস্য বীজং শুভং ভবেৎ ॥৭॥
কন্যা চাক্ষতযোনিঃ স্যাৎ কুলীনা পিতৃমাতৃতঃ।
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পরিণীতা যথাবিধি।
সা প্রশস্তা বরারোহা তস্যা যোনিঃ প্রশস্যতে ॥৮॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যা গচ্ছেৎ পরপুরুষম্।
যোনিস্তস্যা নরশ্রেষ্ঠ! গর্ভাধানং ন চার্হতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চাতুরিতি। বিশেষেণ প্রকারেণ, তরন্তে স্বয়ং তরন্তি, দাতৄংস্তারয়ন্তি চ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

শৃণ্বিতি। বীজযোন্যোঃ শুভাশুভং গুণদোষৌ ॥৬॥

অবীতি। অবিপ্লুতমবিচলিতং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য সঃ। বীজং সন্তানহেতুঃ, বীজং রেতঃ ॥৭॥

কন্যেতি। অক্ষতযোনিঃ পুরুষসংসর্গরহিতা, পিতৃমাতৃতশুদ্বভয়তোঽপি কুলীনা। ব্রাহ্মাদিষু অষ্টবিধেষু। বরারোহা উত্তমা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

মনসেতি। তস্যা যোনির্দুষ্টেতি শেষঃ ॥৯॥

দেবেশ্বর! ব্রাহ্মণেরা চারিবর্ণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ প্রকারে নিজেরা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন, কোন্ প্রকারেই বা দাতাদিগকে উত্তীর্ণ করেন? আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমার নিকট ইহা বল, তোমাকে নমস্কার' ॥৫॥

ভগবান্ বলিলেন—'পাণ্ডুনন্দন রাজা! এই লোক সকল যাহার ফলে বিদ্যমান থাকে এবং বিনষ্ট হয়, সেই বীজ ও যোনির গুণ ও দোষ আপনি যথাযথভাবে শ্রবণ করুন ॥৬॥

যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় না, যথাবিধানে পালিত হয়, তাঁহাকে বীজ বলিয়া জানিবেন এবং তাঁহার শুক্রই শুভ হইয়া থাকে ॥৭॥

যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উচ্চ, সেইরূপ অক্ষতযোনি কন্যা যথাবিধানে ব্রাহ্মপ্রভৃতি বিবাহপ্রকারে পরিণীত হইলে, তাহাকেই উত্তমা ও প্রশস্তা বলা হয় এবং তাহার যোনিই প্রশস্ত ॥৮॥

নরশ্রেষ্ঠ! যে নারী মন, কর্ম্ম ও বাক্যদ্বারা পরপুরুষসংসর্গ করে, তাহার যোনি দূষিত হয়; সুতরাং সে গর্ভাধানের যোগ্য নহে ॥৯॥

স্বৈরিণ্যা যস্তু পাপাত্মা সন্তানার্থমিহেচ্ছতি।
স কুলান্ পাতয়ত্যাশু দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥১০॥
দুষ্টযোনৌ তু যো মোহাদ্রেতঃ সিঞ্চতি মূঢ়ধীঃ।
তদ্রেতসা সমুৎপন্নঃ ষড়ঙ্গবিদপি দ্বিজঃ।
সাধুভিঃ স বহিষ্কার্য্যঃ শ্বপাক ইব পার্থিব! ॥১১॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যা ভবেৎ স্বৈরচারিণী।
সা কুলঘ্নীতি বিজ্ঞেয়া তস্যাং জাতঃ শ্বপাচকঃ ॥১২॥
দৈবে পিত্র্যে তথা দানে ভোজনে সহভাষণে।
শয়নে সহসম্বন্ধে ন যোগ্যা দুষ্টযোনিজাঃ ॥১৩॥
ন তস্মাদ্ দুষ্টযোন্যাস্তু গর্ভমুৎপাতয়েদ্বুধঃ।
মোহেন কুরুতে যস্তু কুলং হন্তি ত্রিপূরুষম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বৈরিণ্যা ইতি। স্বৈরিণ্যাঃ পরপুরুষসংসর্গে স্বেচ্ছাচারিণ্যাঃ, ইচ্ছতি সংসর্গমিতি শেষঃ, কুলান্ পুরুষান্ ॥১০॥

দুষ্টেতি। ষড়ঙ্গবিৎ শিক্ষাকল্পাদিবেদাঙ্গাভিজ্ঞঃ। শ্বপাকো নীচজাতিবিশেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

কর্ম্মণেতি। স্বৈরচারিণী পরপুরুষসংসর্গে স্বেচ্ছাচারিণী। শ্বপাচকো নীচজাতিবিশেষঃ ॥১২॥

দৈব ইতি। দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি। সহসম্বন্ধে কন্যাগ্রহণাদৌ ॥১৩॥

নেতি। কুরুতে গর্ভোৎপাদনমিতি শেষঃ ॥১৪॥

যে পাপাত্মা সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যভিচারিণীর সংসর্গ করিবার ইচ্ছা করে, সেই পাপাত্মা সত্বরই পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষকে পতিত করিয়া থাকে ॥১০॥

রাজা! যে মূঢ়বুদ্ধি লোক মোহবশতঃ দুষ্ট যোনিতে রেতঃসেক করে, সেই রেতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ বেদাঙ্গবিৎ হইলেও সাধু লোকেরা তাহাকে শ্বপাকের ন্যায় বাহির করিয়া দিবেন ॥১১॥

যে নারী কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা স্বেচ্ছাচারিণী হয়, তাহাকে কুলনাশিনী বলিয়া জানিবেন; সুতরাং তাহাতে উৎপন্ন পুত্রকেই শ্বপাক বলে ॥১২॥

দুষ্ট যোনিজাত ব্রাহ্মণেরা দৈব ও পিত্র্যকার্য্যে, দানে, ভোজনে, সম্ভাষণে, শয়নে ও সম্পর্কস্থাপনে যোগ্য নহে ॥১৩॥

অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ দুষ্ট যোনিতে গর্ভ উৎপাদন করিবেন না। যে লোক মোহবশতঃ দুষ্ট যোনিতে গর্ভ উৎপাদন করে, সে লোক পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষকে নরকগামী করিয়া থাকে ॥১৪॥

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ তথোভৌ কুণ্ডগোলকৌ।
আরূঢ়পতিতাজ্জাতঃ পতিতস্যাপি যঃ সুতঃ।
ষড়েতে বিপ্রচণ্ডালা নিকৃষ্টাঃ শ্বপচাদপি ॥১৫॥
যো যত্র তত্র বা রেতঃ সিক্ত্বা শূদ্রাসু বা চরেৎ।
কামচারী স পাপাত্মা বীজং তস্যাশুভং ভবেৎ ॥১৬॥
অশুদ্ধং তদ্ভবেদ্বীজং শুদ্ধাং যোনিং ন চার্হতি।
দূষয়ত্যপি তাং যোনিং শুনা লীঢ়ং হবির্যথা ॥১৭॥
শূদ্রযোনৌ পতেদ্বীজং হাহাশব্দং দ্বিজন্মনঃ।
কুর্য্যাৎ পুরীষগর্ত্তেষু পতিতোঽস্মীতি দুঃখিতঃ ॥১৮॥
মামধঃপাতয়ন্নেষ পাপাত্মা কামমোহিতঃ।
অধোগতিং ব্রজেৎ ক্ষিপ্রমিতি শপ্ত্বা পতেত্তু তৎ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কানীন ইতি। কানীনঃ কন্যকাজাতঃ, সহোঢ়ঃ সগর্ভায়া বিবাহাৎ পরমুৎপন্নঃ, ভর্ত্তরি জীবতি জারজঃ কুণ্ডঃ, ভর্ত্তরি মৃতে জারজো গোলকঃ। আরূঢ় আশ্রিতঃ পতিতো যত্র তস্মাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

য ইতি। যত্র তত্র নার্য্যাম্, চরেৎ সংসৃজেৎ ॥১৬॥

অশুদ্ধমিতি। বীজং রেতঃ। শুনা কুক্কুরেণ, লীঢ়ং রসনয়া সংস্পৃষ্টম্ ॥১৭॥

শূদ্রেতি। যস্য দ্বিজন্মনো বীজং শূদ্রযোনৌ পতেৎ, স দ্বিজন্মা ব্রাহ্মণঃ, পুরীষগর্ত্তেষু পতিতোঽস্মীতি মত্বা দুঃখিতঃ সন্, হাহাশব্দং কুর্য্যাৎ ॥১৮॥

মামিতি। মাং বীজম্। তদ্বীজং শূদ্রাযোনৌ পতেৎ ॥১৯॥

কানীন, সহোঢ়, কুণ্ড, গোলক, পতিতসংসর্গী হইতে উৎপন্ন এবং পতিতের যে পুত্র—এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণচাণ্ডাল; ইহারা শ্বপাক হইতেও নিকৃষ্ট ॥১৫॥

যে লোক যে কোন নারীতে রেতঃসেক করিয়া শূদ্রা সংসর্গ করিতে থাকে, সেই কামচারী লোক পাপাত্মা। তাহার বীজই অশুভ হয় ॥১৬॥

পাপাত্মার সেই বীজ অশুদ্ধ হয় বলিয়া শুদ্ধযোনির যোগ্য নহে। প্রত্যুত কুক্কুরজিহ্বাস্পৃষ্ট হবির ন্যায় সেই দুষ্ট বীজ শুদ্ধ যোনিকে দূষিত করে ॥১৭॥

যে ব্রাহ্মণের শুক্র শূদ্রযোনিতে পতিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ 'আমি বিষ্ঠার গর্ত্তে পতিত হইলাম' ভাবিয়া দুঃখিত হইয়া হাহাকার করে ॥১৮॥

আবার 'কামমোহিত এই পাপাত্মা আমাকে অধঃপাতিত করিতেছে; সুতরাং এই ব্যক্তি সত্বর অধোগতি প্রাপ্ত হউক' এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া সেই শুক্র পতিত হয় ॥১৯॥

আত্মা হি শুক্রমুদ্দিষ্টং দৈবতং পরমং মহৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নিরুন্ধ্যাচ্ছুক্রমাত্মনঃ ॥২০॥
আয়ুস্তেজো বলং বীর্য্যং প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ মহদ্যশঃ।
পুণ্যঞ্চ মৎপ্রিয়ত্বঞ্চ লভেত ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥২১॥
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যৈর্গৃহস্থাশ্রমমাশ্রিতৈঃ।
পঞ্চযজ্ঞপরৈর্ধর্ম্মঃ স্থাপ্যতে পৃথিবীতলে ॥২২॥
সায়ংপ্রাতস্তু যে সন্ধ্যাং সম্যঙ্ নিত্যমুপাসতে।
নাবং বেদময়ীং কৃত্বা তরন্তে তারয়ন্তি চ ॥২৩॥
যো জপেৎ পাবনীং দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
ন সীদেৎ প্রতিগৃহ্লানঃ পৃথিবীঞ্চ সসাগরাম্ ॥২৪॥
যে চাস্য দুঃস্থিতাঃ কেচিদ্গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো দিবি।
তে চাস্য সৌম্যা জায়ন্তে শিবাঃ শুভকরাস্তথা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

আত্মেতি। শুক্রং রেতঃ। নিরুন্ধ্যাৎ নীচজাতীয়স্ত্রীযোনৌ পতনাৎ ॥২০॥

আয়ুরিতি। প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ, শ্রীঃ কান্তিঃ ॥২১॥

অবীতি। পঞ্চযজ্ঞপরৈঃ অধ্যাপনাদিনিরতৈর্ব্রাহ্মণৈঃ ॥২২॥

সায়মিতি। সায়ংপ্রাতরিত্যভিধানাৎ সন্দংশপাতন্যায়েন মধ্যাহ্নেঽপি জ্ঞেয়ঃ, নিত্যং প্রত্যহম্ ॥২৩॥

য ইতি। ন সীদেৎ পৃথিবীমধ্যে দুষ্টবস্তুসম্ভবেঽপি দোষী ন ভবেৎ ॥২৪॥

য ইতি। দুঃস্থিতা অনিষ্টসূচকাঃ। সৌম্যাঃ শান্তাঃ, শিবা অনুকূলাঃ ॥২৫॥

কারণ, শুক্রকে পরম মহাদেবতা আত্মা বলা হইয়াছে; অতএব মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে নিজের শুক্রকে নিরুদ্ধ করিবে ॥২০॥

মানুষ ব্রহ্মচর্য্যের গুণে আয়ু, তেজ, বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, কান্তি, মহাযশ, পুণ্য এবং আমার প্রিয়ত্ব লাভ করে ॥২১॥

অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরাই ভূতলে ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন ॥২২॥

যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাঁহারা বেদরূপ নৌকা করিয়া সংসারসাগর হইতে নিজেরাও উত্তীর্ণ হন, আত্মীয়দিগকেও উত্তীর্ণ করেন ॥২৩॥

যিনি পবিত্রকারিণী বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করেন, তিনি সসাগরা পৃথিবী গ্রহণ করিয়াও দোষী হন না ॥২৪॥

যত্র যত্র স্থিতাশ্চৈব দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ঘোররূপা মহাকায়া ধর্ষয়ন্তি ন তং দ্বিজম্ ॥২৬॥
পুনন্তীহ পৃথিব্যাঞ্চ চীর্ণবেদব্রতা নরাঃ।
চতুর্ণামপি বেদানাং সা হি রাজন্! গরীয়সী ॥২৭॥
অচীর্ণব্রতবেদা যে বিকর্ম্মফলমাশ্রিতাঃ।
ব্রাহ্মণা নামমাত্রেণ তেঽপি পূজ্যা যুধিষ্ঠির!।
কিং পুনর্যস্তু সন্ধ্যে দ্বে নিত্যমেবোপতিষ্ঠতে ॥২৮॥
শীলমধ্যয়নং দানং শৌচং মার্দ্দবমার্জ্জবম্।
তস্মাদ্বেদাদ্বিশিষ্টানি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥২৯॥
ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ব্রহ্ম যো বেদনিরতো দ্বিজঃ।
স্বদারনিরতো দান্তঃ স বিদ্বান্ স চ ভূসুরঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। পিশিতাশনা মাংসভোজিনো হিংস্রজন্তুপ্রভৃতয়ঃ। ন ধর্ষয়ন্তি নাভিভবন্তি ॥২৬॥
পুনন্তীতি। চীর্ণবেদব্রতা আচরিতবেদনিয়মাঃ। সা গায়ত্রী ॥২৭॥
অচীর্ণেতি। অত্র নামমাত্রব্রাহ্মণানামপি প্রশংসা জাত্যুক্তকর্ম্মপরব্রাহ্মণানাং মহোৎকর্ষ-দ্যোতনার্থা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥
শীলমিতি। মার্দ্দবং কোমলতা, আর্জ্জবং সরলতা ॥২৯॥
ভূরিতি। যো জপতীতি শেষঃ। ভূসুরঃ পৃথিব্যাং দেবতাভূতঃ ॥৩০॥

রবিপ্রভৃতি যে কোনও গ্রহ গায়ত্রীজপপরায়ণ ব্রাহ্মণের অনিষ্টসূচক হন, তাঁহারাও তাঁহার পক্ষে শান্ত, অনুকূল ও মঙ্গলজনক হইয়া থাকেন ॥২৫॥

দারুণস্বভাব, ভীষণমূর্ত্তি ও বিশালাকৃতি মাংসভোজী হিংস্রজন্তুপ্রভৃতি যে যে স্থানে থাকুক না কেন, তাহারা সেই গায়ত্রীজপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে অভিভূত করিতে পারে না ॥২৬॥

রাজা! বেদবিহিত ব্রতাচরণকারী ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। কারণ, সেই গায়ত্রী চারিটী বেদের মধ্যেই প্রধান ॥২৭॥

রাজা! যাঁহারা বেদবিহিত ব্রতাচরণ করেন না, অথচ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তাঁহারা নামমাত্রে ব্রাহ্মণ হইলেও পূজনীয়; সুতরাং যিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহার বিষয় আর কি বলিব ॥২৮॥

প্রজাপতি মনু বলেন—স্বভাব, অধ্যয়ন, দান, পবিত্রতা, কোমলতা ও সরলতা—এই গুণগুলি সেই বেদব্রত অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ॥২৯॥

সন্ধ্যামুপাসতে যে বৈ নিত্যমেব দ্বিজোত্তমাঃ।
তে যান্তি নরশার্দ্দূল! ব্রহ্মলোকং ন সংশয়ঃ ॥৩১॥
সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরো বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতশ্চতুর্ব্বেদী সর্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥৩২॥
সাবিত্রীং চৈব বেদাংশ্চ তুলয়াতোলয়ন্ পুরা।
সদেবর্ষিগণাশ্চৈব সর্ব্বে ব্রহ্মপুরঃসরাঃ।
চতুর্ণামপি বেদানাং সা হি রাজন্! গরীয়সী ॥৩৩॥
যথা বিকসিতে পুষ্পে মধু গৃহ্ণন্তি ষট্পদাঃ।
এবং গৃহীতা সাবিত্রী সর্ব্ববেদে চ পাণ্ডব! ॥৩৪॥
তস্মাত্তু সর্ববেদানাং সাবিত্রী প্রাণ উচ্যতে।
নির্জীবা হীতরে বেদা বিনা সাবিত্রিয়া নৃপ! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

সন্ধ্যামিতি। নিত্যং প্রত্যহমেব ॥৩১॥

সাবিত্রীতি। সুযন্ত্রিতো জাতিবিরুদ্ধক্রিয়াতো নিবৃত্তঃ। অযন্ত্রিতত্বমেব ব্যনক্তি সর্ব্বেতি ॥৩২॥

সাবিত্রীমিতি। সা সাবিত্রী গরীয়সী অধিকাভবৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

যথেতি। এবং তথা গৃহীতা ব্রাহ্মণৈঃ ॥৩৪॥

তস্মাদিতি। সাবিত্রিয়া সাবিত্র্যা ॥৩৫॥

বেদে নিরত যে ব্রাহ্মণ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই মহাব্যাহৃতিরূপ ব্রহ্ম জানেন, আপন ভার্য্যায় নিরত থাকেন ও জিতেন্দ্রিয় হন, তিনি জ্ঞানী এবং তিনিই পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ ॥৩০॥

নরশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণ প্রত্যহই সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়া থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩১॥

জাতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রী জপ করিলেও তিনি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জাতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে অনিবৃত্ত সর্বভোজী ও সর্ব্ববিক্রয়ী হইলে তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন ॥৩২॥

রাজা! পূর্ব্বকালে দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মাদিকেবলিদ্গণ এক গায়ত্রী ও সমস্ত বেদ তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়াছিলেন। তখন এক গায়ত্রী চারিটী বেদ হইতেও অধিক হইয়াছিল ॥৩৩॥

পাণ্ডুনন্দন! পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমরগণ যেমন তাহার মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ হইতে গায়ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন ॥৩৪॥

নাযন্ত্রিতশ্চতুর্ব্বেদী শীলভ্রষ্টঃ স কুৎসিতঃ।
শীলবৃত্তসমাযুক্তঃ সাবিত্রীপাঠকো বরঃ ॥৩৬॥
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
সাবিত্রীং জপ কৌন্তেয়! সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥৩৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ত্রৈলোক্যনাথ! হে কৃষ্ণ! সর্বভূতাত্মকো হ্যসি।
নানাযোগপর! শ্রেষ্ঠ! তুষ্যসে কেন কর্ম্মণা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। অযন্ত্রিতঃ জাতিবিরুদ্ধক্রিয়াতঃ অনিবৃত্তঃ, স ব্রাহ্মণঃ ॥৩৬॥
সহস্রেতি। জপানাং সহস্রং পরমং যস্যাস্তাম্। এবমন্যত্র ॥৩৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ত্রৈলোক্যেতি। হে নানাযোগপর! বহূপায়প্রকাশপরায়ণ! ॥১॥

অতএব রাজা! গায়ত্রীকে সমস্ত বেদের প্রাণ বলা হয়; সুতরাং গায়ত্রী ব্যতীত অন্য বেদ সকল প্রাণবিহীন জানিবেন ॥৩৫॥

ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদবিৎ হইয়াও সংযত না হইলে কিংবা শীলভ্রষ্ট হইলে তিনি নিকৃষ্ট; আর কেবল গায়ত্রীজপকারী ব্রাহ্মণ শীলবৃত্তিসম্পন্ন হইলে তিনি উৎকৃষ্ট ॥৩৬॥

কুন্তীনন্দন! আপনি সমস্ত পাপনাশিনী গায়ত্রী জপ করুন। তাহার সহস্রবার জপ উৎকৃষ্ট, শতবার জপ মধ্যম এবং দশবার জপ নিকৃষ্ট' ॥৩৭॥

—:*:—

ভগবানুবাচ।

যদি ভারসহস্রস্তু গুগ্‌গুল্বাদি প্রধূপয়েৎ।
করোতি চেন্নমস্কারমুপহারঞ্চ কারয়েৎ ॥২॥
স্তৌতি যঃ স্তুতিভির্মাঞ্চ ঋগ্‌যজুঃসামভিঃ সদা।
ন তোষয়তি চেদ্বিপ্রান্ নাহং তুষ্যামি ভারত! ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
ব্রাহ্মণে পূজিতে নিত্যং পূজিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
আকৃষ্টে চাহমাকৃষ্টো ভবামি ভরতর্ষভ! ॥৪॥
পরা ময়ি গতিস্তেষাং পূজয়ন্তি দ্বিজং হি যে।
যদহং দ্বিজরূপেণ বসামি বসুধাতলে ॥৫॥
যস্তান্ পূজয়তি প্রাজ্ঞো মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
তমহং স্বেন রূপেণ পশ্যামি নরপুঙ্গব! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। ভারসহস্রং পাত্রসহস্রপূর্ণম্। বিপ্রান্ ন চেৎ তোষয়তি দানমানাদিনা ॥২—৩॥
ব্রাহ্মণ ইতি। আকৃষ্টে সেবাদিনা সস্নেহীকৃতে ব্রাহ্মণে ॥৪॥
পরেতি। পরা উত্তমা। হি যস্মাৎ ॥৫॥
য ইতি। তান্ ব্রাহ্মণান্। স্বেন আত্মীয়েন ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ত্রৈলোক্যনাথ কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বভূতময়। হে নানাযোগ-পরায়ণ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ! তুমি কোন্ কর্ম্মদ্বারা সন্তুষ্ট হও?' ॥১॥

ভগবান্ বলিলেন—'ভরতনন্দন! মানুষ যদি সহস্র পাত্রে গুগ্‌গুলুপ্রভৃতি পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক সৌরভ আবিষ্কার করে কিংবা নমস্কার, উপহার দান বা সর্ব্বদা সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদীয় স্তবদ্বারা আমার স্তব করে; কিন্তু ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে না, আমি তাহার উপরে সন্তুষ্ট হই না ॥২—৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণের পূজা করিলে আমি সর্ব্বদা পূজিত হই এবং ব্রাহ্মণের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমারও স্নেহ আকর্ষণ করা হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪॥

যাহারা ব্রাহ্মণের পূজা করে, তাহাদের আমাতেই উত্তম গতি হয়। যেহেতু আমি পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরূপে বাস করি ॥৫॥

নরশ্রেষ্ঠ! যে প্রাজ্ঞ লোক মদ্‌গতচিত্তে ব্রাহ্মণের পূজা করেন, আমি তাঁহাকে আত্মীয়রূপে দেখিয়া থাকি ॥৬॥

কুব্জাঃ কাণা বামনাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতাস্তথা।
নাবমান্যা দ্বিজাঃ প্রাজ্ঞৈর্মম রূপা হি তে দ্বিজাঃ ॥৭॥
যে কেচিৎ সাগরান্তায়াং পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ।
মম রূপং হি তেষ্বেবমর্চ্চিতেষ্বর্চ্চিতোঽস্ম্যহম্ ॥৮॥
বহবস্তু ন জানন্তি নরা জ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।
যদহং দ্বিজরূপেণ বসামি বসুধাতলে ॥৯॥
অবমন্যন্তি যে বিপ্রান্ স্বধর্ম্মান্ পাতয়ন্তি তে।
প্রেষণৈঃ প্রেষয়ন্তে চ শুশ্রূষাং কারয়ন্তি চ ॥১০॥
মৃতাংশ্চাত্র পরত্রেমান্ যমদূতা মহাবলাঃ।
নিকৃন্তন্তি যথাকামং সূত্রমার্গেণ শিল্পিনঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
আক্রোশপরিবাদাভ্যাং যে রমন্তে দ্বিজাতিষু।
তান্ মৃতান্ যমলোকস্থান্ নিপাত্য পৃথিবীতলে ॥১২॥
আক্রম্যোরসি পাদেন ক্রূরঃ সংরক্তলোচনঃ।
অগ্নিবর্ণৈস্তু সংদংশৈর্যমো জিহ্বাং সমুদ্ধরেৎ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কুব্জা ইতি। বামনাঃ খর্ব্বাঃ। রূপা অভিন্নাঃ ॥৭॥

য ইতি। অর্চ্চিতেষু তেষু ॥৮॥

বহব ইতি। জ্ঞানেন বহিষ্কৃতা বর্জ্জিতাঃ ॥৯॥

অবেতি। প্রেষণৈঃ প্রেরণাদেশৈঃ, প্রেষয়ন্তে উদ্দিষ্টস্থানে বিপ্রান্ প্রেরয়ন্তি। পরত্র পরলোকে, ইমান্ অবমাননাকারিণঃ। সূত্রমার্গেণ সূক্ষ্মসূত্রদ্বারা ॥১০—১১॥

আক্রোশেতি। রমন্তে আনন্দমনুভবন্তি। উরসি বক্ষসি। সংদংশৈঃ কীটবিশেষৈঃ ॥১২—১৩॥

ব্রাহ্মণ কুব্জ, কাণ, বামন, দরিদ্র এবং রোগী হইলেও প্রাজ্ঞ লোকেরা তাঁহার অবমাননা করিবেন না। কারণ, সেই ব্রাহ্মণেরা আমার স্বরূপ ॥৭॥

সসাগরা পৃথিবীতে যে কোন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাতে আমার রূপ রহিয়াছে; সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিলে আমিও পূজিত হই ॥৮॥

জ্ঞানশূন্য বহু লোক জানে না যে, আমি ভূতলে ব্রাহ্মণরূপে বাস করি ॥৯॥

যাহারা ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করে, তাহারা আপন ধর্ম্মকে নিপাতিত করে; আর যাহারা ব্রাহ্মণগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করে, আবার পরিচর্য্যাও করিয়া থাকে, তাহারা ইহলোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পরলোকে গমন করে, তখন মহাবল ও শিল্পী যমদূতেরা সূত্রদ্বারা ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে ছেদন করে ॥১০—১১॥

যে চ বিপ্রান্ নিরীক্ষন্তে পাপাঃ পাপেন চক্ষুষা।
অব্রহ্মণ্যাঃ শ্রুতের্বাহ্যা নিত্যং ব্রহ্মদ্বিষো নরাঃ ॥১৪॥
তেষাং ঘোরা মহাকায়া বক্রতুণ্ডা মহাবলাঃ।
উদ্ধরন্তি মুহূর্ত্তেন খগাশ্চক্ষুর্যমাজ্ঞয়া ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
যঃ প্রহারং দ্বিজেন্দ্রায় দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চ শোণিতম্।
অস্থিভঙ্গঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণৈর্বা বিপ্রযোজয়েৎ।
সোঽনুপূর্ব্ব্যেণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥১৬॥
শূলমারোপ্যতে পশ্চাজ্জ্বলনে পরিপচ্যতে।
বহুবর্ষসহস্রাণি পচ্যমানস্ত্ববাক্শিরাঃ।
নাবমুচ্যেত দুর্মেধা ন তস্য ক্ষীয়তে গতিঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। অব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মামর্ম্মজ্ঞাঃ, শ্রুতের্বাহ্যা বেদানধিকারিণঃ, ব্রহ্মদ্বিষো বেদবিরোধিনঃ। খগাঃ পক্ষিণঃ ॥১৪—১৫॥

য ইতি। আনুপূর্ব্ব্যেণ ক্রমেণ, ইমান্ রৌরবাদীন্ ॥১৬॥

শূলমিতি। পশ্চাদেকবিংশতিনরকভোগানন্তরম্, জ্বলনে বহ্নৌ। অবাক্শিরা অধোমস্তকঃ। গতিঃ পাপাবস্থা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

যাহারা ব্রাহ্মণগণের তিরস্কার ও অপবাদদ্বারা আনন্দ অনুভব করে, তাহারা মৃত্যুর পরে যমলোকে গমন করিলে নিষ্ঠুর চিত্ত ও আরক্তনয়ন যম তাহাদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া পাদদ্বারা বক্ষের উপরে আরোহণপূর্ব্বক অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ দংশ-(কীটবিশেষ) দ্বারা তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করেন ॥১২—১৩॥

ধর্ম্মের অমর্ম্মজ্ঞ, বেদবহিষ্কৃত ও সর্ব্বদা বেদবিদ্বেষী যে সকল পাপী মানুষ দুষ্ট নয়নে ব্রাহ্মণগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহারা যমলোকে গেলে পর, যমের আদেশক্রমে বিশালাকৃতি, বক্রচঞ্চু ও মহাবল ভীষণ পক্ষিগণ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করে ॥১৪—১৫॥

যে লোক ব্রাহ্মণকে প্রহার করে বা ব্রাহ্মণের রক্ত বাহির করে কিংবা যে লোক ব্রাহ্মণের অস্থি ভঙ্গ করে কিংবা প্রাণবিয়োগ করে, সেই লোক ক্রমশঃ রৌরবপ্রভৃতি একবিংশতি প্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে ॥১৬॥

একবিংশতি নরকভোগের পর যমদূতেরা সেই দুর্বুদ্ধি ব্রহ্মহত্যাকারীকে শূলে আরোপণ ও অগ্নিতে পাক করে। বহুবর্ষ সহস্রকাল অধোমুখ হইয়া অগ্নিতে পক্ক হইতে থাকিয়াও ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় না এবং তাহার সেই দুরবস্থার ক্ষয়ও হয় না ॥১৭॥

ব্রাহ্মণান্ বা বিচার্য্যৈব ব্রজন্ বৈ বধকাঙ্ক্ষয়া।
শতবর্ষসহস্রাণি তামিস্রে পরিপচ্যতে ॥১৮॥
উৎপাদ্য শোণিতং গাত্রাৎ সংরম্ভমতিপূর্ব্বকম্।
সপর্য্যয়েণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥১৯॥
তস্মান্নাকুশলং ব্রুয়ান্ন শুষ্কাং গতিমীরয়েৎ।
ন ব্রুয়াৎ পরুষাং বাণীং ন চৈবৈনানতিক্রমাৎ ॥২০॥
যে বিপ্রান্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পূজয়ন্তি নরোত্তমাঃ।
অর্চ্চিতশ্চ স্তুতশ্চৈব তৈর্ভবামি ন সংশয়ঃ ॥২১॥
তর্জ্জয়ন্তি চ যে বিপ্রান্ ক্রোশয়ন্তি চ ভারত!।
আক্রুষ্টস্তর্জ্জিতশ্চাহং তৈর্ভবামি ন সংশয়ঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণানিতি। বিচার্য্যৈব, নির্দ্ধার্য্যৈব, ব্রজন্ ন পুনর্ব্বধং কুর্ব্বন্নপি। তামিস্রে তদাখ্যে নরকে ॥১৮॥

উৎপাদ্যেতি। সংরম্ভমতী ক্রোধবুদ্ধী পূর্ব্বস্মিন্ যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। সপর্য্যয়েণ ক্রমেণ ॥১৯॥

তস্মাদিতি। অকুশলং কটুবাক্যম্, শুষ্কাং গতিং দুরবস্থাম্, ন ঈরয়েৎ ব্রাহ্মণান্ ন প্রাপয়েৎ ॥২০॥

য ইতি। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া। ব্রাহ্মণপূজনমেব মৎপূজনমিত্যাশয়ঃ ॥২১॥

তর্জ্জয়ন্তীতি। ক্রোশয়ন্তি পরেণাপি তিরস্কারয়ন্তি ॥২২॥

মানুষ ব্রাহ্মণ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় গমন করিয়াও লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত তামিস্রনামক নরকে পচিতে থাকে ॥১৮॥

মানুষ জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রোধবশতঃ ব্রাহ্মণের গাত্র হইতে রক্ত বাহির করিয়া ক্রমে একবিংশতি নরকে গমন করে ॥১৯॥

অতএব ব্রাহ্মণকে কটু বাক্য বলিবে না, তাঁহাকে দুরবস্থায় পাতিত করিবে না, নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না এবং তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না ॥২০॥

যে সকল প্রধান মানুষ কোমলবাক্যে ব্রাহ্মণের পূজা করে, আমি সেই পূজায় পূজিত ও স্তুত হইয়া থাকি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

ভরতনন্দন! যাহারা ব্রাহ্মণগণকে ভর্ৎসনা করে বা অন্যদ্বারা ভর্ৎসনা করায়, তাহাতে আমি ভর্ৎসিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকি, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

যশ্চন্দনৈশ্চাগুরুধূপদীপৈরভ্যর্চ্চয়েৎ কাষ্ঠময়ীং মমার্চ্চাম্।
তেনার্চ্চিতো নৈব ভবামি সম্যগ্ বিপ্রার্চ্চনাদস্মি সমর্চ্চিতোঽহম্ ॥২৩॥
বিপ্রপ্রসাদাদ্ধরণীধরোঽহং বিপ্রপ্রসাদাদসুরান্ জয়ামি।
বিপ্রপ্রসাদাচ্চ সদক্ষিণোঽহং বিপ্রপ্রসাদাদজিতোঽহমস্মি ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে চতুর্বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ.

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।
দেবদেবেশ! দৈত্যঘ্ন! পরং কৌতূহলং হি মে।
এতৎ কথয় সর্বজ্ঞ! ত্বদ্‌ভক্তস্য চ কেশব!।
মানুষস্য চ লোকস্য ধর্ম্মলোকস্য চান্তরম্ ॥১॥
কীদৃশং কিংপ্রমাণং বা কিমধিষ্ঠানমেব চ।
তরন্তি মানুষা দেব! কেনোপায়েন মাধব! ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

য ইতি। অর্চ্চাং প্রতিমাম্। সমর্চ্চিতঃ সম্যক্‌পূজিতঃ ॥২৩॥
বিপ্রেতি। ধরণীধরঃ পৃথিবীরক্ষকঃ। সদক্ষিণঃ সমাপ্তযজ্ঞঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যিনি চন্দন, অগুরু, ধূপ ও দীপদ্বারা আমার দারুময়ী প্রতিমার অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সেই অর্চ্চনাদ্বারাও আমি সম্যক্ অর্চ্চিত হই না; কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্চ্চনাদ্বারাই আমি সম্যক্ অর্চ্চিত হইয়া থাকি ॥২৩॥

আমি ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে পৃথিবী রক্ষা করিয়া থাকি, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে অসুরদিগকে জয় করিয়া আসিতেছি, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া থাকি এবং ব্রাহ্মণের অনুগ্রহেই অপরাজিত আছি' ॥২৪॥

ত্বগস্থিমাংসনির্ম্মুক্তে পঞ্চভূতবিবর্জ্জিতে।
কথয়স্ব মহাদেব! সুখদুঃখমশেষতঃ ॥৩॥
জীবস্য কর্ম্মলোকেষু কর্ম্মভিস্তু শুভাশুভৈঃ।
অনুবদ্ধস্য তৈঃ পাশৈর্নীয়মানস্য দারুণৈঃ ॥৪॥
মৃত্যুদূতৈর্দুরাধর্ষৈর্ঘোরৈর্ঘোরপরাক্রমৈঃ।
বধ্যস্যাক্ষিপ্যমাণস্য বিদ্রুতস্য মমাজ্ঞয়া ॥৫॥ (বিশেষকম্)
পুণ্যপাপকৃদাতিষ্ঠেৎ সুখদুঃখমশেষতঃ।
যমদূতৈর্দুরাধর্ষৈর্নীয়তে বা কথং পুনঃ।
কিং বা তত্র গতা দেব! কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি মানবাঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি। ত্বদ্ভক্তস্য মম সমীপ ইতি শেষঃ। ধর্ম্মলোকস্য যমলোকস্য, অন্তরং ব্যবধানম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। কিংপ্রমাণং কিংপরিমাণং তদন্তরম্, কিমধিষ্ঠানং তত্তরণে আশ্রয়ঃ ॥১—২॥

ত্বগিতি। ত্বগস্থিমাংসনির্ম্মুক্তে বিরহিতে, পঞ্চভূতৈঃ ক্ষিত্যাদিভিঃ বিবর্জ্জিতে তস্মিন্ ধর্ম্মলোকে অনুবদ্ধস্য সংসক্তস্য। আক্ষিপ্যমাণস্য আকৃষ্যমাণস্য, বিদ্রুতস্য পলায়মানস্যাপি ॥৩-৫॥

পুণ্যেতি। আতিষ্ঠেৎ আশ্রয়েৎ অনুভবেদিত্যর্থঃ। তত্র যমলোকে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দৈত্যহন্তা দেবদেবেশ্বর! আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে; অথচ আমি তোমার ভক্ত; অতএব সর্ব্বজ্ঞ কেশব! তুমি এই বিষয়টি বল। এই মনুষ্যলোকে ও যমলোকের ব্যবধান কিরূপ? তাহার কি পরিমাণ এবং তাহার আশ্রয় কি? দেব মাধব! মানুষেরা কি উপায়ে সেই ব্যবধান অতিক্রম করে? ॥১—২॥

মহাদেব! শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা এই কর্ম্মলোকে জীবগণ সংবদ্ধ থাকে; তারপর দুর্দ্ধর্ষ, ভীষণ মূর্ত্তি, ভীষণপরাক্রম ও দারুণস্বভাব যমদূতেরা পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া জীবগণকে ত্বগস্থিমাংসশূন্য ও পঞ্চভূতবিবর্জ্জিত যমলোকে লইয়া যায়। তখন যমের আদেশে সেই যমদূতেরা বন্ধন করিবার জন্য আকর্ষণ করে, জীবগণও পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, তখন সেই জীবগণের যে সুখ বা দুঃখ হয়, তাহা তুমি সম্পূর্ণ বল ॥৩—৫॥

দেব! পুণ্যকারী ও পাপকারী সেস্থানে কিপ্রকারে সমস্ত সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, দুর্দ্ধর্ষ যমদূতেরাই বা কিপ্রকারে লইয়া যায়, মানুষেরাই বা সেখানে যাইয়া কি কার্য্য করে? ॥৬॥

কথং ধর্ম্মপরা যান্তি দেবতাদ্বিজপূজকাঃ।
কথং বা পাপকর্ম্মাণো যান্তি প্রেতপুরং নরাঃ ॥৭॥
কিংরূপং কিপ্রমাণং বা বর্ণঃ কো বাস্য কেশব!।
জীবস্য গচ্ছতো নিত্যং যমলোকং ব্রবীহি মে ॥৮॥

ভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্! যথাবৃত্তং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি মদ্‌ভক্তস্য নরেশ্বর! ॥৯॥
ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির!।
মানুষ্যস্য চ লোকস্য যমলোকস্য চান্তরম্ ॥১০॥
ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা ন তড়াগঃ সরোঽপি বা।
ন বাপ্যো দীর্ঘিকা বাপি ন কূপো বা যুধিষ্ঠির! ॥১১॥
ন মণ্ডপং সভা বাপি ন প্রপা ন নিকেতনম্।
ন পর্বতো নদী বাপি ন ভূমের্বিবরং ক্বচিৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। কথং কীদৃশেন ভাবেন। প্রেতপুরং যমালয়ম্ ॥৭॥

কিমিতি। রূপমাকৃতিঃ, প্রমাণং পরিমাণম্ ॥৮॥

শৃণ্বিতি। যথাবৃত্তং যথাযথম্ ॥৯॥

ষড়িতি। অন্তরং ব্যবধানম্ ॥১০॥

নেতি। তত্র যমলোকগমনমার্গে। আকৃতিভেদাৎ তড়াগাদীনাং নামভেদা জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বাদৌ জ্ঞেয়াঃ ॥১১॥

দেবতা-ব্রাহ্মণপূজক ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা সেস্থানে কিপ্রকারে গমন করেন? পাপকারী লোকেরাই বা কিপ্রকারে যমালয়ে যায়? ॥৭॥

কেশব! প্রাণীরা সর্ব্বদা যমলোকে যাইতেছে, সেই যাইবার সময়ে তাহাদের কিপ্রকার আকৃতি, কি পরিমাণ বা কোন্ বর্ণ হয়? তাহা তুমি আমার নিকট বল' ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন—'নরনাথ রাজা! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ভক্ত বলিয়া আপনার নিকট আমি তাহা যথাযথভাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥৯॥

মহারাজ! মনুষ্যলোক ও যমলোকের ব্যবধান ষড়শীতিসহস্র যোজন ॥১০॥

সেই পথে বৃক্ষের ছায়া, তড়াগ, সরোবর, বাপী, দীর্ঘিকা বা কূপ নাই ॥১১॥

ন গ্রামো নাশ্রমো বাপি নোদ্যানং বা বনানি চ।
ন কিঞ্চিদাশ্রয়স্থানং পথি তস্মিন্ যুধিষ্ঠির ! ॥১৩॥
জন্তোর্হি প্রাপ্তকালস্য বেদনার্ত্তস্য বৈ ভৃশম্।
কারণৈস্ত্যক্তদেহস্য প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈঃ পুনঃ ॥১৪॥
শরীরাচ্চাল্যতে জীবো হ্যবশো মাতরিশ্বনা।
নির্গতো বায়ুভূতস্তু ষট্‌কোশাত্তু কলেবরাৎ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
শরীরমন্যত্তদ্রূপং তদ্বর্ণং তৎপ্রমাণতঃ।
অদৃশ্যং তৎপ্রবিষ্টস্তু সোঽপ্যদৃষ্টোঽথ কেনচিৎ ॥১৬॥
সোঽন্তরাত্মা দেহবতামষ্টাঙ্গো যস্তু সঞ্চরেৎ।
ছেদনাদ্‌ভেদনাদ্দাহাত্তাড়নাদ্বা ন নশ্যতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। প্রপা পানীয়শালা, নিকেতনং বিশ্রামগৃহম্ ॥১২॥

নেতি। আশ্রমস্তপোবনম্ ॥১৩॥

জন্তোরিতি। প্রাপ্তকালস্য উপস্থিতমৃত্যুসময়স্য। কারণৈ রোগাদিভিঃ। মাতরিশ্বনা বায়ুনা। ষট্‌কোশাৎ অন্নময়াদিরূপাৎ ॥১৪—১৫॥

শরীরমিতি। তৎপ্রমাণতস্তৎপরিমাণম্। অদৃশ্যম্ উদ্‌ভূতরূপাভাবাৎ। তথা চোক্তম্—"উদ্‌ভূতরূপং নয়নস্য গোচরঃ ॥" স জীবঃ ॥১৬॥

স ইতি। অষ্টাঙ্গঃ শিরোবদন-হস্ত-পৃষ্ঠোদর-পায়ূপস্থপাদযুক্তঃ। তাদৃশদেহে প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

মণ্ডপ, সভা, পানীয়শালা, বিশ্রামগৃহ, পর্ব্বত, নদী বা ভূমির গর্ত্ত সে পথের কোথায়ও নাই ॥১২॥

রাজা! সেই পথে গ্রাম, আশ্রম, উদ্যান, বন বা কোন আশ্রয়স্থানও নাই ॥১৩॥

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ অত্যন্ত বেদনায় পীড়িত হয়। তখন রোগপ্রভৃতি কারণবশতঃ প্রাণ কণ্ঠগত হইয়া তাহার দেহ ত্যাগ করে। তখন বায়ু তাহার দেহ হইতে অবশ জীবাত্মাকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। ক্রমে সেই জীবাত্মা যাট্‌কৌশিক দেহ হইতে নির্গত হইয়া বায়বীয় দেহে প্রবেশ করে ॥১৪—১৫॥

ক্রমে সেই রূপ, সেই বর্ণ, সেই পরিমাণ অদৃশ্য অন্য একটী শরীর হয়। তাহার পর সেই জীবাত্মাও সকলেরই অদৃশ্য অবস্থায় সেই শরীরে প্রবেশ করে ॥১৬॥

নানা রূপধরৈর্ঘোরৈঃ প্রচণ্ডৈশ্চণ্ডসাধনৈঃ।
নীয়মানো দুরাধর্ষৈর্যমদূতৈর্যমাজ্ঞয়া ॥১৮॥
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈঃ সংনিরুদ্ধোঽবশো বলাৎ।
স্বকর্ম্মভিশ্চানুগতঃ কৃতৈঃ সুকৃতদুষ্কৃতৈঃ।১৯॥
আক্রন্দ্যমানঃ করুণং বন্ধুভির্দুঃখপীড়িতৈঃ।
ত্যক্ত্বা বন্ধুজনং সর্ব্বং নিরপেক্ষস্তু গচ্ছতি ॥২০॥ (বিশেষকম্)
মাতৃভিঃ পিতৃভিশ্চৈব ভ্রাতৃভির্মাতুলৈস্তথা।
দারৈঃ পুত্রৈর্বয়স্যৈশ্চ রুদদ্ভিস্ত্যজ্যতে পুনঃ ॥২১॥
অদৃশ্যমানস্তৈর্দীনৈরশ্রুপূর্ণমুখেক্ষণৈঃ।
স্বশরীরং পরিত্যজ্য বায়ুভূতস্তু গচ্ছতি ॥২২॥
অন্ধকারমপারং তং মহাঘোরং তমোবৃতম্।
দুঃখান্তং দুষ্প্রতারঞ্চ দুর্গমং পাপকর্ম্মণাম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নানেতি। প্রচণ্ডৈর্মহাকোপনৈঃ, চণ্ডসাধনৈঃ ভীষণাস্ত্রধারিভিঃ। সংনিরুদ্ধঃ সংবদ্ধঃ। কৃতৈঃ স্বয়ং বিহিতৈঃ। আক্রন্দ্যমান আহূয়মানঃ। নিরপেক্ষো বন্ধূনামপেক্ষারহিতো জীবঃ ॥১৮—২০॥

মাতৃভিরিতি। ত্যজ্যতে পুনঃ প্রাপ্ত্যাশাভাবাৎ ॥২১॥

অদৃশ্যেতি। বায়ুভূতো বায়বীয়দেহাশ্রিতঃ। "তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকম্" ইতি শুধিতত্ত্বধৃতবচনৈকবাক্যত্বাৎ। অন্ধং করোতীতি তম্, তমোবৃতং তিমিরাচ্ছন্নম্, তং পন্থানং গচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ ॥২২—২৩॥

যে জীবাত্মা দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে, দেহীর সেই জীবাত্মা অন্য অষ্টাঙ্গ দেহে প্রবেশ করিয়া ছেদন, বিদারণ, দহন বা তাড়নে নষ্ট হয় না ॥১৭॥

পরে নানা রূপধারী, ভীষণাকৃতি, অত্যন্ত কোপনস্বভাব, ভীষণাস্ত্রধারী ও দুর্দ্ধর্ষ যমদূতেরা যমের আদেশক্রমে সেই জীবকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে থাকে। এদিকে পুত্রকলত্রাদিস্বরূপ পাশে বদ্ধ থাকায় সেই জীব অবশই থাকে। তখন নিজকৃত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম তাহার অনুসরণ করে। এদিকে শোকার্ত্ত বন্ধুগণ করুণ স্বরে রোদন করিতে থাকে। সেই অবস্থায় সেই জীব সমস্ত বন্ধুজনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী যমলোকে গমন করে ॥১৮—২০॥

তখন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, পুত্র, কলত্র ও বয়স্যগণ রোদন করিতে থাকিয়া তাহাকে ত্যাগ করে ॥২১॥

দুঃসহায়ং দুরন্তঞ্চ দুর্নিরীক্ষং দুরাসদম্।
দুরাপমতিদুঃখঞ্চ পাপিষ্ঠানাং নরোত্তম! ॥২৪॥
ঋষিভিঃ কথ্যমানং তৎ পারম্পর্য্যেণ পার্থিব!।
ত্রাসং জনয়তি প্রায়ঃ শ্রূয়মাণং কথাস্বপি ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
অবশ্যঞ্চৈব গন্তব্যং তদধ্বানং যুধিষ্ঠির!।
প্রাপ্তকালেন সংত্যজ্য বন্ধূন্ ভোগান্ ধনানি চ ॥২৬॥
জরায়ুজৈরণ্ডজৈশ্চ স্বেদজৈরুদ্ভিদৈস্তথা।
জঙ্গমৈঃ স্থিরসংজ্ঞৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥২৭॥
দেবাসুরৈর্ম্মনুষ্যাদ্যৈর্বৈবস্বতবশানুগৈঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকৈশ্চাপি পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতৈঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

দুরিতি। দুর্লভঃ সহায়ো যত্র তৎ, দুরন্তং দুর্লভশেষম্। তৎ যমলোকবর্ত্ম, পারম্পর্য্যেণ পরম্পরাক্রমেণ ॥২৪—২৫॥

অবশ্যমিতি। স চাসাবধ্বা চেতি তম্। গন্তব্যমিতি ভাবে প্রত্যয়াৎ "কাং দিশং গন্তব্যম্, বেগরোধং ন কর্ত্তব্যম্" ইত্যাদিবৎ "ন কর্ত্তৃকর্ম্মপ্রাপ্তৌ" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাৎ দ্বিতীয়ৈব ॥২৬॥

জরেতি। জরায়ুজৈর্ম্মানুষাদিভিঃ, অণ্ডজৈঃ পক্ষিপ্রভৃতিভিঃ, স্বেদজৈঃ কৃমিপ্রভৃতিভিঃ, উদ্ভিদৈর্বৃক্ষাদিভিঃ তেষামপি জীবসত্ত্বাৎ। স্থিরসংজ্ঞৈঃ স্থাবরৈঃ ॥২৭॥

শোককাতর এবং অশ্রুপূর্ণ মুখনয়ন সেই পুত্রকলত্রপ্রভৃতি দেখিতে পায় না—এই অবস্থায় জীব নিজের স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়বীয় দেহ অবলম্বন করিয়া সেই যমলোকের পথে গমন করিতে থাকে। সেই পথ অসীম, মহা-ভয়ঙ্কর, অন্ধকারময়, দুঃখজনক ও পাপীদের দুর্গম। সেই পথে যাইবার সময়ে জীব অন্ধ হইয়া যায় এবং দুঃখে সেই পথ অতিক্রম করিতে থাকে ॥২২—২৩॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই পথ পাপিষ্ঠগণের পক্ষে সহায়বিহীন, অসীম, দুর্নিরীক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, দুরতিক্রম ও অতিদুঃখজনক। রাজা! ঋষিরা কথার প্রসঙ্গে পরম্পর বলিতে থাকিলে, তাহা শুনিয়াও প্রায় সকলেরই ত্রাস উৎপাদন করে ॥২৪—২৫॥

রাজা! কাল উপস্থিত হইলে বন্ধু, ভোগ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই সেই পথে অবশ্য যাইতে হইবে ॥২৬॥

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এমন কি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীকে অবশ্যই যমভবনে গমন করিতে হইবে ॥২৭॥

মধ্যমৈর্যুবভির্বাপি বালৈর্বৃদ্ধৈস্তথৈব চ।
জাতমাত্রৈশ্চ গর্ভস্থৈর্গন্তব্যঃ স মহারথঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
পূর্ব্বাহ্নে বাপরাহ্নে বা সন্ধ্যাকালেঽথবা পুনঃ।
প্রদোষে বার্দ্ধরাত্রে বা প্রত্যুষে বাপ্যুপস্থিতে ॥৩০॥
প্রবাসস্থৈর্বনস্থৈর্বা পর্বতস্থৈর্জলে স্থিতৈঃ।
ক্ষেত্রস্থৈর্বা নভঃস্থৈর্বা গৃহমধ্যগতৈরপি ॥৩১॥
ভুঞ্জদ্ভির্বা পিবদ্ভির্বা খাদদ্ভির্বা নরোত্তম!।
আসীনৈর্বা স্থিতৈর্বাপি শয়নীয়গতৈরপি।
জাগ্রদ্ভির্বা প্রসুপ্তৈর্বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥৩২॥ (বিশেষকম্)
মৃত্যুদূতৈর্দুরাধর্ষৈঃ প্রচণ্ডৈশ্চণ্ডশাসনৈঃ।
আক্ষিপ্যমাণা হ্যবশাঃ প্রয়ান্তি যমসাদনম্ ॥৩৩॥
কচিদ্ভীতৈঃ কচিন্মত্তৈঃ প্রস্খলদ্ভিঃ কচিৎ কচিৎ।
ক্রন্দদ্ভির্বেদনার্ত্তৈস্তু গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি। অত্র দেবপদং দেবতুল্যপরম্, মুখ্যদেবানামমরত্বাৎ। বৈবস্বতবশাস্থৈর্যমাধীনৈঃ। মধ্যমৈর্মধ্যবয়স্কৈঃ ॥২৮—২৯॥

পূর্ব্বাহ্ণ ইতি। প্রদোষে সূর্য্যাস্তাৎ পরং ঘটিকাদ্বয়মধ্যে। নভঃস্থৈর্বিমানারূঢ়াদিভিঃ। ভুঞ্জদ্ভির্ভুঞ্জানৈঃ, খাদদ্ভিশ্চর্ব্বদ্ভিঃ। শয়নীয়গতৈঃ শয্যাস্থিতৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০—৩২॥

মৃত্যুদূতৈরিতি। আক্ষিপ্যমাণা আকৃষ্যমাণাঃ ॥৩৩॥

কচিদিতি। প্রস্খলদ্ভিস্ত্রাসেন পতদ্ভিঃ ॥৩৪॥

দেবতুল্য লোক, অসুর, মনুষ্যপ্রভৃতি, স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, মধ্যবয়স্ক, যুবক, বালক, বৃদ্ধ, সদ্যোজাত ও গর্ভস্থ জীবনামধারী যমের বশীভূত প্রাণিমাত্রকেই সেই মহাপথে যাইতে হইবে ॥২৮—২৯॥

নরশ্রেষ্ঠ! জীবগণ বিদেশ, বন, পর্বত, জল, ক্ষেত্র, আকাশ বা গৃহের মধ্যেই থাকুক না কেন, ভোজন, চর্বণ, পান, উপবেশন বা শয্যায় অবস্থান করুক না কেন, কিংবা জাগরিত বা নিদ্রিত হউক না কেন, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্নে, সন্ধ্যা, প্রদোষ, অর্দ্ধরাত্র বা প্রত্যূষকাল হউক না কেন, সেই মহাপথে অবশ্যই গমন করিবে ॥৩০—৩২॥

দুর্দ্ধর্ষ, অত্যন্ত কোপন ও ভীষণ শাসনকারী যমদূতেরা আকর্ষণ করিতে থাকিবে, সেই অবস্থায় প্রাণীরা যমালয়ে গমন করে ॥৩৩॥

নির্ভৎ'স্যমানৈরুদ্বিগ্নৈর্বিধূতৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ।
তুদ্যমানশরীরৈশ্চ গন্তব্যং তর্জ্জিতৈস্তথা ॥৩৫॥
কণ্টকাকীর্ণমার্গেণ তপ্তবালুকপাংসুনা।
দহ্যমানৈস্তু গন্তব্যং নরৈর্দানবিবর্জ্জিতৈঃ ॥৩৬॥
কাষ্ঠোপলশিলাঘাতৈর্দণ্ডোল্মুককশাঙ্কুশৈঃ।
হন্যমানৈর্যমপুরং গন্তব্যং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ ॥৩৭॥
মেদঃশোণিতপূয়াদ্যৈর্বক্ত্রৈর্গাত্রৈশ্চ সব্রণৈঃ।
দগ্ধক্ষতজকীর্ণৈশ্চ গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৩৮॥
বেদনার্ত্তৈশ্চ কূজদ্ভির্বিক্রোশদ্ভিশ্চ বিস্বরম্।
বেদনার্ত্তৈঃ পতদ্ভিশ্চ গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

নির্ভিতি। বিধূতৈঃ কম্পিতৈঃ। তুদ্যমানানি প্রহারেণ ব্যথ্যমানানি শরীরাণি যেষাং তৈঃ ॥৩৫॥

কণ্টকেতি। তপ্তা বালুকা পাংসবো ধূলয়শ্চ যস্ত তেন ॥৩৬॥

কাষ্ঠেতি। কাষ্ঠস্ত উপলস্ত ক্ষুদ্রপাষাণস্ত শিলায়া বৃহৎ পাষাণস্ত চ আঘাতৈঃ। হন্যমানৈঃ প্রহ্রীয়মাণৈঃ ॥৩৭॥

মেদ ইতি। মেদঃশোণিতপূয়াস্যাত্যানি যেষু তৈঃ। দগ্ধাশ্চ ক্ষতজকীর্ণা রক্তব্যাপ্তাশ্চ তৈঃ ॥৩৮॥

প্রাণীরা কখন ভীত, কখন মত্ত, কখন স্খলিত, কখনও বা বেদনার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে যমালয়ে যাইবে ॥৩৪॥

যমদূতেরা কখনও ভৎ'সনা করিবে, কখনও বা প্রহার করিতে থাকিবে, কোন সময়ে বা তিরস্কার করিবে, সেই অবস্থায় প্রাণীরা ভয়ে আকুল ও কম্পিত কলেবর হইয়া রোদন করিতে করিতে গমন করিবে ॥৩৫॥

সেই পথ কণ্টকে ব্যাপ্ত, কোথায়ও বা তপ্ত বালু বা তপ্ত ধূলিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দানবিহীন মানুষেরা দগ্ধ হইতে থাকিয়া সেই পথে গমন করিবে ॥৩৬॥

কাষ্ঠ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাষাণ, দণ্ড, দগ্ধকাষ্ঠ, কশা ও অঙ্কুশের আঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিবে, সেই অবস্থায় ধর্ম্মবিহীন লোকদিগের যমালয়ে যাইতে হইবে ॥৩৭॥

জীবহত্যাকারী পাপিষ্ঠেরা রক্ত, পূঁয ও মেদপরিপূর্ণ মুখ ও গাত্রে ব্রণ-সংযুক্ত দেহে এবং দগ্ধ ও রক্তাক্ত অঙ্গে সেই পথে গমন করিয়া থাকে ॥৩৮॥

ভগ্নপাদোরুহস্তাঙ্গৈর্ভগ্নজঙ্ঘাশিরোধরৈঃ।
ছিন্নকর্ণোষ্ঠনাসৈশ্চ গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৪০॥
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ শঙ্কুতোমারসায়কৈঃ।
তুদ্যমানৈস্তু শূলাগ্রৈর্গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৪১॥
শ্বভির্ব্যাঘ্রৈর্বৃকৈঃ কাকৈর্ভক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
তুদ্যমানাশ্চ গচ্ছন্তি রাক্ষসৈর্মাংসঘাতিভিঃ ॥৪২॥
মহিষৈশ্চ মৃগৈশ্চাপি শূকরৈঃ পৃষতৈস্তথা।
ভক্ষ্যমাণৈস্তদধ্বানং গন্তব্যং মাংসখাদিভিঃ ॥৪৩॥
সূচীসুতীক্ষ্ণতুণ্ডাভির্মক্ষিকাভিঃ সমন্ততঃ।
তুদ্যমানৈশ্চ গন্তব্যং পাপিষ্ঠৈর্বালঘাতকৈঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

বেদনেতি। কূজন্তিরব্যক্তং শব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ, বিক্রোশদ্ভিঃ আত্মীয়ান্ আহ্বয়দ্ভিঃ ।৩৯॥
ভগ্নেতি। ভগ্না জঙ্ঘাশ্চ শিরোধরা গ্রীবাশ্চ যেষাং তৈঃ ॥৪০॥
শক্তিভিরিতি। তুদ্যমানৈর্ব্যথ্যমানৈঃ ॥৪১॥
শ্বভিরিতি। শ্বভিঃ কুক্কুরৈঃ। মাংসানি ঘ্নন্তি হননপূর্ব্বকং খাদন্তীতি তৈঃ ॥৪২॥
মহিষৈরিতি। পৃষতৈর্হরিণবিশেষৈঃ। মাংসখাদিভিরবৈধমাংসভোজিভিঃ ॥৪৩॥
সূচীতি। সূচীবৎ সুতীক্ষ্ণানি তুণ্ডানি মুখানি যাসাং তাভিঃ ॥৪৪॥

প্রাণিহিংসাকারী লোকেরা বেদনায় পীড়িত হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকিয়া ও বিকৃত স্বরে আত্মীয়স্বজনকে ডাকিতে থাকিয়া এবং বেদনায় পতিত হইতে হইতে গমন করে ॥৩৯॥

জীবহত্যাকারী লোকেরা চরণ, বক্ষ, হস্ত, জঙ্ঘা, গ্রীবা ও অন্যান্য অঙ্গ ভগ্ন অবস্থায় এবং কর্ণ, ওষ্ঠ ও নাসিকা ছিন্নভাবে সেই পথে যাইয়া থাকে ॥৪০॥

প্রাণিহিংসাকারী পাপিষ্ঠেরা শক্তি, ভিন্দিপাল, শঙ্কু, তোমর, বাণ ও শূলদ্বারা তাড়িত হইতে থাকিয়া সেই পথে গমন করে ॥৪১॥

কুক্কুর, ব্যাঘ্র, বৃক ও কাক দেহের সকল দিকে কামড়াইতে থাকে এবং রাক্ষসেরা মাংস ভোজন করে, এই অবস্থায় পাপীরা যমলোকের পথে গমন করে ॥৪২॥

মহিষ, মৃগ, শূকর ও হরিণবিশেষ আঘাত করিতে থাকে, সেই অবস্থায় অবৈধমাংসভোজী পাপিষ্ঠেরা সেই পথে গমন করিয়া থাকে ॥৪৩॥

সূচীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ মুখ মক্ষিকারা সকল দিকে দংশন করে, এই অবস্থায় বালকহত্যাকারী পাপিষ্ঠেরা গমন করে ॥৪৪॥

বিস্রব্ধং স্বামিনং মিত্রং স্ত্রিয়ং বা ঘ্নন্তি যে নরাঃ।
শস্ত্রৈর্নির্ভিদ্যমানৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥৪৫॥
খাদয়ন্তি চ যে জীবান্ দুঃখমাপাদয়ন্তি চ।
রাক্ষসৈশ্চ শ্বভিশ্চৈব ভক্ষ্যমাণা ব্রজন্তি তে ॥৪৬॥
যে হরন্তি চ বস্ত্রাণি শয্যাং প্রাবরণানি চ।
তে যান্তি বিক্রুতা নগ্নাঃ পিশাচা ইব তৎপথম্ ॥৪৭॥
গাশ্চ ধান্যং হিরণ্যং বা বলাৎ ক্ষেত্রং গৃহং তথা।
যে হরন্তি দুরাত্মানঃ পরস্বং পাপকারিণঃ ॥৪৮॥
পাষাণৈরুল্মুকৈর্দণ্ডৈঃ কাষ্ঠঘাতৈশ্চ জর্জ্জরৈঃ।
হন্যমানৈঃ ক্ষতাকীর্ণৈর্গন্তব্যং তৈর্যমালয়ম্ ॥৪৯॥ (যুগ্মকম্)
ব্রহ্মস্বং যে হরন্তীহ নরা নরকনির্ভয়াঃ।
আক্রোশন্তীহ যে নিত্যং প্রহরন্তি চ যে দ্বিজান্ ॥৫০॥
শুষ্ককণ্ঠা নিবদ্ধাস্তে ছিন্নজিহ্বাক্ষিনাসিকাঃ।
পূয়শোণিতদুর্গন্ধা ভক্ষ্যমাণাশ্চ জম্বুকৈঃ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

বিস্রব্ধমিতি। বিস্রব্ধং বিশ্বস্তম্ ॥৪৫॥
খাদেতি। খাদয়ন্তীতি স্বার্থে ইণ্, দুঃখমাপাদয়ন্তি প্রহারাদিনা ॥৪৬॥
য ইতি। প্রাবরণানি উত্তরীয়বস্ত্রাণি। বিক্রুতা দ্রুতপাদক্ষেপাঃ ॥৪৭॥
য ইতি। হিরণ্যং ধনম্। জর্জ্জরৈঃ জীর্ণাদ্যৈঃ ॥৪৮—৪৯॥

যে সকল মানুষ বিশ্বস্ত প্রভু, মিত্র বা স্ত্রীলোককে হত্যা করে, তাহারা নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা তাড়িত হইতে থাকিয়া যমলোকে গমন করে ॥৪৫॥

যাহারা প্রাণিগণকে ভোজন করে ও দুঃখ দান করে, তাহারা রাক্ষসগণ ও কুক্কুরগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকিয়া গমন করে ॥৪৬॥

যাহারা পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয় বস্ত্র ও শয্যা হরণ করে, তাহারা পিশাচের ন্যায় নগ্ন হইয়া দ্রুত পাদক্ষেপে সেই পথে গমন করিয়া থাকে ॥৪৭॥

পাপকারী যে সকল দুরাত্মা বলপূর্ব্বক গো, ধান্য, ধন, ক্ষেত্র ও গৃহ, এমন কি যে কোন পরকীয় বস্তু হরণ করে, তাহারা প্রস্তর, দগ্ধকাষ্ঠ, দণ্ড ও সাধারণ কাষ্ঠে তাড়িত, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও জর্জ্জর দেহ হইয়া যমালয়ে যাইয়া থাকে ॥৪৮—৪৯॥

চণ্ডালৈর্ভীষণৈশ্চণ্ডৈস্তুদ্যমানাঃ সমন্ততঃ।
ক্রোশন্তঃ করুণং ঘোরং গচ্ছন্তি যমসাদনম্ ॥৫২॥ (বিশেষকম্)
তত্র চাপি গতাঃ পাপা বিষ্ঠাকূপেষনেকশঃ।
জীবন্তো বর্ষকোটীস্তু ক্লিশ্যন্তে বেদনার্ত্তিতঃ ॥৫৩॥
ততশ্চ মুক্তাঃ কালেন লোকে চাস্মিন্ নরাধমাঃ।
বিষ্ঠাক্রিমিত্বং গচ্ছন্তি জন্মকোটিশতং নৃপ ! ॥৫৪॥
বিদ্যমানধনৈর্যস্তু লোভদম্ভানৃতান্বিতৈঃ।
শ্রোত্রিয়েভ্যো ন দত্তানি দানানি কুরুপুঙ্গব ! ॥৫৫॥
গ্রীবাপাশনিবদ্ধাস্তে হন্যমানাশ্চ রাক্ষসৈঃ।
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমার্ত্তাস্তু যান্তি প্রেতপুরং নরাঃ ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মস্বমিতি। আক্রোশন্তি ভৎর্সয়ন্তি। নিবদ্ধাঃ পাশৈঃ। জম্বুকৈঃ শৃগালৈঃ। তুদ্যমানাঃ প্রহারেণ ব্যথ্যমানাঃ ॥৫০—৫২॥

তত্রেতি। তত্র যমালয়ে। বেদনার্ত্তিতো বেদনার্ত্তিভাবেন ॥৫৩॥

তত ইতি। ততো বিষ্ঠাকূপেভ্যঃ ॥৫৪॥

বিদ্যেতি। বিদ্যমানানি ধনানি যেষাং তৈঃ, লোভেন দম্ভেন ছদ্মনা অনৃতেন বিতথেন চ অন্বিতৈঃ। গ্রীবায়াং পাশৈর্নিবদ্ধাস্তে ॥৫৫—৫৬॥

নরকভয়শূন্য যে সকল মানুষ ব্রহ্মস্ব হরণ করে, যাহারা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের নিন্দা করে কিংবা যাহারা ব্রাহ্মণগণকে প্রহার করে, তাহারা শুষ্ককণ্ঠ, পাশবদ্ধ, ছিন্নাঙ্গ, পূঁয ও রক্তে দুর্গন্ধযুক্ত, শৃগালকর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ, ভীষণ ও কোপন চাণ্ডালকর্ত্তৃক সমস্ত অঙ্গে প্রহৃত হইতে থাকিয়া করুণ স্বরে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে যমালয়ে গমন করে ॥৫০—৫২॥

সেই পাপাত্মারা যমালয়ে যাইয়া বহুতর বিষ্ঠাকূপে পতিত হইয়া কোটি বৎসর জীবিত থাকিয়া বেদনার্ত্ত হইয়া ক্লেশ অনুভব করে ॥৫৩॥

রাজা ! সেই পাপিষ্ঠ নরাধমের কালক্রমে সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া, এই জগতে শতকোটি জন্ম পর্য্যন্ত বিষ্ঠার ক্রিমি হয় ॥৫৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! ধন থাকিতেও যাহারা লোভ, ছল ও মিথ্যার আশ্রয় করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে দান না করে, সেই মানুষেরা কণ্ঠদেশে পাশবদ্ধ, রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রহৃত এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া যমালয়ে গমন করে ॥৫৫—৫৬॥

অদত্তদানা গচ্ছন্তি শুষ্ককণ্ঠাস্যতালুকাঃ।
অন্নং পানীয়সহিতং প্রার্থয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥৫৭॥
স্বামিন্! বুভুক্ষা তৃষ্ণার্ত্তা গন্তুং নৈবাস্য শক্নুমঃ।
মমান্নং দীয়তাং স্বামিন্! পানীয়ং দীয়তাং মম।
ইতি ব্রুবন্তস্তৈর্দূতৈঃ প্রাপ্যন্তে বৈ যমালয়ম্ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে পঞ্চবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥০॥

—:*:—

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ পপাত ভুবি পাণ্ডবঃ।
নিঃসংজ্ঞো ভয়সন্ত্রস্তো মূর্চ্ছয়া সমভিপ্লুতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অদত্তেতি। অদত্তমকৃতং দানং যৈস্তে ॥৫৭॥
স্বামিন্নিতি। স্বামিন্নিতি যমদূতং প্রতি সম্বোধনম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তদিতি। পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ। সমভিপ্লুত আক্রান্ত আত্মনোঽপি তথা সম্ভবাৎ ॥১॥

যাহারা দান না করে, তাহারা শুষ্ক কণ্ঠ, শুষ্ক মুখ ও শুষ্ক তালু হইতে থাকিয়া বার বার পানীয়যুক্ত অন্ন প্রার্থনা করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে ॥৫৭॥

'প্রভু! আমরা ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত হওয়ায় আজ আর গমন করিতে পারিতেছি না, প্রভু! আমাকে অন্ন দান করুন এবং আমাকে পানীয় দিন' এইরূপ বলিতে বলিতে যমদূতগণকর্ত্তৃক তাহারা যমালয়ে নীত হইয়া থাকে' ॥৫৮॥

ততো লব্ধ্বা শনৈঃ সংজ্ঞাং সমাশ্বস্তোঽচ্যুতেন সঃ।
নেত্রে প্রক্ষাল্য তোয়েন ভূয়ঃ কেশবমব্রবীৎ ॥২॥
ভীতোঽস্ম্যহং মহাদেব! শ্রুত্বা মার্গস্য বিস্তরম্।
কেনোপায়েন তং মার্গং তরন্তি পুরুষাঃ সুখম্ ॥৩॥

ভগবানুবাচ।

ইহ যে ধার্ম্মিকা লোকে জীবঘাতবিবর্জ্জিতাঃ।
গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ ॥৪॥
অস্মান্ মানুষ্যলোকাত্তে সভার্য্যাঃ সহবান্ধবাঃ।
যমধ্বানন্তু গচ্ছন্তি যথাবত্তং নিবোধ মে ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদানানি নানারূপাণি পাণ্ডব!।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তে সুখং যান্তি তৎপথম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অচ্যুতেন কৃষ্ণেন। ভূয়ঃ পুনঃ ॥২॥
ভীত ইতি। মার্গস্য যমলোকপথস্য, বিস্তরম্ অবস্থায়া ইতি শেষঃ ॥৩॥
ইহেতি। যুক্তা ব্যাপৃতাঃ। অধ্বানং যমলোকপথম্ ॥৪—৫॥
ব্রাহ্মণেভ্য ইতি। ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রহ্মনিষ্ঠেভ্য ইতি পুনরুক্তিনিরাসঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সেই সকল বাক্য শুনিয়া ভয়ে আকুল, মূর্চ্ছিত ও অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

তাহার পর কৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলে তিনি ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ করিয়া, জলদ্বারা নয়নযুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন—॥২॥

'মহাদেব! আমি তোমার নিকট বিস্তরক্রমে যমলোকপথের অবস্থা শুনিয়া ভীত হইয়াছি; অতএব বল, মানুষেরা কোন্ উপায়ে সুখে সেই পথ অতিক্রম করিতে পারে?' ॥৩॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'মহারাজ! এই জগতে যাঁহারা প্রাণিহিংসাবিহীন, গুরুর পরিচর্য্যায় নিরত এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক, ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভার্য্যা ও বন্ধুবর্গের সহিত এই মনুষ্যলোক হইতে যে পথে যমালয়ে গমন করেন, আপনি যথাযথভাবে আমার নিকট সেই পথ শ্রবণ করুন ॥৪—৫॥

পাণ্ডুনন্দন! যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নানারূপ দান করেন, তাঁহারা সেই পথে সুখে গমন করিয়া থাকেন ॥৬॥

অন্নং যে চ প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংস্কৃতম্ ।
শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষেণ প্রীত্যা পরময়া যুতাঃ ॥৭॥
তে বিমানৈর্ম্মহাত্মানো যান্তি চিত্রৈর্যমালয়ম্ ।
সেব্যমানা বরস্ত্রীভিরপ্সরোভির্ম্মহাপথম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
যে চ নিত্যং প্রভাষন্তে সত্যং নিষ্কল্মষং বচঃ ।
তে চ যান্ত্যমলাভ্রাভৈর্বিমানৈর্বৃষযোজিতৈঃ ॥৯॥
কপিলাদ্যানি পুণ্যানি গোপ্রদানানি যে নরাঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ ॥১০॥
তে যান্ত্যমলবর্ণাভৈর্বিমানৈর্বৃষযোজিতৈঃ ।
বৈবস্বতপুরং প্রাপ্য হ্যপ্সরোভির্নিষেবিতাঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
উপানহৌ চ চ্ছত্রঞ্চ শয়নান্যাসনানি চ ।
বিপ্রেভ্যো যে প্রযচ্ছন্তি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥১২॥
তে যান্ত্যশ্বৈর্বৃষৈর্বাপি কুঞ্জরৈরপ্যলঙ্কৃতাঃ ।
ধর্ম্মরাজপুরং প্রাপ্য সৌবর্ণচ্ছত্রশোভিতাঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অন্নমিতি । সুসংস্কৃতং সুষ্ঠু সম্পাদিতম্ । মহাপথমতিক্রামন্ত ইতি শেষঃ ॥৭—৮॥

য ইতি । অমলং যদভ্রং মেঘস্তদাভৈস্তত্তুল্যশুভ্রবর্ণৈঃ ॥৯॥

কপিলেতি । কপিলা গোবিশেষঃ । অমলে বর্ণাভে বর্ণকান্তী যেষাং তৈঃ । বৈবস্বতপুরং যমালয়ম্ ॥১০—১১॥

উপেতি । উপানহৌ চর্ম্মপাদুকাদ্বয়ম্, শয়নানি শয্যাঃ । কুঞ্জরৈর্গজৈঃ ॥১২—১৩॥

যাঁহারা পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া বিশেষভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত অন্ন দান করেন, সেই মহাত্মারা বিচিত্র বিমানে আরোহণ করিয়া, উত্তম অপ্সরোগণে সেবিত হইতে থাকিয়া সেই মহাপথ অতিক্রমপূর্ব্বক যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৭—৮॥

যাঁহারা সর্ব্বদা সত্য ও নিষ্পাপ বাক্য বলেন, তাঁহারা নির্ম্মল মেঘের তুল্য শুভ্রবর্ণ ও বৃষসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥৯॥

যে সকল মানুষ বিশেষভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যজনক কপিলা-প্রভৃতি গোদান করেন, তাঁহারা নির্ম্মল কান্তি ও বৃষসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সেই মহাপথে গমন করেন এবং যমালয়ে যাইয়া অপ্সরোগণে সেবিত হইতে থাকেন ॥১০—১১॥

যে চ ভক্ষ্যাণি দাস্যন্তি ভোজ্যং পেয়ং তথৈব চ।
স্নিগ্ধান্নান্যপি বিপ্রেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥১৪॥
তে যান্তি কাঞ্চনৈর্যানৈঃ সুখং বৈবস্বতালয়ম্।
বরস্ত্রীভির্যথাকামং সেব্যমানাঃ সহস্রশঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
যে চ ক্ষীরং প্রযচ্ছন্তি ঘৃতং দধি গুড়ং মধু।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নেন শ্রদ্দধানাঃ সুসংস্কৃতাঃ ॥১৬॥
চক্রবাকপ্রযুক্তৈস্তু যানৈঃ রুক্মময়ৈঃ শুভৈঃ।
যান্তি গন্ধর্ববাদিত্রৈঃ সেব্যমানা যমালয়ম্ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
হংসযুক্তবিমানৈস্তু যান্তি ধর্ম্মপুরং নরাঃ ॥১৮॥
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যো বিচিত্রান্নং ঘৃতাপ্লুতম্।
তে ব্রজন্ত্যমলাভ্রাভৈর্বিমানৈর্বায়ুবেগিভিঃ।
পুরং তৎপ্রেতনাথস্য নানাজনসমাকুলম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। ভক্ষ্যাণি চর্ব্বণীয়ানি। কাঞ্চনৈঃ স্বর্ণময়ৈঃ ॥১৪—১৫॥

য ইতি। সুসংস্কৃতাঃ স্নানাদিনা পবিত্রীকৃতদেহাঃ। রুক্মময়ৈঃ স্বর্ণময়ৈঃ ॥১৬—১৭॥

য ইতি। সুরভীনি সুগন্ধীনি। ধর্ম্মপুরং যমালয়ম্ ॥১৮॥

য ইতি। অমলাভ্রাভৈরিতি পূর্ব্ববদ্‌ব্যাখ্যানম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, শয্যা, আসন, বসন ও আভরণ দান করেন, তাঁহারা অলঙ্কৃত হইয়া অশ্ব, বৃষ ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া মনোহর যমালয়ে গমন করেন এবং সেখানে যাইয়া স্বর্ণময় ছত্রে শোভা পাইতে থাকেন ॥১২—১৩॥

যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে চর্ব্ব্য, খাদ্য, পেয় ও স্নিগ্ধ অন্ন দান করেন, তাঁহারা স্বর্ণময় যানে আরোহণ করিয়া সহস্র সহস্র উত্তমস্ত্রীকর্ত্তৃক ইচ্ছানুসারে সেবিত হইতে থাকিয়া, সুখে যমালয়ে গমন করেন ॥১৪—১৫॥

যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও পবিত্র হইয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গুড় ও মধু দান করেন, তাঁহারা চক্রবাকযুক্ত ও মঙ্গলময় স্বর্ণযানে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের বাদ্যে আমোদিত হইতে থাকিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥১৬—১৭॥

যাঁহারা সুগন্ধ ফল ও ফুল দান করেন, তাঁহারা হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥১৮॥

পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূতপ্রজীবনম্।
তে সুতৃপ্তাঃ সুখং যান্তি ভবনৈর্হংসচোদিতৈঃ ॥২০॥
যে তিলং তিলধেনুং বা ঘৃতধেনুমথাপি চ।
শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি সৌম্যভাবসমন্বিতাঃ ॥২১॥
সূর্য্যমণ্ডলসঙ্কাশৈর্যানৈস্তে যান্তি নির্ম্মলৈঃ।
গীয়মানৈস্তু গন্ধর্ব্বৈর্বৈবস্বতপুরং নৃপ ! ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
যেষাং বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ তড়াগানি সরাংসি চ।
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ সজলাশ্চ জলাশয়াঃ।
যানৈস্তে যান্তি চন্দ্রাভৈর্দিব্যঘণ্টানিনাদিতৈঃ ॥২৩॥
চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানা মহাপ্রভাঃ।
নিত্যতৃপ্তা মহাত্মানো গচ্ছন্তি যমসাদনম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

পানীয়মিতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণিনাং প্রজীব্যতে অনেনেতি প্রজীবনং প্রকর্ষেণ জীবনকারণম্ ॥২০॥

য ইতি। তিলধেনুং ধেন্বাকারং তিলরাশিম্। গ্রন্থান্তরে তু পারিভাষিকী তিলধেনুঃ। সৌম্যভাবসমন্বিতাঃ শ্রদ্ধাযুক্তাঃ। বৈবস্বতপুরং যমালয়ম্ ॥২১—২২॥

যেষামিতি। বাপ্যাদীনাং প্রকারভেদাদ্ভেদ ইতি পূর্ব্বমপ্যুক্তম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

তেষামেব গমনপ্রকারান্তরমাহ চামরৈরিতি। নিত্যতৃপ্তা ইতি জলাশয়করণফলম্ ॥২৪॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতসংযুক্ত বিচিত্র অন্ন দান করেন, তাঁহারা নির্ম্মল মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ বিমানে আরোহণ করিয়া, বহু লোকপূর্ণ সেই যমপুরে গমন করিয়া থাকেন ॥১৯॥

যাঁহারা সকল প্রাণীর জীবনরক্ষক জলদান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত তৃপ্ত থাকিয়া হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে গমন করেন ॥২০॥

রাজা ! যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তিল, তিলধেনু বা ঘৃতধেনু দান করেন, তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল ও নির্ম্মল বিমানে আরোহণ করিয়া, যমালয়ে গমন করেন। তখন গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে থাকেন ॥২১—২২॥

যাঁহাদের বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীরূপ জলযুক্ত জলাশয় থাকে, তাঁহারা চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও দিব্য ঘণ্টানিনাদিত যানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥২৩॥

বিশেষতঃ, উজ্জ্বল মূর্ত্তি সেই মহাত্মারা সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকিয়া যমলোকে গমন

যেষাং দেবগৃহাণীহ চিত্রাণ্যায়তনানি চ।
মনোহরাণি কান্তানি দর্শনীয়ানি ভান্তি চ ॥২৫॥
তে ব্রজন্ত্যমলাভ্রাভৈর্বিমানৈর্বায়ুবেগিভিঃ।
পুরং তৎপ্রেতনাথস্য নানাজনপদাকুলম্ ।২৬॥ (যুগ্মকম্)
বৈবস্বতঞ্চ পশ্যন্তি সুখচিত্তং সুখস্থিতম্।
যমেন পূজিতা যান্তি দেবসালোক্যতাং ততঃ ॥২৭॥
দেবানুদ্দিশ্য লোকেষু প্রপাসু করকোদ্ধৃতম্।
শীতলং সলিলং রম্যং তৃষিতেভ্যো দিশন্তি যে।
তে তু তৃপ্তিং পরাং যান্তি প্রাপ্য সৌখ্যং মহাপথম্ ॥২৮॥
কাষ্ঠপাদুকদা যান্তি তদধ্বানং সুখং নরাঃ।
সৌবর্ণমণিপীঠে তু পাদং কৃত্বা রথোত্তমে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

যেষামিতি। আয়তনানি দেবগৃহচত্বরাণি। কান্তানি কোমলানি। প্রেতনাথস্য যমস্য ॥২৫—২৬॥

বৈবস্বতমিতি। বৈবস্বতং বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য পুত্রং যমম্। দেবানাং সালোক্যতামেকলোকম্ ॥২৭॥

দেবানিতি। প্রপাসু পানীয়শালাসু, করকোদ্ধৃতং কলসোত্তোলিতম্। দিশন্তি দদতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

কাষ্ঠেতি। সৌবর্ণমণিপীঠে স্বর্ণময়ে মণিখচিতে চ পীঠে ॥২৯॥

করেন। তখন চামর ও তালবৃন্তদ্বারা তাঁহাদের অঙ্গে বায়ু সঞ্চালন করা হইতে থাকে ॥২৪॥

যাঁহাদের দেবগৃহ ও দেবগৃহের চত্বর বিচিত্র, মনোহর, কোমল ও দর্শনীয় রূপ হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহারা নির্ম্মল ও শুভ্রবর্ণ মেঘের ন্যায় এবং বায়ুর তুল্য বেগশালী বিমানে আরোহণ করিয়া নানা দেশে পরিপূর্ণ সেই যমলোকে গমন করেন ॥২৫—২৬॥

তাহার পর তাঁহারা প্রসন্ন চিত্ত ও সুখস্থিত সেই যমকে দর্শন করেন এবং যমকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অন্য দেবলোকে গমন করেন ॥২৭॥

যাঁহারা জগতে দেবগণের উদ্দেশে পানীয়শালায় শীতল ও মনোহর কলসোত্তোলিত জল পিপাসার্ত্ত লোকদিগকে দান করেন, তাঁহারা সুখে যমলোকের মহাপথ অতিক্রম করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন ॥২৮॥

কাষ্ঠপাদুকাদাতা মানুষেরা সুবর্ণময় ও মণিখচিত পীঠে চরণ রাখিয়া উত্তম রথে উঠিয়া সুখে সেই পথে গমন করেন ॥২৯॥

আরামান্ বৃক্ষষণ্ডাংশ্চ রোপয়ন্তি চ যে নরাঃ।
সংবর্দ্ধয়ন্তি চাব্যগ্রং ফলপুষ্পোপশোভিতান্ ॥৩০॥
বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু স্বলঙ্কৃতাঃ।
যান্তি তে বাহনৈর্দিব্যৈঃ পূজ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥৩১॥
সেব্যমানাঃ সুরূপাভিরুত্তমাভিঃ প্রযত্নতঃ।
স্ত্রীভিঃ কনকবর্ণাভির্যথাকামং যথাসুখম্ ॥৩২॥ (বিশেষকম্)
অশ্বযানস্তু গোযানং হস্তিযানমথাপি চ।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যো বিমানৈঃ কনকোপমৈঃ ॥৩৩॥
সুবর্ণং রজতং বাপি বিদ্রুমং মৌক্তিকং তথা।
যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥৩৪॥
ভূমিদা যান্তি তং লোকং সর্ব্বকামৈঃ সুতর্পিতাঃ।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্বৃষযোজিতৈঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

আরামানিতি। আরামান্ উপবনানি, বৃক্ষাণাং ষণ্ডান্ সমূহান্। দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈঃ। কনকবর্ণাভিঃ স্বর্ণকান্তিভিঃ ॥৩০—৩২॥

অশ্বেতি। কনকোপমৈঃ স্বর্ণবর্ণৈর্বিমানৈস্তে গচ্ছন্তীতি শেষঃ ॥৩৩॥

সুবর্ণমিতি। বিদ্রুমং প্রবালম্ ॥৩৪॥

ভূমিদা ইতি। সর্ব্বকামৈঃ সর্ব্বাভীষ্টবস্তুভিঃ। উদিতাদিত্যসঙ্কাশৈঃ উদয়মানসূর্য্যবর্ণৈঃ ।৩৫॥

যাঁহারা উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করেন এবং সেগুলি ফলে ও ফুলে শোভিত হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলিকে অনাকুলভাবে বর্দ্ধিত করিতে থাকেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অলঙ্কৃত হইয়া ও অনবরত পূজিত হইতে থাকিয়া স্বর্গীয় বাহনে উঠিয়া শীতল ও মনোহর বৃক্ষচ্ছায়ায় যমলোকে গমন করেন এবং সেখানে গেলে পর স্বর্ণবর্ণা, সুরূপা ও উত্তমা রমণীরা যত্নপূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে ও যথাসুখে তাঁহাদের সেবা করে ॥৩০—৩২॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে অশ্বযান, গোযান বা হস্তিযান দান করেন, তাঁহারা স্বর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৩৩॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল বা মুক্তা দান করেন, তাঁহারা স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল বিমানে যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৩৪॥

ভূমিদানকারী লোকেরা সর্ব্বাভীষ্ট লাভে সন্তুষ্ট হইয়া উদয়মান সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বৃষসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৩৫॥

কন্যাং যে চ প্রযচ্ছন্তি বিপ্রায় শ্রোত্রিয়ায় চ ।
দিব্যকন্যাবৃতা যান্তি বিমানৈস্তে যমালয়ম্ ॥৩৬॥
সুগন্ধান্ গন্ধসংযোগান্ পুষ্পাণি সুরভীণি চ ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাগ্রেভ্যো ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥৩৭॥
সুগন্ধাঃ সুষ্ঠুবেশাশ্চ সুপ্রভাঃ স্রগ্‌বিভূষণাঃ ।
যান্তি ধর্ম্মপুরং যানৈর্বিচিত্রৈরপ্যলঙ্কৃতাঃ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)
দীপদা যান্তি যানৈশ্চ দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ ।
আদিত্যসদৃশাকারৈর্দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥৩৯॥
গৃহাবসথদাতারো গৃহৈঃ কাঞ্চনবেদিকৈঃ ।
ব্রজন্তি বালসূর্য্যাভৈর্ধর্ম্মরাজপুরং নরাঃ ॥৪০॥
জলভাজনদাতারঃ কুণ্ডিকাকরকপ্রদাঃ ।
পূজ্যমানা বরস্ত্রীভির্যান্তি তৃপ্তা মহাগজৈঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কন্যামিতি । দিব্যাভিঃ স্বর্গীয়াভিঃ কন্যাভির্বৃতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৩৬॥

সুগন্ধানিতি । গন্ধানাং সংযোগো যেষু তান্ পদার্থান্ । স্রজো মাল্যানি বিভূষণানি যেষাং তে ॥৩৭—৩৮॥

দীপদা ইতি । দ্যোতয়ন্তঃ প্রকাশয়ন্তঃ ॥৩৯॥

গৃহেতি । অত্র গৃহং পর্ণাদিনির্ম্মিতম্, আবসথশ্চ ইষ্টকাদিবিহিতঃ তয়োর্দাতারঃ, কাঞ্চনবেদিকৈর্গৃহৈঃ সহ । বালসূর্য্যাভৈর্বিমানৈঃ ॥৪০॥

জলেতি । কুণ্ডিকা ঘটী, করকঃ কলসঃ তৌ প্রদদতীতি তে ॥৪১॥

যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় কন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিমানে উঠিয়া যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৩৬॥

যাঁহারা পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে গন্ধদ্রব্য, গন্ধসংযুক্ত দ্রব্য ও সুগন্ধি পুষ্প দান করেন, তাঁহারা সৌরভযুক্ত, শোভনবেশ, সুন্দর কান্তি, মাল্য-বিভূষিত ও অলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বিমানে যমলোকে গমন করেন ॥৩৭—৩৮॥

দীপদানকারী লোকেরা অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া দশ দিক্ আলোকিত করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে যমলোকে গমন করেন ॥৩৯॥

যাঁহারা স্বর্ণবেদিকাযুক্ত গৃহের সহিত পর্ণকুটীর ও ইষ্টকগৃহ দান করেন, সেই সকল মানুষ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৪০॥

সাধারণ জলপাত্রদাতা এবং ঘটী ও কলসদানকারী মানুষ বিশাল হস্তীতে

পাদাভ্যঙ্গং শিরোঽভ্যঙ্গং পানং পাদোদকং তথা।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তে যান্ত্যশ্বৈর্যমালয়ম্ ॥৪২॥
বিশ্রাময়ন্তি যে বিপ্রান্ শ্রান্তানধ্বনি কর্শিতান্।
চক্রবাকপ্রযুক্তেন যান্তি যানেন তেঽপি চ ॥৪৩॥
স্বাগতেন চ যো বিপ্রান্ পূজয়েদাসনেন চ।
স গচ্ছতি তদধ্বানং সুখং পরমনির্বৃতঃ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতকৌমুদী

পাদেতি। পাদাভ্যঙ্গং পাদাভ্যঙ্গোপযোগি তৈলম্। পানমপেয়ম্ ॥৪২॥
বিশ্রেতি। কর্শিতান্ ক্লিষ্টান্ ॥৪৩॥
স্বাগতেনেতি। স্বাগতেন স্বাগতপ্রশ্নেন। পরমনির্বৃতঃ অত্যন্তনিরুপদ্রবঃ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

আরোহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া উত্তম স্ত্রীগণে সেবিত হইতে থাকিয়া যমভবনে গমন করিয়া থাকেন ॥৪১॥

যাঁহারা চরণ ও মস্তক অভ্যঙ্গের উপযোগী তৈল, পানীয় ও পাদপ্রক্ষালনের জল ব্রাহ্মণগণকে দান করেন, তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥৪২॥

যাঁহারা পথের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত ও ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বিশ্রাম করান, তাঁহারা চক্রবাকযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৪৩॥

যিনি স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মান করেন, তিনি অত্যন্ত নিরুপদ্রব হইয়া, সুখে সেই যমলোকের পথে গমন করিয়া থাকেন' ॥৪৪॥

—:*:—

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ✱ঃ—

ভগবানুবাচ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবেতি যো মাং দৃষ্ট্বাভিবাদয়েৎ।
ব্রতীব প্রযতো নিত্যং স সুখং তৎপদং ব্রজেৎ ॥১॥
নমঃ সর্ব্বসহাভ্যশ্চেত্যভিখ্যায় দিনে দিনে।
নমস্করোতি নিত্যং গাং স সুখং যাতি তৎপথম্ ॥২॥
নমোঽস্তু প্রিয়দত্তায়েত্যেবংবাদী দিনে দিনে।
ভূমিমাক্রমতে প্রাতঃ শয়নাদুত্থিতশ্চ যঃ ॥৩॥
সর্বকামৈঃ স তৃপ্তাত্মা সর্ব্বভূষণভূষিতঃ।
যাতি যানেন দিব্যেন সুখং বৈবস্বতালয়ম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
অনন্তরাশিনো যে তু দম্ভানৃতবিবর্জ্জিতাঃ।
তেঽপি সারসযুক্তেন যান্তি যানেন বৈ সুখম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

নম ইতি। মাং মদীয়বিগ্রহম্। ব্রতী চান্দ্রায়ণব্রতবান্, তৎপদং ব্রহ্মণ্যদেবস্থানম্ ॥১॥

নম ইতি। সর্ব্বসহাভ্যো ভূমিভ্যঃ। গাং ভূমিম্, তৎপথং যমলোকমার্গম্ ॥২॥

নম ইতি। অত্র প্রিয়দত্তায়েত্যেবমিতি "অয়াদীনাম্" ইত্যাদিনা সন্ধৌ যলোপেঽপি প্রকৃত্যভাব আর্ষঃ। আক্রমতে পদেন স্পৃশতি, শয়নাৎ শয্যাতঃ, দিব্যেন স্বর্গীয়েণ বিমানেন ॥৩—৪॥

ভগবান্ বলিলেন—'যে লোক আমার বিগ্রহ দেখিয়া 'ব্রহ্মণ্যদেব! আপনাকে নমস্কার' এই কথা বলিয়া অভিবাদন করে এবং ব্রতীর ন্যায় সর্ব্বদা সংযত থাকে, সেই লোক সুখে পরব্রহ্মে লীন হয় ॥১॥

যে লোক প্রত্যহ 'সর্ব্বসহাভ্যো নমঃ' এই কথা বলিয়া সর্ব্বদা ভূমিকে নমস্কার করে, সেই লোক সুখে যমালয়ের পথে গমন করিয়া থাকে ॥২॥

যে লোক প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া 'প্রিয়দত্তায়ৈ নমঃ' এই কথা বলিয়া ভূমিতে পাদক্ষেপ করে, সেই লোক সর্ব্বাভীষ্ট লাভে সন্তুষ্ট চিত্ত ও সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইয়া স্বর্গীয় যানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে যায় ॥৩—৪॥

যে চাপ্যেকেন ভুক্তেন দম্ভানৃতবিবর্জ্জিতাঃ।
হংসযুক্তৈর্বিমানৈস্তু সুখং যান্তি যমালয়ম্ ॥৬॥
চতুর্থেন চ ভুক্তেন বর্ত্তন্তে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
যান্তি তে ধর্ম্মনগরং যানৈর্বর্হিণযোজিতৈঃ ॥৭॥
তৃতীয়দিবসেনেহ ভুঞ্জতে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
তেঽপি হস্তিরথৈর্যান্তি তৎপথং কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥৮॥
ষষ্ঠান্নকালিকো যস্তু বর্ষমেকন্তু বর্ত্ততে।
কামক্রোধবিনির্ম্মুক্তঃ শুচির্নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স যাতি কুঞ্জরস্থস্তু জয়শব্দরবৈর্যুতঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অনন্তরেতি। অনন্তরম্ একৈকদিনাৎ পরম্ অশ্নন্তি ভুঞ্জত ইতি তে ॥৫॥

য ইতি। একেন ভুক্তেন প্রত্যহম্ একবারভোজনেন দিনান্যতিক্রামন্তীতি শেষঃ ॥৬॥

চতুর্থেনেতি। একদিনমুপবাসঃ, পরদিনে চ রাত্রৌ ভোজনমিতি চতুর্থং ভুক্তং তেন। বর্হিণো ময়ূরঃ ॥৭॥

তৃতীয়েতি। তৃতীয়দিবসেনেত্যনেন দিবসদ্বয়মতিক্রম্যেতি সূচিতম্ ॥৮॥

ষষ্ঠেতি। ষষ্ঠান্নকালিকো দিনদ্বয়মতিক্রম্য তৃতীয়দিনে রাত্রৌ ভোজনকারী। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

যাঁহারা ছল ও মিথ্যাবিহীন হইয়া একদিন অন্তর একদিন ভোজন করেন, তাঁহারাও সারসপক্ষিযুক্ত যানে উঠিয়া সুখে যমালয়ের পথে গমন করেন ॥৫॥

যাঁহারা ছল ও মিথ্যাবিহীন হইয়া প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন করেন, তাঁহারাও হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া, সুখে যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৬॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্বদিন আহার না করিয়া পরদিন রাত্রিতে আহার করেন, তাঁহারা ময়ূরবাহিত যানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৭॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্নে ভোজন করেন, তাঁহারাও স্বর্ণোজ্জ্বল হস্তিরথে আরোহণ করিয়া যমলোকের পথে গমন করেন ॥৮॥

যিনি এক বৎসর যাবৎ সর্ব্বদা কামক্রোধশূন্য, পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে রাত্রিতে ভোজন করেন, তিনি হস্তিচালিত রথে আরোহণ করিয়া নিজের জয়শব্দ শুনিতে থাকিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৯॥

পক্ষোপবাসিনো যান্তি যানৈঃ শার্দ্দূলযোজিতৈঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং রম্যং দিব্যস্ত্রীগণসেবিতম্ ॥১০॥
যে চ মাসোপবাসং বৈ কুর্ব্বতে সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
তেঽপি সূর্য্যোদয়প্রখ্যৈর্যান্তি যানৈর্যমালয়ম্ ॥১১॥
অগ্নিপ্রবেশং যশ্চাপি কুরুতে মদ্গতাত্মনা।
স যাত্যগ্নিপ্রকাশেন বিমানেন যমালয়ম্ ॥১২॥
গোকৃতে স্ত্রীকৃতে চৈব হত্বা বিপ্রকৃতেঽপি চ।
তে যান্ত্যমরকন্যাভিঃ সেব্যমানা রবিপ্রভাঃ ॥১৩॥
যে চ কুর্ব্বন্তি মদ্ভক্তাস্তীর্থযাত্রাং জিতেন্দ্রিয়াঃ।
তে পন্থানং মহাত্মানো যানৈর্যান্তি সুনির্বৃতাঃ ॥১৪॥
যে যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
হংসসারসসংযুক্তৈর্যানৈস্তে যান্তি তৎপথম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পক্ষেতি। ধর্ম্মরাজপুরং যমালয়ম্ ॥১০॥
য ইতি। সূর্য্যোদয়প্রখ্যৈরুদয়কালীনসূর্য্যবদুজ্জ্বলৈঃ ॥১১॥
অগ্নীতি। মদ্গতাত্মনা মাং ধ্যায়ন্নিত্যর্থঃ ॥১২॥
গবিতি। গোকৃতে গোরক্ষানিমিত্তম্। এবমন্যত্র। হত্বা আত্মানমিতি শেষঃ ॥১৩॥
য ইতি। পন্থানং যমলোকপথম্, সুনির্বৃতা অত্যন্তনিরুপদ্রবাঃ ॥১৪॥
য ইতি। ভূরিঃ প্রচুরা দক্ষিণা যেষাং তৈঃ ॥১৫॥

পক্ষোপবাসী ধার্ম্মিকেরা ব্যাঘ্রসংযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া মনোহর স্বর্গীয় স্ত্রীগণসেবিত যমভবনে গমন করেন ॥১০॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া এক মাস উপবাস করেন, তাঁহারাও উদয়-কালীন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥১১॥

যিনি আমাকে ধ্যান করিতে থাকিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥১২॥

যাঁহারা গো, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি হইয়া দেবকন্যাগণে সেবিত হইতে থাকিয়া যমলোকে গমন করেন ॥১৩॥

আমার ভক্ত যে সকল লোক জিতেন্দ্রিয় হইয়া তীর্থযাত্রা করেন; সেই মহাত্মারা বিমানে আরোহণ করিয়া মহাসুখে যমলোকে যাইয়া থাকেন ॥১৪॥

পরপীড়ামকৃত্বৈব ভৃত্যান্ বিভ্রতি যে নরাঃ।
তৎপথং সমুখং যান্তি বিমানৈঃ কাঞ্চনোজ্জ্বলৈঃ ॥১৬॥
যে সমাঃ সর্ব্বভূতেযু জীবানামভয়প্রদাঃ।
ক্রোধলোভবিনির্ম্মুক্তা নিগৃহীতেন্দ্রিয়াস্তথা ॥১৭॥
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশৈর্বিমানৈস্তে মহাপ্রভাঃ।
যান্তি বৈবস্বতপুরং দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
যে মামেকান্তভাবেন দেবং ত্র্যম্বকমেব বা।
পূজয়ন্তি নমস্যন্তি স্তুবন্তি চ দিনে দিনে।
ধর্ম্মরাজপুরং যাতি যানৈস্তেঽর্কসমপ্রভৈঃ ॥১৯॥
পূজিতাস্তত্র ধর্ম্মেণ স্বয়ং মাল্যাদিভিঃ শুভৈঃ।
যান্ত্যেব ধর্ম্মলোকং বা রুদ্রলোকমথাপি বা ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

পরেতি। ভৃত্যান্ পোষ্যজনান্, বিভ্রতি অন্নদানাদিনা পুষ্ণন্তি ॥১৬॥

য ইতি। সর্ব্বভূতেষু মিত্রশত্রুপ্রাণিমাত্রেষু। বৈবস্বতপুরং যমালয়ম্ ॥১৭—১৮॥

য ইতি। একান্তভাবেন পরমভক্ত্যা, ত্র্যম্বকং মহাদেবম্। অর্কসমপ্রভৈঃ সূর্য্যবদুজ্জ্বলৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

যে সকল ব্রাহ্মণ প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করেন, তাঁহারা হংস ও সারস-পক্ষিযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সেই যমলোকের পথে গমন করিয়া থাকেন ॥১৫॥

যে সকল মানুষ পরের উৎপীড়ন না করিয়া পোষ্যবর্গের পোষণ করে, তাহারা স্বর্ণোজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া সুখে যমলোকের পথে যাইয়া থাকে ॥১৬॥

যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী, প্রাণিগণের অভয়দাতা, ক্রোধলোভশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হন, তাঁহারা উত্তম কান্তিসম্পন্ন হইয়া পূর্ণচন্দ্রের তুল্য উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইতে থাকিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥১৭—১৮॥

যাঁহারা পরম ভক্তিসহকারে প্রত্যহ আমার ও মহাদেবের পূজা, নমস্কার ও স্তব করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজ-ভবনে গমন করেন ॥১৯॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা যমপুরাধ্বানং জীবানাং গমনং তথা।
ধর্ম্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥১॥

দেবদেবেশ! দৈত্যঘ্ন! ঋষিসঙ্ঘৈরভিষ্টুত!।
ভগবন্! ভবহন্! শ্রীমন্! সহস্রাদিত্যসন্নিভ! ॥২॥

সর্বসম্ভব! ধর্ম্মজ্ঞ! সর্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক!।
সর্ব্বদানফলং সৌম্য! কথয়স্ব মমাচ্যুত!॥৩॥ (যুগ্মকম্)

দানং দেয়ং কথং কৃষ্ণ! কীদৃশায় দ্বিজায় বৈ।
কীদৃশং বা তপঃ কৃত্বা তৎফলং কুত্র ভুজ্যতে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পূজিতা ইতি। যান্তি প্রাগুক্তা মদ্ভক্তাঃ শিবভক্তা বা ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

শ্রুত্বেতি। প্রহৃষ্টাত্মা আত্মনো ধার্ম্মিকত্বাবধারণাদিত্যাশয়ঃ ॥১॥

দেবেতি। ভবং ভক্তানাং জন্ম হন্তি জ্ঞানদানেন নিবারয়তীতি তৎসম্বোধনম্। সর্ব্বং সম্ভবত্যস্মাদিতি তৎসম্বোধনম্ ॥২—৩॥

দানমিতি। দেয়ং কর্ত্তব্যম্। কুত্র স্থানে অবস্থায়াঞ্চ ॥৪॥

সে স্থানে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ মঙ্গলময় মাল্যপ্রভৃতিদ্বারা তাঁহাদের পূজা করেন। তৎপরে তাঁহারা ধর্ম্মলোকেই থাকেন কিংবা রুদ্রলোকে চলিয়া যান' ॥২০॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির যমালয়ের পথ এবং জীবগণের সেই পথে গমন শুনিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইয়া পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১॥

'দেবদেবেশ্বর, দৈত্যহন্তা, ঋষিগণস্তুত, ভক্তগণের জন্মনিবারক, সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, সহস্র সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল, সর্বকারণ, ধর্ম্মজ্ঞ, সর্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, শান্ত মূর্ত্তি, ভগবন্ অচ্যুত! তুমি আমার নিকট সর্বপ্রকার দানের ফল বল ॥২—৩॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা।
উবাচ ধর্ম্মপুত্রায় পুণ্যান্ ধর্ম্মান্ মহোদয়ান্ ॥৫॥
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্! পূতং পাপঘ্নমুত্তমম্।
সর্বদানফলং সৌম্য! ন শ্রাব্যং পাপকর্ম্মণাম্ ॥৬॥
যচ্ শ্রুত্বা পুরুষঃ স্ত্রী বা নষ্টপাপঃ সমাহিতঃ।
তৎক্ষণাৎ পূততাং যাতি পাপকর্ম্মরতোঽপি বা ॥৭॥
একাহমপি কৌন্তেয়! ভূমাবুৎপাদিতং জলম্।
সপ্ত তারয়তে পূর্ব্বান্ বিতৃষ্ণা যত্র গৌর্ভবেৎ ॥৮॥
পানীয়ং পরমং লোকে জীবানাং জীবনং স্মৃতম্।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি পাণ্ডব!।
পানীয়স্য গুণা দিব্যাঃ পরলোকে গুণাবহাঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পুণ্যান্ পুণ্যরূপান্, মহান্ উদয়ঃ সমৃদ্ধির্যেভ্যস্তান্ ॥৫॥

শৃণুষ্বেতি। পূতং পবিত্রম্। হে সৌম্য! শান্তমূর্ত্তে! ॥৬॥

যদিতি। সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ শ্রুত্বেতি সম্বন্ধঃ ॥৭॥

একেতি। উৎপাদিতং জলাশয়নির্ম্মাণেন। পূর্ব্বান্ পূর্ব্বপুরুষান্, যত্র যজ্জলপানে ॥৮॥

পানীয়মিতি। জীবন্ত্যনেনেতি জীবনং জীবনরক্ষাহেতুঃ। গুণাবহা উৎকর্ষজনকাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

কৃষ্ণ! কি প্রকার ব্রাহ্মণকে কি প্রকারে দান করিতে হয় এবং মানুষ কি প্রকার তপস্যা করিয়া কোথায় তাহার ফলভোগ করে?' ॥৪॥

ধীমান্ যুধিষ্ঠির এই প্রকার বলিলে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাসমৃদ্ধিজনক পুণ্যরূপ ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন—॥৫॥

'শান্তমূর্ত্তি রাজা! আপনি অবহিত হইয়া পবিত্র ও পাপনাশক সর্ব্বপ্রকার উত্তম দানের ফল শ্রবণ করুন, ইহা পাপীদের শ্রোতব্য নহে ॥৬॥

স্ত্রী বা পুরুষ পাপকার্য্যে নিরত থাকিয়াও একাগ্র চিত্তে যাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥৭॥

কুন্তীনন্দন! গরু যে জলাশয়ের গুণে এক দিনও তৃষ্ণাবিহীন হয়; সেই সেই প্রকার জলাশয় ভূমিতে খনন করিলে মানুষ পূর্ব্ববর্ত্তী সাত পুরুষকে উদ্ধার করে ॥৮॥

পাণ্ডুনন্দন! জগতে জল অন্য বস্তু অপেক্ষা উত্তম এবং প্রাণিগণের জীবনরক্ষার হেতু; অতএব জলদানে প্রাণিমাত্রেরই তৃপ্তি হয়। বিশেষতঃ, পরলোকে জলদানের অলৌকিক গুণ দাতার উৎকর্ষজনক হইয়া থাকে ॥৯॥

তত্র পুষ্পোদকী নাম নদী পরমপাবনী।
কামান্ দদাতি রাজেন্দ্র ! তোয়দানাং যমালয়ে ॥১০॥
শীতলং সলিলং হ্যত্র হ্যক্ষয্যমমৃতোপমম্।
শীততোয়প্রদাতৃণাং ভবেন্নিত্যং সুখাবহম্ ॥১১॥
যে চাপ্যতোয়দাতারঃ পূয়স্তেষাং বিধীয়তে।
প্রণশ্যত্যম্বুপানেন বুভুক্ষা চ যুধিষ্ঠির ! ॥১২॥
তৃষিতস্য ন চান্নেন পিপাসাপি প্রণশ্যতি।
তস্মাত্তোয়ং সদা দেয়ং তৃষিতেভ্যো বিজানতা ॥১৩॥
অগ্নের্মূর্ত্তিঃ ক্ষিতির্যোনিরমৃতস্য চ সম্ভবঃ।
অতোঽম্ভঃ সর্ব্বভূতানাং মূলমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥১৪॥
অদ্ভিঃ সর্বাণি ভূতানি জীবন্তি প্রভবন্তি চ।
তস্মাৎ সর্বেষু দানেষু তোয়দানং বিশিষ্যতে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। কাম্যন্ত ইতি কামা অভীষ্টপদার্থাস্তান্। তোয়দানাং জলদাতৃণাম্ ॥১০॥

শীতলমিতি। অত্র যমালয়ে। সুখাবহং সুখজনকম্ ॥১১॥

য ইতি। পূয়ঃ ক্ষতাদিজাতং বিকৃতরক্তম্, বিধীয়তে পেয়ত্বেন ॥১২॥

তৃষিতস্যেতি। বিজানতা জলগুণং বুধ্যমানেন জনেন ॥১৩॥

অগ্নেরিতি। অগ্নের্মূর্ত্তিঃ "অদ্ভ্যোঽগ্নি"রিতি স্মরণাৎ, যোনিঃ কারণম্, সম্ভব উৎপত্তি-কারণম্। অম্ভো জলম্ ॥১৪॥

অদ্ভিরিতি। অদ্ভির্জলৈঃ, প্রভবন্তি উৎপদ্যন্তে ॥১৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই যমালয়ে পরমপাবনী 'পুষ্পোদকী' নামে একটী নদী আছে। সেই নদী জলদাতাদিগের সমস্ত অভীষ্ট দান করে ॥১০॥

সেই নদীতে শীতল, অক্ষয় ও অমৃতের তুল্য জল আছে। সেই জল শীতল জলদাতাদের সর্ব্বদা সুখজনক হইয়া থাকে ॥১১॥

আর যাহারা জলদান না করে, তাহাদের জন্য পূঁয বিহিত হইয়াছে। রাজা! জলপানে ক্ষুধাও নিবৃত্তি পায় ॥১২॥

কিন্তু অন্নদ্বারা তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবৃত্তি পায় না; অতএব পিপাসার্ত্ত-দিগকে সর্বদা জলদান করা জ্ঞানী লোকের উচিত ॥১৩॥

জল অগ্নির মূর্ত্তি, পৃথিবীর কারণ এবং অমৃত সৃষ্টির হেতু; অতএব জল সমস্ত প্রাণীর মূল—এই কথা পণ্ডিতেরা বলেন ॥১৪॥

সর্বদানতপোযজ্ঞৈর্যৎ প্রাপ্যং ফলমুত্তমম্ ।
তৎ সর্বং তোয়দানেন প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬॥
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্ত্বন্নদানং সুসংস্কৃতম্ ।
তৈস্তু দত্তাঃ স্বয়ং প্রাণা ভবন্তি ভরতর্ষভ ! ॥১৭॥
অন্নাদ্‌রক্তঞ্চ শুক্রঞ্চ অন্নে জীবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি চ বুদ্ধিঞ্চ পুষ্ণন্ত্যন্নেন নিত্যশঃ ।
অন্নহীনানি সীদন্তি সর্বভূতানি পাণ্ডব ! ॥১৮॥
তেজো বলঞ্চ রূপঞ্চ সত্ত্বং বীর্য্যং ধৃতির্দ্যুতিঃ ।
জ্ঞানং মেধা তথায়ুশ্চ সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৯॥
দেবমানবতির্য্যক্ষু সর্বলোকেষু সর্ব্বদা ।
সর্ব্বকালং হি সর্বেষাং সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২০।

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেতি। অতঃ সর্বদানাৎ জলদানং প্রধানমিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

য ইতি। সুসংস্কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্ ॥১৭॥

অন্নাদিতি। রক্তঞ্চ শুক্রঞ্চ ভবতীতি শেষঃ। পুষ্ণন্তি প্রাণিনঃ। সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

তেজ ইতি। সত্ত্বমধ্যবসায়ঃ, ধৃতির্ধৈর্য্যম্ ॥১৯॥

দেবেতি। তির্য্যঞ্চো দেবমানবেতরে প্রাণিনঃ ॥২০॥

সমস্ত প্রাণী জলের গুণে উৎপন্ন হয় ও জীবিত থাকে ; অতএব সর্বপ্রকার দানের মধ্যে জলদানই শ্রেষ্ঠ ॥১৫॥

সর্বপ্রকার দান, তপস্যা ও যজ্ঞদ্বারা যে উত্তম ফল পাওয়া যায়, সে সমস্তই এক জলদানে পাওয়া যায়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে সুপ্রস্তুত অন্ন দান করেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রাণীই দান করা হয় ॥১৭॥

পাণ্ডুনন্দন ! অন্ন হইতে রক্ত ও শুক্র হয়, অন্নে জীব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, প্রাণীরা সর্বদা অন্নদ্বারাই ইন্দ্রিয় সকল ও বুদ্ধিকে পুষ্ট করে এবং সমস্ত প্রাণীই অন্নহীন হইয়া ক্ষয় পায় ॥১৮॥

তেজ, বল, রূপ, অধ্যবসায়, বীর্য্য, ধৈর্য্য, কান্তি, বুদ্ধি, মেধা এবং আয়ু—এই সমস্তই এক অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥১৯॥

সর্বলোকে, সর্বকালে ও সর্বক্ষণে দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ জাতি, সকলেরই সমস্ত কার্য্য এক অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥২০॥

অন্নং প্রজাপতে রূপমন্নং প্রজননং স্মৃতম্।
সর্বভূতময়ং চান্নং জীবশ্চান্নময়ঃ স্মৃতঃ ॥২১॥
অন্নেনাধিষ্ঠিতঃ প্রাণঃ অপানো ব্যান এব চ।
উদানশ্চ সমানশ্চ ধারয়ন্তি শরীরিণম্ ॥২২॥
শয়নোত্থানগমনগ্রহণাকর্ষণানি চ।
সর্বসত্ত্বকৃতং কর্ম্ম চান্নাদেব প্রবর্ত্ততে ॥২৩॥
চতুর্বিধানি ভূতানি জঙ্গমানি স্থিরাণি চ।
অন্নাদ্ভবন্তি রাজেন্দ্র! সৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ ॥২৪॥
বিদ্যাস্থানানি সর্বাণি সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ পাবনাঃ।
অন্নাদ্যস্মাৎ প্রবর্ত্তন্তে তস্মাদন্নং পরং স্মৃতম্ ॥২৫॥
দেবা রুদ্রাদয়ঃ সর্বে পিতরোঽপ্যগ্নয়স্তথা।
যস্মাদন্নেন তুষ্যন্তি তস্মাদন্নং বিশিষ্যতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অন্নমিতি। প্রজন্যতে অপত্যমুৎপাদ্যতে অনেনেতি প্রজননম্ ॥২১॥
অন্নেনেতি। প্রাণাদয়ো বায়বঃ। ধারয়ন্তি রক্ষন্তি ॥২২॥
শয়নেতি। সর্ব্বসত্ত্বকৃতং সকলাধ্যবসায়জনিতম্ ॥২৩॥
চতুরিতি। চতুর্বিধানি জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপাণি, স্থিরাণি স্থাবরাণি ॥২৪॥
বিদ্যেতি। বিদ্যানাং স্থানানি কারণানি। পরং সর্ব্বোত্তমম্ ॥২৫॥
দেবা ইতি। অগ্নয়ো দক্ষিণাগ্নিপ্রভৃতয়ঃ। বিশিষ্যতে প্রাধান্যেন স্বীক্রিয়তে ॥২৬॥

অন্ন প্রজাপতির রূপ, অন্ন সন্তানোৎপাদক, অন্ন সর্বভূতব্যাপক এবং জীবও অন্নময় ॥২১॥

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ু—এক অন্নদ্বারা অধিষ্ঠিত থাকিয়া শরীরীকে রক্ষা করে ॥২২॥

শয়ন, উত্থান, গমন, গ্রহণ ও আকর্ষণপ্রভৃতি অধ্যবসায়জনিত সমস্ত কার্য্যই এক অন্ন হইতে হইয়া থাকে ॥২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! স্থাবর ও জঙ্গমস্বরূপ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সমস্ত প্রাণীই এক অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। প্রজাপতির সৃষ্টিই এই প্রকার ॥২৪॥

সমস্ত বিদ্যার স্থান এবং পবিত্র সকল যজ্ঞ, যেহেতু এক অন্ন হইতে হইয়া থাকে, সেই হেতু এক অন্নই প্রাণীর পক্ষে সর্বপ্রধান ॥২৫॥

যস্মাদন্নাৎ প্রজাঃ সর্বাঃ কল্পে কল্পেঽসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাদন্নাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥২৭॥
যস্মাদন্নাৎ প্রবর্ত্তন্তে ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ।
তস্মাদন্নাৎ পরং দানং নামুত্রেহ চ পাণ্ডব! ॥২৮॥
যক্ষরক্ষোগ্রহা নাগা ভূতান্যন্যে চ দানবাঃ।
তুষ্যন্ত্যন্নেন যস্মাত্তু তস্মাদন্নং পরং ভবেৎ ॥২৯॥
পরান্নমুপভুঞ্জানো যৎ কর্ম্ম কুরুতে শুভম্।
তচ্ছুভস্যৈকভাগস্তু কর্ত্তুর্ভবতি ভারত! ॥৩০॥
অন্নদস্য ত্রয়ো ভাগা ভবন্তি পুরুষর্ষভ!।
তস্মাদন্নং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ ॥৩১॥
ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় যোঽন্নং সংবৎসরং নৃপ!।
শ্রোত্রিয়ায় প্রযচ্ছেদ্বৈ পাকভেদবিবর্জ্জিতঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি। প্রভুর্ব্রহ্মা। অন্নাৎ অন্নদানাৎ ॥২৭॥

যস্মাদিতি। অমুত্র পরলোকে, ইহলোকে চ, পরমুৎকৃষ্টফলজনকম্ ॥২৮॥

যক্ষেতি। ভূতানি প্রাণিনঃ। পরং সর্ব্বোত্তমম্ ॥২৯॥

পরেতি। উপভুঞ্জানো জনঃ, শুভং শুভজনকং পুণ্যরূপম্ ॥৩০॥

অন্নেতি। অন্নদস্য অন্নদানকর্ত্তুঃ, ত্রয়ো ভাগাস্তচ্ছুভস্য ॥৩১॥

রুদ্রপ্রভৃতি সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও অগ্নিগণ যেহেতু অন্নদ্বারাই সন্তুষ্ট হন, সেই হেতু অন্নকেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥২৬॥

ব্রহ্মা প্রত্যেক কল্পে যেহেতু অন্ন হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই হেতু অন্নদান হইতে উত্তম দান আর হয় নাই বা হইবেও না ॥২৭॥

পাণ্ডুনন্দন! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যেহেতু এক অন্ন হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই হেতু ইহলোকে ও পরলোকে অন্নদান হইতে উত্তম ফলজনক দান আর নাই ॥২৮॥

যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, নাগ, দানব ও অন্যান্য প্রাণী যেহেতু এক অন্নদ্বারাই সন্তুষ্ট হয়, সেই হেতু অন্নই সর্ব্ব বস্তু অপেক্ষা উত্তম ॥২৯॥

ভরতনন্দন! মানুষ পরের অন্ন ভোজন করিতে থাকিয়া যে ধর্ম্মকার্য্য করে, সেই ধর্ম্মকার্য্যের এক ভাগমাত্র সেই কর্ত্তার হইয়া থাকে ॥৩০॥

নরশ্রেষ্ঠ! আর তিন ভাগ অন্নদাতার হয়; অতএব বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করিবে ॥৩১॥

দম্ভানৃতবিমুক্তস্তু পরাং ভক্তিমুপাগতঃ।
স্বধর্ম্মেণার্জ্জিতফলং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
শতবর্ষসহস্রাণি কামগঃ কামরূপধৃৎ।
মোদতেঽমরলোকস্থঃ পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ।
ততশ্চাপি চ্যুতঃ কালান্নরলোকে দ্বিজো ভবেৎ ॥৩৪॥
অগ্রভিক্ষাঞ্চ যো দদ্যাদ্দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে।
ষণ্মাসান্ বার্ষিকং শ্রাদ্ধং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৫॥
গোসহস্রপ্রদানেন যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্।
তৎপুণ্যফলমাপ্নোতি নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৬॥
অথ সংবৎসরং দদ্যাদগ্রভিক্ষাময়াচতে।
প্রচ্ছাদ্যৈব স্বয়ং নীত্বা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণায়েতি। পাকভেদবিবর্জ্জিত একবিধপাককারী। স্বয়ং যদ্ভুঞ্জীত তদেব ব্রাহ্মণায় দদ্যাদিত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মেণ তেন ধর্ম্মেণ ॥৩২—৩৩॥

শতেতি। ততঃ অমরলোকাৎ, চ্যুতঃ পুণ্যক্ষয়েণ ভ্রষ্টঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

অগ্রেতি। বার্ষিকং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যঞ্চ দদ্যাৎ ॥৩৫॥

গবিতি। সমুদাহৃতং মুনিভিরুক্তম্ ॥৩৬॥

অথেতি। অযাচতে অযাচমানায় দ্বিজায়। প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ ॥৩৭॥

রাজা! যে লোক এক প্রকার পাক করিয়া ছল ও মিথ্যাশূন্য এবং পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া এক বৎসর যাবৎ দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সেই লোকের স্বধর্ম্মার্জ্জিত ফল অর্থাৎ পুণ্যের ফল আপনি শ্রবণ করুন ॥৩২—৩৩॥

সেই লোক স্বর্গে যাইয়া লক্ষ বৎসর যাবৎ কামগামী, কামরূপী ও অপ্সরোগণে সেবিত হইতে থাকিয়া আমোদ করে এবং কালক্রমে সেই স্বর্গ-চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে আসিয়া ব্রাহ্মণ হয় ॥৩৪॥

যিনি ছয় মাস যাবৎ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রথম ভিক্ষা ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করেন, তাঁহার সেই পুণ্যের ফল শ্রবণ করুন ॥৩৫॥

মুনিরা সহস্র গোদানে যে পুণ্য বলিয়াছেন, মানুষ সেই পুণ্যের ফল লাভ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৬॥

তারপর যিনি এক বৎসর যাবৎ অযাচক ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া নিজেই লইয়া যাইয়া প্রথম ভিক্ষা দান করেন, তাঁহার সেই পুণ্যের ফল শ্রবণ করুন ॥৩৭॥

কপিলানাং সহস্রৈস্তু যদ্দেয়ং পুণ্যমুচ্যতে।
তৎসর্ব্বমখিলং প্রাপ্য শক্রলোকে মহীয়তে ॥৩৮॥
স শক্রভবনে রম্যে বর্ষকোটিশতং নৃপ !।
যথাকামং মহাতেজাঃ ক্রীড়ত্যপ্সরসাং গণৈঃ ॥৩৯॥
অন্নঞ্চ যস্তু বৈ দদ্যাদ্দ্বিজায় নিয়তব্রতঃ।
দশবর্ষাণি রাজেন্দ্র ! তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৪০॥
কপিলাশতসহস্রস্য বিধিদত্তস্য যৎফলম্।
তৎপুণ্যফলমাসাদ্য পুরন্দরপুরং ব্রজেৎ ॥৪১॥
স শক্রভবনে রম্যে কামরূপী যথাসুখম্।
শতকোটিসমা রাজন্ ! ক্রীড়তেঽমরপূজিতঃ ॥৪২॥
শক্রলোকাবতীর্ণশ্চ ইহ লোকে মহাদ্যুতিঃ।
চতুর্বেদী দ্বিজঃ শ্রীমান্ জায়তে রাজপূজিতঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে অষ্টাবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

কপিলানামিতি। সহস্রৈঃ সহস্রদানৈঃ, দেয়ং জন্যম্ ॥৩৮॥
স ইতি। শক্রভবনে ইন্দ্রগৃহে ॥৩৯॥
অন্নমিতি। নিয়তং নিশ্চিতং ব্রতং তাদৃশদাননিয়মো যস্য সঃ ॥৪০॥
কপিলেতি। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৪১॥
স ইতি। শতকোটিসমা শতকোটিসংখ্যকবৎসরান্ ॥৪২॥

সহস্র কপিলা গোদানে যে পুণ্য বলা হইয়াছে, তিনি সেই সকল পুণ্য লাভ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥৩৮॥

রাজা ! তিনি মনোহর ইন্দ্রভবনে যাইয়া বিশেষ তেজস্বী হইয়া শতকোটি বৎসর যাবৎ ইচ্ছানুসারে অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করেন ॥৩৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! যিনি নিয়মিতভাবে দশ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন ॥৪০॥

যথাবিধানে লক্ষ কপিলা দান করিলে যে পুণ্য হয়, তিনি সেই পুণ্য লাভ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥৪১॥

রাজা ! তিনি মনোহর ইন্দ্রভবনে যাইয়া শতকোটি বৎসর যাবৎ কামরূপী ও দেবসেবিত হইয়া যথাসুখে ক্রীড়া করেন ॥৪২॥

ঊনত্রিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

ভগবানুবাচ।

অধ্বশ্রান্তায় বিপ্রায় ক্ষুধিতায়ান্নকাঙ্ক্ষিণে।
দেশকালাভিযাতায় দীয়তে পাণ্ডুনন্দন! ॥১॥
যাচতেঽন্নং ন দদ্যাদ্যো বিদ্যমানে ধনাগমে।
স লুব্ধো নরকং যাতি কৃমীণাং কালসূত্রকম্ ॥২॥
স তত্র নরকে ঘোরে লোভমোহবিচেতনঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি ক্লিশ্যতে বেদনার্দ্দিতঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

শক্রেতি। শক্রলোকাবতীর্ণো ভোগেন পুণ্যক্ষয়াদিন্দ্রলোকচ্যুতঃ। শ্রীমান্ সম্পদ্যুক্তঃ ॥৪৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

অধ্বেতি। দেশকালাভিযাতায় উপযুক্তে দেশে কালে চাগতায় ॥১॥
যাচত ইতি। ধনাগমে ধনসমৃদ্ধৌ। লুব্ধো ধনরক্ষালোভী, কালসূত্রকং নাম ॥২॥
স ইতি। লোভমোহাভ্যাং বিচেতনঃ অচেতনপ্রায়ঃ ॥৩॥

তার পর সেই ইন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহলোকে আসিয়া মহাতেজা ব্রাহ্মণ হইয়া চতুর্ব্বেদবিৎ, সম্পত্তিযুক্ত ও রাজসম্মানিত হন' ॥৪৩॥

—ঃ*ঃ—

ভগবান্ বলিলেন—'পাণ্ডুনন্দন! ব্রাহ্মণ পথশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইলে, সজ্জনেরা অবশ্যই তাহাকে অন্ন দিয়া থাকেন ॥১॥

যে লোক ধন থাকিতে প্রার্থীকে অন্নদান না করে, সেই লোভী লোক কালসূত্রনামক কৃমিপূর্ণ নরকে গমন করিয়া থাকে ॥২॥

এবং লোভে ও মোহে অচেতনপ্রায় সেই লোক দশ সহস্র বৎসর যাবৎ বেদনার্ত্ত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর নরকে কষ্টভোগ করে ॥৩॥

তস্মাচ্চ নরকান্মুক্তঃ কালেন মহতা হি সঃ।
দরিদ্রো মানুষে লোকে চণ্ডালেম্বপি জায়তে ॥৪॥
যস্তু পাংসুলপাদশ্চ দূরাধ্বশ্রমকর্শিতঃ।
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমশ্রান্ত আর্ত্তঃ খিন্নগতির্দ্বিজঃ ॥৫॥
পৃচ্ছন্ বৈ হ্যন্নদাতারং গৃহমভ্যেত্য যাচয়েৎ।
তং পূজয়েত্তু যত্নেন সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে নরশ্রেষ্ঠ! তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
ন তথা হবিষা হোমৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ।
অগ্নয়ঃ পার্থ! তুষ্যন্তি যথা হ্যতিথিপূজনাৎ ॥৭॥
কপিলায়াস্তু দত্তায়াং বিধিবজ্জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যৎফলং বিপ্রভোজনাৎ ॥৮॥
দ্বিজপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপত্রেণ পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। মুক্তো দুঃখভোগেন পাপক্ষয়াৎ ॥৪॥

য ইতি। পাংসুলপাদো ধূলিযুক্তচরণঃ। স্বর্গসংক্রমঃ স্বর্গগমনে সেতুস্বরূপঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫—৬॥

নেতি। অনুলেপনৈশ্চন্দনাদিভিঃ ॥৭॥

কপিলায়ামিতি। জ্যেষ্ঠপুষ্করে তদাখ্যে তীর্থে ॥৮॥

সেই লোক বহুকাল পরে সেই নরক হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যলোকে চণ্ডালজাতির মধ্যে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥৪॥

ধূলিযুক্ত চরণ, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লিষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত মন্দগতি যে ব্রাহ্মণ অন্নদাতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গৃহ আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করেন, গৃহস্থ যত্নপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন। কারণ, সেই অতিথি স্বর্গের সেতুস্বরূপ; সুতরাং নরশ্রেষ্ঠ! সেই অতিথি সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন ॥৫—৬॥

পৃথানন্দন! অগ্নি অতিথিসেবায় যেরূপ সন্তুষ্ট হন, ঘৃতহোম, পুষ্প ও অনুলেপনদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥৭॥

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হয়, জ্যেষ্ঠপুষ্করতীর্থে যথাবিধানে কপিলা গোদান করিলে মানুষ সেরূপ ফল পায় না ॥৮॥

দেবমাল্যাপনয়নং দ্বিজোচ্ছিষ্টাপমার্জ্জনম্।
শ্রান্তসংবাহনঞ্চৈব তথা পাদাবসেচনম্ ॥১০॥
প্রতিশ্রয়প্রদানঞ্চ তথা শয্যাসনস্য চ।
একৈকং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! গোপ্রদানাদ্বিশিষ্যতে ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
পাদোদকং পাদঘৃতং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যো নোপসর্পন্তি তে যমম্ ॥১২॥
বিপ্রাতিথ্যে কৃতে রাজন্! ভক্ত্যা শুশ্রূষিতেঽপি চ।
দেবাঃ শুশ্রূষিতাঃ সর্বে ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম! ॥১৩॥
অভ্যাগতো জ্ঞাতপূর্বো হ্যজ্ঞাতোঽতিথিরুচ্যতে।
তয়োঃ পূজাং দ্বিজঃ কুর্য্যাদিতি পৌরাণিকী শ্রুতিঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিজেতি। পুষ্করপত্রেণ পদ্মপর্ণেন ॥৯॥

দেবেতি। দেবমাল্যাপনয়নং দেবতাপূজানির্ম্মাল্যাপসারণম্। শ্রান্তস্য দ্বিজস্য সংবাহনং গাত্রমর্দ্দনম্। প্রতিশ্রয়প্রদানম্ আশ্রয়দানম্ ॥১০—১১॥

পাদেতি। পাদয়োর্ঘৃতং ঘৃতাভ্যঙ্গম্, প্রতিশ্রয়মাশ্রয়ম্ ॥১২॥

বিপ্রেতি। দ্বাদশাদিত্যাঃ, একাদশরুদ্রাঃ, অষ্টৌ বসবঃ, দ্বৌ চাশ্বিনীকুমারাবিতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ॥১৩॥

অভীতি। জ্ঞাতপূর্ব্বঃ অজ্ঞাতপূর্ব্বো বা অভ্যাগতঃ অতিথিঃ ॥১৪॥

ভূমি যত কাল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন জলে আর্দ্র থাকে, তত কাল পিতৃলোকেরা পদ্মপত্রে করিয়া জল পান করেন ॥৯॥

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! দেবনির্ম্মাল্যাপসারণ, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণের গাত্রসম্মার্জ্জন, পাদপ্রক্ষালন এবং আশ্রয়, শয্যা ও আসন দান—ইহার এক একটী কার্য্য গোদান অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক ॥১০—১১॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনের জল, পাদাভ্যঙ্গের জন্য ঘৃত, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা যমের নিকট গমন করেন না ॥১২॥

শত্রুদমন রাজা! ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকার ও শুশ্রূষা করিলে, তেত্রিশ জন দেবতা শুশ্রূষিত হইয়া থাকেন ॥১৩॥

পূর্ব্বে পরিচিতই হউক বা অপরিচিতই হউক, অভ্যাগতমাত্রকেই অতিথি বলা হয়। দ্বিজাতিরা সেই উভয়বিধ অতিথিরই সেবা করিবেন, ইহা পুরাণে শুনা যায় ॥১৪॥

পাদাভ্যঙ্গান্নপানৈস্তু যোঽতিথিং পূজয়েন্নরঃ।
পূজিতস্তেন রাজেন্দ্র! ভবামীহ ন সংশয়ঃ ॥১৫॥
শীঘ্রং পাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো ময়া চানুগ্রহীকৃতঃ।
বিমানেনেন্দুকল্পেন মম লোকং স গচ্ছতি ॥১৬॥
অভ্যাগতং শ্রান্তমনুব্রজন্তি দেবাশ্চ সর্ব্বে পিতরোঽগ্নয়শ্চ।
তস্মিন্ দ্বিজে পূজিতে পূজিতাঃ স্যুর্গতে নিরাশাঃ পিতরো ব্রজন্তি ॥১৭॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥১৮॥
বর্জ্জিতঃ পিতৃভির্ল্লুব্ধঃ স দেবৈরগ্নিভিঃ সহ।
নিরয়ং রৌরবং গত্বা দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ততশ্চাপি চ্যুতঃ কালাদিহ চোচ্ছিষ্টভুগ্ ভবেৎ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পাদেতি। পাদঃ পাদপ্রক্ষালনজলম্, অভ্যঙ্গস্তদর্থং তৈলম্ অন্নং পানঞ্চ তৈস্তদ্দানৈঃ ॥১৫॥
শীঘ্রমিতি। অনুগৃহ্যত ইত্যনুগ্রহস্তৎকৃতঃ অনুগ্রহপাত্রীকৃত ইত্যর্থঃ ॥১৬॥
অভীতি। যে গৃহস্থাঃ শ্রান্তমভ্যাগতমতিথিং দ্বিজমনুব্রজন্তি তৈর্গৃহস্থৈশ্চ তস্মিন্ দ্বিজে পূজিতে সতি সর্ব্বে দেবাঃ পিতরোঽগ্নয়শ্চ পূজিতাঃ স্যুঃ, গতে তস্মিন্ দ্বিজে নিরাশে প্রস্থিতে পিতরশ্চ নিরাশা ব্রজন্তি ॥১৭॥
অতিথিরিতি। নাশ্নন্তি শ্রাদ্ধান্নং ন ভুঞ্জতে ॥১৮॥
বর্জ্জিত ইতি। ততশ্চাপি রৌরবাৎ চ্যুতো মুক্তঃ, উচ্ছিষ্টভুগ্ দাসো ভবেৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! যে লোক পাদপ্রক্ষালনের জল, অভ্যঙ্গের জন্য তৈল এবং ভোজনের জন্য অন্ন ও পানীয় দান করিয়া অতিথির সেবা করেন, তিনি আমাকেই পূজা করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।১৫॥

এবং তিনি সত্বর পাপ হইতে মুক্ত ও আমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া আমার লোকে গমন করেন ॥১৬॥

যাঁহারা পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ-অতিথির অনুগমন এবং সেবা করেন, সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক ও অগ্নি তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন; আবার সেই অতিথি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলে, দেবতাপ্রভৃতিও নিরাশ হইয়া চলিয়া যান ॥১৭॥

যে গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ পিতৃলোকেরা তাহার শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন না ॥১৮॥

এবমেতন্ময়া প্রোক্তং রহস্যমিদমুত্তমম্।
ধর্ম্মপ্রিয়স্য তে নিত্যং রাজন্নেবং সমাচর ॥২০॥
ইদং পবিত্রমাখ্যানং পুণ্যং বেদেন সম্মিতম্।
যঃ পঠেন্মামকং ধর্ম্মমহন্যহনি পাণ্ডব। ॥২১॥
ধর্ম্মোঽপি বর্দ্ধতে তস্য বুদ্ধিশ্চাপি প্রসীদতি।
পাপক্ষয়মুপেতৈ্যবং কল্যাণঞ্চ বিবর্দ্ধতে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
এতৎ পুণ্যং পবিত্রঞ্চ পাপনাশনমুত্তমম্।
শ্রোতব্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ শ্রোত্রিয়ৈশ্চ বিশেষতঃ ॥২৩॥
শ্রাবয়েদ্‌যস্ত্বিদং ভক্ত্যা প্রয়তোঽথ শৃণোতি বা।
স গচ্ছেন্মম সাযুজ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
ঊনত্রিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। রহস্যং গুপ্তং ধর্ম্মম্। নিত্যমেবং সমাচর ॥২০॥
ইদমিতি। সম্মিতং তুল্যম্। মামকং মদীয়ং বৈষ্ণবম্। প্রসীদতি নির্ম্মলা ভবতি ॥২১—২২॥
এতদিতি। পুণ্যং পুণ্যজনকম্। শ্রোত্রিয়ৈঃ প্রাগুক্তলক্ষণৈর্ব্রাহ্মণৈঃ ॥২৩॥
শ্রাবয়েদিতি। প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ। সাযুজ্যমেকশরীরতাম্ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
অশ্বমেধে ঊনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

দেবগণ, পিতৃগণ ও অগ্নিগণ সেই লুব্ধপ্রকৃতি গৃহস্থকে বর্জ্জন করেন এবং সেই লোক রৌরব নরকে যাইয়া পঞ্চদশ বৎসর থাকে। তাহার পর কালক্রমে সেই নরক হইতে মুক্ত হইয়া পরোচ্ছিষ্টভোজিরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥১৯॥

রাজা! আপনি ধর্ম্মপ্রিয়; সুতরাং আপনার নিকট আমি এই গুপ্ত উত্তম বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিলাম। আপনি সর্ব্বদা এই ধর্ম্ম আচরণ করুন ॥২০॥

পাণ্ডুনন্দন! এই ধর্ম্মাখ্যান বেদের তুল্য পবিত্র ও পুণ্যজনক; সুতরাং যে লোক প্রত্যহ আমার এই ধর্ম্ম পাঠ করিবে, তাহার ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবে, বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং মঙ্গল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ॥২১—২২॥

অতএব পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশক এই উত্তম ধর্ম্মাখ্যান সকলেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং শ্রোত্রিয়েরা বিশেষভাবে শ্রবণ করিবেন ॥২৩॥

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—ঃ✽ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ সাক্ষাদ্বিষ্ণোর্জগদ্‌গুরোঃ ।
প্রহৃষ্টমনসো ভূত্বা চিন্তয়ন্তোঽদ্ভুতাঃ কথাঃ ॥১॥
ঋষয়ঃ পাণ্ডবাশ্চৈব প্রণেমুস্তং জনার্দ্দনম্ ।
পূজয়ামাস গোবিন্দং ধর্ম্মপুত্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
বালখিল্যা মহাত্মানো যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
তথা ভাগবতাশ্চাপি পঞ্চকালমুপাসকাঃ ।
কৌতূহলসমাযুক্তা ভগবদ্‌ভক্তিমাগতাঃ ॥৩॥
শ্রুত্বা তু পরমং পুণ্যং বৈষ্ণবং ধর্ম্মশাসনম্ ।
বিমুক্তপাপাঃ পূতাস্তে সংবৃত্তাস্তৎক্ষণেন তু ॥৪॥
প্রণম্য শিরসা বিষ্ণুং প্রতিনন্দ্য চ তাঃ কথাঃ ।
দ্রষ্টারো দ্বারকায়াং বৈ বয়ং সর্ব্বে জগদ্‌গুরুম্ ॥৫॥
ইতি প্রহৃষ্টমনসো যযুর্দৈবগণৈঃ সহ ।
সর্ব্বে ঋষিগণা রাজন্ ! যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি । ভগবতো বিষ্ণোরিমে ইতি ভাগবতাস্তান্ । ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১—২॥
বালেতি । পঞ্চকালং প্রাতঃ-সাঙ্গব-মধ্যাপরাহ্ণ-সায়ংসময়েষু । ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥
শ্রুত্বেতি । ধর্ম্মস্য শাসনমুপদেশম্ । সংবৃত্তাঃ সঞ্জাতাঃ ॥৪॥

যে লোক সংযত হইয়া ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ করায় বা শ্রবণ করে, সেই লোক আমার সাযুজ্য লাভ করে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না' ॥২৪॥

—ঃ✽ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তত্রত্য ঋষিগণ ও পাণ্ডবগণ জগদ্‌গুরু সাক্ষাৎ বিষ্ণুর মুখে বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, সেই অদ্ভুত কথা সকল স্মরণ করিতে থাকিয়া, হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন ; আর যুধিষ্ঠির বার বার তাঁহাকে পূজা করিলেন ॥১—২॥

মহাত্মা বালখিল্য ঋষিগণ, তত্ত্বদর্শী যোগিগণ, বৈষ্ণবগণ ও পঞ্চকালোপাসকগণ কৌতুকসমন্বিত হইয়া ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিলেন ॥৩॥

তাঁহারা পরম পুণ্যজনক বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত ও পবিত্র হইলেন ॥৪॥

গতেষু তেষু সর্বেষু কেশবঃ কেশিহা হরিঃ।
সস্মার দারুকং রাজন্! স চ সাত্যকিনা সহ।
সমীপস্থোঽভবৎ সূতো যাহি দেবেতি চাব্রবীৎ ॥৭॥
ততো বিষণ্ণবদনাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষোত্তমম্।
অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি সন্ধায় নেত্রৈরশ্রুপরিপ্লুতৈঃ।
পিবন্তঃ সততং কৃষ্ণং নোচুরার্ত্ততরাস্তদা ॥৮॥
কৃষ্ণোঽপি ভগবান্ দেবঃ পৃথামামন্ত্র্য চার্ত্তবৎ।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীং বিদুরং দ্রৌপদীং তথা ॥৯॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমৃষীনন্যাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
সুভদ্রামাত্মজযুতামুত্তরাং স্পৃশ্য পাণিনা।
নির্গত্য বেশ্মনস্তস্মাদারুরোহ তদা রথম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

প্রণম্যেতি। প্রতিনন্দ্য প্রশস্য। দ্রষ্টারো দ্রক্ষ্যামঃ, জগদ্গুরুং কৃষ্ণম্। দেবগণৈ রাজগণৈঃ। "রাজা ভট্টারকো দেবঃ" ইত্যমর ॥৫—৬॥

গতেষ্বিতি। কেশিহা কেশিনামকবীরহন্তা। দারুকং নাম সারথিম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

তত ইতি। সন্ধায় স্থাপয়িত্বা। পিবন্তঃ সাদরং পশ্যন্তঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

কৃষ্ণ ইতি। পৃথাং কুন্তীম্। আত্মজযুতাং পুত্রপরিক্ষিৎসমন্বিতাম্ উত্তরাম্, স্পৃশ্য স্পৃষ্ট্বা। বেশ্মনো গৃহাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯—১০॥

রাজা! ক্রমে তাঁহারা মস্তকদ্বারা কৃষ্ণকে নমস্কার ও তাঁহার কথাগুলির প্রশংসা করিয়া 'আমরা সকলেই দ্বারকায় যাইয়া পুনরায় জগদ্গুরু কৃষ্ণকে দর্শন করিব' এইরূপ ভাবিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজগণের সহিত চলিয়া গেলেন এবং রাজা! ঋষিরা সকলেও আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥৫—৬॥

রাজা! তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে, কেশিহন্তা কৃষ্ণ দারুককে স্মরণ করিলেন। তখন সারথি দারুক সাত্যকির সহিত নিকটে আসিল এবং বলিল—'দেব! রথ প্রস্তুত, আপনি গমন করিতে পারেন' ॥৭॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ বদন হইয়া এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণকে দেখিতে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখনিবন্ধন তখন কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥৮॥

ভগবান্ কৃষ্ণও দুঃখিত হইয়াই যেন কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, দ্রৌপদী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং অন্যান্য ঋষিগণ ও মন্ত্রিগণের অনুমতি লইয়া আর হস্তদ্বারা সুভদ্রা ও পুত্রযুক্তা উত্তরাকে স্পর্শ করিয়া, সেই গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তখন রথে আরোহণ করিলেন ॥৯—১০॥

বাজিভিঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ।
যুক্তস্তু ধ্বজভূতেন পতগেন্দ্রেণ ধীমতা।
অম্বারুরোহ চাপ্যেনং প্রেম্ণা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১১॥
অপাস্য চাশু যন্তারং দারুকং সূতসত্তমম্।
অভীশূন্ প্রতিজগ্রাহ স্বয়ং কুরুপতিস্তদা॥১২॥
উপারুহ্যার্জ্জুনশ্চাপি চামরব্যজনং শুভম্।
রুক্মদণ্ডং বৃহন্মূর্দ্ধ্নি দুধাবাভিপ্রদক্ষিণম্॥১৩॥
তথৈব ভীমসেনোঽপি রথমারুহ্য বীর্য্যবান্।
ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।১৪॥
বৈদূর্য্যমণিদণ্ডঞ্চ চামীকরবিভূষিতম্।
দধার তরসা ভীমশ্ছত্রং তচ্ছার্ঙ্গধন্বনঃ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
উপারুহ্য রথং শীঘ্রং চামরব্যজনে সিতে।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধূয়মানৌ জনার্দ্দনম্॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

বাজিভিরিতি। বাজিভিরশ্বৈঃ শৈব্যাদিনামকৈঃ। পতগেন্দ্রেণ পক্ষিরাজেন গরুড়েন। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ॥১১॥

অপেতি। অপাস্য অপসার্য্য, যন্তারং চালকম্, সূতসত্তমং সারথিশ্রেষ্ঠম্। অভীশূন্ অশ্বরজ্জুঃ॥১২॥

উপেতি। রুক্মদণ্ডং স্বর্ণময়দণ্ডম্। দুধাব সঞ্চালয়ামাস॥১৩॥

তথেতি। শতং শলাকা যত্র তৎ। চামীকরৈঃ স্বর্ণৈর্বিভূষিতম্ আদায়েতি শেষঃ। তরসা বলেন, ভীমো ভীমমূর্ত্তিঃ তৎ ছত্রং শার্ঙ্গধন্বনঃ কৃষ্ণস্য মূর্দ্ধ্নি দধার॥১৪—১৫॥

সেই রথে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকনামে চারিটী অশ্ব সংযুক্ত ছিল এবং তাহার ধ্বজের উপরে ধীমান্ পক্ষিরাজ গরুড় উপবিষ্ট ছিলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহবশতঃ সেই রথে আরোহণ করিলেন॥১১॥

তখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং চালক সারথিশ্রেষ্ঠ দারুককে সরাইয়া দিয়া সত্বরই নিজেই অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিলেন॥১২॥

ক্রমে অর্জ্জুনও সেই রথে উঠিয়া কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া তাঁহার মস্তকে স্বর্ণদণ্ড, বৃহৎ ও সুন্দর একটী চামর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন॥১৩॥

সেইরূপই বলবান্ ও ভীষণ মূর্ত্তি ভীমসেনও রথে আরোহণ করিয়া শত শলাকাযুক্ত, দিব্য মাল্যশোভিত, বৈদূর্য্যমণিময় দণ্ডযুক্ত ও স্বর্ণভূষিত বিশাল একটী ছত্র লইয়া বলপূর্ব্বক তাহা কৃষ্ণের মস্তকের উপরে ধারণ করিলেন॥১৪—১৫॥

ভীমসেনোঽর্জ্জুনশ্চৈব যমাবপ্যরিসূদনৌ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ কৃষ্ণং মাশব্দ ইতি হর্ষিতাঃ ॥১৭॥
ত্রিযোজনে ব্যতীতে তু পরিষজ্য চ পাণ্ডবান্।
বিসৃজ্য কৃষ্ণস্তান্ সর্বান্ প্রণতান্ দ্বারকাং যযৌ ॥১৮॥
তথা প্রণম্য গোবিন্দং তদাপ্রভৃতি পাণ্ডবাঃ।
কপিলাদ্যানি দানানি দদুর্ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥১৯॥
মধুসূদনবাক্যানি স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
মনসা পূজয়ামাসুর্হৃদয়স্থানি পাণ্ডবাঃ ॥২০॥
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাত্মা হৃদি কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
তদ্ভক্তস্তন্মনা যুক্তস্তদ্যাজী তৎপরোঽভবৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। সিতে শুভ্রবর্ণে। ধূয়মানৌ চালয়ন্তাবভবতামিতি শেষঃ ॥১৬॥
ভীমেতি। শব্দো মা ক্রিয়তামিতি ব্রুবন্ত ইতি শেষঃ ॥১৭॥
ত্রীতি। ব্যতীতে অতিক্রান্তে, পরিষজ্য আলিঙ্গ্য বিসৃজ্য চ ॥১৮॥
তথেতি। দীয়ন্ত ইতি দানানি দাতব্যবস্তূনি ॥১৯॥
মধ্বিতি। হৃদয়স্থানি চিরস্মৃতানি, পূজয়ামাসুঃ প্রশশংসুঃ ॥২০॥
যুধীতি। হৃদি কৃত্বা স্মৃত্বেত্যর্থঃ। যুক্ত একাগ্রচিত্তঃ, তদ্যাজী বিষ্ণুপূজকঃ ॥২১॥

ক্রমে নকুল ও সহদেব সত্বর সেই রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের দিকে শুভ্রবর্ণ দুইটী চামর সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

এইভাবে শত্রুদমনকারী ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—ইঁহারা চারিজন হৃষ্টচিত্ত হইয়া 'কেহ শব্দ করিও না' এই কথা বলিয়া কৃষ্ণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

ক্রমে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিলে, পাণ্ডবেরা সকলে প্রণত হইলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বিদায় দিয়া, দ্বারকার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা তদবধি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া কপিলা গোপ্রভৃতি দান করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

এবং পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সেই সকল বাক্য বার বার স্মরণ করিয়া ও মনে রাখিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ॥২০॥

কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার ভক্ত, তদ্গতচিত্ত, একাগ্র, তৎপূজক ও তৎপরায়ণ হইলেন ॥২১॥

এবমুক্তং পুরাবৃত্তং বৈষ্ণবং ধর্ম্মশাসনম্ ।
ময়া তে কথিতং রাজন্ ! পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥২২॥
তচ্ছৃণুষ্ব মহারাজ ! বিষ্ণুপ্রোক্তং কুরূদ্বহ ! ।
তেন গচ্ছসি নান্যেন তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-পর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তঞ্চেদম্ আশ্বমেধিকপর্ব্ব ॥০॥

—০—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। উক্তং কৃষ্ণেণ, ধর্ম্মশাসনং ধর্ম্মোপদেশঃ ॥২২॥

তদিতি। তৎ ধর্ম্মবাক্যম্। তেন ধর্ম্মশ্রবণেনৈব, তৎ প্রসিদ্ধম্, পরং স্থানম্ ॥২৩॥

চন্দ্রাব্ধি-বহ্নিন্দুমিতে শকাব্দে মাঘে কুজাহে দশমেঽহ্নি সৌরে।
নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়ং বঙ্গানুবাদেন সমং সমাপ্তা ॥১॥
কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানূনশিয়াভিধানঃ।
তত্রত্য-গঙ্গাধরশর্ম্মসূনুর্যঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥
চিরমূনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা।
নম্বু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥
সমাপ্তঞ্চেদম্ আশ্বমেধিকপর্ব্ব ॥০॥

—:*:—

রাজা জনমেজয়! এইভাবে ভগবান্ কৃষ্ণ পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছিলেন। আমি এখন আপনার নিকট পবিত্র ও পাপনাশক সেই শাস্ত্র বলিলাম ॥২২॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আপনি বিষ্ণুপ্রোক্ত সেই শাস্ত্র শুনিতে থাকুন। অন্যদ্বারা নহে, কেবল তাহাদ্বারাই আপনি বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করিবেন ॥২৩॥

আশ্বমেধিকপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

—:*:—